শ্রীশ্রীগোপালচম্পূঃ।

(উত্তরচম্পূঃ)

(৫ম খণ্ডঃ)

গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্যেণ বেদবেদান্ত-ষড়্দর্শন-পুরাণ-শব্দানু-
শাসন-জ্যোতিষ-কাব্যালঙ্কারচ্ছন্দঃশাস্ত্রাদিপারগামীনেন নিখিল-
চতুর্থাশ্রমিকসাধকবৃন্দৈঃ সেবিতপাদপদ্মেন বৈষ্ণব-
সিদ্ধান্তরাজ্যরক্ষণৈকসেনাপতিনা শ্রীমৎসনাতন-
রূপানুগতেন শ্রীবল্লভাত্মজেন

শ্রীমতা শ্রীজীবগোস্বামিপাদেন

নিখিলসিদ্ধান্তসারতয়া বিরচিতা।

শ্রীশ্রীভগবন্নিত্যানন্দপ্রভুবংশ্যেন বর্দ্ধমানপ্রদেশান্তর্গত-
মাণ্ডগ্রামবাস্তব্যেন

শ্রীবীরচন্দ্রগোস্বামিনা বিরচিতয়া

শব্দার্থবোধিকয়া টীকয়া সমন্বিতা।

কাশিমবাজারাধিপ-শ্রীগৌড়রাজর্ষি-মাননীয় মহারাজ-

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্রনন্দিমহোদয়স্যাদেশাৎ

শ্রীরাসবিহারিসাংখ্যতীর্থেন

বঙ্গভাষয়ানুদিতা সম্পাদিতা চ।

তস্মাৎ কৃতংকৃতমর্য্যাদাবারনার্য্যাঃ মর্য্যাদা প্রস্তরেণ বিবাদীকৃততদ্দুর্ব্বাদানুবাদচর্য্যা বিস্তরেণ ॥ ৮৬ ॥

অথ কথকঃ সভাসু সুখপ্রথকং সমাপনমাহ — ॥ ৮৭ ॥

আস্তাং পূর্ব্বকথা সেয়মপূর্ব্বা বত ! মৃগ্যতাম্ ।
সংযোগেঽপি বিয়োগাভপ্রতীতিঃ পূতনারিপোঃ ॥ ৮৮ ॥

তদেবমবধানে জাতে, জাতে চ সর্ব্বসুখজাতে সর্ব্বস্মিন্নপি

প্রসঙ্গং সমাধত্তে—তস্মাদিতি। তস্মাৎ পূর্ব্বব্যাখ্যানেন দোষরাহিত্যাৎ কৃতা মর্য্যাদা যস্যাং সা চাসৌ বারনারীচেতি তস্যা বারঃ সমূহঃ সকলনার্য্য ইত্যর্থঃ। মর্য্যাদায়াঃ প্রস্তরঃ ক্ষরণং যেন তেন বিবাদীকৃততদ্দুর্ব্বাদানুবাদচর্য্যা বিস্তারেণ বিবাদীকৃতা - যা তদ্দুর্ব্বাদানুচর্য্যা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীষু রামস্য বিলাসরূপো যো দুর্ব্বাদ তস্যানুবাদস্য চর্য্যা নৈয়ত্যং তস্যা বিস্তারেণ কৃতং ব্যর্থম্ ॥ ৮৬ ॥

অথ প্রকরণং সমাধাতুং প্রক্রমতে—অথ কথক ইতি গদ্যেন। সুখপ্রথকং সুখস্য প্রথা বিস্তারো যত্র তৎ ॥ ৮৭ ॥

তৎ সমাপনপ্রকারং বর্ণয়তি—আস্তামিতি। সেয়ং পূর্ব্বকথা আস্তাং তিষ্ঠতু, বতেতি হর্ষে, অপূর্ব্বা আশ্চর্য্যরূপা কথা মৃগ্যতামন্বিষ্যতাং, পূতনারিপোঃ কৃষ্ণস্য সংযোগেঽপি বিয়োগস্যেব আভা দীপ্তি র্যস্যাঃ তস্যাঃ প্রতীতি দৃশ্যতে ইতি পূরণীয়ং ॥ ৮৮ ॥

অত্র স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গং সমাধত্তে—তদেবমিতিগদ্যেন। তদেবং সংযোগস্যাবধানে বিজ্ঞানে

অসীম কুলবালাগণের মর্য্যাদা বিনাশী, অথচ বিবাদাস্পদীভূত (কৃষ্ণপ্রেয়সী-দিগের উপর বলরামের বিলাসরূপ) পরিবাদের অথবা নিন্দাবাদের অনুবাদ বিস্তার করিয়া কি হইবে, অর্থাৎ তাহাতে কোন ফলোদয় নাই ॥ ৮৬ ॥

অনন্তর কথক সভার মধ্যে সুখ বিস্তার করিয়া কথা-সমাপন করিতে লাগিল ॥ ৮৭ ॥

দেখুন, এক্ষণে সেই পূর্ব্বকার কথা থাক। আহা! কি আহ্লাদের বিষয়? এই অদ্ভুতকথা আপনারা অন্বেষণ করুন। কারণ, পূতনারিপু শ্রীকৃষ্ণের মিলনও বিরহের মতন প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

অতএব এই প্রকারে নিশ্চয়তা হইলে এবং সকল লোকের সুখসমূহ ঘটিলে,

যথাস্বমাবাসং যাতে, শ্রীকৃষ্ণরাধে চ লব্ধশাতে মোহনমন্দিরায় প্রয়াতে ইতি ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু
রামব্রজাগমকামনাপূর্ণং
বিশং পূরণম্ ॥ ২০ ॥

জাতে সর্ব্বেষাং সুখসমূহে জাতেচ সর্ব্বস্মিন্নপি জনে স্বকীয়ং গৃহং গতে সতি, শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীরাধাচ তে লব্ধং শাতং সুখং যাভ্যাং তে প্রয়াতে গচ্ছতঃ "আত্মনে পদমিচ্ছন্তি পরস্মৈপদিনাং ক্বচি"দিতি ন্যায়াদাত্মনেপদম্ ॥ ৮৯ ॥

রামস্য ব্রজাগমে যা কামনা তস্যাঃ পূর্ণঃ পূর্ত্তি যত্র তৎ ॥ ২০ ॥ ০ ॥
ইতি বিংশং পূরণম্ ॥ ০ ॥ ০ ॥

সকল লোকেই স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। তথা, শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকাও সুখের আতিশয্যলাভ করিয়া মোহন মন্দিরে গমন করিলেন ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূ-কাব্যে বলরামের ব্রজে আগমন-কামনাপূর্ণ বিংশ পূরণ ॥০॥০॥০॥০॥ ২০ ॥

একবিংশং পূরণম্

—।—※—।—

পৌণ্ড্রকাদ্যর্থং বলদেব-দ্বারকাগমনম্।

অন্যেদ্যুস্তু ব্রজরাজসদসি ব্রজযুবরাজবদনশশিমহসি মধুকণ্ঠ উবাচ—তদেবং মধুমাধবমপি ব্রজবাসমধ্যবস্যতঃ পশ্যতাং শৃণ্বতাং সুখং ব্যস্যতস্তত্র ব্রজেঽপি কামপালতয়া সর্ব্বপর্ব্বা-

---

একবিংশে পূরণেতু পৌণ্ড্রকাদ্যৈঃ সমং যুধম্।
শ্রুত্বা বেগেন রামস্য দ্বারকায়াং পুনর্গতিঃ॥ ॰॥

অথ স্বয়ং কবিরেতদুত্তরলীলাস্তরং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অন্যেদ্যুরিতিগদ্যেন। অন্যেদ্যু-রন্যদিবসে ব্রজযুবরাজঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্য বদনমেব শশী তেন মহো দীপ্তি র্যস্য তস্মিন্ মধুকণ্ঠনামা কথক উবাচ॥

তন্মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। মধুমাধবং চৈত্রবৈশাখৌ সমাহারত্বাদেকত্বং। তাবপি ব্যাপ্য ব্রজবাসমধ্যবস্যতঃ ব্রজে নিয়তং বাসং কুর্ব্বতঃ সুখং ব্যস্যতো নিঃক্ষিপতঃ

একবিংশপূরণে পৌণ্ড্রকপ্রভৃতির সহিত যুদ্ধ শ্রবণ করিয়া বলরামের পুনর্ব্বার সবেগে দ্বারকায় গমন বর্ণিত হইবে।

অদ্যকার দিবসে ব্রজরাজের সভা শ্রীকৃষ্ণের মুখশশীদ্বারা প্রদীপ্ত হইলে মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিল।

অতএব এই প্রকারে যদিচ বলরাম চৈত্র এবং বৈশাখমাস নিয়তই ব্রজে বাস করিয়াছিলেন (ক) এবং দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের সুখ নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন; এবং যদিচ তিনি সে ব্রজের মধ্যেও যদৃচ্ছাক্রমে পালনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সকল

(ক) "দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীম্মধুং মাধবমেবচ। রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতি-মাবহন্।" ইতি ভাগবতে ১০।৬৫।১৭।

রামস্য রামস্য দ্বারকাগমনায়ানুজ্ঞাপনায়ামনুজ্ঞায়ামপি প্রসঙ্গমসঙ্গতায়াং পূর্ব্বপূর্ব্ববদ্‌গতাগতমাচরৎসু সন্দেশং হরৎসু কৌচিদাজগ্মতুরূচতুশ্চ ॥ ১—২ ॥

তত্র পৌণ্ড্রকঃ খলু খলতামারভ্য দ্রুতমসভ্যঃ কাশীমণ্ডলাধিপেন সার্দ্ধং খণ্ডিততামবাপেতি ॥ ৩ ॥

অথ ব্রজেশ্বরাদিষু লব্ধসম্ভ্রমাদিষু রাম উবাচ—কথ্যতাং কথং কথমিতি ॥ ৪ ॥

দূতাবূচতুঃ—ভবত্যত্রাগতে কুমতেস্তস্য করূষাধিপতেঃ

কামপালতয়া কামেন পালঃ পালনং যেন তস্য ভাবস্তয়া, সর্ব্বপর্ব্বারামস্য সর্ব্বেষাং পর্ব্বণামুৎসবানামারামস্যাধারস্য রামস্য দ্বারকায়ামাগমনায় অনুজ্ঞাপনায়ামনুজ্ঞাপ্রার্থনায়াং প্রসঙ্গমসঙ্গতায়াং অনুজ্ঞায়ামপি সন্দেশং হরৎসু দূতেষু কৌচিৎ দূতৌ আগতবন্তৌ কথিতবন্তৌ ॥ ১—২ ॥

তয়োর্ব্বচনং বর্ণয়তি—তত্রেতিগদ্যেন। খণ্ডিততাং ছিন্নতাং কৃষ্ণেণাবাপ প্রাপ ॥ ৩ ॥

তদেবং শ্রুত্বা শ্রীব্রজেশ্বরাদীনাং বৃত্তং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। লব্ধাঃ সম্ভ্রমাদয়ো যেষাং তেষু সৎসু কথং কথং কেন কেন প্রকারেণ ॥ ৪ ॥

তেন পৃষ্টৌ দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—ভবত্যেতিগদ্যেন। করূষাধিপতেঃ পৌণ্ড্রকস্য প্রসঙ্গে।

উৎসবের আধার হইয়াছিলেন; তথাপি বলরাম যখন দ্বারকায় গমন করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রার্থনা করেন, এবং তাঁহারাও যে অনুমতিদান করেন, যদিচ তাহা অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি পূর্ব্ব পূর্ব্বরীত্যনুসারে যে সকল বার্ত্তাবহ যাতায়াত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কোন দুইজন দূত তথায় আসিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল ॥ ১—২ ॥

তাহার মধ্যে অসভ্য পৌণ্ড্রক নৃশংসতাচরণ করিলে, সত্বর শ্রীকৃষ্ণ কাশীরাজের সহিত তাহাকে ছেদন করেন ॥ ৩ ॥

অনন্তর ব্রজরাজপ্রভৃতি সকলেই এই বার্ত্তা শুনিয়া ভয়ে এবং সম্ভ্রমে ব্যাকুল হইলে, বলরাম বলিতে লাগিলেন, কি প্রকারে কি প্রকারে? ॥ ৪ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, আপনি এইস্থানে আগমন করিলে, সেই দুর্ম্মতি করূষ-

পুরুষএকঃ স্রস্তধর্ম্মা সুধর্ম্মাসদসি সর্ব্বযাদবকৃতোপসদন-শ্রীকৃষ্ণপদসীমনি নিরাকৃতিরপি ন নিরাকৃতিং লভেতেতি (ক) বিপ্রতয়া দৌবারিকানিবারিতঃ সমাসদদবদচ্চ। অয়মহমস্মি সর্ব্ববেদাবিদাদিভিঃ কৃতসেবেন প্রত্যগাত্মনা বাসুদেবেন প্রস্থাপিত ইতি ॥ ৫ ॥

অথ সর্ব্বে তমন্যাদৃশং পরামৃশন্তঃ সহাসবিস্ময়মূচুঃ—প্রতিকূলস্বভাবতয়া তস্য প্রত্যগাত্মতা চেজ্জ্ঞাতুং শক্যতে,

---

ধর্ম্মো যস্য সঃ, সর্ব্বযাদবৈঃ কৃতমুপসদনং সমীপে গমনং যস্য স চাসৌ শ্রীকৃষ্ণশ্চেতি তস্য পদসীমনি পদক্ষেত্রে নিরাকৃতি র্ব্বেদাধ্যয়নশূন্যোঽপি ন নিরাকৃতিং •আকৃতিরাহিত্যং ন লভেত। দৌবারিকো দ্বারপাল স্তেন অনিবারিতঃ সমাসদৎ সঙ্গতোঽবদচ্চ। কৃতসেবেন কৃতা সেবা যস্য তেন, প্রত্যগাত্মনা অন্তর্যামিরূপেণ বাসুদেবেন চতুর্ব্যূহাদ্যেন প্রস্থাপিতঃ ॥ ৫ ॥

তদেবং শ্রুত্বা তত্রত্যসভ্যানাং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথ সর্ব্বে ইতি পদ্যেন। তং করূষাধিপতিং অন্যাদৃশং কল্পিতরূপধারিণং। চেদ্যদি তস্য প্রতিকূলস্বভাবতয়া প্রতি অঞ্চতি গচ্ছতীতি প্রত্যক্ প্রতিকূলঃ সএবাত্মা স্বভাবো যস্য তস্য ভাব স্তয়া প্রত্যগাত্মতা তদা জ্ঞাতুং শক্যতে।

দেশের অধিপতি পৌণ্ড্রকের কোন একজন লোক ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া সুধর্ম্মা-সভায় আগমন করিলে, সমস্ত যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করেন। তখন সে বেদাধ্যয়ন শূন্য হইলেও শ্রীকৃষ্ণের চরণক্ষেত্রে দেহত্যাগ প্রাপ্ত হয় নাই। বিশেষতঃ সে ব্রাহ্মণ বলিয়া দৌবারিকগণ তাহাকে নিবারণ করিতে পারে নাই। এই কারণে সেই ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল। "এই আমি উপ-স্থিত আছি। সমস্ত বেদাদি যাঁহার সেবা করে, সেই অন্তর্যামিরূপী বাসুদেব (চতুর্ব্যূহ প্রভৃতি) আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন" ॥ ৫ ॥

অনন্তর সভ্যগণ সেই পৌণ্ড্রককে অন্যরূপ বিবেচনা করিয়া (অর্থাৎ কল্পিতরূপধারী বোধ করিয়া সহাস্যে ও সবিস্ময়ে বলিতে লাগিল। প্রতিকূল-

(ক) বেদাধ্যয়নশূণ্যোঽপি দ্বিজো ন নিবারণং লভেত ইতি স্বত্বা। আধ্যায়ো নিরাকৃতি রিত্তি ব্রহ্মবর্গঃ প্রত্যাখ্যাণং নিরসনং প্রত্যাদেশো নিরাকৃতিরিতি সঙ্কীর্ণবর্গঃ। অ।

পরমাত্মতয়া চেৎ তর্হি কথং জ্ঞাতুং শক্যতাং। (ক) তস্মাদ্‌বিশদ্যতাম্ ॥ ৬ ॥

বিপ্রস্তুন্তঃ সরোষমুবাচ—অহো! তমপি ন জানীথঃ, যঃ সম্প্রতি পৌণ্ড্রকতয়াবতীর্ণ ইতি পণ্ডিতৈরুদ্দণ্ডতয়া নির্ণীতঃ ॥ ৭ ॥

রামঃ সারুণাক্ষহাসমাহ স্ম—ততস্ততঃ ? ॥

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ সভাসদ্বিপ্রা ঊচুঃ—বাড়ব! তে বাঢ়ং সাক্ষাদেব সুরাচার্য্যাঃ কথমন্যথা কথয়েয়ুঃ। তত্র চ যে দোষাদ্যন্তাভিনির্ম্মুক্তাভ্যুদিতাস্তে পুনঃ কিমুত ॥ ৮ ॥

চেদ্‌যদি পরমাত্মতয়া প্রত্যগাত্মতা, তর্হি কথং জ্ঞাতুং শক্যতাং, তস্মাৎ প্রত্যগাত্মশব্দস্য দ্ব্যর্থত্বাৎ বিশদ্যতাং প্রকাশ্যতাম্ ॥ ৬।

তন্নিশম্য স বিপ্রঃ সকোপং যদবদত্তদ্বর্ণয়তি—অহো ইতি গদ্যেন। যো বাসুদেব উদ্দণ্ডতয়া অত্যুচ্চতয়া নির্ণীতো নিশ্চিতঃ ॥ ৭ ॥

ততো রামপ্রশ্নানন্তরং দূতয়োরুক্তিং বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। বাড়ব! হে বিপ্র! তে পণ্ডিতাঃ বাঢ়ং সত্যং সাক্ষাৎ সুরাচার্য্যা বৃহস্পতিরূপা দোষাদ্যন্তাভিনির্ম্মুক্তাভ্যুদিতাঃ, দোষা রাত্রি স্তস্যা আদ্যন্তয়োরভিনির্ম্মুক্তঃ সূর্য্যঃ স ইব অভ্যুদিতাঃ পরিবেত্তারঃ সর্ব্বথাজ্ঞাতারঃ ॥ ৮ ॥

স্বভাব বলিয়া যদি তাহার অন্তর্যামিভাব জানা যাইতে পারে তবে পরমাত্মভাব বশতঃ তাহার অন্তর্যামিভাব কেননা জানা যাইতে পারিবে? অতএব এই প্রত্যগাত্মশব্দে দ্বিবিধ অর্থ আছে। সুতরাং ইহা প্রকাশ করিয়া বল ॥ ৬ ॥

তখন ব্রাহ্মণ মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, অহো! যিনি সম্প্রতি পৌণ্ড্রকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং পণ্ডিতেরা যাঁহাকে অত্যুচ্চরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, আপনারা সেই বসুদেবকে জানেন না? ॥ ৭ ॥

বলরাম আরক্ত লোচনে এবং সহাস্তে বলিতে লাগিলেন; তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিল, অনন্তর সভাসদ্ ব্রাহ্মণগণ বলিতে লাগিলেন, হে ব্রাহ্মণ! সেই

(ক) জ্ঞাতুং ইতি আনন্দবৃন্দাবনানন্দপুস্তকেষু নাস্তি।

যতঃ সর্ব্বথা পরিবেত্তার (ক)এবেতি। শ্রীকৃষ্ণস্তু তং ধৃষ্ণং বিবদমানং বিপ্রং বচসা প্রণমন্নুবাচ—ভবতু সন্দিষ্টং বিনিবিষ্টং ক্রিয়তাম্।

বিপ্র উবাচ—সন্দিষ্টমিতি কিমুচ্যতে শ্রীভগবদ্ভিস্তৈরিদমাদিষ্টম্ ॥ ৯ ॥

"বাসুদেবোঽবতীর্ণোঽহমেক এব ন চাপরঃ।
ভূতানামনুকম্পার্থং ত্বন্তু মিথ্যাভিধাং ত্যজ ॥
যানি ত্বমস্মচ্চিহ্নানি মৌঢ্যাদ্ধরসি সাত্বত!।
ত্যক্ত্বৈহি মাং ত্বং শরণং নোচেদ্দেহি মমাহবম্" ॥

ভা ১০।৬৬।৫৬ ॥ ইতি ॥ ১০ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণবিপ্রয়োর্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—শ্রীকৃষ্ণস্ত্বিত্যাদিগদ্যেন। ধৃষ্ণং নির্লজ্জং প্রগল্ভং বা বিপ্রং তং দূতং। বিপ্র উবাচ। শ্রীভগবদ্ভিঃ ঐশ্বর্য্যাদিষড়ৈশ্বর্য্যবদ্ভিঃ ॥ ৯ ॥

তদাদিষ্টবাক্যং শ্লোকত্রয়েন বর্ণয়তি—বাসুদেব ইতি। অপরো বসুদেবপুত্রঃ অত স্বং মিথ্যাভিধাং বাসুদেবাহ্বয়ং ত্যজ। হে সাত্বত! কৃষ্ণ! অস্মচ্চিহ্নানি শ্রীবৎসশঙ্খচক্রাদীনি মৌঢ্যাদজ্ঞানাৎ এতানি ত্যক্ত্বা মাং ত্বং শরণমেহি আগচ্ছ, নো চেদ্যদি শরণং ন লভসে তদা মম সম্বন্ধে আহবং যুদ্ধং দেহি ॥ ১০ ॥

সকল পাণ্ডতেরা সত্যই সাক্ষাৎ সুরগুরু বৃহস্পতির তুল্য; কিরূপে তাঁহারা অন্যরূপ বলিতে পারিবেন? তন্মধ্যে আবার যাঁহারা সূর্য্যের মত অভ্যুদিত তাঁহাদের কথা আর কি বলিব। কারণ, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারেই জ্ঞানবান্ ॥ ৮ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ সেই নির্লজ্জ বা প্রগল্ভ, এবং বিবাদোদ্যত ব্রাহ্মণকে বাক্যদ্বারা প্রণাম করিয়া বলিলেন। আচ্ছা তাহাই হৌক, এক্ষণে আদিষ্ট বিষয় নিবেদন করুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, সন্দিষ্ট বাক্য কি বলিতেছেন, ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যশালী সেই সকল মহাত্মাগণ ইহা আদেশ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

একমাত্র আমিই কেবল বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। অপর আর কেহই বাসুদেব নহে! জীবগণের উপরে অনুকম্পা করিবার নিমিত্ত আমার আবির্ভাব হইয়াছে, অতএব তুমি মিথ্যা বাসুদেব সংজ্ঞা পরিত্যাগ কর, হে

(ক) পরিবেত্তা তু যোঽনূঢ়ে জ্যেষ্ঠে দারপরিগ্রহাৎ। বৃ, টী।

রামঃ সহস্তপেষং গ্রস্তমুবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ সর্ব্বএবাথর্ব্বমুগ্রসেনাগ্রগণ্যস্তে তমুগ্রস্পশ্যতয়া পশ্যন্তঃ সাট্টহাসভঙ্গমঙ্গং ঘট্টয়ামাসুঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ পুনরিদমুবাচ—প্রাগৌৎপত্তিকীং বাসুদেবতামাপন্নঃ কথমহমপি তামভিধাং দূরে বিধাতুং শক্নোমি ॥

অত্র তু কেচিদিদং সোৎপ্রাসমূচুঃ—ক ইদং বিদন্তু। ভবেদপি সাম্প্রতং তস্যাপি তথাত্বমিতি ॥

তদেবং নিশম্য রামঃ ক্রোধেন হস্তয়োঃ পেষং যথা স্যাত্তথা স. গ্রস্তমসম্পূর্ণবাক্যমুবাচ, তত স্তত ইতি। ততো দূতৌ উচতুঃ। উগ্রসেনাগ্রগণ্যাঃ উগ্রসেনোঽগ্রগণ্যাং মুখ্যাং যেষাং তে সর্ব্বে এব উগ্রস্পশ্যতয়া উগ্রদৃষ্টিতয়া তং বিপ্রং অথর্ব্বং দীর্ঘং যথা স্যাত্তথা পশ্যন্তঃ সাট্টহাসভঙ্গং অট্টহাসেন সহ ভঙ্গো যস্য তদঙ্গং ঘট্টয়ামাসুশ্চালিতবন্তঃ। ততঃ শ্রীকৃষ্ণবাক্যং বর্ণয়তি—প্রাগৌৎপত্তিকীমিতি। ঔৎপত্তিকীং স্বভাবসিদ্ধাং বাসুদেবতাং প্রাক আপন্নেঃ লব্ধবানহং

শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি মূঢ়তা বা অজ্ঞানবশতঃ আমাদের শ্রীবৎস, শঙ্খ চক্রাদি যে সকল চিহ্ন ধারণ করিয়া থাক, সেই সকল চিহ্ন ত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও। যদি আমার শরণাপন্ন না হও, তাহা হইলে আমার সহিত যুদ্ধ কর ॥ ১০ ॥

তখন বলরাম হস্তপেষণ পূর্ব্বক অসম্পূর্ণবাক্যে অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি বলিতে লাগিলেন। তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিল, তারপর, উগ্রসেনপ্রভৃতি সকলেই উগ্রদৃষ্টির সহিত সেই ব্রাহ্মণকে বিস্তারিত রূপে দর্শন করিয়া, কুটিল অট্টহাস্যের সহিত তাঁহার অঙ্গচালনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার ইহা বলিতে লাগিলেন, আমি পূর্ব্বে স্বভাবসিদ্ধ বাসুদেব সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে কি প্রকারে আমি সেই সংজ্ঞা দূর করিতে পারি। এই বিষয়ে কেহকেহ ইঙ্গিত করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিল। এক্ষণে করূষদেশের অধিপতি তত্তৎশঙ্খচক্রাদি চিহ্ন সকল ধারণ করিতেও পারেন। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি ইহা জানিতে
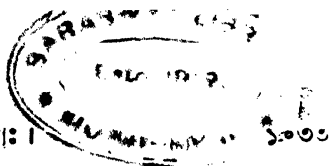
শ্রীকৃষ্ণস্তু তান্ সপ্রণয়রোষং স্তম্ভয়ন্ সলজ্জস্মিতমাসজ্জতীং স্ববাচং পূরয়ামাস। অয়ে! হাসরসিকাঃ! পরিহাসস্ত্যজ্যতাম্। বিপ্রবর! শ্রূয়তাং। তস্য চিহ্নানি তু তত্রানপহ্নবতয়া বর্ত্তন্ত এব। যদি চ তদীয়ানি সহজানি কথঞ্চিন্ময়াপহৃতানি তানি তু তস্য কৃত্রিমাণি তদা পূর্ব্বেষামপি কৃত্রিমতা প্রসজ্যেত। ভবত্বন্যথা বা তথাপি তস্মিন্ সত্যং প্রস্থাপয়ানি তানি, কিন্তু স্বহস্তাদেবার্পণেন। স তু সাক্ষাদ্‌ভূয় স্বয়মেব তানীমানি

কথমপি অভিধাং নাম দূরে বিধাতুং কর্ত্তুং শক্নোমি। সোৎপ্রাসং সেঙ্গিতং। কে জনা ইদং বিদন্তু জানন্তু, সাম্প্রতং তস্যাপি করূষাধিপতেরপি তথা ত্বং তত্তচ্চিহ্নাদিমত্ত্বং ভবেদপীতি। শ্রীকৃষ্ণঃ সপ্রণয়রোষং প্রণয়েণ সহ রোষো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা স্তম্ভয়ন্ বাগ্রহিতং তং কুর্ব্বন্ লজ্জয়া সহ বর্ত্তমানং সলজ্জং তচ্চ তৎ স্মিতং মন্দহাস্যং চেতি তদাসজ্জতীং সঙ্গচ্ছমানাং স্ববাচং পূরিতবান্। অয়ে ইত্যাদি। তস্য পৌণ্ড্রকস্য তত্র দেহে অনপহ্নবতয়া সুস্পষ্টতয়া বর্ত্তন্তএব। সহজানি স্বভাবসিদ্ধানি অপহৃতানি চোরিতানি তদা তস্য তানি কৃত্রিমাণি বর্ত্তন্তে তদাচ

পারিবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়-কোপের সহিত তাঁহাদের বাক্য রোধ করিয়া, লজ্জার সহিত মৃদুহাস্যপ্রাপ্ত নিজবাক্য পরিপূর্ণ করিলেন।

হে হাস্যরসিকব্যক্তিগণ! পরিহাস পরিত্যাগ কর। হে বিপ্রবর! আপনি শ্রবণ করুন! পৌণ্ড্রকের সেই সমস্ত চিহ্ন তথায় সুস্পষ্টরূপেই বিদ্যমান আছে। যদি তাহার স্বভাবসিদ্ধ সেই সকল চিহ্ন আমি চুরী করিয়া থাকি, তাহাহইলে কিন্তু আমি যে সকল চিহ্ন অপহরণ করিয়াছি, তাহাদের কৃত্রিমতা সম্ভাবিত হইতে পারে। অথবা নাহয় মানিলাম, ঐ সকল চিহ্ন অকৃত্রিমই হোক, তথাপি কিন্তু সত্যই পৌণ্ড্রকের নিকট সেই সকল চিহ্ন আমি প্রেরণ করিতেছি। কিন্তু নিকটে গিয়া স্বহস্তদ্বারা অর্পণ করিলেই ভাল হয়। কিন্তু তিনি সাক্ষাতে আগমন করিয়া স্বয়ংই এই সকল চিহ্ন সাবধানে গ্রহণ করিতে পারেন,

সাবধানতয়াগৃহ্লীয়াদভিমুখগমনায় চাগৃহ্লীয়াৎ। যত্র ভূমিলাভেন ক্ষিতিবর্দ্ধনভাবেন চাশ্বাসবহমহানিদ্রামপ্যবাপ্স্যতীতি ॥

রামঃ সস্মিতমুবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ দূতস্তদ্বচনতেজসাবগুণ্ঠিততয়া কুণ্ঠিতঃ সন্নিজোদ্যমমন্যথা মত্বা গত্বা চ তত্তৎকথয়া পুণ্ড্রকাধিপতিমপি ম্লানতুণ্ডং চকার ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বেষাং ময়াপগ্রতানামপি। অন্যথা বা অকৃত্রিমাণি ভবন্তু তস্মিন্ পৌণ্ড্রকে স্বহস্তাদেব সকাশাৎ অর্পণেন ইমানি চিহ্নানি আগৃহ্ণীয়াদাগ্রহং বিদধ্যাৎ। যত্র চ সাক্ষাৎকারে ক্ষিতিবর্দ্ধনভাবেন ক্ষিতে বর্দ্ধনভাবো যত্র তেন ভূমিলাভেন শ্বাসং বহতি যা মহানিদ্রা তাং অবাপ্স্যতীতি। ততঃ সস্মিতং রামপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ উচতুঃ—ততশ্চেতি। তদ্বচনতেজসা তস্য কৃষ্ণস্য বাক্যতেজসা অবগুণ্ঠিততয়া শিরঃপ্রাবরণবল্লজ্জিততয়া কুণ্ঠিতঃ ক্ষমতারহিতঃ পৌণ্ড্রকমপি ম্লানতুণ্ডং ম্লানমুখং কৃতবান্ ॥ ১১ ॥

এবং সম্মুখে গমন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশও করিতে পারেন। এইরূপ সাক্ষাৎকার ঘটিলে তাঁহার ভূমিলাভ হইবে, অর্থাৎ আমাকে মারিয়া আমার রাজ্য লইবেন, পক্ষান্তরে ভূমিলাভ অর্থাৎ তাঁহার নিপাত হইবে ; এবং এই ভূমিলাভে ক্ষিতিবর্দ্ধন, অর্থাৎ ভূ-সম্পত্তির বৃদ্ধি হইবে ; পক্ষান্তরে এই নিপাতে ক্ষিতিবর্দ্ধন অর্থাৎ শবভাব ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ তখন তিনি আশ্বাসবহ অর্থাৎ আশ্বাসযুক্ত মহানিদ্রা অর্থাৎ পরমসুখে গাঢ় নিদ্রা প্রাপ্ত হইবেন। পক্ষান্তরে আশ্বাসবহ অর্থাৎ ঈষৎশ্বাসযুক্ত মহানিদ্রা অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হইবেন।

বলরাম মৃদুহাস্যে বলিতে লাগিয়লন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যতেজে লজ্জিতভাবে কুণ্ঠিত হইয়া, নিজের চেষ্টা বৃথা হইয়াছে ভাবিয়া গমন করেন, এবং তথায় গিয়া তত্তৎকথাদ্বারা পুণ্ড্রকাধিপতিরও মুখ মলিন করিয়া তুলিলেন ॥ ১১ ॥

শ্রীমান্ কৃষ্ণশ্চ কৌতুকসতৃষ্ণঃ কাশীকরূষান্তরালং জগাম। গতে চ তস্মিন্ পুণ্ড্রক-কাশীমণ্ডলপতী পঞ্চভিরক্ষৌহিণীভিঃ কৃতগতী বভূবতুঃ ॥ ১২ ॥

রাম উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ। ততশ্চ—

নটমিব নিজতুল্যবেশলেশং
পরিকলয়ন্নজিতঃ স পুণ্ড্রকং তম্।
হসিতবশতয়াবধানশূন্যঃ
সমমরিভিঃ সমবারি শস্ত্রবর্ষৈঃ ॥ ১৩ ॥

অথ শ্রীব্রজেশ্বরে ততস্তত ইতি বক্তুং প্রবৃত্তেঽপ্যসমর্থে স্বয়মেব দূতাবূচতুঃ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণো যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—শ্রীমানিত্যাদিনা। কৌতুকে সতৃষ্ণঃ সাভিলাষঃ, কাশীকরূষান্তরালং কাশীকরূষদেশয়োর্মধ্যস্থানং কৃতগতী কৃতা গতি র্যাভ্যাং তৌ ॥ ১২ ॥

ততো রামপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ উচতুঃ—নটমিবেতি। নিজতুল্যো নিজসদৃশো বেশলেশো যস্য তং পুণ্ড্রকং সোঽজিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরিকলয়ন্ নিরীক্ষ্য হসিতবশতয়া হাস্যপরতন্ত্রতয়া অবধানশূন্যো ধৈর্য্যরহিতো যুদ্ধোদ্যমরহিতো বা সমং সহ অরিভিঃ শত্রুভিঃ শস্ত্রবর্ষৈঃ সমবারি আবৃতঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া কাশী এবং করূষদেশের মধ্যস্থানে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে পুণ্ড্রক এবং কশীপ্রদেশের অধীশ্বর, পঞ্চ অক্ষৌহিণীর সহিত আগমন করিলেন ॥ ১২ ॥

বলরাম কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিল, তারপর সেই শ্রীকৃষ্ণ, নটের মত পুণ্ড্রক দেশাধিপতির নিজবেশের তুল্য অবিকল বেশভূষা হইয়াছে, ইহা নিরীক্ষণ করিয়া এরূপ হাস্যের অধীনতা বরন করিলেন যে, তৎকালে শত্রুগণ এককালে বিবিধ অস্ত্রবর্ষণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আবরণ করিল ॥ ১৩ ॥

এই কথা শুনিবার পর শ্রীব্রজরাজ "তারপর তারপর" এই কথা বলিতে

অথার্দ্ধদেশমাগতাং সশস্ত্রবৃষ্টিসংহতিম্।
নিজায়ুধৈঃ কিরন্নরীনশেষকান্ বিতীর্ণবান্॥
খগা ইব গতাবাসন্নাগতৌ তু খগা ইব।
খগাধিপতিপত্রস্য খগাশ্চিক্রীড়ুরত্র তে॥ ১৪—১৫॥

ততশ্চ—

সৈন্যস্থলং শাত্রবমশ্বকুঞ্জর-
দ্বিপাদ্বরাণাং প্রথমং গণৈর্বৃতম্।
অনন্তরং ফেরব-গৃধ্র-বায়স-
প্রেতাদিকানাং নিকরৈঃ পরাচিতম্॥ ১৬॥

তদেতচ্ছ্রবণানন্তরং শ্রীব্রজেশ্বরস্য বৈকল্যে জাতে স্বয়ং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—অথার্দ্ধেতি। অর্দ্ধদেশং পথমধ্যং শস্ত্রবৃষ্টিসমূহং স কৃষ্ণো নিজায়ুধৈ র্বাণাদিভিঃ কিরণ্ বিক্ষিপন্ অরীন্ শত্রূন্ অশেষকান্ ন বিদ্যতে শেষো যেষাং তান্ বিতীর্ণবান্ চকার॥

নিজায়ুধৈরিত্যুক্তং তেষাং গত্যাদিকং বর্ণয়তি—খগা ইতি। খগাধিপতিপত্রস্য খগাধিপতি র্গরুড়ঃ সএব পত্রং বাহনং যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তে খগা বাণা অত্র যুদ্ধে চিক্রীড়ুঃ ক্রীড়িতবন্তঃ, গতৌ নিক্ষেপে খগাঃ পক্ষিণ ইবাসন্ আগতৌ খগাদেবা ইব, যদ্বা বায়বইব॥ ১৪—১৫॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণবাণপ্রভাবেণ যদভূত্তদ্বর্ণয়তি—সৈন্যস্থলমিতি। শাত্রবং শত্রুসম্বন্ধি সৈন্যস্থলং প্রথমং হয়হস্তিপদাতিশ্রেষ্ঠানাং গণৈর্বৃতং অনন্তরং শৃগালগৃধ্রপক্ষকাকপ্রেতাদিকানাং সমূহৈঃ পরাচিতং ব্যাপ্তমভূৎ॥ ১৬॥

প্রবৃত্ত হইয়াও অসমর্থ হইলেন। তখন স্বয়ং দূতদ্বয়ই বলিতে লাগিল॥

অনন্তর যখন অস্ত্রবৃষ্টিরাশি অর্দ্ধপথে আগমন করিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ আপনার অস্ত্রসমূহদ্বারা ঐ সকল অস্ত্র নিঃক্ষেপ করিয়া সমস্ত শত্রু নিঃশেষ করিলেন। ঐ যুদ্ধে গরুড় শ্রীকৃষ্ণের ঐ সকল নরক্রীড়া করিয়াছিল। গমন বা নিঃক্ষেপ ঐ সকল শর পক্ষিসমূহের মত, এবং আগমনে দেবতা বা বায়ুর মত হইয়াছিল॥ ১৪—১৫॥

শ্রীকৃষ্ণের বাণপ্রভাবে পূর্ব্বে যে শত্রুসম্বন্ধীয় সৈন্যস্থল অশ্ব, গজ, এবং শ্রেষ্ঠ পদাতিকগণদ্বারা পরিবৃত ছিল, পরে সেই সৈন্যস্থল শৃগাল, শকুনি, কাক, এবং ভূত-প্রেতাদি সমূহদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল॥ ১৬॥

তদেবং তান্নিহত্য ব্রজপতিবংশপুণ্ড্রং পুণ্ড্রকরাজায় সোল্লুণ্ঠতয়া শশংস। অহং খলু ত্রিলোক্যা রাজ্ঞস্তবাজ্ঞয়া শস্ত্রাণি সমর্পয়িতুমাগতবান্। তত্র মূধা (ক) ব্যবধানকারিণস্তানিমাংস্তিরোধাপিতবাংস্তদধুনা তানি সাবধানতয়া গৃহাণেতি। তদেবমুক্তবতা পুনর্ব্বাণান্ প্রযুক্তবতা তেন তৈস্তস্য শতাঙ্গং সহস্রাঙ্গং চক্রে। যান্ প্রযুজ্য চ চক্রং বিচকিরে। যেন তস্য মস্তকমপি নিরস্তমিতি সমস্তানাং কৌতুকং ন্যস্তমাসীৎ ॥১৭

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তান্ শত্রূন্ ব্রজপতিবংশপুণ্ড্রং বংশতিলকং সোল্লুণ্ঠতয়া সেঙ্গিতবাচা প্রশংসিতবান্ অহমিতি তিরোধাপিতবানিত্যনেনাপি অন্বয়ঃ। তত্র সমর্পণে মুধাব্যবধানকারিণঃ মিথ্যাতদ্বিঘাতকারিণ স্তানিমান্ শত্রূন্ তিরোধাপিতববান্ নাশয়ামাস। তানি শস্ত্রাণি তেন শ্রীকৃষ্ণেন তৈর্বাণৈ স্তস্য পৌণ্ড্রকস্য শতাঙ্গং রথং সহস্রাঙ্গং ছিন্নভিন্নং চক্রে, যান্ বাণান্ প্রযুজ্য চক্রং সুদর্শনং বিচকিরে বিক্ষিপ্তবান্, যেন চক্রেণ তস্য পৌণ্ড্রকস্য নিরস্তং নিঃক্ষিপ্তং ইতি হেতোঃ সর্ব্বজনানাং ন্যস্তং দীপ্তমাসীৎ অসগতিদীপ্ত্যাদানেষ্বিতি ধাতোঃ রূপম্ ॥ ১৭ ॥

ব্রজপতির বংশধর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সেই সমস্ত শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া পুণ্ড্রকরাজকে ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যদ্বারা প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আপনি ত্রিভুবনের অধীশ্বর। আমি নিশ্চয়ই আপনার আজ্ঞানুসারে অস্ত্রসকল সমর্পণ করিতে আগমন করিয়াছি। সেই যুদ্ধে যে সকল যোদ্ধা মিথ্যা আঘাত করিতেছিল, আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি। অতএব এক্ষণে সাবধান হইয়া সেই সকল অস্ত্র গ্রহণ কর। এইরূপ কথা বলিয়া পুনর্ব্বার শরজাল মোচনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল শরদ্বারা পৌণ্ড্রকের রথ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সকল বাণপ্রয়োগ করিবার পর তিনি সুদর্শনচক্র নিঃক্ষেপ করেন। সেই সুদর্শনচক্রদ্বারা তাহার মস্তকও নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই কারণে সমস্ত লোকের কৌতুকও দীপ্তি পাইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

(ক) ব্যবধাকারিণ ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

তর্হি লব্ধবিনাশীভবন্ কাশীপতিশ্চ কদাত্মনঃ শির উৎকরিতুং তেন পত্রিণো বিকীর্ণা ইতি ন দৃষ্টিমপি বিতীর্ণাং বিধাতুং সাবসরতাং সসার ॥১৮॥

তৎসদনজনগণস্তু বিকীর্ণতয়া সমাগচ্ছদবতীর্ণতাং গচ্ছত্তচ্ছিরঃ প্রতি নেত্রং বিস্তার্ণবান্ ॥ ১৯ ॥

তদ্‌যথা—

পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ প্রপৌত্রৈর্দুহিতৃভিরনুজৈঃ স্ত্রীভিরন্যৈশ্চ যস্য
স্বর্গাদেতাদমব্জং মম মম মম মেত্যুক্তমায়াতি যস্মিন্।
কাশীরাজস্য তস্য প্রকটমসুরজিৎপত্রিবিক্ষিপ্তমস্তং
স্রস্তং নির্ব্বর্ণ্য তত্তে পুনরখিলজনা মেনিরে বজ্রমেব ॥২০॥

ননু, তদা তৎসহায়স্য কাশীপতেঃ কিং বৃত্তমভূদিত্যপেক্ষয়াং তদ্বর্ণয়তি—তর্হীতিগদ্যেন। তর্হি তদা লব্ধবিনাশীভবন্ ন লব্ধো বিনাশোঽবিনাশো ভবতি এবম্ভূতঃ স কাশীপতিঃ শিরঃ উৎকরিতুং মুণ্ডং বিক্ষেপ্তুং কদা তেন কৃষ্ণেন পত্রিণো বাণা বিকীর্ণা বিক্ষিপ্তা ইতি দৃষ্টিমপি বিতীর্ণাং বিস্তৃতাং বিধাতুং কর্ত্তুং সাবসরতাং সাবকাশং ন সসার ন জগাম ॥ ১৮ ॥

ততো যদ্‌বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি —তদিতিগদ্যেন। কাশীপতিগৃহজনসমূহস্তু বিকীর্ণতয়া বিস্তৃততয়া [illegible] সমাগচ্ছৎ, অবতীর্ণতাং স্থানান্তরাদাগতাং গচ্ছৎ তস্য কাশীপতেঃ শিরঃ প্রতি নেত্রং নয়নং বিস্তীর্ণবান্ প্রসারয়ামাস ॥ ১৯ ॥

[illegible]নং বর্ণয়তি—পুত্রৈরিতি। যস্মিন্ শিরসি আয়াতি আগচ্ছতি সতি যস্য কাশীপতেঃ

তৎকালে কাশীপতি বিনাশভাব প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া "কখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার মস্তক ছেদন করিবার জন্য বাণ সকল নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন", তাহার জন্য দৃষ্টি বিস্তারিত করিবার অবকাশও প্রাপ্ত হন নাই ॥ ১৮ ॥

কাশীপতির গৃহস্থিত লোকগণ বিস্তারিতভাবে তথায় আগমন করিল। পরে একস্থান হইতে অন্যস্থানে অবতীর্ণ হইয়া কাশীপতির মস্তকের প্রতি দৃষ্টি প্রসারণ করিল ॥ ১৯ ॥

যে মস্তক আসিলে পরে, কাশীপতির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, কন্যা, ভ্রাতা, স্ত্রী এবং অন্যান্য সমুদয় ব্যক্তিগণ,"ইহা কি স্বর্গ হইতে পদ্ম আসিতেছে,ইহা আমার ইহা আমার ইহা আমার" এইরূপ কথা বলিয়াছিল। অনন্তর কাশীপতির মস্তক,

রামঃ সহাসমুবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ শ্রীমান্ দ্বারকাভর্ত্তা দ্বারকামেবাসসার ॥ ২১ ॥

অথ দূতান্তরাগমনে দিনান্তরেঽপি তদেব প্রস্তুতবান্ ॥

রাম উবাচ—সাধিষ্ঠমেব সাধিতং যদ্দ্বাবপি তাববধিষাতাং কিন্তু—

"অগ্নেঃ শেষং ব্যাধিশেষং শত্রুশেষং ন শেষয়েৎ"

ইতি নীত্যা কথং তত্তদপত্যাদয়োঽপি প্রাণৈর্ন ত্যাজিতাঃ ॥

পুত্রাদিভিরত্যুক্তং স্বর্গাদিদমজং পদ্মমেতি আগচ্ছতি এতন্মম মমেত্যাদিরূপং। তত স্তস্ত কাশীপতেঃ মস্ত মুণ্ড অসুরজৎপত্রিবিক্ষিপ্তং কৃষ্ণস্য বাণেন বিক্ষিপ্তঃ সৎ স্রস্তং বিগলিতং নির্ব্বর্ণ্য নিরীক্ষ্য তে পুত্রাদয়ঃ সর্ব্বে তৎ বজ্রমেব বজ্রবৎ প্রাণপীড়াকরমেব মেনিরে ॥ ২০ ॥

ততো রামস্য প্রশ্নানন্তরং দূতোক্তং, ততশ্চেতি গদ্যং সুগমম্ ॥ ২১ ॥

ততো দিনান্তরে কিং বৃত্তমভূদিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৎকৃত্যং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তদেব

শ্রীকৃষ্ণের বাণদ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া বিগলিত হইয়াছে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ সকল পুত্র পৌত্রাদি ব্যক্তিগণ তাহাকে বজ্রতুল্য প্রাণপীড়াকর বলিয়াই মানিয়াছিল ॥ ২০ ॥

বলরাম সহাস্যে বলিতে লাগিল, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিল, তারপর শ্রীমান্ দ্বারকাপতি দ্বারকাতেই আগমন করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর অন্যদূতের আগমন হইলে, অন্যদিনেও সেই পৌণ্ড্রক এবং কাশীরাজের বিনাশই প্রস্তাব করিয়াছিল। বলরাম বলিলেন, ইহাতে অতিশয় উত্তম কার্য্যই সম্পন্ন করা হইয়াছে। যেহেতু তিনি পৌণ্ড্রক এবং কাশীরাজ এই দুইজনকেই বধ করিয়াছেন। কিন্তু "অগ্নির শেষ, ব্যাধির শেষ, এবং শত্রুশেষ রাখিতে নাই।" এই নীতিশাস্ত্র বিদ্যমান থাকিতে কেন তাহাদের অপত্য ও আত্মীয়দিগকেও বধকরা হয় নাই ? ॥

অথ দূতাবূচতুঃ—দেব! তদেব শ্রূয়তাং। ঘৃণয়া তত্তদ্বধার্থমতৃষ্ণেঽপি শ্রীকৃষ্ণে কাশীক্ষিতীশ্বরস্য বিশ্বেশ্বরস্য চ নশ্বরধামতা জাতা॥

তথা হি অথ সুদক্ষিণাখ্যঃ কাশীরাট্পুত্রশ্চ পিতৃবধমধঃকৃতমুখতয়া বীক্ষ্য পুনস্তয়া শিবমপ্যারাধয়ামাস। প্রত্যক্ষে তু তস্মিংস্ত্র্যক্ষে কঞ্জাক্ষং বিপক্ষং ন জ্ঞাপয়ামাস। কিন্তু কশ্চিদ্বিপক্ষমাত্রং শিবস্তু তৎপ্রস্তুতমবস্তু বিজ্ঞায় তদবজ্ঞায় তস্মা ইদং সর্ব্বং তব ভস্মায়িতমিতি সস্মিতং ব্যঞ্জয়ন্নাহ স্ম॥

পৌণ্ড্রককাশীরাজনাশনঃ। তত্র রামস্য প্রশ্নং বর্ণয়তি—সাধিষ্ঠমেবেতিগদ্যেন। সাধিষ্ঠমতিশয়মেব যদ্‌যস্মাৎ দ্বাবপি পৌণ্ড্রককাশীপতী অবধিষাতাং হতৌ কিস্বিত্যাদি সুগমম্॥

ততো দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—দেবেতিগদ্যেন। ঘৃণয়া তুচ্ছতয়া তত্তদ্বধার্থং তয়োরপত্যাদিনাশনার্থং অতৃষ্ণে ইচ্ছারহিতেঽপি কৃষ্ণে সতি নশ্বরধামতা নশ্বরং নাশ্যং ধাম আলয়ং যস্য তদ্ভাবতা জাতা। তৎ পরিচায়য়তি—তথাহীতি অধঃকৃতং মুখং যস্য তদ্ভাবতয়া পিতৃবধং বীক্ষ্য তয়া অধঃকৃতমুখতয়া শিবমপি শুভকারকমপি। ত্র্যক্ষে শিবে প্রত্যক্ষে সতি কঞ্জাক্ষং কৃষ্ণং বিপক্ষং দ্বেষিণং। অবস্তু অযোগ্যং তদবজ্ঞায় তদারাধনং তুচ্ছীকৃত্য তবেদং সর্ব্বং ভস্মায়িতং ভস্মেব রচিতমিতি সস্মিতং তস্মৈ ব্যঞ্জয়ন্নাহ—ব্রাহ্মণপাশৈ র্ব্রাহ্মণবৃন্দৈরপি, যদ্বা নিন্দার্থে পাশঃ। নিন্দিতব্রাহ্মণৈঃ সহ পরিচরিতঃ সমারাধিতঃ কাঙ্ক্ষিতমভিলষিতং। অব্রহ্মণ্যঃ ব্রাহ্মণদ্বেষী হন্যমানতয়া নাশ্যতয়া গণ্যো গনীয়ঃ স্যাৎ। ঈদৃক্ ব্যঞ্জনাচ তদসঞ্জয়ামাস

অনন্তর দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, দেব! তাহাই শ্রবণ করুন। ঘৃণা অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া পৌণ্ড্রক এবং কাশীরাজের অপত্যাদিগকে বিনাশ করিতে শ্রীকৃষ্ণ অনিচ্ছুক হইলেও কাশীপতি এবং বিশ্বেশ্বরের আলয় নশ্বর হইয়াছিল॥

দেখুন, তৎপরে সুদক্ষিণ নামে কাশীরাজের একপুত্র অধোমুখে পিতৃবধ নিরীক্ষণ করিয়া, পুনর্ব্বার অধোমুখেই মহাদেবেরও আরাধনা করেন। কিন্তু সেই ত্রিলোচন প্রত্যক্ষ হইলে, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ যে বিপক্ষ, তাহা তাঁহাকে নিবেদন করিল; কিন্তু কোন এক বিপক্ষের কথানিবেদন করিয়াছিল।

ব্রহ্মাণপাশৈরপি সহ পরিচরিতঃ স দক্ষিণাগ্নিস্তব কাঙ্ক্ষিত-মাচরিষ্যতি। যদ্যব্রহ্মণ্যএব হন্যমানতয়া গণ্যঃ স্যাদিতি। অথ ব্যঞ্জনা চ তদাদৃগাসঞ্জয়ামাস। ব্রহ্মণ্যদেবশ্চেদসৌ তদাগ্নিরেব ব্রাহ্মণপাশানপি তন্নাশায় সম্পাদয়িষ্যতীতি।

রাম উবাচ　ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততঃ স তু মূঢঃ স্ফুটমূঢ়হর্ষস্তং ব্রহ্মণ্যদেব-মপ্যভিচরিতুং দক্ষিণাগ্নিং পরিচরতি স্ম। পরিচারিতশ্চায়ং শুষ্মা, শুষ্মাতিশয়বত্তুষ্মা প্রকটজটাদিমুদ্ররুদ্রমূর্ত্তিতয়া শশ্বদ-

---

ক্রোড়ীচকার। অসৌ উদ্দেশ্যো ব্রহ্মণ্যদেবশ্চেৎ তদা সোঽগ্নিরেব তান্ ব্রাহ্মণসমূহানপি নাশায় ভস্মীভবনায় সম্পাদয়িষ্যতি ॥

ততো রামস্য প্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতুস্তদ্বর্ণয়তি—তত ইতি গদ্যেন। স তু সুদক্ষিণঃ উঢ়ঃ প্রাপ্তো হর্ষো যেনঃ সঃ, তং কৃষ্ণং। শুষ্মা অগ্নিঃ শুষ্মাতিশয়বত্তুষ্মা শুষ্মো জ্বালা তেনাতিশয়বৎ উষ্ম উষ্ণতা যস্য সঃ, প্রকটা জটাদিমুদ্রা যস্য স চাসৌ রুদ্রশ্চেতি তস্য মূর্ত্তিরেব মূর্ত্তি যস্য

কিন্তু মহাদেব তাহার প্রস্তাবিত বিষয় অযোগ্য বিবেচনা করিয়া এবং তাহার আরাধনা তুচ্ছ করিয়া, "এই সমস্তই তোমার ভস্মাহুতির মত বৃথা হইয়াছে" মৃদুহাস্যে ইহা সূচনা করত তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥

যদি নিশ্চই ব্রাহ্মণদ্বেষী বিনাশ্যরূপে গণনায় হয়, তাহাহইলে ব্রাহ্মণসমূহ অথবা নিন্দিত ব্রাহ্মণসমূহের সহিত আরাধিত হইলে, সেই দক্ষিণাগ্নি তোমার অভীষ্ট সম্পাদন করিবে। অনন্তর এইরূপ সূচনাও প্রকাশ করিয়াছিল, যদি তিনিই ব্রহ্মণ্যদেব হন, তাহাহইলে অগ্নিই ব্রাহ্মণাধম সমূহকেও ভস্মীভূত করিবে।

বলরাম বলিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিল, তারপর সেই মূঢ় সুদক্ষিণ, স্পষ্টরূপে আনন্দিত হইয়া সেই ব্রহ্মণ্যদেবেরও অভিচারের জন্য দক্ষিণাগ্নির আরাধনা করিয়াছিল। এইরূপে ঐ দক্ষিণাগ্নি আরাধিত হইলে, অতিশয় স্ফুলিঙ্গদ্বারা তাহার উষ্ণতাবর্দ্ধিত হইল; এবং প্রকটিত জটাদি-মুদ্রাধারী রুদ্রমূর্ত্তির মত বারংবার বৃদ্ধিপাইতে লাগিল। তৎপরে সেই অগ্নি দ্বারকা-প্রভৃতি দেশের অনুসরণ করে, এবং তথায় উপদ্রব করিতে থাকে। তখন

শ্বয়াৎ। তদনু চ দ্বারকাদিশমনুদ্রবন্নুপদ্রবংশ্চ তত্তদ্রুদ্রগণৈ-রগ্রপশ্চাদ্ভাবেন সব্যগ্রমনুদ্রুয়তে স্ম ॥ ২২—২৪ ॥

যথা—

বিদ্যুদ্বৎ কেশকূর্চ্চজ্বলননিচয়মুক্চক্ষুরুদ্দণ্ডদংষ্ট্রা-
ভ্রূকুট্যুদ্যৎকঠোরাননকটুরসনালীঢ়সৃক্কদ্বয়ান্তঃ। (ক)
নগ্নঃ শূলাংশুভগ্নপ্রতিদিশবিষয়স্তালতুল্যাঙ্ঘ্রিনালঃ
সর্ব্বামুর্ব্বীং ধুনানঃ প্রমথপথপথঃ সোহয়মগ্নিঃ সসার ॥২৫॥
অদ্রাক্ষাদক্ষিভির্যস্মিন্নক্ষীণদ্যুতিলক্ষিভিঃ।
(খ)অদ্রাক্ষাত্তত্র ব্রক্ষাংশ্চ স কৃত্যা শুষ্মপুরুষঃ ॥ ইতি ॥২৬॥

তস্মাবতয়া শশ্বৎ সদা অশ্বয়াৎ ববর্দ্ধ, টুওশ্বিগতিবৃদ্ধ্যোরিতি ধাতুঃ। অনুদ্রবন্ অনুগচ্ছন্ উপদ্রবং কুর্ব্বংশ্চ তত্তদ্রুদ্রগণৈঃ সব্যগ্রং সব্যাকুলং অনুদ্রুয়তে অনুগম্যতে স্ম ॥ ২২—২৪ ॥

তদগ্নিরূপং বর্ণয়তি—বিদ্যুদিতি। কূর্চ্চো ভ্রূমধ্যং বিদ্যুদ্বৎ কেশকূর্চ্চৌ যস্য স, জ্বলননিচয়ং জ্বলনসমূহং মুং মুঞ্চতি এবম্ভূতং চক্ষুর্যস্য সচ সচ উদ্দণ্ডা অত্যুচ্চা দংষ্ট্রা ভ্রূকুটী ভ্রূবোঃ কৌটিল্যং তয়োঃ উদ্যন্ কঠোরঃ কাঠিন্যং যস্য তচ্চ তদাননং মুখং চেতি তত্র যা কটুরসনা তীক্ষ্ণ-জিহ্বা তয়া লীঢ়ং আস্বাদিতং সৃক্কদ্বয়য়োরোষ্ঠপ্রান্তয়োরন্তং যস্য সঃ। নগ্নো বস্ত্রহীনঃ শূলাংশু-ভগ্নপ্রতিদিশবিষয়ঃ শূলস্য অংশুনা কিরণেন ভগ্নঃ প্রতিদিশবিষয়ো যেন সঃ, তালতুল্যাঙ্ঘ্রিনালঃ তালবৃক্ষতুল্যঃ পাদয়োর্নালঃ শিরা যস্য সঃ। সর্ব্বাং ভূমিং ধুনানঃ কম্পয়ন্ প্রমথপথপথঃ প্রমথানাং রুদ্রপরিকরাণাং পথে মার্গে পথো গতির্যস্য সঃ সসার গতবান্ ॥ ২৫ ॥

তস্যাগ্নেঃ প্রাগল্ভ্যং বর্ণয়তি—অদ্রাক্ষীদিতি। স কৃত্যা শুষ্মপুরুষঃ অভিচারানলপুরুষঃ,

তত্তৎরুদ্রগণ কেহ অগ্রে, এবং কেহ বা পশ্চাতে, এইরূপে ব্যাকুলভাবে তাঁহার অনুগমন করেন॥ ২২—২৪ ॥

ঐ অগ্নির ভ্রূমধ্যস্থিত কেশে যেন, বিদ্যুৎ শোভা পাইতেছে। চক্ষু যেন, অনলরাশি বর্ষণ করিতেছে। অত্যুচ্চ দর্শন এবং ভ্রূকুটীদ্বারা মুখের কঠোরতা প্রকাশ পাইতেছে। এই ভীষণমুখে যে, তীক্ষ্ণ জিহ্বা আছে, তাহাদ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডল যেন গ্রস্ত হইতেছে। এই অগ্নির চরণ-নাল যেন, তালবৃক্ষের তুল্য। এইরূপে এই অগ্নি সমস্ত পৃথিবী কম্পিত করিয়া এবং রুদ্রগণের পথে গমন করিয়া চলিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

সেই অভিচারাত্মক অনল-পুরুষ, যে স্থানে নেত্রসমূহদ্বারা সকলকে দর্শন

(ক) সৃক্কীতি বৃন্দাবনাখন্দপাঠঃ।
(খ) অধাক্ষীদিতি টীকাধৃতপাঠঃ।

ব্রজরাজঃ সভয়মুবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—

তস্মাৎ কৃত্যাগ্নিদাহাদ্ভয়ানচয়ধরং দ্বারকালোকমারা-
দ্বীক্ষ্যাক্ষেম্বাত্মপক্ষগ্রহণপরতয়া তত্র হেলাং বিধাত্রা।
(ক) কৃষ্ণেণাদেশমাত্রো দহনমমুমরি দ্রাবয়ল্লব্ধনাশী-
ভাবাং কাশীং বিধায় ম্রদিমবিভৃদমুয্যাঙ্ঘ্রিদেশং বিবেশ ॥২৭॥

রাম উবাচ—কিঞ্চিদ্বিব্রিয়তাম্ ॥

অক্ষীণা যা দ্যুতিঃ কান্তি স্তস্যা লক্ষং সংখ্যাবিশেষ স্তদ্বিষিষ্টৈরক্ষিভি র্নেত্রৈঃ সর্ব্বান্ অদ্রাক্ষী-দদর্শ বৃক্ষাংশ্চ অধাক্ষীৎ দদাহ ॥ ২৬ ॥

ততো ব্রজরাজস্য সভয়প্রশ্নানন্তরং দূতোক্তিং বর্ণয়তি তস্মাদিতি। কৃত্যাগ্নিদাহাৎ অভিচারোত্থবহ্নিদাহাৎ ভয়সমূহধরং আরাৎ সমীপে অক্ষেম্বাত্মপক্ষগ্রহণপরতয়া পাশকক্রীড়াসু যৎ মিত্রপক্ষস্য গ্রহণং তৎপরতয়া তদাগ্রহতয়া তত্র কৃত্যাগ্নিদাহে হেলামবজ্ঞাং বিধাত্রা কুর্ব্বতা কৃষ্ণেণ আদেশমাত্র আজ্ঞপ্তমাত্রোঽরিঃ সুদর্শনচক্রমমুং কৃত্যাদহনং দ্রাবয়ন্ পলায়নং কারয়ন্ কাশীং লব্ধনাশীভাবাং লব্ধো নাশীভাবো যস্যা স্তাং বিধায় ম্রদিম ম্রদিমানং বিশেষেণভৃৎ ধারয়ন্ অমুষ্য কৃষ্ণস্যাঙ্ঘ্রিদেশং চরণনিকটং বিবেশ ॥ ২৭ ॥

করিয়াছিল, এবং তথায় বৃক্ষসমূহ দগ্ধ করিয়াছিল, তৎকালে তাঁহার নেত্র দিয়া অক্ষীণ স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছিল ॥ ২৬ ॥

ব্রজরাজ সভয়ে বলিতে লাগিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, সেই অভিচার-বহ্নিদাহ হইতে দ্বারকাবাসীলোক সাতিশয় ভীত হয়। নিকটে তাহা দেখিয়া পাশা-ক্রীড়ায় মিত্রপক্ষ গ্রহণে তৎপর হওয়াতে সেই অভিচার-বহ্নিদাহে অবজ্ঞা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন আদেশ করেন, অমনি সুদর্শন-চক্র এই অভিচার-বহ্নিকে তাড়াইয়া দিয়া এবং কাশীকে বিনাশ ভাবাপন্ন করিয়া; অবশেষে সবিশেষ কোমলতা ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণ নিকটে প্রবেশ করিল ॥ ২৭ ॥

বলরাম বলিলেন, কিঞ্চিৎ বিবৃত করিয়া বল। দূতদ্বয় বলিতে লাগিল,

(ক) কৃষ্ণেণাদেশমাত্রাদ্দহনমিতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

দূতাবূচতুঃ—

চক্রস্যাগ্রে তদা কৃত্যাবহ্নিরেবং ব্যদৃশ্যত।
প্রলয়ার্কগণাদ্ভীতঃ পরৈতি জ্যোতিরিঙ্গণঃ ॥২৮॥
যে তু রুদ্রগণাস্তস্মিন্নাসন্ কৃত্যাগ্নিসৈনিকাঃ।
কেচিত্তেনৈব বিপ্লুষ্টাঃ কতিচিচ্চক্রবহ্নিনা ॥ ২৯ ॥
স কাশ্যাং দহনোঽপ্যাশু বিশন্ সর্ত্বিক্সুদক্ষিণম্।
দহন্নদাহি চক্রেণ যত্র পুরপি সা স্বয়ম্ ॥ ৩০ ॥
কাশী চক্রাগ্নিনাপ্লোষীত্যন্যথা মন্যতাং ন হি।
তস্যাগ্নিকুক্কুটৈর্দ্দেশোঽপ্যসৌ প্লুষ্টঃ সনিষ্কুটঃ ॥৩১॥

ততো মমন্য প্রশ্নানন্তরং দূতোক্তিং বর্ণয়তি—চক্রস্যেতি। ব্যদৃশ্যত বিশেষেণ দৃষ্টঃ, প্রলয়-কালীনসূর্য্যগণভয়াৎ ভীতো জ্যোতিরিঙ্গণঃ খদ্যোতঃ পরৈতি পলায়তে ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ কৃত্যাগ্নিসৈনিকা যেতু রুদ্রগণা তস্মিন্ দ্বারকাদাহে আসন্, তে কেচিত্তেনৈব কৃত্যা-দহনেনৈব বিপ্লুষ্টা বিদগ্ধাঃ কতিচিচ্চক্রবহ্নিনা চক্রতেজসা বিপ্লুষ্টাঃ। ২৯ ॥

কিঞ্চ স দহনোঽপি কাশ্যাং আশু শীঘ্রং বিশন্ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহিতং সুদক্ষিণং দহন্ ভস্মী-কুর্ব্বন্ চক্রেণ স্বয়মদাহি অদহ্যত, যত্র চক্রাগ্নৌ সা পুঃ কাশী অপি স্বয়মদাহি ॥ ৩০ ॥

কিঞ্চ চক্রাগ্নিনা কাশী আপ্লোষি অদাহি, ইত্যন্যথা নাহ মন্যতাং, তস্য চক্রস্যাগ্নিকুক্কুটৈরগ্নি-স্ফুলিঙ্গৈঃ সনিষ্কুটঃ পুরসহিতদেশোঽপ্যসৌ প্লুষ্টো দগ্ধোঽভুৎ ॥ ৩১ ॥

তৎকালে চক্রের সম্মুখে সেই অভিচারবহ্নি বিশেষরূপে দৃষ্ট হইল। বোধ হইল যেন, প্রলয়কালীন সূর্য্যসমূহ হইতে ভীত হইয়া খদ্যোত পলায়ন করিতেছে ॥ ২৮ ॥

অভিচারবহ্নির সৈনিক রুদ্রগণ, যাহারা দ্বারকা দগ্ধ করিবার জন্য বিদ্যমান ছিল; তাহাদের মধ্যে কতিপয় সৈনিক সেই অভিচারবহ্নিদ্বারাই দগ্ধ হয়, এবং কতিপয় সুদর্শন নামক চক্রের তেজে দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ২৯ ॥

অপিচ, সেই অনলও শীঘ্রই কাশীতে প্রবেশ করিয়া পুরোহিতগণের সহিত সুদক্ষিণকে ভস্ম করিয়া ফেলে। সুদর্শনচক্রদ্বারা স্বয়ং দগ্ধ হইয়া যায়। অবশেষে সেই সুদর্শনচক্রের অনলে স্বয়ং কাশীনগরীও দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ৩০ ॥

সেই সুদর্শনচক্রের অনলদ্বারা যে, কাশীনগরী দগ্ধ হইয়া যায়, ইহা আপনার

অথ সর্ব্বে সহাসং প্রোচুঃ—কণ্যাণং জাতং যদক্রূরস্য তত্র তাবৎ স্থিতির্ন জাতেতি ॥ ৩২ ॥

রামশ্চ সহাসমাহ স্ম—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—

গতৌ চক্রস্য যস্যাসীৎ কল্পার্কত্বং তদপ্যদঃ।
আগতৌ হরিপার্শ্বায় শীতাংশুসমতাং গতম্ ॥ ৩৩ ॥

রাম উবাচ—যস্তু দুর্ব্বাক্যং ব্রবীতি স্ম ব্রাহ্মণব্রুবঃ স ক্ব নু গতঃ ॥

তদেবং শ্রুত্বা সর্ব্বে সহাসং যদবোচন্ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। কল্যাণং ভদ্রং তত্র কাশ্যাং তাবৎকালমবস্থিতিঃ। ৩২ ॥

রামস্য সহাসপ্রশ্নানন্তরং দূতোক্তিং বর্ণয়তি—গতাবিতি। যস্য চক্রস্য গতৌ কল্পার্কত্বং প্রলয়কালীনসূর্য্যত্বমাসীৎ, তদপ্যদঃ হরিপার্শ্বায় আগতৌ সুধাংশুসমতাং চন্দ্রতুল্যতাং গতম্ ॥৩৩ ॥

ততো রামো যদবক্তদ্বর্ণয়তি—যস্ত্বিতিগদ্যেন। যস্তু ব্রাহ্মণব্রুব উপজীবী অব্রাহ্মণঃ স কুত্র স্থানে গতঃ। দূতৌ উচতুঃ। কৃত্যাগ্নে র্যো নৃত্যালয়ঃ তস্মিন্নেব ॥ . . . .

কখনও অন্যথা ভাবিবেননা। সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গদ্বারা নগরের সহিত সেই দেশও দগ্ধ হইয়াছিল ॥ ৩১॥

অনন্তর সকলে সহাস্যে বলিতে লাগিল, ইহা অত্যন্ত মঙ্গলের বিষয়ই বলিতে হইবে যে, যেহেতু তৎকালে কাশীতে অক্রূরের অবস্থান হয় নাই ॥ ৩২ ॥

বলরাম সহাস্যে বলিতে লাগিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, যে সুদর্শনচক্রের গমনে যাহা প্রলয়কালীন সূর্য্যের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তাহাও আবার শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে আগমন করিয়া চন্দ্রের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

বলরাম বলিলেন, যিনি দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিলেন, এবং যিনি আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন, তিনি কোথায় গেলেন ? দূতদ্বয় সহাস্যে বলিতে লাগিল, সেই অভিচারবহ্নির যে নিত্যভূমি, তাহাতেই গমন করেন। সকলে সহাস্যে

দূতৌ সহাসমূচতুঃ—কৃত্যাগ্নিনৃত্যালয়এব ॥

সর্ব্বে সহাসমূচুঃ—স পাপাগ্নিনা স্বয়মেব প্লুষ্টশ্চেৎ কস্য বা দুষ্টতা ভবেৎ। যত্র কৃত্যাগ্নেরপি তস্য স্বস্য দুরাসদস্থান-প্রস্থাপনয়া প্রস্থাপকেষু ক্রোধ এব বোধবিষয়ীভবতীতি ॥৩৪॥

তদেবমাকর্ণ্য শ্রীকৃষ্ণপার্ষ্ণিগ্রহণার্থং রামমুখমুন্মুখং নির্ব্বর্ণ্য ব্রজেশ্বরঃ স্বয়মেব বর্ণয়ামাস ॥ ৩৫ ॥

প্রাগহং ত্বা মুহুঃ পশ্যন্মেনে কৃষ্ণস্য চেক্ষণম্।
অধুনাব্যগ্রমনসং মনুবে তস্য পালকম্ ॥ ৩৬ ॥

তদেবং নিশম্য সর্ব্বে সহাসং যদবোচন্ তদ্বর্ণয়তি—পাপাগ্নিনেতিগদ্যেন। প্লুষ্টো দগ্ধঃ। দুরাসদস্থানপ্রস্থাপনয়া দুর্গস্য স্থানং দ্বারকা তস্মিন্ তস্য প্রস্থাপনয়া নিযোজনেন প্রস্থাপকেষু বোধবিষয়ীভবতি জ্ঞেয়ো ভবতীতি ॥ ৩৪ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তৎ কথকঃ স্বয়ং কথয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। আকর্ণ্য শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য পার্ষ্ণিগ্রহণার্থং পশ্চাদ্গমনার্থং সাহায্যায়েত্যর্থঃ। রামস্য মুখমুন্মুখং উদ্যতং নির্ব্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা ॥ ৩৫ ॥

তদ্ব্রজেশ্বরবাক্যং বর্ণয়তি—প্রাগিতি। ত্বা ত্বাং কৃষ্ণস্য দর্শনং মেনে, অব্যগ্রমানসং ত্বাং তস্য কৃষ্ণস্য পালকং মনুবে বুধ্যামি ॥ ৩৬ ॥

বলিতে লাগিল, যদি সেই ব্রাহ্মণ পাপানলদ্বারা স্বয়ংই দগ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর কাহারই বা দোষ হইতে পারে? সেই অভিচারবহ্নির নিজেরই দুর্গমস্থান দ্বারকাপুরী। ঐ স্থানে প্রেরণ করাতে প্রেরকদিগের উপরে ক্রোধ জানা যাইতে পারিবে ॥ ৩৪ ॥

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য করিবার নিমিত্ত বলরামের মুখ উন্নত হইয়াছে দেখিয়া, ব্রজরাজ স্বয়ংই বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বে আমি তোমাকে বারংবার দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মানিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমাকে ব্যাকুলচিত্ত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই পালক বলিয়া জানিতেছি ॥ ৩৬ ॥

রামঃ সাস্রমুবাচ—

যদি ত্বাং পিতরং তঞ্চ ভ্রাতরং সমমীক্ষতে।

সোঽয়ং কায়স্তদৈকধ্যং জায়তামন্যদা দ্বিধা ॥৩৭॥

ইতি প্রতিজ্ঞায় চিচলয়িষতি(ক) বলদেবে সর্ব্বএবেহ ব্রজস্থাস্তৎপ্রস্থাপনায় সঙ্গম্য রম্যং তৎপ্রেমানরীক্ষণমধিগম্য মুহূর্ত্তদ্বয়মস্রমেবাজস্রমূহুঃ। ব্রজেশ্বরী তু মুহুস্তমাশ্লিষ্য তস্য মাতরং ভ্রাতরমপি বিশিষ্য সন্দিদিক্ষমাণাপি কিঞ্চিদপি যদ্বক্তুং ন শশাক তদেব পরমসন্দেশবেশতামাবিবেশ ॥৩৮॥

তচ্ছ্রুত্বা রামঃ সাস্রং যদবদত্তদ্বর্ণয়তি—যদীতি। তঞ্চ ভ্রাতরং শ্রীকৃষ্ণং সমং তুল্যং যঃ কায় ঈক্ষতে পশ্যতি, সোঽয়ং কায় স্তদৈকধ্যং ঐক্যতা জায়তাং, অন্যদা তুল্যদর্শনাভাবে দ্বিধা জায়তাম্ ॥ ৩৭ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—ইতীতি। চিচলয়িষতি চলিতুমিচ্ছতি বলদেবে সতি, তস্য রামস্য প্রস্থাপনায় মুহূর্ত্তদ্বয়ং চতুর্দণ্ডান্ রোদনং ধৃতবন্তঃ। তং রামং তস্য রামস্য মাতরং রোহিণীং ভ্রাতরং কৃষ্ণমপি সন্দিদিক্ষমাণাপি সন্দেষ্টুমিচ্ছত্যপি পরমসন্দেশস্য বেশতাং রূপতাং আবিবেশ ॥ ৩৮ ॥

বলরাম সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন, আপনি পিতা, যদি আপনাকে এবং সেই ভ্রাতাকে যদি, এই আমার দেহ, তুল্যরূপে দর্শন করে, তাহা হইলে এই শরীরে ঐক্য হৌক্। এবং যদি তুল্য দর্শনের অভাব হয়, তাহা হইলে এই দেহ দ্বিধা বিদীর্ণ হৌক ॥ ৩৭ ॥

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলদেব গমন করিতে ইচ্ছা করিলে, তথায় সমস্ত ব্রজবাসী লোকই তাঁহাকে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত একত্র মিলিত হইয়া, এবং তদীয় মনোহর প্রেম দর্শন জানিতে পারিয়া, সজল নয়নে চারিদণ্ডকাল কেবল রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রজেশ্বরী, বলরামকে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া এবং বলরামের মাতা রোহিণী ও বলানুজ শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ করিয়া আদেশবাক্য বলিতে ইচ্ছা করিয়াও কিছু যে বলিতে সমর্থ হন নাই, তাহাই একরূপ তাৎকালিক আদেশ বাক্যস্বরূপ হইয়াছিল, অর্থাৎ কিছু না বলাতেই চিহ্নদ্বারা বলা হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

(ক) চিচলিষতি। ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

কিং বহুনা ?

পিতুর্যন্মাতুর্যদ্‌গদথ সুহৃদাং যদ্‌ব্রজসদাং

চরিত্রং বিশ্লেষজ্বরবলিতমুচ্চৈস্তদখিলম্ ।

হরৌ সন্দেশায় স্বয়মজনি যস্মিন্ স তু পরঃ

স্ফুটং ব্যর্থীভূয় হ্রিয়মনু তদালীয়ততরাম্ ॥৩৯॥

রামস্য চলনে দুঃখং সুখং চাজনি গোদুহাম্ ।

স্বয়ং বিশ্লিষ্যতঃ কৃষ্ণাগতিঞ্চ প্রতিজানতঃ ॥৪০॥

তত্তৎসন্দিষ্টস্য অসাধারণত্বং বর্ণয়তি—পিতুরিতি। পিত্রাদীনাং যৎ উচ্চৈবিশ্লেষজ্বরবলিতং চরিত্রং অখিলং সমগ্রং তৎ হরৌ সন্দেশায় স্বয়মজনি জাতং, যস্মিন্ সতি স তু পরো রামঃ স্ফুটং ব্যর্থীভূয় নিষ্প্রয়োজনঃ সন্ হ্রিয়ং লজ্জামনু সহ লক্ষীকৃত্য আলীয়ততরাং অতিশয়েন লীনোহভূৎ ॥ ৩৯ ॥

তদাস্তৎ যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—রামস্যেতি। গোদুহাং গোপানাং রামস্য চলনে গমনে দুঃখং সুখঞ্চ অজনি জাতং, তত্র হেতুত্বেন রামং বিশেষয়তি স্বয়ং বিশ্লিষ্যতঃ বিচ্ছেদং প্রাপ্নুবতঃ প্রতিজানতঃ প্রতিজ্ঞাং কুর্ব্বতঃ ॥ ৪০ ।

যাহা পিতার, যাহা মাতার, যাহা বন্ধুগণের, এবং যাহা সমস্ত ব্রজবাসী ব্যক্তিগণের, সেই অত্যুচ্চ ও পূর্ণ চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে আদেশ বাক্য বলিবার জন্য নিজেই উপস্থিত হইয়াছিল, এবং যাহা ঘটিলে সেই বলরাম নিস্ফল হইয়া লজ্জার অনুরোধে অতিশয় লীন হইয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

স্বয়ং বিচ্ছেদ ঘটাইয়া গমন করাতে এবং শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতিজ্ঞা করাতে বলরামের গমনে গোপদিগের দুঃখ এবং সুখ উভয়ই ঘটিয়াছিল (ক) ॥ ৪০ ॥

(ক) বলরাম চলিয়া যাইতেছেন ইহা দুঃখ। আর তিনি গেলে শত্রু বিনাশ শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিবেন, তাহার হেতু বলরাম ইহাই সুখ।

পশ্চাত্ত্যক্তং গোকুলং গম্যমগ্রে
কৃষ্ণস্থানং দূরমিত্যেষ রামঃ।
মধ্যং শূন্যং সম্বিদানঃ সমন্তা-
দেকেনাহ্না দ্বারকায়াং বিবেশ ॥ ৪১ ॥

ইহ হরিবংশকৃতশংসনমিত্থমনুমোদামহে ॥ ৪২॥

অথাগতং (ক) বলমুপাদিশ্য মাধবঃ
শ্রিতোদ্ধবঃ শ্রমজলসম্বৃতং মিলন্।
রহো নয়ন্নয়নজলাকুলং পুরা-
খিলে ব্রজে ভবিকমপৃচ্ছদেকদা ॥ ৪৩ ॥

অধুনা রামস্য দ্বারকায়াং প্রবেশং বর্ণয়তি—পশ্চাদিতি। গোকুলং পশ্চাৎ ত্যক্তং অগ্রে গম্যং কৃষ্ণস্থানং দ্বারকাপুরং দূরে ইতি হেতো র্মধ্যং মধ্যগস্থানং শূন্যং সংবিদানো জানন্ একেন অহ্না দিবসেন বিবেশ প্রবিষ্টবান্ ॥ ৪১ ॥

অত্র প্রামাণ্যায় হরিবংশোক্তং শ্লাঘতে—ইহেতিগদ্যেন। হরিবংশে কৃতং যৎ শংসনং কথনং ইত্থমেবংপ্রকারেণ অনুমোদামহে অনুমোদনং কুর্ম্মঃ ॥ ৪২ ॥

তদুক্তং সংগৃহ্য বর্ণয়তি—অথাগতমিতি। উপদিশ্য সমীপাগতং শ্রুত্বা শ্রিত আশ্রিত উদ্ধবো যেন স মাধবঃ শ্রমজলসম্বৃতং আগতং বলং মিলন্ রহোনয়ন্ রহস্যস্থানং প্রাপয়ন্ নয়নজলৈ-

গোকুল পশ্চাতে ত্যাগ করা হইয়াছে, এবং যে স্থানে কৃষ্ণ আছেন, সেই গন্তব্য দ্বারকাপুরী এখনও সম্মুখে অনেক দূরে; অথচ মধ্যবর্ত্তী পথ চারিদিকে শূন্যময়, ইহা অবগত হইয়া বলরাম একদিবসেই দ্বারকায় গমন করি-লেন ॥৪১ ॥

এইস্থানে হরিবংশে যেরূপ কথিত হইয়াছে, তাহাও এই প্রকারে আমরা অনুমোদন করিয়া থাকি ॥ ৪২ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলরাম আগমন করিয়াছেন শুনিয়া উদ্ধবকে অবলম্বন করিয়া সেই শ্রমজলব্যাপ্ত বলদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন, পরে তাঁহাকে নির্জ্জন

(ক) বলমুপদৃশ্য ইত্যানন্দগৌরবৃন্দাবনপাঠঃ

কিং বাচ্যং জনকাবপৃচ্ছদয়মিত্যেবং জনানাং জনং
গা বন্যস্থিরজঙ্গমাংশ্চ নিখিলান্ পপ্রচ্ছ যদ্ভ্রাতরম্।
তেনাশ্বস্তমতির্ব্রজং প্রতি গতিং(ক) তত্রাপ্যসৌ নির্ণয়ন্
যচ্চ প্রত্যবদৎ প্রতিস্বমধিকং তত্তন্মুহুঃ পাতু নঃ ॥৪৪॥

যথা চ তৎপদ্যানি—

(খ)"তথৈবাধ্বগবেষেণ সোপশ্লিষ্টো জনার্দ্দনম্।
প্রত্যগ্রবনমালেন বক্ষসাভিবিরাজতা ॥ ৪৫ ॥

রাকুলং যথা স্যাত্তথা পুরা অগ্রে একদা এককালে অখিলে সমগ্রব্রজে ভবিকং মঙ্গলম-পৃচ্ছৎ ॥ ৪৩ ॥

কিঞ্চ কিং বাচ্যং বাগ্বিষয়ঃ যতঃ অয়ং কৃষ্ণো জনকৌ ব্রজরাজৌ অপৃচ্ছৎ, এবং জনানাং জনং গণমপৃচ্ছৎ, এবং গা ধেন্বাদীন্ বন্যাস্থিরজঙ্গমান্ বনভবান্ স্থাবরান্ জঙ্গমাংশ্চ ভ্রাতরং রামং যৎ পপ্রচ্ছ, তেনাশ্বস্তমতিঃ সন্ অসৌ কৃষ্ণো ব্রজং প্রতি গতিং নির্ণয়ন্ প্রতিস্বং প্রতিজনং অধিকং যচ্চ প্রত্যবদৎ তত্তৎ নোঽস্মান্ মুহুঃ পাতু ॥ ৪৪ ॥

তদর্থং হরিবংশোক্তপদ্যানি লিখতি—তথৈবেত্যাদীনি। স বলোঽধ্বগুবেশেন পথিকবেশেন

স্থানে লইয়া গিয়া, সজল নয়নে, ব্যাকুলভাবে, সম্মুখে এককালে সমস্ত ব্রজের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৩ ॥

এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে জনক জননীর বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, এই প্রকারে লোকদিগের কথা জিজ্ঞাসা করেন; ধেনুদের বিষয় বনজাত স্থাবর এবং জঙ্গম পদার্থসমূহের বিষয় ভ্রাতা বলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাদ্বারা আশ্বস্তচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গমন করিতে স্থির নিশ্চয় হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে অধিক বলিয়াছিলেন, তত্তৎবিষয় আমা-দিগকে বারংবার রক্ষা করুক্ ॥ ৪৪ ॥

হরিবংশে ও এইরূপ কতিপয় শ্লোক আছে। যথা:—"সেই বলদেব পথিক-বেশে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। নূতন বনমালা তাহার শোভা পাইতে

(ক) তস্যাপ্যসৌ। ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

(খ) অধ্বগুবেষেণ। ইতি সর্ব্বত্র পাঠঃ। কিন্তু ২০ পূরণে ২৫ গদ্যে অধ্বগপদদর্শনাৎ অত্রাপি অধ্বগেতি কৃতং, বিবেচনীয়ং সুধীভিঃ।

স দৃষ্ট্বা তূর্ণমায়ান্তং রামঃ লাঙ্গলধারিণম্ ।
সহসোত্থায় গোবিন্দো দদাবাসনমুত্তমম্ ॥ ৪৬ ॥
উপবিষ্টং তদা রামং পপ্রচ্ছ কুশলং ব্রজে ।
বান্ধবেষু চ সর্ব্বেষু গোষু চৈব জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৭ ॥
প্রত্যুবাচ ততো রামো ভ্রাতরং সাধুভাষিণম্ ।
সর্ব্বেষাং কুশলং কৃষ্ণ ! যেষাং কুশলমিচ্ছসি" ॥ ইতি ॥৪৮॥

তদেবং শ্রীমদ্‌ব্রজস্থাঃ সদাপি স্বস্থাএব স্থাস্যন্তীতি চ সূচিতং । অথ তত্র শ্রীকৃষ্ণস্যাবেশান্তরং ব্যজ্যতে ॥ ৪৯ ॥

জনার্দ্দনঃ কৃষ্ণঃ উপশ্লিষ্ট আলিঙ্গিতবান্ । স কিম্ভূতঃ প্রত্যগ্রবনমালেন নব্যবনমালয়া উপলক্ষিতঃ, তেন কিম্ভূতেন বক্ষসা বিরাজতা অতিরমণীয়বক্ষসা শোভমানেন ॥ ৪৫ ॥

কিঞ্চ স ইতি । স গোবিন্দ স্তূর্ণং শীঘ্রং স্বয়মুত্তমমাসনং দত্তবান্ ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চ উপবিষ্টমিতি তস্মিন্নাসনে উপবিষ্টং অন্যৎ সুগমম্ ॥ ৪৭ ॥

কিঞ্চ ভ্রাতরং শ্রীকৃষ্ণং হে কৃষ্ণ ! যেষাং কুশলমিচ্ছসি তেষাং সর্ব্বেষাং কুশলমস্তি ॥ ৪৮ ॥

তদেতন্নিগময়তি—তদেবমিতিগদ্যেন । তত্র ব্রজে আবেশান্তরং অভিনিবেশবিশেষং ব্যজ্যতে প্রকাশ্যতে ॥ ৪৯ ॥

লাগিল, এবং বলদেবেরও অতিশয় মনোহর বক্ষঃস্থল শোভা পাইতে লাগিল " ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, হলধর বলরামকে শীঘ্র আসিতে দেখিয়া সহসা উঠিয়া তাঁহাকে উৎকৃষ্ট আসন প্রদান করিলেন ॥ ৪৬ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম উপবেশন করিলে, ব্রজের সমস্ত বান্ধবগণের এবং সমস্ত ধেনুদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর বলরাম মিষ্টভাষী শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যুত্তর দিলেন যে, হে কৃষ্ণ ! তুমি যাহাদের কুশল কামনা করিতেছ, তাহাদের সকলেরই কুশল জানিবে ॥ ৪৮ ॥

অতএব এইরূপে শ্রীমান্ ব্রজবাসী ব্যক্তিগণ যে, সর্ব্বদাই সুস্থ থাকিবে, ইহাই সূচিত হইয়াছে । অনন্তর সেই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের কোন এক প্রকার অভিনিবেশ প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৪৯ ॥

যথা—

অধাসীদ্রামনীতানি দুগ্ধানি মধুমর্দ্দনঃ।
ফলান্যজক্ষদাখ্যচ্চ তত্তদ্ধেনুগণা ভিধাম্ (ক) ॥ ৫০ ॥

অথ মধুকণ্ঠঃ সমাপনমাহ স্ম—

ব্রজেশ! তদদঃ কথং ব্যভিচরিষ্ণু কার্ষ্ণং বচ-
স্তথাবলমুখোদিতং বত! ভবেদহো! দৃশ্যতাম্।
স এষ বরবেষবান্ বলযুতঃ সুতস্তে পুরঃ
পুরস্কৃতনিজব্রজঃ স্ফুরতি শীতয়ন্ দ্রাগুরঃ ॥৫১॥

তদ্বর্ণয়তি—অধাসীদিতি। মধুমর্দ্দনঃ কৃষ্ণো রামেণ নীতানি প্রাপিতানি দুগ্ধানি অধাসীৎ পপৌ। তন্নীতানি ফলানি অজক্ষৎ ভক্ষয়ামাস। তত্তদ্ধেনুগণাভিধাং গঙ্গাযমুনেত্যাদিরূপাং আখ্যৎ স্বযত্নেন কথয়ামাস ॥ ৫০ ॥

ততো মধুকণ্ঠস্য সমাপনবাক্যং বর্ণয়তি—ব্রজেশ ইতি। হে ব্রজেশ! তদদঃ "যাত যূয়"মিত্যাদি কার্ষ্ণং কৃষ্ণেন প্রোক্তং বচঃ কথং ব্যভিচরিষ্ণু অনিত্যং ভবেৎ, তথা বলস্য মুখেনোদিতং কথিতং বচোঽনিত্যং ভবেৎ, অহো হর্ষে। দৃশ্যতাং সএষ শ্রেষ্ঠবেশধারী বলেন মিলিত স্তব পুত্র স্তবাগ্রে পুরস্কৃতঃ সম্মানিতো নিজস্য ব্রজো যেন সঃ, তে উরো বক্ষঃস্থলং শীতয়ন্ শীতলীকুর্ব্বন্ স্ফুরতি বিরাজতে ॥ ৫১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের আনীত দুগ্ধ সকল পান করিলেন, (খ) এবং তাহার আনীত ফল সকল ভক্ষণ করিলেন। তৎপরে গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি ক্রমে ধেনুগণের নাম স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল, হে ব্রজরাজ! শ্রীকৃষ্ণের সেই এই বাক্যের কিরূপে ব্যভিচার হইবে, এবং ঐরূপ বলরামের মুখোচ্চারিত বাক্যেরই বা কিরূপে ব্যভিচার হইবে। আহা! কি আহ্লাদের বিষয়!

(ক) তত্তদ্ধেনুগণাভিধাম্। ইতি আনন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

(খ) ব্রজ হইতে দ্বারকায় দুগ্ধ লইয়া যাওয়া কেহ অসম্ভব মনে করিবেন না। কারণ বলরাম একদিনে দ্বারকা গেলেন, পূর্ব্বেই উক্ত আছে যে শত যোজন ব্যাপী অশ্বগণ দূতদিগকে লইয়া দ্বারকা ও ব্রজে গমনাগমন করিত।

অথ ব্রজবন্দিনশ্চ তত্র তং ববন্দিরে ॥ ৫২ ॥

ত্বং পুণ্ড্রক(ক্রি)শ্লিষ্টসন্দিষ্টবিস্মের ! ।
বাচাটতাধ্বংসিবাক্‌পাটবস্মের ! ॥
নাট্যাভতদ্বেষমুদ্দষ্টুমুৎকণ্ঠ ! ।
শঙ্খধ্বনিগ্রামবিস্ফোরিসৎকণ্ঠ ! ॥
সানন্দমাগত্য সন্দৃষ্টতদ্দেশ ! ।
তং দ্রষ্টুমত্যর্থমুদ্যম্য সাবেশ ! ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গং সঙ্ক্ষিপ্য বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তত্র গোলোকে তং কৃষ্ণং ববন্দিরে তুষ্টুবুঃ ॥ ৫২ ॥

তদ্বন্দনং বর্ণয়তি—ত্বামিত্যাদিভির্বীরাঙ্কৈঃ। তত্র ত্বমিতি, পুণ্ড্রকেন শ্লিষ্টং শ্লেষযুক্তং যৎ সন্দিষ্টং সন্দেশ স্তেন বিশিষ্টঃ স্মেরো মন্দহাসো যস্য হে স। দূতস্য বাচাটতায়া বাচালতায়া ধ্বংসি ধ্বংসনশীলং যৎ বাক্‌পাটবং বাক্যনিপুণতা তস্য স্মেরঃ প্রকাশো যেন হে স। নাট্যাভতদ্বেষং নাট্যো নটেন কল্পিতো যো বেষ স্তদিব আভা দীপ্তি র্যস্য সচাসৌ তস্য বেষশ্চেতি তং উদ্দ্রষ্টুং উৎ অধিকং দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠ সমুৎসুক। শঙ্খধ্বনে র্গ্রামাণাং সমূহানাং বিস্ফারিতুঃ শীলমস্য এবম্ভূতঃ সৎকণ্ঠো যস্য হে স। সন্দৃষ্টতদ্দেশ সম্যক্‌রূপেণ দৃষ্ট স্তস্য করূষাপতে র্দেশো যেন হে স। তং পৌণ্ড্রকং সাবেশ আবেশেন অভিনিবেশেন সহ বর্ত্তমান হে স। অন্তর্দ্ধি-

দেখুন ? এই সেই শ্রেষ্ঠবেশে সুসজ্জিত হইয়াও, বলরামের সহিত মিলিত হইয়া এবং আত্মীয় লোকদিগকে সম্মানিত করিয়া আপনার বক্ষঃস্থলকে শীতল করত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

অনন্তর ব্রজের স্তব পাঠকগণ সেই গোলোকে (ক) শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি পুণ্ড্রকের শ্লেষযুক্ত আদেশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে। সর্ব্বদাই তোমার মুখে মৃদু হাস্য লাগিয়া আছে। যাহাতে দূতগণের বাচালতা নিবারিত হয়, তুমি এইরূপে বাক্‌চাতুরী প্রকাশ করিয়াছিলে। নটের যেরূপ বেশ, তাহার মত পৌণ্ড্রকের বেশ উজ্জ্বল ছিল। তাহাকে অধিক দেখিবার

(ক) মধুকণ্ঠ সিদ্ধকণ্ঠের মুখ দিয়া সে সভাতে চম্পূ কথা কীর্ত্তিত হইতেছে, তাহা নন্দ মহাজের গোলোক স্থিত প্রাসাদ। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

অস্তর্দ্ধিমত্রাথ তৎসৈন্যমুদ্ধূয়।
তন্মুখ্যসাম্মুখ্যকার্য্যায় সম্ভূয়।॥
সংবেষমুৎপ্রেক্ষ্য তত্রালমুৎপ্রাস।।
প্রত্যর্পণায়েব তদ্ধাম্নি চক্রাস।॥
তস্যাশুবিধ্বস্তমস্তস্য তত্রাথ।
মিত্রচ্ছিদাকারিনারাচসন্নাথ।॥
কাশীনরাধাশমূর্দ্ধানমুৎকৃত্য।
কাশ্যাং নিরস্যাপি সম্পূর্ণতৎকৃত্য।॥

মত্রাথতৎসৈন্যমুদ্ধূয় অস্তর্দ্ধিমস্তায় নাশায় ঋদ্ধি বৃদ্ধি যস্য তং তৎ সৈন্যং পৌণ্ড্রকস্য সেনাধিরক্ষকং উদ্ধূয় খণ্ডয়িত্বা তন্মুখ্যসাংমুখ্য কার্য্যায় সৈন্যমুখ্যস্য যৎ সম্মুখত্বা তৎকার্য্যায় সম্ভূয় মিলিত্বা। তত্র পৌণ্ড্রকে স্বং বেষং চতুর্ভুজাদি উৎপ্রেক্ষ্য দৃষ্ট্বা অলমতিশয়েন উৎপ্রাস আক্ষেপো যেন হে স। তদ্ধাম্নি পৌণ্ড্রকস্য দেহে চক্রস্য আসো নিক্ষেপো যেন হে স। বিধ্বস্তমস্তস্য বিধ্বস্তং মস্তং মুণ্ডং যস্য তস্য অথ তত্র যুদ্ধে তস্য মিত্রস্য কাশীরাজস্য ছিদাং ছেদনং কর্ত্তুং শীলমস্য এবম্ভূতো যো নারাচোঽস্ত্রবিশেষ স্তেন সন্ নাথো নাশো যেন হে স॥ কাশীরাজস্য মস্তকং ছিত্ত্বা কাশ্যাং বাণৈ নিক্ষিপ্যাপি সম্পূর্ণং তৎকৃত্যং শত্রুক্ষয়কৃত্যং যেন হে স। দ্বারকাং প্রাপ্য খেলায়াং পাশকক্রীড়ায়াং আপ্তানাং মিত্রাণাং সম্যক্ সঙ্গো মিলমনং

জন্য তুমি সমুৎসুক হইয়াছিলে। এক সঙ্গে অসংখ্য শঙ্খধ্বনি হইলে যেরূপ ভীষণ শব্দ হয়, তাহার মত তোমার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি বিরাজ করিতে থাকে। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আনন্দে আগমন করিয়া উত্তমরূপে করূষপতি পুণ্ড্রকের দেশ দেখিয়াছিলে। সেই পৌণ্ড্রককে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উদ্যমের সহিত তুমি অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলে। অনন্তর ঐ স্থানে বিপক্ষ দলনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত পৌণ্ড্রকের সেনাপতিকে ছেদন করিয়া সৈনিকাগ্রগণ্য পৌণ্ড্রকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, এবং সেই পৌণ্ড্রকের উপরে নিজের চতুর্ভুজাদি বেশ নিরীক্ষণ করিয়া, তুমি অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছিলে। তুমি প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায়েই যেন, পৌণ্ড্রকের দেহে চক্র নি.ক্ষেপ করিয়াছিলে। অনন্তর সেই যুদ্ধে পৌণ্ড্রকের মস্তক ছেদন হইলে, পৌণ্ড্রক মিত্র কাশীরাজের নিধনোন্মত যে নারদনামক অস্ত্র বিশেষ বিদ্যমান ছিল, তুমি তাহাদ্বারা শত্রুনিপাত করিয়াছিলে। তুমি

স্বাবাসমাসাদ্য খেলাপ্তসংসঙ্গ ! ।
তৎপুত্রকৃত্যাগ্নিমাকর্ণ্য সদ্রঙ্গ ! ॥
পার্শ্বস্থামাদিশ্য চক্রং চ সক্রীড় ! ।
মিত্রাৎ পরাজিত্য খেলাসু সব্রীড় ! ॥
কাশীশপুত্রাভিচারং পরাবর্ত্ত্য ।
চক্রেণ কাশ্যাদি দগ্ধং চ নির্ব্বর্ত্ত্য ॥
যাং দ্বারকামাশু যাসি স্ম(ক) তামেব ।
হিত্বা ব্রজে ভাসি বৃন্দাটবীদেব ! ॥ ইতি ॥ ৫৩ ॥

যস্য হে স। তৎপুত্রকৃত্যাগ্নিং তস্য কাশীরাজস্য পুত্রঃ সুদক্ষিণঃ তস্য কৃত্যাগ্নিমভিচার-দহনং আকর্ণ্য শ্রুত্বা সদ্রঙ্গঃ সন্ পরিহাসরূপো রঙ্গঃ ক্রীড়া যস্য হে স। পার্শ্বস্থং সুদর্শনং চক্রং তদ্দহননাশায় আদিশ্য পাশকক্রীড়য়া সহ বর্ত্তমান। তাসু খেলাসু মিত্রাৎ পরাজিত্য পরাজয়ং প্রাপ্য সব্রীড় লজ্জয়া সহ বর্ত্তমান হে স। তৎকৃত্যাদহনং পরাবৃত্তত্ত্য বিমুখতাং প্রাপয্য কাশ্যাদীত্যাদিপদেন তদ্দেশস্যাপি দাহং সাধয়িত্বা যাং দ্বারকাং যাসি স্ম সমাগচ্ছস্ম তামেব দ্বারকাং হিত্বা ত্যক্ত্বা। হে বৃন্দাটবীদেব ব্রজে ভাসি রাজসে ॥ ৫৩ ॥

কাশীরাজের মস্তক ছেদন করিয়া কাশীতেও শরজাল মোচন করিয়া শত্রুক্ষয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলে। পরে দ্বারকায় আগমন করিয়া পাশক্রীড়ায় মিত্রগণের সহিত সম্যক্‌রূপে মিলিত হইয়াছিলে। কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণের অভিচার বহ্নি শ্রবণ করিয়া তোমার পরিহাসরূপ ক্রীড়া উপস্থিত হইয়াছিল। সেই অভিচার বহ্নি বিনাশ করিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী সুদর্শন চক্রকে আদেশ করিয়া তুমি পুনরায় পাশক্রীড়ায় রত হইয়াছিলে। সেই ক্রীড়ায় বন্ধুর নিকটে পরাজিত হইয়া তুমি লজ্জিত হইয়াছিলে। কাশীরাজ পুত্রের অভিচার-কার্য্য নিস্ফল করিয়া, এবং সুদর্শন চক্রদ্বারা কাশীপ্রভৃতি স্থানে দাহ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া

(ক) যাসি স্ম। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

অথ বহিঃসভায়াং কথনং কথকঃ সম্প্রথয্যান্তঃসভায়ামপি শ্রীরাধামাধবাদানাং চিত্তং কিঞ্চিদঞ্চিতং চকার ॥৫৪॥

ব্রজতশ্চলন্নপি বলদেবঃ স্বানুজদয়িতা ন সাক্ষাদাশ্বাসনময়িতাঃ কৃতা ইতি মনস্যবগম্য তাং রজনীং সব্যাজং বিরম্য প্রাতঃ সর্বমপ্যনুব্রজন্তং ব্রজং যত্নাদতিক্রম্য তাশ্চ বন্যবর্ত্মন্যনুশোচন্তীরনুগম্য সম্যগাশ্বাসনায় স্বপ্রেয়সীরপি তদাজ্ঞাবশাত্তদনুগততয়া ব্রজ এব বাসায় নিযম্য জাতু জাতু পিতৃনিশান্ত-

তদেবং কথকো দিবা কথাং সমাপ্য রাত্রৌ যাং কথামকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। বহিঃসভায়াং কথকো মধুকণ্ঠঃ কথনং সম্প্রথয্য বিস্তারয়িত্বা অন্তঃ সভায়াং শ্রীকৃষ্ণান্তঃপুর-সভায়াং কিঞ্চিদঞ্চিতং সম্মানিতং সুখিতং চকার ॥ ৫৪ ॥

তমঞ্চৎপ্রকারং বর্ণয়তি—ব্রজত ইতি গদ্যেন। ব্রজতঃ সকাশাৎ গচ্ছন্নপি স্বানুজস্য কৃষ্ণস্য দয়িতাঃ প্রেয়স্যঃ সাক্ষাদাশ্বাসনং ন অয়িতাঃ কৃতাঃ ইতি চিত্তে অবগত্য সব্যাজং সচ্ছলং বিরম্য যাপয়িত্বা ব্রজং তৎস্থজনং যত্নাদতিক্রম্য তং পশ্চাৎ কৃত্বা তাঃ স্বানুজদয়িতা বন্যবর্ত্মনি বনমধ্যবর্ত্মমার্গে অনুশোচন্তীঃ শ্রীকৃষ্ণবিরহাদিকং চিন্তয়ন্তীরনুগম্য সম্যগাশ্বাসনায় স্বপ্রেয়সীরপি তাসাং স্বানুজদয়িতানাং আজ্ঞাবশাৎ তাসামনুগততয়া ব্রজএব বাসায় নিয়ম্য

তুমি যে দ্বারকায় শীঘ্র গমন করিয়াছিলে, আবার সেই দ্বারকাই পরিত্যাগ করিয়া, হে বৃন্দাবন-দেব! ব্রজ মধ্যেই বিরাজ করিতেছ (ক) ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর কথক মধুকণ্ঠ, বাহিরের সভায় কথা বিস্তার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরের সভাতেও শ্রীরাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতির হৃদয় কিঞ্চিৎ সম্মানিত বা সুখী করিয়াছিল ॥ ৫৪ ॥

বলরাম যখন ব্রজ হইতে চলিয়া যান, তখন স্বকীয় কনিষ্ঠের প্রেয়সীদিগকে সাক্ষাৎ আশ্বাসিত করা হয় নাই ইহা মনে মনে জানিতে পারিয়া, কোন এক প্রকার ছলে সেই রাত্রি যাপন করিয়া, প্রাতঃকালে যে সমস্ত ব্রজবাসী লোক তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল, তিনি যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া

(ক) বন্দিবাক্যদ্বারা সমস্ত ২১ পূরণের কথাকে সংক্ষিপ্ত করা হইল। ইহাও গ্রন্থকারের মহা এক কাব্যকৌশল জানিতে হইবে। এইরূপ বক্তৃস্থলেই দৃষ্ট হয়। যে সকল কথা অত্যন্ত জটিলঘটনায় পরিপূর্ণ বা অতিবৃহৎ সেই সেই স্থলেই এই রীতি দৃষ্ট হয়।

গমনপর্য্যবসানং সমাধানং (ক) সন্তন্বন্ত্যা সান্ত্বনয়াঙ্গীকৃতয়া সুজ্ঞানাং তদনুজ্ঞামধিগম্য চলিতবান্। চলনসময়ে তু শুকশারিকয়োর্দ্বয়ং তাভিঃ শিক্ষয়িত্বা কৃষ্ণায়োপায়নতয়া প্রহাপিতং নিনায় ॥ ৫৫ ॥

ক্রমেণ তয়োঃ শিক্ষা যথা—

আয়াস্যাম্যথ যাবত্তাবৎ প্রাণান্ প্রিয়া! বহত।
জীবন্তি হি সারঙ্গ্যো যাবন্মেঘাগমো ভবতি ॥ ৫৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণেণ সহ স্বস্যাত্র গমনমবশ্যং ভবিষ্যতীতি যৎ সম্যগাশ্বাসনং তদর্থমিতিভাবঃ। পিতৃনিশান্তগমনপর্য্যবসানং পিতৃনিশান্তে পিতৃগৃহে গমনমেব পর্য্যবসানং যত্র তৎ সমাধানং সন্তন্বন্ত্যা বিস্তৃতবত্যা অঙ্গীকৃতয়া অনয়া সান্ত্বনয়া সুজ্ঞানাং সুধীনাং তদনুজ্ঞাং গমনায় অধিগম্য চচাল। তাভিঃ স্বানুজদয়িতাভিঃ শিক্ষয়িত্বা শিক্ষণং কারয়িত্বা উপায়নতয়া উপহারতয়া কৃষ্ণায় প্রহাপিতং অর্পিতং নিনায় প্রাপয়ামাস ॥ ৫৫ ॥

শুকস্য শিক্ষাং বর্ণয়তি—আয়াস্যামীতি। যাবদহমায়াস্যামি, হে প্রিয়া তাবৎ প্রাণান্ বহত ধারয়ত। তত্র নিদর্শনং যাবৎ ঘনসময়ে মেঘানাং সময়ে আগমো ভবতি, তাবৎ সারঙ্গ্যো শ্চাতক্যো জীবন্তি, নতু প্রাণান্ ত্যজন্তি। ৫৬ ॥

বস্তু পথে বিলাপকারিণী কনিষ্ঠের প্রিয়তমাদিগের অনুগমন করেন। তৎপরে স্বকীয় প্রেয়সীদিগকেও কনিষ্ঠের প্রিয়তমাদিগের আজ্ঞানুসারে তাহাদেরই অনুগত করিয়া নিশ্চয়ই ব্রজে বাস করা হইবে, এইরূপ নিয়ম করিয়া তাহাদিগকে সম্যক্‌রূপে আশ্বাস দিতে লাগিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার এই স্থানে অবশ্যই আগমন হইবে। কখন কখন পিতৃগৃহে অবশ্যই গমন হইবে. এইরূপ সমাধানের পরিণাম বিস্তারকারিণী অঙ্গীকৃত-সান্ত্বনাদ্বারা গমনের জন্য বিজ্ঞগণের অনুমতি লইয়া বলরাম গমন করিলেন। গমনকালে কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ, শুক এবং শারিকাকে শিখাইয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে উপহার স্বরূপ অর্পণ করিয়াছিল ॥ ৫৫ ॥

যথাক্রমে শুক এবং শারিকার শিক্ষা বর্ণিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম

(ক) সন্তন্বানয়া সান্ত্বনয়া　　ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

সত্যং সারঙ্গীণাং ঘনসময়াপেক্ষি সন্ত্যপি প্রাণাঃ।
ঘনসময়েঽপি সমন্তাদঘনে কথমহহ! সন্তু তে দীনাঃ॥
॥ ইতি ॥ ৫৭ ॥

তদেবম্—
নীতং রামেণ গোষ্ঠাদুপহৃতিবলয়ং সুষ্ঠু কৃষ্ণায় রুচ্যং
তত্রাগাদ্বাঢ়মহ্নাং নিকরমনু পরিচ্ছেদমেব ক্রমেণ।
কিন্ত্বন্তঃ কীরশারীযুগলমুপদিশৎ পাঠিতং তৎপ্রিয়াভি-
স্তর্ষং কর্ষং চ তস্মিন্ বিদধদপি পরিচ্ছেদমাপ্তুং ন জাতু ॥৫৮

শারিকায়াঃ শিক্ষণং বর্ণয়তি—সত্যমিতি। ঘনসময়াপেক্ষি যথা স্যাত্তথা সারঙ্গীণাং চাতকীনাং প্রাণাঃ সন্ত্যপি সত্যং অহহেতি খেদে। ঘনসময়ে মেঘাগমকালেঽপি অঘনে মেঘরহিতে তে দীনাঃ ক্ষীণাঃ প্রাণাঃ কথং সন্তু ॥ ৫৭ ॥

প্রসঙ্গং সমাধাতুং প্রক্রমতে—তদেবং নীতমিতি। কৃষ্ণায় সুষ্ঠু রুচ্যং কৃষ্ণস্য রোচনীয়ং উপহৃতিবলয়ং উপহারবৃন্দং রামেণ বলভদ্রেণ গোষ্ঠান্নীতং, তত্র কৃষ্ণে তদহ্নাং নিকরং দিবসানাং বৃন্দং অনু লক্ষীকৃত্য ক্রমেণ বাঢ়ং পরিচ্ছেদমগাৎ, অদ্যৈতদ্ভোগ্যং পরেদ্যুরেতৎ তৃতীয়েঽহ্নি এতদেবং ক্রমেণ। কিন্তু অন্তশ্চিত্তে তৎপ্রিয়াভিঃ পাঠিতং কীরশারীযুগলং শুকশারীরূপং তর্ষং তৃষ্ণামুপদিশৎ তস্মিন্ কৃষ্ণে কর্ষমাকর্ষণং বিদধৎ কুর্বদপি জাতু কদাচিৎ পরিচ্ছেদং বিরামং নাপ্তুং ন প্রাপ ॥ ৫৮ ॥

শুকের শিক্ষা যথা:—হে প্রেয়সীগণ! যাবৎ আমি আগমন করিব, তাবৎকাল তোমরা প্রাণ ধারন কর। তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন, যাবৎকাল বর্ষার আগমন হয়, তাবৎকাল চাতকী সকল বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু প্রাণত্যাগ করে না॥ ৫৭॥

শারিকার শিক্ষা যথা:—মেঘসময় বা বর্ষাকাল অপেক্ষা করিয়া সত্যই চাতকীদিগের প্রাণ বিদ্যমান থাকে। হায়! কিন্তু মেঘাগম অর্থাৎ বর্ষাকালেও চারিদিক মেঘশূন্য হইলে কি প্রকারে ক্ষীণপ্রাণা চাতকীসকল থাকিতে পারে? ॥ ৫৭ ॥

অতএব এই প্রকারে বলরাম শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত রুচিজনক যে সকল উপহাররাশি গোষ্ঠ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের বহুদিবস

অথ মধুকণ্ঠঃ সমাপনমাহ স্ম ॥ ৫৯ ॥

সেয়ং ভবতী রাধে !, সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সমং লসতি।
যত্রাশ্লেষং পশ্যন্, জিতবিশ্লেষং মদং যামি ॥ ৬০ ॥

তদেবমানন্দ্য তত্তদ্বৃন্দমনু মন্দিরং বিন্দমানয়োরনয়োঃ শ্রীরাধামাধবাবানন্দসম্বাধালয়মধিশয়াতে স্ম ॥ ৬১ ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ সমাপনপ্রকারং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। সুগমম্ ॥ ৫৯ ॥

তদ্বর্ণয়তি—সেয়মিতি। হে রাধে! সেয়ং ভবতী সমং সহ একদা বা লসতি রাজতে। যত্র গোলোকে আশ্লেষমুভয়োরালিঙ্গনং পশ্যন্ অহং জিতবিশ্লেষং জিতো বিশ্লেষো বিচ্ছেদো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা মদং হর্ষং যামি গচ্ছামি ॥ ৬০ ॥

অধুনা স্বয়ং কবিঃ সমাধত্তে—তদেবমিতিগদ্যেন। তদেবং তত্তদ্বৃন্দং ব্রজরাজাদীন্ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীপ্রভৃতীশ্চানন্দ্য হর্ষয়িত্বা অনু পশ্চাৎ মন্দিরং বিন্দমানয়োর্লভমানয়োরনয়োঃ সতোঃ শ্রীরাধামাধবৌ আনন্দসম্বাধালয়ং আনন্দস্য সম্বাধঃ সঙ্কটঃ যত্র সচাসৌ আলয়ো গৃহঞ্চেতি তং অধিশয়াতে স্ম তত্র শয়িতবন্তৌ ॥ ৬১ ॥

লক্ষ্য করিয়া সেই উপহার সকল, "অদ্য এই বস্তু ভোগ্য, পরদিবসে ইহা ভোগ্য, এবং তৃতীয় দিবসে ঐ বস্তু উপভোগ্য" ইত্যাদি ক্রমে ব্রজের উপহারের শেষ করা হইয়াছিল। কিন্তু অন্তরে প্রেয়সীগণের শিক্ষিত সেই শুক এবং শারিকা লালসার উপদেশ দিয়া এবং ব্রজে যাইবার আকর্ষণ করিয়াও কখন নিঃশেষিত হয় নাই (ক) ॥ ৫৮ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল। হে রাধিকে! এই সেই তুমি, এবং এই সেই শ্রীকৃষ্ণ আপনারা দুইজনে এক সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। যে গোলোকে আমিও উভয়ের আলিঙ্গন দেখিয়া বিচ্ছেদ জয় করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছি ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥

অতএব এইরূপে ব্রজরাজপ্রভৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমাপ্রভৃতিকে আনন্দিত করিয়া পশ্চাৎ এই দুইজন পৃথক নিজভবনে গমন করিলে পরে, শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকা প্রচুর আনন্দ পরিপূর্ণ গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

(ক) উপহার শেষ হইল, কিন্তু মনের উৎকণ্ঠা শেষ না হইয়া বাড়িতেই লাগিল।

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু পৌণ্ড্রকাদ্যুদ্দণ্ড-
সংগ্রামশ্রবণজধামরামদ্বারকাধামপ্রতি-
গমনমেকবিংশং পূরণম্ ॥ ২১ ॥

পূর্ণশ্চায়ং রামপূর্ণব্রজনামা

দ্বিতীয়ো বিলাসঃ ॥ ২১ ॥

ইতীতি। পৌণ্ড্রকাদিভিঃ সহ উদ্দণ্ডো মহান্ যঃ সংগ্রামো যুদ্ধং তস্য যৎ শ্রবণং তস্মাৎ জো জাতং যৎ ধাম প্রভাবো যস্য সচাসৌ রামশ্চেতি তস্য দ্বারকাধাম দ্বারকাস্থানং তৎ প্রতি-গমনং যত্র তৎ।

পূর্ণোঽয়মিতি ব্রজশব্দো গোষ্ঠবাচী, রামেণ পূর্ণং ব্রজস্য নাম প্রকাশো যত্র সঃ।

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্প্বামেকবিংশং পূরণং সমাপ্তম্ ॥ • ॥ সমাপ্তোঽয়ং দ্বিতীয়ো বিলাসঃ ॥ • ॥

তত্তদ্রূপেণাবতীর্ণো যোগমায়া পুরাতু যঃ। তং শ্রীমজ্জীবনামানং বন্দে গোস্বামিশব্দিতম্ ॥ • ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবন্নিত্যানন্দবংশাবতংস-শ্রীলকিশোরীমোহনগোস্বামিতনুজ-শ্রীবীরচন্দ্রগোস্বামি-রচিতায়াং শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূটীকায়াং শব্দার্থবোধিকায়াং নবমপূরণাত্মকো দ্বিতীয়ো বিলাসঃ সমাপ্তঃ ॥ • ॥

অনেন শ্রীলরাধামাধবদেবঃ প্রীণাতুতমাম্ ॥ • ॥

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥ • ॥ শ্রী ॥ • ॥ শ্রী ॥ • ॥ শ্রীঃ ॥ • ॥ শ্রী ॥ • ॥ শ্রী ॥ • ॥ শ্রী ॥ • ॥ শ্রী ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূ-কাব্যে পৌণ্ড্রকাদির সহিত ভীষণ যুদ্ধ শ্রবণে সাতিশয় প্রভাব সম্পন্ন বলদেবের দ্বারকাধামে গমন নামক একবিংশ পূরণ, ইতি শ্রীবৈষ্ণবজন দাস্যাভিলাষী শ্রীরাসবিহারি-সাঙ্খ্যতীর্থ বিলিখিত একবিংশ-পূরণের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ ॥ • ॥ ০ ॥ • ॥ ২১ ॥

শ্রীবলরামদ্বারা পরিপূর্ণ গোষ্ঠ প্রকাশ নামক দ্বিতীয়-বিলাস পরি-পূর্ণ ॥ • ॥ • ॥ ২ ॥

অথ পূর্ণব্রজবিলাসঃ।

দ্বাবিংশং পূরণম্।

-।-※-।-

দ্বিবিদদানব-কথা।

শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

শ্রীকৃষ্ণ! কৃষ্ণচৈতন্য! সসনাতনরূপক!।
গোপাল! রঘুনাথাপ্ত! ব্রজবল্লভ! পাহি মাম্ ॥১॥

শ্রীমদুত্তরগোপালচম্প্বাঃ শেষবিলাসকে।
ষট্চন্দ্রপূরণাকারেঽভীষ্টলীলাভিধীয়তে ॥ • ॥
দ্বাবিংশে পূরণে তত্র দ্বিবিদধ্বংস উচ্যতে।
হস্তিনাপুরবিধ্বস্তি স্তথা রামেণ কথ্যতে ॥ • ॥

অথাধুনা গ্রন্থকৃৎ সিদ্ধমন্ত্রবৎ পদ্যং মঙ্গলায় নিবধ্নাতি—শ্রীকৃষ্ণেতি। পূর্ব্বপূর্ব্বত্রেদং ব্যাখ্যাতমেব তত্র তত্রৈব দৃশ্যম্ ॥ ১ ॥

এই দ্বাবিংশ-পূরণে বলরামকর্ত্তৃক দ্বিবিদের ধ্বংস সাধিত হয়। ইহা বর্ণিত হইবে॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ চৈতন্য! হে সনাতন সহিতরূপ! হে গোপাল! হে রঘুনাথ! হে আপ্তব্রজজনগণের বল্লভ! তুমি আমাকে রক্ষা কর (ইহার সবিশেষ বিস্তারিত অনুবাদ এই পূর্ব্বচম্পূর প্রথমপূরণে প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে) ১॥

তদেবমুদ্ধবঃ শ্রীরেবতীধবশ্চ ব্রজপরমানন্দং পপরতুঃ। অথ শ্রীরমণস্য দন্তবক্রশমনানন্তরব্রজাগমনরমণায় যস্মৈ পূর্ব্বোত্তর-চম্পূদ্বয়নির্ম্মাণমারব্ধং। তদেব সপ্রমাণং নিরূপয়িতুমুত্তর-চম্পূমনু "কৃষ্ণপূর্ণব্রজনামা বিলাসঃ" পরিবেষ্যতে। যত্র তস্য ব্রজাগমনানন্তরং পূর্ব্বপূর্ব্ববদেব সূতসুতৌ তাং কথাং প্রথয়ামাসতুঃ। তত্র শ্রীব্রজযুবরাজবিরাজমানব্রজরাজ-সদসি স্নিগ্ধ-কণ্ঠ উবাচ—॥

অথ স্বয়ং কবিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পুনর্ব্রজাগমনবর্ণনায় সলালস স্বতঃ সাধকত্বেন তৎ পূর্ব্ববৃত্তান্তং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—তদেবমিতিগদ্যেন। শ্রীরেবতীধবো বলভদ্রঃ পপরতুঃ পূর্ণং চক্রতুঃ, শ্রীরমণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যস্মৈ দন্তবক্রস্য যৎ শমনং বিনাশনং তস্মাদনন্তরং পশ্চাৎ যৎ ব্রজে আগমনং তেন যৎ রমণং ক্রীড়নং তস্মৈ, তদেব দন্তবক্রশমনানন্তরব্রজাগমনরমণমেব প্রমাণেন সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাত্তথা অনু লক্ষীকৃত্য কৃষ্ণেন পূর্ণঃ ব্রজস্য নাম আখ্যা প্রকাশো বা যত্র সঃ পরিবেষ্যতে ব্যাপকতয়া নির্দ্দিশ্যতে। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সূতসুতৌ মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠৌ তাং কথাং দন্তবক্রশমনান্তরব্রজাগমনরমণকথাং। শ্রীব্রজযুবরাজঃ শ্রীকৃষ্ণস্তেন বিরাজমানং যৎ ব্রজরাজস্য সদঃ সভা তস্মিন্ স্নিগ্ধকণ্ঠো

অতএব এইরূপে উদ্ধব এবং রেবতীপতি বলরাম ব্রজের পরম আনন্দ করিয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দন্তবক্র বিনাশের পর ব্রজে আগমনরূপ যে ক্রীড়া, তাহার জন্য পূর্ব্বচম্পূ এবং উত্তরচম্পূর রচনা আরব্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাই (অর্থাৎ দন্তবক্র বিনাশের অনন্তর ব্রজে আগমনরূপ ক্রীড়াই) প্রমাণের সহিত নিরূপণ করিতে উত্তরচম্পূ লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বারা "পূর্ণব্রজ" নামক বিলাস বিস্তারিতরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ঐ "পূর্ণব্রজ" নামক বিলাসে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে গমনের পর পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিয়মানুসারেই সূতপুত্র মধুকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ সেই কথা (দন্তবক্র বিনাশের পর ব্রজে আগমনরূপ ক্রীড়ার কথা) বিস্তার করিয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রজযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণদ্বারা বিরাজিত, ব্রজ-রাজ সভায় স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল॥

তদেবং বিলাসদ্বয়ং কথিতং। যত্র তূদ্ধবরামৌ ব্রজস্য তৃষ্ণ-বিরহব্যাধিং প্রত্যৌষধনিভসান্ত্ববিধৌ নাসত্যৌ জাতৌ কিন্তু নাসত্যৌ ॥ ২—৩ ॥

তথাপি—

যদা রামঃ কৃষ্ণানয়নমনু সম্বিদ্রচনয়া
ব্রজং সান্ত্বং সান্ত্বং ব্রজতি স পুরা যাদবপুরম্।
তদা তৃষ্ণা তস্যাভ্যধিকমভবৎ প্রাবৃষি যথা
সমীপায়াং ধৈর্য্যং বহতি ন হি বাপীহনিবহঃ ॥

যদবদস্তবর্ণয়তি— তদেবমিতিগদ্যেন। একমুদ্ধবং পূর্ণব্রজনামকং দ্বিতীয়ং রামপূর্ণব্রজনামকং এবং বিলাসদ্বয়ং ঔষধনিভসান্ত্বনবিধৌ ঔষধতুল্যসান্ত্বনাবিধানেনাসত্যৌ অশ্বিনীকুমারৌ কিন্তু নাসত্যৌ ন বিদ্যন্তে সত্যং তথ্যং যয়ো স্তথাভূতৌ ন সত্যবাদিস্বভাবাবিত্যর্থঃ ॥ ২—৩ ॥

সান্ত্বনবিধানস্য সত্যত্বেঽপি ব্রজস্য তৃষ্ণাধিক্যং বর্ণয়তি—যদেতি। যদা স রামঃ পুরা অগ্রে কৃষ্ণস্যানয়নং ব্রজে প্রাপণং অনু লক্ষীকৃত্য সম্বিদ্রচনয়া সম্বিৎ অঙ্গীকারঃ প্রতিজ্ঞা তস্য রচনয়া প্রকাশেন সান্ত্বং সান্ত্বং পুনঃপুনঃসান্ত্বনং কৃত্বা যাদবপুরং দ্বারকাং ব্রজতি গমিষ্যতি, তদা তস্য ব্রজস্য তৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষা অভ্যধিকং অতিশয়মভবৎ যথা প্রাবৃষি বর্ষাকালে সমীপায়াং আসন্নায়াং বাপীহনিবহঃ চাতকসমূহঃ ধৈর্য্যং নহি বহতি ধারয়তি ॥

অতএব এই প্রকারে প্রথম "উদ্ধব পূর্ণব্রজ" নামক, এবং দ্বিতীয় "বলরাম পূর্ণব্রজ" নামক এই বিলাসদ্বয় কথিত হইয়াছে। ঐ দুই বিলাসের মধ্যে উদ্ধব এবং বলরাম ব্রজের শ্রীকৃষ্ণবিরহরূপ ব্যাধির প্রতি ঔষধ তুল্য সান্ত্বনা বিধানে 'নাসত্য' অর্থাৎ স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারের তুল্য হইয়াছিলেন; কিন্তু 'নাসত্য' অর্থাৎ তাহাতে অসত্য হন নাই, পরন্তু সত্যই হইয়াছিলেন ॥ ২—৩ ॥

যৎকালে সেই বলরাম "অগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে আনয়ন করিব", এইরূপে অঙ্গীকার প্রকাশ পূর্ব্বক বারংবার ব্রজবাসীদিগকে সান্ত্বনা করিয়া দ্বারকায় গমন করেন, তৎকালে ব্রজবাসীলোকদিগের সমধিক আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। দেখুন, যেরূপ বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে চাতকগণ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ ইহাদেরও দশা হইয়াছে। যেরূপ সান্নিপাতিক বিকার রোগযুক্ত মানব বারংবার জলপান করিয়াও তৃষ্ণা ধারণ করে, সেইরূপ ব্রজবাসী লোকগণ

কিঞ্চ—

তে কৃষ্ণাহ্বয়মালিহন্ ঘনরসং সাক্ষাৎকৃতং সীরিণা
স্ফূর্ত্তিব্যাজি তথাপি তত্র বিদধুস্তৃষ্ণাং ত্রিদোষার্ত্তিবৎ।
তস্মাদত্র সুখং দধুর্যদনিশং তন্নানৃতং যন্মুহু-
স্তৎপ্রাপ্তিং প্রতি লালসামপি যযুর্ব্যাহন্যতে তচ্চ ন ॥৪-৫॥

তদেবং রামদত্তপ্রত্যাশায়াং ব্যাপ্তপ্রত্যাশায়াং দিনান্তরে পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ দ্বারকাপুরাৎ দূতাবাগম্য সম্যগিদং জগদতুঃ।

পুনস্তেষাং ভাবান্তরং বর্ণয়তি—তে ইতি। তে ব্রজস্থা সীরিণা রামেণ সাক্ষাৎকৃতং সম্পাদিতমিব স্ফূর্ত্তিব্যাজি স্ফূর্ত্তিরূপো যো ব্যাজশ্ছলং তদ্যত্র তৎ কৃষ্ণো আহ্বয়ো নাম যস্য তৎ, ঘনরসং জলং আলিহন্ আস্বাদনং কৃতবন্তঃ, তথাপি তত্র কৃষ্ণে তৃষ্ণাং বিদধু র্যথা ত্রিদোষার্ত্তিবৎ সান্নিপাতিকরোগগ্রস্তজনবৎ স যথা জলং মুহুঃ পিবন্নপি তৃষ্ণাং বিধত্তে। স্ফূর্ত্তিরূপ-কৃষ্ণদর্শনে তেষাং সুখং জাতমেব তদ্বর্ণয়তি—তস্মাৎ তাদৃশকৃষ্ণাহ্বয়ঘনরসাস্বাদাৎ অত্র বাহ্য-বিরহেঽপি যৎ সর্ব্বদা সুখং দধুঃ ধৃতবন্তঃ তন্নানৃতং তৎ সুখং ন অনৃতং ন মিথ্যা যদ্যস্মাৎ তে মুহু স্তৎপ্রাপ্তিং কৃষ্ণলাভং প্রতি লালসাং মহতীং তৃষ্ণাং যযুঃ প্রাপ্তবন্তঃ, অত তচ্চ সুখং ন ব্যাহন্যতে। ব্যাহতং ন ভবতি ॥ ৪—৫ ॥

তদনন্তরং যদ্বৃত্তমভূৎ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। এবম্প্রকারেণ ব্যাপ্তাঃ প্রত্যাশাঃ প্রতিদিশো যয়া তস্যাং ব্যাপ্তসর্ব্বদিশায়ামিত্যর্থঃ। রামেণ দত্তপ্রত্যাশা শ্রীকৃষ্ণং ব্রজমানয়িষ্যা-

---

বলরামকর্ত্তৃক যেন সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিচ্ছলে সেই শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ জল আস্বাদন করিয়াছিল। তথাপি তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের উপরে তৃষ্ণা বা বাসনা নিবৃত্ত হয় নাই। বরং স্ফূর্ত্তিরূপ কৃষ্ণ দর্শনে তাহাদের সুখই ঘটিয়াছিল। সেই কৃষ্ণনামরূপ জলের আস্বাদহেতু তাহারা যে এইরূপ কৃষ্ণবিরহেও সর্ব্বদা বাহ্য সুখ ধারণ করিয়াছিল, সেই সুখ মিথ্যা নহে। কারণ, তাহারা কৃষ্ণলাভের জন্য বারংবার সাতিশয় তৃষ্ণাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই হেতু তাহাদের সুখের ব্যাঘাত ঘটে নাই ॥ ৪—৫ ॥

অনন্তর "আমি শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে আনয়ন করিব" বলরাম দত্ত এইরূপ প্রত্যাশাই তৎসময়ে দিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপ্ত করিলে, অন্যদিবসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনেরমত দ্বারকাপুরী হইতে দুই জন দূত আসিয়া সম্যক্‌রূপে ইহা বলিয়াছিল। সম্প্রতি

সম্প্রতি ঝটিতি ব্রজাগমনং ঘটয়িতুকামঃ শ্রীরামস্তদ্বিঘ্ননিবারণায় স্বয়মেব দুর্দ্দুরূঢ়বিজয়ারম্ভং সম্ভবন্নাস্তে। তদিদং শ্রূয়তাম্—যদ্দ্বিবিদঘাতনমিতি ॥ ৬ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—কো বায়ং বিদ্বিড্‌দ্বিবিদতয়া মতঃ ॥

দূতাবূচতুঃ—যঃ খলু রাঘবেন্দ্রকটকেঽপি বানরেন্দ্রং প্রকটতয়া ঘটনাং গতঃ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—হন্ত! স কথমকূটঃ স্ফুটং দুর্দ্দুরূঢ়-বদ্‌ঘাতিতঃ ॥

নীতি এতদ্রূপা তস্যাং সত্যাং জগদতুঃ কথয়ামাসতুঃ, ঘটয়িতুকামঃ সমর্থয়িতুং কামঃ, তদ্বিঘ্ন-নিবারণায় তস্মিন্ ব্রজাগমনে যো বিঘ্নোঽসুরকল্পভূপতীনাং অবস্থিতরূপ স্তস্য নিবারণায় দুর্দ্দুরূঢ়বিজয়ারম্ভং দুর্দ্দুরূঢ়ঃ অতিপ্রগল্‌ভঃ যো বিজয় স্তস্যারম্ভং সম্ভবন্ মিলন্ তত্রোদ্যোগং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। সম্ভরন্নিতি রেফযুক্তপাঠে সম্ভনন পুষ্টান্ আস্তে। তদিদং তাদৃশবিজয়ারম্ভমেলনং দ্বিবিদবানরস্য বিনাশনমিতি ॥ ৬ ॥

অথ ব্রজরাজস্য দূতয়োশ্চ বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—কো বায়মিতিপদ্যেন। বিদ্বিট্ শত্রুঃ। দূতাবূচতুঃ—যো দ্বিবিদো রাঘবেন্দ্রকটকে সেনামণ্ডলে প্রকটতয়া সেনাধ্যক্ষতয়া ঘটনাং গতঃ তথাবিধচেষ্টাং প্রাপ্তঃ। ব্রজরাজ উবাচ—হন্তেতি খেদে। স শ্রীরামপরিবারঃ অকূটঃ দম্ভরহিতঃ দুর্দ্দুরূঢ়বৎ দুঃকষ্টদং যৎ দুরূঢ়ং প্রাগ্‌লভ্যং তেন যুক্ত ইব ঘাতিতঃ যুদ্ধার্থং যেন প্রযুক্তেন রামেণ ঘাতিতঃ

শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন ঘটাইতে অভিলাষ করিয়া বলরাম, ব্রজগমন-বিষয়ে অসুরতুল্য ভূপতিগণের অবস্থিতিরূপ বিঘ্নজাল নিবারণ করিবারজন্য স্বয়ংই অতিশয় প্রগল্‌ভ বিজয়ব্যাপারের উদ্‌যোগ করিয়া বিদ্যমান আছেন। অতএব এই বিজয়ারম্ভের উদ্‌যোগ এবং দ্বিবিদবানরের বিনাশ শ্রবণ করুন ॥ ৬ ॥

ব্রজরাজ বলিলেন, দ্বিবিদ বানররূপে বিখ্যাত এই শত্রুই বা কে? দূতদ্বয় কহিল, যে বানরপতি রামচন্দ্রের সৈন্যমণ্ডলেও সৈন্যাধ্যক্ষরূপে সেইরূপ চেষ্টা করিয়াছিল। ব্রজরাজ কহিলেন, হায়? তাহার কোন দম্ভ ছিলনা, অথচ সে স্পষ্টই কষ্টদায়ক প্রগল্‌ভতায় যেন যুক্ত হইয়াছিল। তবে কেন যুদ্ধের জন্য রামচন্দ্র তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন। দূতদ্বয় কহিল, সম্প্রতি দ্বিবিদের

দূতাবূচতুঃ—তস্য সম্প্রতি নরকাসুরসঙ্গত্যা বৈমত্যাতিশয়ঃ প্রত্যাসন্ন ইতি ॥

ব্রজরাজ উবাচ—তাদৃশস্য তাদৃশসঙ্গতিমপি ন ভৃশং পরামৃশামঃ ॥

দূতাবূচতু—তস্যাকারণমপি তত্রাবধারণমবাপ। যৎ পুরা লক্ষ্মণং প্রতি তস্য বিনয়লক্ষ্ম লক্ষ্যতে স্ম ॥

ব্রজরাজ উবাচ—দুর্গমঃ খলু সতামনুগমঃ। ভবতু সাম্প্রতং হতব্রতস্য তস্য দুর্ণয়ং বর্ণয়তম্ ॥ ৭ ॥

নাশিকঃ। দূতৌ তত্রচাসৎসঙ্গএব হেতুরিতি বর্ণয়তি—তস্য দ্বিবিদস্য বৈমত্যাতিশয়ো বিরুদ্ধভাবভরঃ প্রত্যাসন্নঃ। ব্রজরাজ উবাচ—তাদৃশস্য শ্রীরামপরিকরস্য তাদৃশানাং কৃষ্ণদ্বেষিণাং নরকাদ্যসুরাণাং সঙ্গতিং মিলনং ন পরামৃশামঃ নানুসন্ধামহে। দূতৌ উচতুঃ—তস্য অসজ্জনমিলনস্য কারণমপি তত্র বলভদ্রদ্বেষে অবধারণং নিশ্চয়ং। ততঃ কারণং পরিচায়য়তি—যৎ পুরেতি। শ্রীরামচন্দ্রাবতারে তস্য দ্বিবিদস্য অবিনয়লক্ষ্ম মহৌদ্ধত্যচিহ্নং লক্ষ্যতে স্ম শ্রীলক্ষ্মণেনাদৃশ্যত। ব্রজরাজ উবাচ—সতাং শ্রীরামচন্দ্রপারকরাণামনুগমঃ স্বরূপবোধো দুর্গমঃ হতব্রতস্য হতং শ্রীরামলক্ষ্মণ-সেবনমেব ব্রতং নিয়মো যস্য তস্য দ্বিবিদস্য দুর্নয়ং মহৌদ্ধত্যম্ ॥ ৭ ॥

নরকাসুরের সংসর্গে নিরতিশয় বিরুদ্ধভাবে উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রজরাজ কহিলেন, যে ব্যক্তি শ্রীরামের পরিজন, তাহার কৃষ্ণদ্বেষী নরকাসুরপ্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহিত মিলনই যে বিনাশের কারণ তাহা আমরা বিবেচনা করিনা। দূতদ্বয় কহিল, অসজ্জনের সহিত মিলন হইবার কারণও বলরামের উপর দ্বেষ-করিবার বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছে। কারণ পুরাকালে অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র অবতারে লক্ষ্মণের প্রতি দ্বিবিদ বানরের অতিশয় উদ্ধত স্বভাবের চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল, অর্থাৎ লক্ষ্মণ তাহা দেখিয়াছিলেন। ব্রজরাজ বলিলেন, যাহারা শ্রীরামচন্দ্রের পরিজনবর্গ, সেই সমস্ত সজ্জনদিগের স্বরূপবোধ নিশ্চই কঠিন। আচ্ছা, তাহাই হৌক, সম্প্রতি শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের সেবারূপ ব্রতকে যে ধ্বংস করিয়াছিল, সেই দ্বিবিদ বানরের সাতিশয় উদ্ধত স্বভাবেরবিষয় তোমরা দুই-জনে বর্ণন কর ॥ ৭ ॥

দূতাবূচতুঃ—

পরলোকগতস্যাপি সাচিব্যং নরকস্য সঃ।
কুর্ব্বন্ নরকসংহর্ত্তুর্দ্দেশাদিকমুপাদ্রবৎ ॥ ৮ ॥

যথা —

ক্ষিপ্তৈর্বহ্ন্যব্ধিশৈলৈর্দ্দিশি বিদিশি পুরগ্রামঘোষান্ বিনিঘ্নন্
স্ত্রীপুংসাদ্রিগর্ত্তান্তরমনুবলয়ন্ প্রস্তরৈরাস্তরংশ্চ।
সাধ্বীধর্ম্মং বিধুন্বন্মুনিনিলয়মপি ধ্বংসয়ন্ কুৎসয়ংশ্চ
স্বৈরং কৃষ্ণস্য দেশান্ দ্বিবিদকপিরসাবর্দ্দয়ন্নুন্মমর্দ্দ ॥ ৯ ॥

পুনস্তস্য মহৌদ্ধত্যং বর্ণয়িতুং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিতি। পরলোকগতস্যাপি মৃতস্যাপি সাচিব্যং সাহায্যং কুর্ব্বন্ স দ্বিবিদঃ। নরকসংহর্ত্তুঃ কৃষ্ণস্য দেশাদিকং উপাদ্রবৎ উপাগতবান্ ॥ ৮ ॥

তদুপদ্রবং বর্ণয়তি—ক্ষিপ্তৈরিতি। বহ্ন্যব্ধিশৈলৈর্বহ্নিনা অব্ধিঃ সমুদ্র স্তস্য জলেন শৈলেন পর্ব্বতে নচ পুরগ্রামঘোষান্ পুরঃ হট্টাদিসহিতং স্থানং গ্রামো হট্টাদিরহিতঃ ঘোষো গোপানাং বাসস্থানং অদ্রিগর্ত্তান্তরং পর্ব্বতানাং গর্ত্তমধ্যং অনুবলয়ন্ প্রবেশয়ন্ প্রস্তরৈঃ শিলাভিরাস্তরন্ আচ্ছাদয়ন্ সন্ সাধ্বীধর্ম্মং পাতিব্রত্যং বিধুন্বন্ খণ্ডয়ন্ মুনিনিলয়ং মুনীনাং বাসস্থানং ধ্বংসয়ন্ নাশয়ন্ কুৎসয়ন্ মলমূত্রাদিনা নিন্দিতং কুর্ব্বন্ স দ্বিবিদকপিঃ কৃষ্ণস্য দেশান্ স্বৈরং স্বাতন্ত্র্যেণ অর্দ্দয়ন্ পীড়য়ন্ উন্মমর্দ্দ নাশতাং প্রাপয়ামাস ॥ ৯ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, নরকাসুর পরলোক গত হইলে তাহার সাহায্য করিবাজন্য দ্বিবিদ বানর, নরকাসুরহন্তা শ্রীকৃষ্ণের দেশ ও নগরপ্রভৃতির নিকটে আগমন করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

যথা—দ্বিবিদবানর অগ্নি, সমুদ্রের জল এবং পর্ব্বত নিঃক্ষেপ করিয়া দিক্‌-বিদিকে হট্টাদি সহিত স্থান (পুর), হট্টাদি রহিত স্থান (গ্রাম), এবং গোপী-দিগের বাসস্থান বিনাশ করিতে লাগিল। স্ত্রীপুরুষদিগকে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করাইয়া শেষে প্রস্তরদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম খণ্ডন করিয়া মুনিদিগের বাসস্থান ধ্বংস করিতে লাগিল। শুদ্ধ তাহাই নহে, মলমূত্রাদি-দ্বারা মুনিভবন অপবিত্র করিতে লাগিল। এইরূপে ঐ কপিবর স্বতন্ত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অধিকৃত দেশ সকল উৎপীড়ন করিয়া বিনাশিত করিয়াছিল ॥ ৯ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবুচতুঃ—ততশ্চ যত্রৈব রৈবতমনু রেবতীরমণস্য রমমাণস্য সঙ্গীতং (ক) কর্ণসঙ্গীচকার তত্রৈবাগত্য তরুততত্যবধূননয়া পত্র-পুষ্প-ফল-শাখাঃ শীয়মানস্তদ্গীয়মানবিড়ম্বকঃ স কিলকিল কিলাশব্দমাততান। তেন হসন্তীশ্চ তস্য বসতীর্ব্বিলোকয়ন্ নিজজাতিজবিলোলতয়া বহুপজহাস ॥ ১০ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। যত্রৈব কৃষ্ণপালিতদেশ এব রৈবতং তন্নাম পর্ব্বতং লক্ষীকৃত্য বলভদ্রস্য সঙ্গীতং সুস্বরাদিসংযুক্তগীতং। কর্ণসঙ্গীচকার কর্ণয়োঃ প্রবেশয়ামাস, তত্রৈবাগত্য যত্র রেবতীরমণো জগৌ তত্রৈব আগম্য তরুততত্যবধূনন্ যা তরুততীনাং বৃক্ষসমূহানাং যা অবধূননা মহাকম্পনা তয়া পত্রপুষ্পফলশাখাঃ শীয়মানঃ শাতয়ন্ তদ্গীয়মানবিড়ম্বকঃ তেন রামেণ গীয়মানে বিড়ম্বো বিড়ম্বনং যেন সঃ, কিল কিল কিলাশব্দং অব্যক্ত ধ্বনিং আততান বিস্তারিতবান। তেন দ্বিবিদস্য তত্তদাচারদর্শনশ্রবণাদিনা হসন্তীর্হাস্যং কুর্ব্বন্তীঃ তস্য রেবতীরমণস্য বসতীঃ"গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"ইতি বৎ তস্য রমণীঃ কর্ম্মভূতা বিলোকয়ন্ পশ্যন্ নিজজাতিজবিলোলতয়া নিজজাতৌ বানরজাতৌ জাতঃ নিজজাতিজ স্তেন যা বিলোলতা চঞ্চলতা তয়া বহু প্রচুরং যথা স্যাৎ তথা উপহাসং কৃতবান্। ১০ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তারপর শ্রীকৃষ্ণের অধিকৃত দেশের মধ্যে (দ্বারকাপ্রদেশে) রৈবতক নামে এক পর্ব্বতছিল। সেই পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া দ্বিবিদ, রেবতীপতি বলরামের সুমধুর স্বরসংযুক্ত সঙ্গীত কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়াছিল। যে স্থানে বলরাম সঙ্গীত করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই আগমন করিয়া বৃক্ষসমূহ কম্পিত করিতে লাগিল। তখন সে বৃক্ষসমূহের মহাকম্পনদ্বারা পত্র, পুষ্প, ফল, এবং শাখাসকল বিনাশ করিয়া বলরামের সঙ্গীতে বাধাদিয়া "কিল কিল" ইত্যাকার অব্যক্তশব্দ (খ) বিস্তার করিতে লাগিল। দ্বিবিদ বানরের তত্তৎআচরণ দেখিয়া শুনিয়া বলরামের

(ক) রমমাণস্য ইতি মাণ্ডপুস্তকে নাস্তি।

(খ) বানরাদির অব্যক্ত শব্দে প্রায় "কিল কিল" এই রূপেতেই ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

কিং বহুনা ?

স মত্বা রামসম্বন্ধং রামঃ সহনতাং গতঃ ।
তথাপি কোটিধা ধৃষ্টং কৃষ্টপ্রাণং চকার তম্ ॥ ১১ ॥

যদ্যপি কৃষ্টপ্রাণং চকার রামস্তদা দ্বিবিদম্ ।
সদয়ং তদপি তমূহে স বিবিধদোষাদমূমুচদ্যদমুম্ ॥১২॥

তত্র যুদ্ধং যথা—

গ্রাবভিরাহতিরিহ বঞ্চনগতিরপহৃতমধুতা ক্ষণমিব মৃদুতা ।
বস্ত্রাস্ফালনমথ সন্তালনমবিনয়বলনা সমুসলহলনা ॥ ১৩ ॥

তদা যদ্বৃত্তমভূৎ তদ্বর্ণয়তি—স মত্বেতি। স রামো রেবতীরমণ স্তস্য রামসম্বন্ধং মত্বা অবগম্য তৎকৃতদৌরাত্ম্যস্য সহনতাং গতঃ, তথাপি তস্য সহনেঽপি কোটিধা অপরিমিতপ্রকারং ধৃষ্টং প্রাগল্ভ্যং যস্য তং কৃষ্টপ্রাণং আচ্ছিন্নপ্রাণং চকার নাশয়ামাস ॥ ১১ ॥

শ্রীরামপরমোপকারিণ স্তস্য প্রাণ হরণং ন যুক্তং কথং তৎ কৃতবান তত্রাহ—যদ্যপীতি। যদ্যপি রামো দ্বিবিদং তদা কৃষ্টপ্রাণং চকার তদপি তং রামং সদয়ং কৃপাযুক্তং উহে বিতর্কয়ামি, যদ্যস্মাদমুং দ্বিবিদং বিবিধদোষাৎ অমূমুচৎ মোক্ষয়ামাস ॥ ১২ ॥

নন্থ মহাবলিনঃ তস্য প্রাণাকর্ষণং যুদ্ধং বিনা ন ঘটতে ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তত্র যুদ্ধং যথেতি ॥

তয়ো স্তদ্যুদ্ধং বর্ণয়তি—গ্রাবভিরিতি। ইহ যুদ্ধে রামেণ ক্ষিপ্তৈঃ শিলাভিঃ দ্বিবিদস্য আহতি-

---

যে সকল রমণী হাস্য করিতেছিল, সেই সমস্ত রমণীদিগকে দেখিয়া সেই বানর তখন বানরজাতিসুলভ চাঞ্চল্যদ্বারা সমধিক উপহাস করিয়াছিল॥ ১০ ॥

অধিক কি, সেই বলরাম শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধ অবগত হইয়া সমস্তই সহ্য করিয়াছিলেন। এইরূপ সহ্য করিলেও তখন বানর কোটি কোটি প্রকারে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাতেই তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার প্রাণনাশ করিলেন ॥ ১১ ॥

যদিচ বলরাম তাহার প্রাণনাশ করিয়াছিলেন, তথাপি আমি সেই বলরামকে সদয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি। কারণ, এইরূপ বিবিধ দোষসত্ত্বেও তিনি ঐ দ্বিবিদ বানরের নাশপূর্ব্বক মোক্ষই ঘটাইয়াছিলেন, অর্থাৎ অশেষ দোষাস্পদ হইয়াও সে ভগবানের হস্তে মুক্তিলাভ করিয়াছে ॥ ১২ ॥

তথায় যুদ্ধ বর্ণিত হইতেছে, যথা :—ঐ যুদ্ধে বলরাম প্রস্তরসকল নিঃক্ষেপ

সলহতির্মদঙ্গসমিদ্রসমুসলক্ষিপ্তিঃ স্বাস্থলিপ্তিঃ।
কুতুকালোকঃ শালবিমোকস্তস্য চ্ছেদঃ স স চ সভেদঃ ॥১৪॥

র্দনং ততো দ্বিবিদেন গ্রাবনাং বঞ্চনগতির্বঞ্চন রূপ উপায়ঃ. তত স্তেন অপহৃতমধুতা অপহৃত' মধু মদিরাকলসো যেন তস্তাবস্তা ক্ষণমিব মৃদুতা ঔদ্ধত্যরাহিত্যং তত স্তেন বস্ত্রাস্ফালনং রামস্য রমণীনাং বস্ত্রাকর্ষণং সম্ভালনং কদর্থীকরণং এবমবিনয়বলনা অবিনয়যোজনা তস্যাঃ হেতোঃ মুসলেন সহ হলনা হলবিশিষ্টতা পামাদের্ন ইতি নপ্রত্যয়ান্তে হলনাশব্দঃ॥ ১৩ ॥

ততো দ্বিবিদেন শালহৃতিঃ শালবৃক্ষেণ তাড়নং লসন্ অঙ্গে সমিধাং কাষ্ঠানাং রসো যস্য তচ্চ তন্মুসলং চেতি তস্য ক্ষিপ্তিঃ রামেণ নিঃক্ষেপঃ তয়া স্বস্য যোহসৃক্ রক্তং তেন লিপ্তিঃ দ্বিবিদস্য লেপঃ ততো রামেণ তদঙ্গে রক্তধারাবলোকনাৎ কুতুকালোকঃ ততো দ্বিবিদেন শাল বিমোকঃ শালবৃক্ষাণাং নিঃক্ষেপঃ রামেণ তস্য শালস্য চ্ছেদঃ পুন স্তেন শালবিমোকঃ স চ রামেণ সভেদঃ বিদারণসহিতঃ ॥ ১৪ ॥

করিয়া কপি দ্বিবিদকে আঘাত করেন, তৎপরে কপি প্রস্তরখণ্ডের বঞ্চনরূপ উপায় অবলম্বন করে। কেবল ইহাই নহে, সে মদিরার কলসও অপহরণ করিয়া লয়। ক্ষণকাল যেন তাহার উদ্ধত স্বভাব রহিত হইয়া যায়। তাহার পর সে বলরামের রমণীদিগের বস্ত্রাকর্ষণ করে। (ক) কুৎসিত ব্যবহার এবং উৎপাত করায় অবিনয়ের যোজনা প্রকটিত করে, অনন্তর বলরাম মুসলের সহিত লাঙ্গল ধারণ করে॥ ১৩॥

তাহারপর দ্বিবিদ শালবৃক্ষদ্বারা তাড়না করে। পরে বলরাম যুদ্ধজনিত উৎসাহরসে উন্মত্ত হইয়া মুষল নিঃক্ষেপ করেন, এবং তাহাদ্বারা যে দ্বিবিদের শরীর রক্তলিপ্ত হইয়াছিল। তাহার দেহে রক্তধারা দর্শনে বলরামের কৌতুক করিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্বিবিদ শালবৃক্ষ নিঃক্ষেপ করিল। বলরাম সেই শালবৃক্ষ ছেদন করিলেন। পুনর্ব্বার সে শালবৃক্ষ নিঃক্ষেপ করিল, এবং পুনরায় বলরাম তাহা ছেদন করিলেন॥ ১৪

(ক) এখানে চম্পূর মূলে মদিরা কলসের অপহরণ ও স্ত্রীগণের বস্ত্রাকর্ষণ সুস্পষ্ট বর্ণিত না থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য লইয়া ঐরূপ লিখিত হইল। ১০।৬৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রস্তরবৃষ্টির্মুসলবিসৃষ্টিস্ফুটচূর্ণীকৃতিরধিদূরাবৃতি।
মুষ্টিভ্যাং হতিরথ তদ্বদ্রামেণরনুগতমৃতিতা সম্ভৃতকৃতিতা ॥১৫॥
তদিদমনুক্রমলব্ধনিজক্রমকপিলযুদ্ধং পৃথগুদ্বুদ্ধম্।
অকরোদচলামসকৃৎ প্রচলামিতি সঙ্কলিতা তৎকৃতকলিতা ॥১৬॥
তদেবং কথিতবতোরনয়োরপরাবপি দ্বারকাপথিকৌ

ততো দ্বিবিদেন প্রস্তরবৃষ্টিঃ শিলাবর্ষণং ততো রামেণ যা মুসলবিসৃষ্টিঃ মুসলস্য নিঃক্ষেপঃ তয়া স্ফুটা প্রস্তরাণাং চূর্ণীকৃতিশ্চূর্ণীকরণং অধিদূরাবৃতি অধিকদূরে আবৃতি যস্যা তদ্যথা। ততো দ্বিবিদেন মুষ্টিভ্যাং রামস্য হতিঃ এতদুদ্গতিঃ রামেণ এতস্য মুষ্টিভ্যাং হতেরুদ্গতিঃ দ্বিবিদং প্রতি-মুষ্টিভ্যাং হননং অনুগতমৃতিতা তস্যা অনুগতং মৃতি মৃত্যুর্যস্য তদ্ভাবতয়া ততঃ সম্ভৃতকৃতিতা সম্ভৃতা পূর্ণা কৃতিঃ শত্রুমারণং যস্য তদ্ভাবতা ॥ ১৫ ॥

নিগময়তি—তদিদমাহ। অনুক্রমেণ যুদ্ধে লব্ধো নিজয়োঃ ক্রমঃ পরিপাটী যয়ো স্তৌচ তৌ কপি-বলৌ চেতি তয়োর্যুদ্ধং পৃথগুদ্বুদ্ধং প্রকাশিতং। যদ্যুদ্ধং অচলাং ধরিত্রীং অসকৃৎ প্রচলাং চঞ্চলামকরোৎ ইতি এবংপ্রকারেণ তৎকৃতকলিতা তাভ্যাং কপিবলাভ্যাং কৃতেন কলিতা বিদিতা সঙ্কলিতা গ্রথিতা ॥ ১৬ ॥

ততো বৃত্তান্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। অনয়োদূতয়োর্দ্বারকাপথিকৌ

অনন্তর দ্বিবিদ শিলাবর্ষণ করে। বলরাম মুষল নিঃক্ষেপ করেন, এবং তাহাদ্বারা স্পষ্টরূপে প্রস্তর সকল চূর্ণ করিয়া ফেলেন এবং তাহাতে অনেক দূর আবৃত হইয়া যায়। তৎপরে দ্বিবিদ দুই মুষ্টিদ্বারা বলরামকে আঘাত করে। অনন্তর বলরাম দ্বিবিদের মুষ্টিদ্বয়দ্বারা আঘাত করেন। তাহাতে তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়, এবং তাহাতে বলরামের শত্রুমারণ কার্য্য পরিপূর্ণ হয় ॥ ১৫ ॥

অতএব এইরূপ ক্রমান্বয়ে যুদ্ধে স্ব স্ব পরিপাটীলাভ করিয়া দ্বিবিদবানর এবং বলদেবে যুদ্ধ পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে অচলা পৃথিবী ও চঞ্চলা হইয়াছিল, এবং এই প্রকারে উভয়ে যে যুদ্ধ করেন, তাহা গ্রথিত হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

অতএব এইপ্রকারে দূতদ্বয় কথা বলিলে পর, অন্য দুইজন দ্বারকানিবাসী দূত ব্রজে আগমন করিয়া বলিতে লাগিল—

তত্রাগতিং প্রথিতবন্তাবাহতুশ্চ। দ্বিবিদহন্তুরিতোঽপ্যন্যদা-শ্চর্য্যমবধার্য্যতাং। যদ্ধস্তিনাপুরং প্রস্থিতবতা তেন তদুদস্তীকৃত-কল্পমস্তি॥

সর্ব্বে সাশ্চর্য্যমূচুঃ—কিমিদং বৃত্তং কথ্যতাম্? ॥১৭॥

দূতাবূচতুঃ জাম্ববতী-সুতঃ সাম্বঃ খলু স্বয়ম্বরং সম্বলমানঃ সুযোধনসুতামেকক এবাচকর্ষ। যত্র শল-ভূরি-ভূরিশ্রবঃ-সুযোধন-কর্ণঃ শোণবর্ণাঃ সন্তঃ কিমপরং ভীষ্মশ্চ ভীষ্ম ইব সন্ তমব্যগ্রীভবন্তং প্রত্যেকং বীরপ্রবেকমেকমনেকতালব্ধাতি-রেকতয়া ঘনীভূতা যদুপদ্মবন্ধুং ববন্ধুঃ॥ ১৮॥

দ্বারকায়া আগতৌ দূতৌ তত্র ব্রজে প্রথিতবন্তৌ প্রকাশিতবন্তৌ সন্তৌ আহতুঃ, কথিতবন্তৌ, দ্বিবিদহন্তুঃ রামস্য ইতোঽপি দ্বিবিদবধাদপি তেন রামেণ উদস্তীকৃতকল্পং গঙ্গায়াং নিঃক্ষিপ্ত-তুল্যমস্তি॥ ১৭॥

তচ্ছ্রবণানন্তরং সর্ব্বেষামাশ্চর্য্যপ্রশ্নে দূতৌ উচতুঃ—স্বয়ং বরং সম্বলমানাং স্বয়ং পতিবরণমিচ্ছন্তীং দুর্য্যোধনকন্যাং লক্ষণাং একক: নিঃসহায় এব আচকর্ষ জহার, যত্র বলেন শোনবর্ণাঃ ক্রোধেন রক্তবর্ণাঃ ভীষ্মা ভীষ্ম ইব ভয়ঙ্কর ইব সন্ তং সাম্বং অব্যগ্রীভবন্তং অক্ষুব্ধং সর্ব্ববীরপরাজয়ং কুর্ব্বন্তং বীরপ্রবেকং বীরাণাং শ্রেষ্ঠং একমসহায়ং অনেকতমো লব্ধোঽতিরেকোঽতিশয়ো যেষাং তদ্ভাবতয়া ঘনীভূতা একত্র মিলিতা যদুপদ্মবন্ধুং যদুকুলসূর্য্যং সাম্বং ববন্ধ॥ ১৮॥

দ্বিবিদহন্তা বলরামের এই দ্বিবিদবধ অপেক্ষাও অন্য আশ্চর্য্য অবধারণ করুন। বলরাম হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিয়া উহাকে যেন গঙ্গায় নিঃক্ষিপ্তবস্তুর তুল্য করিয়াছিলেন। সকলে আশ্চার্য্যভাবে বলিতে লাগিল, এই বৃত্তান্ত কিরূপ, তাহা বর্ণনা কর॥ ১৭॥

দূতদ্বয় কহিল, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব স্বয়ম্বরাভিলাষিণী (স্বয়ং পতি বরণ প্রার্থিনী) দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষণাকে একাকীই হরণ করিয়াছিলেন। (ক) ঐ বলপূর্ব্বক কন্যাহরণে শল্য, ভূরিশ্রবা, দুর্য্যোধন এবং কর্ণ, ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া অধিক কি, ভীষ্মও যেন ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, এবং অনেকের সংযোগে আতিশয্য লাভপূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া, বীরশ্রেষ্ঠ সকল বীরের

(ক) ভাগবত ১০।৬৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বদ্ধং চ তং নারদ-মুখাৎ কর্ণয়োঃ সম্বদ্ধং কৃত্বা ধীরতামধ্বত্বা যদুসমূহেষু ঘটিতকটকব্যূহেষু বলভদ্রঃ কুরূণাং ভদ্রমিচ্ছন্ শিক্ষণাকৃতে তেষাং ধাম জগাম ॥ ১৯ ॥

তদনুজন্মভাবী তু ভাবি কৌতুকং ভাবিতং কুর্ব্বন্ন কিঞ্চিৎ পূর্ব্বং জগাদ ॥ ২০ ॥

অথ স তু বিপ্রপ্রায়েণ সম্প্রদায়েন সার্দ্ধং কুরুপুরীতঃ ক্রোশার্দ্ধস্থিতক্রীড়াবনমনুস্থিতবান্ প্রস্থাপিতবাংশ্চ তেভ্যঃ

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—বদ্ধঞ্চেতিগদ্যেন। নারদমুখাৎ তং সম্বদ্ধং কর্ণয়োঃ সম্বদ্ধং কৃত্বা কর্ণয়োর্গোচরীকৃত্য ধীরতামধ্বত্বা ধৈর্য্যং হিত্বা ঘটিতঃ সম্বলিতঃ কটকানাং সেনানাং ব্যূহো যৈস্তেষু যদুসমূহেষু সৎসু ভদ্রং কল্যাণং শিক্ষনাকৃতে শিক্ষণেন আনুকূল্যকরণায় তেষাং কুরূণাং ধাম নগরং জগাম ॥ ১৯ ॥

নন্বু, পুত্রমন্যায়েন বদ্ধমপি শ্রুত্বা কৃষ্ণঃ কিং কৃতবান্ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তদন্বিতিগদ্যেন। তদনুজন্মভাবী তস্য বলভদ্রস্য অনু পশ্চাদ্‌যো জন্মভাবো জন্মসত্তা তদ্বিশিষ্টঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ভাবিতং চিন্তিতং কুর্ব্বন্ ন জগাদন কথিতবান্ ॥ ২০ ॥

তত্র গত্বা বলভদ্রো যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। বিপ্রপ্রায়েণ বিপ্রাণাং প্রায়ো বাহুল্যং যত্র তেন, সম্প্রদায়েন স্বপক্ষসভ্যজনসমূহেন সার্দ্ধং সহ ক্রোশার্দ্ধে স্থিতং যৎ ক্রীড়াবনং

পরাভবকারী, অক্ষুব্ধচিত্ত, (অথবা ব্যাকুলতাহেতু ক্ষুব্ধচিত্ত) যদুকুল-সূর্য্য সেই সাম্বকে বন্ধন করিয়াছিল ॥ ১৮ ॥

সাম্ব বদ্ধ হইয়াছে, ইহা নারদের মুখে কর্ণগোচর করিয়া, ধৈর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যদুবংশীয়গণ সৈন্যব্যূহ রচনা করিলে, বলরাম কৌরবদিগের মঙ্গলকামনা করিয়া আনুকূল্য করিতে কৌরবদিগের নগরে নগরে গমন করেন ॥ ১৯ ॥

বলরামের অনুজ শ্রীকৃষ্ণ ভাবী কৌতুকচিন্তা করিয়া পূর্ব্বে কিছুই বলেন নাই ॥ ২০ ॥

অনন্তর বলরাম বিপ্রবহুল (ব্রাহ্মণপূর্ণ) স্বপক্ষীয় সভ্যজনগণের সহিত কৌরবদিগের পুরী হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত ক্রীড়াবন লক্ষ্য করিয়া

শুদ্ধং সন্দেশমুদ্ধবদ্বারেতিস্থিতে তে চ সাম্বমোচনার্থমেব সোঽয়মাগত ইতি মত্বা তৎপ্রার্থনয়া স্বীয়মহত্ত্বায় সসম্ভ্রমমেব তমনুচক্রমুঃ। অনুক্রম্য চ পরমাদরতৎপরতাং জ্ঞাপয়িতুমাজ্ঞাবিতরঃ ক্রিয়তামিতি বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রুঃ॥ ২১॥

স তু মনসীদং বিদাঞ্চকার। মৎসম্বন্ধেন সম্বন্ধবন্ধেন(ক) কদাচিদেতেঽপি ক্রমাদদ্ধা কৃষ্ণসম্বন্ধা ভবেয়ুরিতি সম্ভাবনাসমুপলম্ভাদহমেষু বিষমেষু চ পক্ষপাতং রক্ষন্নস্মি। এতে তু পক্ষতা-

তৎ অনু লক্ষীকৃত্য আশ্রিত্য স্থিতবান্। তেভ্যঃ কুরুভ্যঃ শুদ্ধং নির্দ্দোষং সন্দেশং বৃত্তান্তং উদ্ধবদ্বারা প্রস্থাপিতবান্। ইতিস্থিতে বলভদ্রাগমনশ্রবণে সতি, তে কুরবঃ সোঽয়ং বলভদ্রঃ তৎপ্রার্থনয়া স্বীয়মহত্ত্বায় স্বীয়ানাং সাধুত্বায় তং বলভদ্রং জগ্মুঃ। পরমাদরতৎপরতাং পরমাদরেণ বলভদ্রস্য অধীনতাং আজ্ঞাবিতরঃ আজ্ঞাদানং বিজ্ঞাপিতবন্তঃ॥ ২১॥

তেষাং প্রার্থনানন্তরং বলভদ্রো যদাচরত্তদ্বর্ণয়তি—সত্বেতিগদ্যেন। বিদাঞ্চকার বিচারিতবান্। সম্বন্ধবন্ধেন পুত্রবিবাহজন্যেন দুর্য্যোধনাদয়ঃ অদ্ধা সাক্ষাৎ যথার্থতো বা কৃষ্ণসম্বন্ধাঃ কৃষ্ণে সম্বন্ধঃ প্রীতিজনকব্যাপারো যেষাং তে ইতি সম্ভাবনাসমুপলম্ভাৎ ইত্যাশংসাসম্যগ্বোধাৎ বিষমেষু

অবস্থান করিলেন। এবং উদ্ধবদ্বারা কৌরবদিগের উদ্দেশে নির্দ্দোষসম্বাদ প্রেরণ করিলেন। এইরূপ ঘটিলে, সেই কৌরবগণ "শাম্বকে উদ্ধার করিবার জন্যই নিশ্চয় ইনি আসিয়াছেন" ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় স্বপক্ষীয় ব্যক্তিগণের ভদ্রতার জন্য সবেগে বলদেবের উদ্দেশ্যেই গমন করেন। তথায় গমন করিয়া আমরা যে পরম সমাদর করিতে তৎপর আছি, এই ভাব জানাইবার জন্য, "আপনি আজ্ঞা দান করুন" ইহা নিবেদন করিল॥ ২১॥

কিন্তু বলরাম মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন। পুত্রের বিবাহজন্য সে সম্বন্ধবন্ধ হইবে, তাহাতে আমারও সম্বন্ধ আছে। এইকারণে কথনও দুর্য্যোধনপ্রভৃতি সকলেই ক্রমান্বয়ে সাক্ষাৎ (অথবা যথার্থই) কৃষ্ণের উপর সম্বন্ধ হইতে পারে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উপরে ইহাদের প্রীতিজনক ব্যাপার থাকিতে পারে। সম্যক্‌রূপে এইরূপে সম্ভাবনা বা আশংসার বোধ হওয়াতে আমি এইসকল বিপক্ষগণের উপরে পক্ষপাত রক্ষা করিয়া আছি। ইহারা কিন্তু কেবলমাত্র মিত্রতা

(ক) মৎসম্বন্ধেন বন্ধেন ইত্যেব আনন্দগৌরবৃন্দাবনপাঠঃ।

মাত্রং লক্ষয়ন্তস্তং মাং পরমাদরতয়ানুসরন্তি। মদীয়হৃদয়মণিং তং পুনররিসরণিমনুগণিতং কুর্ব্বন্তি। তত্র চালং বহুনা? জহুমপি তমস্মদীয়ং ন জহুঃ, কিন্তুবন্ধুবদ্ববন্ধুঃ। তস্মাৎ কৃষ্ণেন কথ্যমানং তথ্যমেব তদেষাং বৈতথ্যমিতি নামী সামময়ীং মুদ্রামর্হন্তি, কিন্তু ভেদময়ীমেব। তত্র চ ক্ষুদ্রেষ্বগীষু শূদ্রেষু বেদমিব কৃষ্ণস্য নাম নাম্নাতুং যুক্তং পরং তূগ্রসেনস্য বরমিতি।

বিপক্ষেষু পক্ষপাতং গণতাং পক্ষতামাত্রং মিত্রতামাত্রং লক্ষয়ন্তোঽববুদ্ধ্যান্তঃ অনুসরন্তি অনুগচ্ছন্তি, মদীয়হৃদয়মণিং শ্রীকৃষ্ণং অরিসরণিমনু শত্রুপস্থানং প্রতি গণিতং কুর্ব্বন্তি। যদ্বা, অরিসরণিঃ শত্রুশ্রেণীঃ অনু সহ গণিতং কুর্ব্বন্তি। তত্র চ পক্ষপাতে বহুনা অলং; অস্মদীয়ং জহুং বালকং সাম্বমপি:ন জহুঃ ন তত্যজুঃ, অবন্ধুবৎ শত্রব ইব ববন্ধুঃ। বিচারং নিগময়তি—তস্মাদিতি। এষাং দুর্য্যোধনাদীনাং বৈতথ্যং ব্যর্থমসত্যং বা ইতি হেতোঃ অমী দুর্য্যোধনাদয়ঃ সামময়ীং মুদ্রাং অক্ষরবিন্যাসং নার্হন্তি ন যুজ্যন্তে, কিন্তু ভেদময়ীং পরস্মাৎ বিশ্লেষণরূপামেব। তত্রচ ভেদেচ কৃষ্ণস্য

অবগত হইয়া পরম সমাদরের সহিত আমার অনুসরণ করিতেছে। অথচ ইহারা পুনরায় আমার হৃদয়রত্ন সেই শ্রীকৃষ্ণকেও শত্রুপক্ষের মধ্যে গণ্য করিতেছে। ঐরূপ পক্ষপাতে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের বালক শাম্বকেও কিন্তু ইহারা শত্রুর মত বাঁধিয়াছে। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ যে, সত্যবাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাও দুর্য্যোধনপ্রভৃতির ব্যর্থ বা অসত্য হইয়াছে। এই হেতু এই সকল দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কৌরবগণ সামযুক্ত (সান্ত্বনা বাক্যপূর্ণ) মুদ্রা পাইবার উপযুক্ত নহে, অর্থাৎ ইহাদিগের নিকটে সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই, কিন্তু ইহারা ভেদযুক্ত (পর হইতে বিচ্ছেদরূপা) মুদ্রা পাইবারই উপযুক্ত; অর্থাৎ ইহাদের সহিত বিরোধ ঘটানই আবশ্যক। যদি ভেদই ঘটাইতে হয়, তাহা হইলে শূদ্রগণের নিকটে যেরূপ বেদোচ্চারণ করিতে নাই; সেইরূপ লঘুচেতা এই সকল কৌরববর্গের শ্রীকৃষ্ণের নাম ব্যক্ত করা উপযুক্ত নহে। প্রত্যুত উগ্রসেনের নাম বলাই উচিত।

অথ স্পষ্টমাচষ্ট—দূতব্রতাগতানামস্মাকং ন কাচিদাজ্ঞা, কিন্তু রাজ্ঞামুগ্রসেনচরণানামেবেতি ॥ ২২ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ পরস্পরমীক্ষমাণতয়া কৃতান্তস্য পুরত ইব তস্যাগ্রতঃ কৃতান্তঃ ক্রোধসর্গেষু কুরুবর্গেষু স পুনরনর্গলমুবাচ—সা চ শ্রবসোরাচর্য্যতাং। অস্মাকমজিহ্মেন ডিম্ভেন তেন ক্ষত্রিয়াণামুচিত এব ধর্ম্মঃ প্রচিতঃ, ভবদ্ভিঃ পুনঃ ক্রুদ্ধতাং সন্তরদ্ভিরশাস্ত্রবুদ্ধং যুদ্ধমুদ্বুদ্ধং চক্রে যদেককৃতেঽনেক-

নাম আম্নাতুং কথয়িতুং ন যুক্তং শূদ্রেষু বেদমিবেতি। আচষ্ট কথয়ামাস। দূতব্রতাগতানাং দূতব্রতেন দৌত্যেন আগতানাম্ ॥ ২২ ॥

তৎ শ্রুত্বা ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং—দূতাবূচতুঃ—ততশ্চেতিগদ্যেন। ঈক্ষমাণতয়া দর্শনভাবেন কৃতান্তস্য যমস্য তস্য বলভদ্রস্য কৃতান্তঃ, ক্রোধসর্গেষু কৃতঃ অন্তশ্চিত্তে ক্রোধস্য সর্গ উৎপত্তি যেষাং তেষু সৎসু স বলভদ্রঃ পুনরনর্গলং নিঃসঙ্কোচং কথিতবান্। সা চেতি, ভেদময়ী মুদ্রা শ্রবসোঃ কর্ণয়ো রাচর্য্যতাং অনুশীলনং ক্রিয়তাং। তাং বর্ণয়তি—অস্মাকমিত্যাদিনা। অস্মাকং ডিম্ভেন বালকেন অজিহ্মেন সরলেন তেন সাম্বেন উচিতো ধর্ম্মো রাক্ষসোদ্বাহঃ

অনন্তর এইরূপ চিন্তা করিবার পর প্রকাশ্যে বলিতে লাগিলেন। আমরা দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, বা দূতব্রত অবলম্বন করিয়া আগমন করিয়াছি। অতএব আমাদের কথন আজ্ঞা হইতে পারে না। কিন্তু পূজাপাদ মহারাজ উগ্রসেনেরই আজ্ঞা ॥ ২২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূত বলিল, তারপর পরস্পরের দর্শন হইলে, কৃতান্তের তুল্য বলদেবের সম্মুখে কৌরবগণ অন্তরে ক্রোধ উৎপাদন করিলে, বলরাম পুনর্ব্বার অসঙ্কুচিত ভাবে বলিতে লাগিলেন। এক্ষণে সেই ভেদযুক্ত মুদ্রাই (অথবা আজ্ঞা) আপনারা কর্ণগোচর করুন। আমাদের বালক শাম্ব সবলে অথবা শঠতা-শূন্য হইয়া ক্ষত্রিয়দিগের সমুচিত ধর্ম্ম (রাক্ষস বিবাহ) অবলম্বন করিয়াছে। আর আপনারা কিন্তু সম্যক্‌রূপে ক্রুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়া অশাস্ত্রীয় যুদ্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। কেন না একাকী সাম্বের নিমিত্ত আপনারা

তা শিশ্রিয়ে। স তু তাবৎ (ক) ভবৎকন্যাহারী বীরপারীন্দ্রঃ স্ফুটমন্যায়েনাপি ন বারীগতঃ কর্ত্তুং শক্যেত। যদ্যস্মাকং শিক্ষাং ন বীক্ষেত। ভবতু; ভবদ্ভিরদ্যাপ্যনবদ্যা রীতিরাপদ্যতামিতি ॥ ২৩ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—তে তু তদাকর্ণ্য বৈবর্ণ্যপূর্ণবদনতয়া তূর্ণমেব বিবিধমবর্ণং বর্ণয়ন্তি স্ম। যৎ খলু ভীষ্মমুখাঃ কেচন কৃষ্ণাতিক্রমগ্রীষ্মবশাদ্বিবর্ণমুখা অপি স্বধর্ম্মকর্ম্মঠতাস্পৃষ্টপ্রায়মর্ম্মতয়া

প্রচিতঃ প্রকর্ষেণ কৃতঃ। ক্রুদ্ধতাং সম্বরন্তিঃ ক্রুদ্ধত্বং সম্যক্ধারয়দ্ভিঃ অশাস্ত্রবুদ্ধং ন শাস্ত্রাবগতং উদ্বুদ্ধং প্রকাশিতং চক্রে। অশাস্ত্রবুদ্ধং বর্ণয়ন্তি—যদ্যস্মাৎ এককৃতে একস্য সাম্বস্য নিমিত্তার্থে অনেকতা স্বীয়ানাং বহুলতা শিশ্রিয়ে আশ্রিতবন্তঃ। সত্বেকঃ সাম্বঃ ভবতঃ কন্যাহারী যতো বীরপারীন্দ্রঃ বীরাণাং শ্রেষ্ঠঃ স্ফুটমন্যায়েন বারীগতঃ বন্ধনগতঃ কর্ত্তুং ন শক্যেত নবীক্ষেত নানুসন্দধীত. তস্তুবতু অদ্যাপি এতৎকালেঽপি অনবদ্যা অগর্হিতা রীতি নীতিঃ আপদ্যতাং স্বীকুর্য্যতাম্ ॥ ২৩ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ—তেতু দুর্য্যোধনাদয়ঃ তন্নিশম্য বৈবর্ণ্যেণ পূর্ণং বদনং যেষাং তদ্ভাবতয়া তূর্ণং শীঘ্রং বিবিধমবর্ণ্যমকথ্যং বর্ণয়ন্তিস্ম বর্ণয়ামাসুঃ। ভীষ্মাদয়ঃ কেচন কৃষ্ণাতিক্রমগ্রীষ্মবশাৎ কৃষ্ণস্য যোঽতিক্রমো হেলনং তেন যো গ্রীষ্ম উষ্ণং তস্য বশাৎ বিবর্ণং মলিনং মুখং যেষাং

অনেকেই একত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু আপনাদের কন্যা-হরণকর্ত্তা একাকী শাম্ব বীরগণের অগ্রগণ্য। তাহাকে স্পষ্ট অন্যায়রূপে বন্ধন করা উচিত হয় নাই। যদি সে আমাদের শিক্ষা অনুসন্ধান না করিত, তাহা হইলে বরং তাহাকে বন্ধন করা যাইতে পারিত। কিন্তু সে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবগত আছে, তবে কেন অন্যায় যুদ্ধে আপনারা তাহাকে বন্ধন করিলেন। এই কার্য্য সত্যই আপনাদের অশাস্ত্রীয় এবং অযৌক্তিক হইয়াছে। আচ্ছা, তাহাই হোক, এই সময়েই আপনারা অনিন্দিত (সুন্দর) নীতি অবলম্বন করুন ॥ ২৩ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণের মুখ মালিন্যে পরিপূর্ণ হইল, এবং শীঘ্র

(ক) তাবদিতি আনন্দবৃন্দাবনগৌরপুস্তকেষু নাস্তি।

ন নিবারয়ন্তি স্ম। তত্রাস্তাং তাবদ্দূরে যদূনন্নু তেষামূনতাভিধানং। তস্মাদপ্যপ্রত্যাসন্নে বর্ত্ততাং, তমুগ্রসেনং প্রত্যপ্যুগ্রতাবিধানং তস্মাদপি বিপ্রকৃষ্টে তিষ্ঠতু, স্বমপ্যনাদৃত্য পরাবৃত্ত্য(ক)গৃহান্তর্গমনানুসন্ধানং। অহো! কৃষ্ণং প্রত্যপি ধৃষ্ণগ্বচঃ কথং সোঽয়মনন্তঃ সহতাং। তত্র স্বয়ং তন্মুখ্যমুদ্দিশ্য দূরতো দিশতি স্ম। রে দুর্ব্বোধন! দুর্য্যোধন! হরিমভজসি চেদনেধি চিররাত্রায় ত্বমিতি ॥ ২৪ ॥

তেঽপি স্বধর্ম্মকর্ম্মঠতাস্পৃষ্টপ্রায়মর্ম্মতয়া স্বধর্ম্মে শৌর্য্যৈশ্বর্য্যাদিক্ষত্রিয়ধর্ম্মে যা কর্ম্মঠতা নৈপুণ্যং তয়া স্পৃষ্টপ্রায়ং মর্ম্ম অভিপ্রায়ো যস্ত তদ্ভাবতয়া ন নিবারিতবন্তঃ, এতত্ত্ব দুর্য্যোধনাদীনাং দর্পপরিহারার্থমেবেত্যিজ্ঞেয়র্থ্। যদূন্ অনু লক্ষীকৃত্য তেষামূনতা-বিধানং কনিষ্ঠতাকথনং তাবৎ দূরে আস্তাং, তমুগ্রসেনং প্রতি উগ্রতাবিধানং তস্মাদপি অপ্রত্যাসন্নে দূরে বর্ত্ততাং, স্বমাত্মানমপি অনাদৃত্য পরাবৃত্ত্য গৃহান্ত গৃহমধ্যে গমনে অনুসন্ধানং তস্মাদপি বিপ্রকৃষ্টে দূরে তিষ্ঠতু। অহোশব্দঃ বিষাদবোধকঃ। ধৃষ্ণগ্বচঃ প্রাগলভ্যবাক্যং যত্রাসহনে তন্মুখ্যং কুরূণাং প্রধানং দিশতিস্ম আদিদেশ, রেশব্দঃ সক্রোধ সম্বোধনে। দুর্ব্বোধন, দুষ্টং বোধনং জ্ঞানং যস্ত হে স। চেৎ যদি হরিং ন ভজসি তদা ত্বং চিররাত্রায় চিরকালং ব্যাপ্য নেধি অনেধি ন বর্ত্তসে ॥ ২৪ ॥

ম্লানমুখে বিবিধ অকথ্য বাক্য বলিতে লাগিল। কারণ, ভীষ্মপ্রভৃতি কতিপয় লোকের মুখ শ্রীকৃষ্ণকে অবহেলা করা রূপ উষ্ণতা বশতঃ মলিন হইয়া যায়। তথাপি শৌর্য্য, ঐশ্বর্য্যাদি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে যে নৈপুণ্য আছে, তাহা দ্বারা তাহাদের অভিপ্রায় বিদিত হওয়াতে তাহারা নিবারণ করেন নাই। ইহা কিন্তু দুর্য্যোধনাদির দর্প চূর্ণ করিবার জন্যই জানিতে হইবে। এক্ষণে তাহারা যে যদুবংশীয়দিগকে লক্ষ্য করিয়া আপনাদের কনিষ্ঠ ভাব বলিয়াছিল, তাহা দূরে থাক; সেই উগ্রসেনের প্রতি যে:উগ্রভাব প্রদর্শন করা হইয়াছিল; তাহা আবার তাহা অপেক্ষাও দূরে থাক; এবং আপনাকেও অনাদর করিয়া এবং ফিরিয়া আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা আবার তাহা অপেক্ষাও দূরে থাক; হায়! ইহা অত্যন্ত খেদের বিষয় যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহারা যে:প্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা কিরূপে বলরাম সহ্য করিতে পারিবেন? ঐরূপ বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়াই তিনি স্বয়ং কৌরবশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনের উদ্দেশে দূর হইতে

(ক) পরিবৃত্ত্য। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ—

সর্ব্বোত্তমানাং তৈরুক্তা যদূনাং বিপরীততা।

ইতীব বিপরীতত্বং তৎ পুর্য্যাঃ স ব্যধিৎসত ॥২৫॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ শাক্যদুর্ব্বাদমিব তত্তদ্দুর্ব্বাক্যং সোৎপ্রাসমনূদ্য তদনূদ্যমলবং বলয়ন্ বিবিধসদঙ্গাং পুরং চ তাং গঙ্গাং কর্ষংস্তদিদমকার্ষীৎ ॥ ২৬ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতোক্তিং বর্ণয়তি—সর্ব্বোত্তমানামিতি। সর্ব্বোত্তমানাং যদূনাং তৈঃ কুরুভির্যা বিপরীততা অতিনিকৃষ্টতা উক্তা, ইতীব হেতো স্তৎপূর্য্যা হস্তিনানগরস্য বিপরীতত্বং বৈরূপ্যং ব্যধিৎসত কর্ত্তুমিচ্ছত ॥ ২৫ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ—শাক্যদুর্ব্বাদং শাক্যো জৈনবিশেষ স্তস্য দুর্ব্বাদং দুর্ব্বচনমিব ভগবন্নিন্দনং তেষাং কুরূণাং তদ্দুর্ব্বাক্যং সোৎপ্রাসং সাক্ষেপমনূদ্য অনুবাদং কৃত্বা তদনূদ্যমলবং বলয়ন্ উদ্যমহীনতাং অবলোকয়ন্ বিবিধং সৎ প্রশস্তং অঙ্গমট্টালিকাদিরূপং যস্যা স্তাং পুরং গঙ্গাং কর্ষন্ গঙ্গাহেতোঃ কর্ষয়িত্বা তদিদং পরত্র বক্তব্যমকার্ষীৎ কৃতবান্ ॥ ২৬ ॥

আদেশ করিতে লাগিলেন। যথা—ওরে দুর্ম্মতে! দুর্য্যোধন! যদি তুই কৃষ্ণ ভজন না করিস্, তাহা হইলে আর তোর অধিকদিন বাঁচিতে হইবে না ॥ ২৪ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তারপর সেই সকল কৌরবগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদবগণের সে অতিশয় নিকৃষ্ট ভাব বলিয়াছিল, সেই কারনেই যেন, বলদেব সেই হস্তিনা পুরের বিকৃত ভাব করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিল, তারপর শাক্যসিংহ বুদ্ধের দুর্ব্বাক্যের (ক) মত তাহাদের কৃষ্ণনিন্দারূপ তত্তৎবাক্য তিরস্কারপূর্ব্বক অনুবাদ করিয়া, এবং তাহাদের উদ্যম শূন্য ভাব অবলোকন করিয়া গঙ্গার

(ক) বুদ্ধদেব বেদের অংশবিশেষকে (যাহা জীবহিংসাকর যজ্ঞবিধি পূর্ণ) নিন্দা করেন। "নিন্দসি যজ্ঞবিধিরহহশ্রুতিজাতং" ইতি গীতগোবিন্দাদি দ্রষ্টব্য।

যথা—

উৎকুর্ব্বন্নট্টহাসং কটুকটকঘটাক্রুষ্টকোটিপ্রকৃষ্টং
কৃষ্টং কর্ত্তুং পুরং তৎ প্রকটহলহলারাবমস্যন্ হলাগ্রম্।
আকর্ষন্তত্র ঘর্ষং বিদধদপি জগদ্ধর্ষমুচ্চৈর্ব্বিতন্বন্
শ্রীমান্ সঙ্কর্ষণঃ স স্ফুটমরিগণমুদ্বাষ্পবর্ষং চকার ॥২৭॥

তদাকর্ষণং বর্ণয়তি—উৎকুর্ব্বন্নিতি। স শ্রীমান্ সঙ্কর্ষণঃ অরিগণং দুর্য্যোধনাদিকং উদ্বাষ্পবর্ষং উদ্গতো বাষ্পস্য বর্ষো যেষু তথা চকার। কিং কুর্ব্বন্ অট্টহাসং উচ্চৈঃ কুর্ব্বন্ তৎ পুরং কৃষ্টং কর্ত্তুং প্রকটহলহলারাবং যথা স্যাত্তথা, পুরং কিম্ভূতং কটুকটকঘটাকৃষ্টকোটিপ্রকৃষ্টং যা কটূতীক্ষা কটঘটা সেনা-শ্রেণী তয়া আক্রুষ্টা যা কোটিরগ্রভাগস্তৎ প্রকৃষ্টমুত্তমং হলাগ্রং অস্যন্ ক্ষিপন্ পুরমাকর্ষন্ তত্র গঙ্গায়াং ধর্ষং হিংসাং বিদধৎ কুর্ব্বন্নপি উচ্চৈর্জগতো ধর্ষমসহনং বিতন্বন্ বিস্তারয়ন্ সন্ ॥ ২৭ ॥

ফেলিবার নিমিত্ত (ক) বিবিধ উৎকৃষ্ট অট্টালিকাদি বিশিষ্ট সেই পুরীকে কর্ষণপূর্ব্বক এইরূপ বক্তব্য বিষয়েরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

যথা—শ্রীমান্ বলরাম অত্যুচ্চ অট্টহাস্য—করিয়া, "হলহলা" শব্দ প্রকাশ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ সেনাশ্রেণীদ্বারা অগ্রভাগ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় মনোহর হস্তিনা (অর্থাৎ দিল্লী) পুরীকে আকর্ষণ করিলেন। সহিংসা প্রকাশ করিলেও লাঙ্গলাগ্র আকর্ষণপূর্ব্বক উচ্চভাবে জগতের হর্ষ (অথবা অসহ্যভাব) বিস্তার করিয়া প্রকাশ্যে তিনি দুর্য্যোধনাদি বিপক্ষগণের অশ্রুজল উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

(ক) ভাগবত ১০।৬৮।৪১ শ্লোকে আছে "বিচকর্ষ স গঙ্গায়াং প্রহরিষ্যন্নমর্ষিতঃ। জলযমিবাঘূর্ণং গঙ্গায়াং নগরং পতৎ। আকৃষ্যমানমালোক্য কৌরবা :জাতসম্ভ্রমাঃ। তোষণী বলেন—"গঙ্গায়াং পাতয়িষ্যন্ প্রকর্ষেণ পাতয়িষ্যন্।" অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে ইহাকে গঙ্গায় নিঃক্ষেপ করিব এই ভাবে। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—সাম্ব ব্যতীত সমস্ত নগর জলের দ্বারা প্রহার পূর্ব্বক বন্ধন কর। ইহাই গঙ্গার প্রতি আদেশ ছিল, সুতরাং তাহাই বলদেব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যমুনাতীরস্থ ইন্দ্র প্রস্থকে গঙ্গায় লইয়া ফেলিব এই বাসনা করিয়া আকর্ষণ করেন। বস্তুতঃ ইন্দ্রপ্রস্থের নীচে যমুনাই বর্ত্তমান। বহুদূরে গঙ্গায় লইয়া যাওয়াই বলদেবের ইচ্ছা ছিল। সেই ভাবেই আকর্ষণ করেন। "গঙ্গায়াং নগরং পতৎ" এই মূলের অর্থ—গঙ্গায় বায়ুবেগে নিক্ষিপ্ত উড়ুপ (ডোঙা=ভেলা) যেমন ঘূর্ণিত হয়, বলদেবাকৃষ্টনগর সেই মত ঘূর্ণিত হইল। তোষণী ও সারার্থ দর্শিনী দ্রষ্টব্য।

যর্হি ন্যগ্‌ভাবমগ্রং গতমপরমভূদুন্নতং তর্হি তস্যাঃ
পুর্য্যাস্তৈস্তৈঃ সমস্তৈঃ কুরুনৃপতনয়াদীন্ পুরস্তাচ্ছপদ্ভিঃ।
আক্ষিপ্তাস্তে সলজ্জাঃ শরণমুপগতাঃ কন্যয়া সাম্বমগ্রে
কৃত্বা নম্রা বলেন স্ফুরদুরুকরুণং বীক্ষিতাঃ শিক্ষিতাশ্চ ॥ ২৮ ॥

ভোঃ! কুরুবরা! ভূয়স্তু যূয়মেবং কুপূয়ং মাস্ম কুরুতেতি। ততশ্চ, লব্ধসাধ্বসরোধনঃ স দুর্য্যোধনঃ সাশ্রিতপূর্জ্জনঃ কৃততৎ-পূজনঃ সুবহু যৌতকমানীয় পুরতঃ প্রণীয় তং জামাতৃদুহিতৃভ্যাং

যথা ধর্ষং চকার তদ্বর্ণয়তি—যর্হীতি। যর্হি যদা তস্যাঃ পূর্যা অগ্রাংশঃ ন্যগ্‌ভাবং নীচতাং গতং, অপরং পশ্চাদ্ভাগং উন্নতমুচ্চমভূত্তদা তদা তৈ স্তৈঃ কুরুনৃপতনয়াদীন্ শপদ্ভিঃ সমস্তৈঃ জনৈ স্তে আক্ষিপ্তাঃ সলজ্জাঃ লজ্জাযুক্তা নম্রাঃ সন্তঃ কন্যয়া সহ সাম্বমগ্রে কৃত্বা শরণমুপগতাঃ তদাচ স্ফুরন্তী উরুরধিকা করুণা যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা বলেন বলভদ্রেণ বীক্ষিতাঃ শিক্ষিতাশ্চ ॥ ২৮ ॥

তচ্ছিক্ষণপ্রকারং বর্ণয়তি—ভোরিত্যাদিগদ্যেন। হে কুরুবরা! যূয়ং ভূয় এবং কুপূয় কুৎসিতং কর্ম্ম মাস্ম কুরুত, লব্ধসাধ্বসরোধনঃ লব্ধং সাধ্বসো ভয়ং রোধনং জ্ঞানং চ যেন সঃ, সাশ্রিতপূর্জনঃ আশ্রিতৈঃ পূর্জনৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ তৎকৃতপূজনঃ তস্মৈ বলভদ্রায় কৃতং পূজনং যেন সঃ, যৌতুকমুপ-

যৎকালে সেই পুরীর অগ্রভাগ নিম্ন হইয়া গেল, এবং অপর পশ্চাদ্ভাগ উন্নত হইয়া গেল, তৎকালে তত্তৎসমস্ত লোক কুরুবংশীয় ভূপতি এবং তদীয় পুত্র-প্রভৃতি সকলকেই অভিশাপ দিয়া তাহাদিগকে (দুর্য্যোধনাদি কৌরবদিগকে) তিরস্কার করিতে লাগিল। তখন তাহারা লজ্জায় অধোবদন হইয়া কন্যার সহিত সাম্বকে অগ্রে করিয়া বলরামের শরণাপন্ন হইল। তখন বলরাম সাতিশয় করুণার সহিত তাহাদের উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এবং তাহাতেই তাহা-দিগকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

শিক্ষা বর্ণিত হইতেছে। হে কৌরবশ্রেষ্ঠ-মহোদয়গণ! আপনারা এইরূপ কদর্য্য কার্য্য কখনও করিবেন না। অনন্তর দুর্য্যোধন ভয় এবং চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া এবং অনুগত পুরবাসী লোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া বলদেবের উদ্দেশে তাঁহার

সহপ্রস্থানায় প্রার্থয়ামাস। সাম্বস্তু প্রস্তুতলজ্জতাং সজ্জংস্তৈঃ সমস্তৈঃ সহ প্রত্যেকন্যায়যুদ্ধমেব স্ববৃহত্তাতপুরস্তাদাত্মনানুরুদ্ধং চকার, ন তু যত্নবশাদপি কন্যারত্নমিতি স্থিতে পুনরপি তে ব্যগ্রাস্তিরীট(ক)কিরীটস্পৃষ্টতৎপদপদব্যগ্রাস্তং সানুগ্রহতাং গ্রাহয়ামাসুঃ ॥ ২৯ ॥

ঢৌকনং প্রণীয় প্রাপয্য তং বলভদ্রং যাচিতবান্। প্রস্তুতলজ্জতাং প্রস্তুতা যা লজ্জা তদ্ভাবতাং সজ্জন্ আশ্লিষন্ প্রত্যেকেন সহ যৎ ন্যায়যুদ্ধং তৎ স্ববৃহত্তাতস্য পিতুর্জ্যেষ্ঠস্য পুরস্তাদগ্রে আত্মনানুরুদ্ধং চকার অনুবর্ত্তয়ামাস, কন্যারত্নং লক্ষণাং ইতি স্থিতে এবংবৃত্তে সতি, তে দুর্য্যোধনাদয়ঃ ব্যগ্রাঃ সন্তঃ তিরীটকিরীটস্পৃষ্টতৎপদপদব্যগ্রাঃ তিরীটেন মর্দ্মণা সহ কিরীটেন স্পৃষ্টং তৎপদং তস্য চরণং যে স্তেচ তে পদে ত্রাণে ব্যগ্রাশ্চেতি তং সানুগ্রহতাং সানুগ্রহেণ সহ বর্ত্তমানতাং গ্রাহয়ামাসুঃ অভিগ্রহন্ ॥ ২৯ ॥

পূজা করিতে লাগিলেন। তৎপরে অত্যধিক যৌতুক আনিয়া এবং সেই সকল তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া জামাতা এবং দুহিতার সহিত প্রস্থানের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু সাম্ব প্রকৃত লজ্জিতভাব প্রাপ্ত হইয়া সেই সমস্তের সহিত, প্রত্যেকের সঙ্গে যে ন্যায়যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই জ্যেষ্ঠতাতের সম্মুখে আপনি নিবেদন করিল; কিন্তু রত্নের জন্য কন্যারত্ন লক্ষণার বিষয় বলিল না। এইরূপ ঘটনা ঘটিলে পর, পুনর্ব্বারও সেই সকল দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ ব্যগ্রচিত্তে বলরামের চরণপ্রান্তে উষ্ণীষ এবং মস্তকের কীরিট স্পর্শ করিতে লাগিল, তিনি যাহাতে অনুগ্রহ করেন তাহার জন্য প্রার্থনা করিল। অথবা :তাহারা বলরামের চরণস্পর্শ করিয়া সাম্ব যাহাতে অনুগ্রহ করিয়া কন্যাকে গ্রহণ করেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিল ॥ ২৯ ॥

(ক) তিরীটং শিরোবেষ্টনং। কিরীটং শিরোভূষণং।

ব্রজরাজ উবাচ—কৃষ্ণানুগতিস্পৃহী ভীষ্মঃ কথমসৎপক্ষং গৃহীতবান্। কথং বা সাম্বপিতৃব্যঃ সাম্বসম্বলিতং তৎপুটভেদনং ভেদনং নেতুং তৎক্ষণং তৎক্ষণগক্রাক্ষীৎ(ক) ॥৩০॥

দূতাবূচতুঃ—ভীষ্মস্তাবদ্ভাবিমর্ম্মজ্ঞান্তরতয়া কেবলং ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুসৃতবান্। রামশ্চ কুরুদায়াদান্ দায়ংস্তৎপত্তনস্যোৎপাতমেবারব্ধবান্নতু পাতমিতি ॥৩১॥

তদেবং নিশম্য ব্রজরাজো যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—কৃষ্ণেত্যাদিগদ্যেন। কৃষ্ণানুগতিস্পৃহী কৃষ্ণস্য যা অনুগতিরাশ্রয় স্তস্যাঃ যা স্পৃহা ইচ্ছা তদ্বিশিষ্টঃ, অসৎপক্ষং কৃষ্ণদ্বেষি-পক্ষং সাম্বপিতৃব্যো বলভদ্রঃ সাম্বসম্বলিতং সাম্বসহিতং তৎপুটভেদনং হস্তিনানগরং ভেদনং নেতুং বিদারণং প্রাপয়িতুং তৎক্ষণং সদ্যঃ তৎক্ষণং তস্মিন্ ভেদনে ক্ষণোঽবসরো যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা অক্রাক্ষীৎ বিলেখয়ামাস ॥ ৩০ ॥

ততো দূতৌ যদাহতুস্তদ্বর্ণয়তি—ভীষ্ম ইতিগদ্যেন। ভাবিমর্ম্মজ্ঞান্তরতয়া ভাবিনো মর্ম্মণো জ্ঞঃ জ্ঞানশীলঃ অন্তরং চিত্তং যস্য তদ্ভাবতয়া, ক্ষাত্রধর্ম্মং যুদ্ধং অনুজগাম। কুরুদায়াদান্ দুর্য্যোধনাদীন দায়ন্ ভয়প্রদর্শনেন শুদ্ধং কারয়ন্ তন্নগরস্য উৎপাতং গঙ্গায়াং নিঃক্ষেপ-রূপম্ ॥ ৩১ ॥

ব্রজরাজ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়প্রার্থী ভীষ্ম, কি নিমিত্ত শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন? এবং কিরূপেই বা সাম্বের পিতৃব্য (পিতার ভ্রাতা) বলদেব সাম্ব-সম্বলিত সেই হস্তিনাপুর বিদারণ করিতে অবিলম্বে বিদারণের অবসর দর্শন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিলেন? ॥ ৩০ ॥

দূতদ্বয় বলিল, ভীষ্মের অন্তঃকরণ ভাবী মর্ম্ম জানিতে পারিয়াছিল। তাহাতেই তিনি কেবল ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়াছিলেন। এবং বলরাম দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কৌরবদিগকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক শুদ্ধ করাইয়া সেই নগরকে গঙ্গায় নিঃক্ষেপ করণরূপ উপদ্রবই আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার নিপাত করিতে প্রবৃত্ত হন নাই ॥ ৩১ ॥

(ক) নেতুং তৎক্ষণমক্রাক্ষীৎ। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ সহর্ষং সঙ্কর্ষণঃ স্নুষাপুত্রাবাদায় দ্বারকায়ামাধায় যাং সর্ব্বাং বার্ত্তাং বর্ত্তয়ামাস। তয়া কৃষ্ণঃ পুনঃ স্মিতমেবানুবর্ত্তয়ামাস। ময়া তেষামন্তরমনুভূয়ত এব ভবতা পুনঃ সরলেন ভূয়ত ইতি ব্যঞ্জয়িতুমিতি ॥ ৩২ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সমাপনমাহ স্ম—

কথনমিদমনূক্তমাজ্ঞয়া তে
ন চ চরিতং ভবতীত্থমেব সদ্যঃ।
ব্রজনৃপকলয়াত্র পার্শ্বতস্ত্বং
স্বনয়নয়োঃ সুখগাত্রকৃষ্ণধাম ॥ ইতি ॥ ৩৩ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ—ততশ্চেতিগদ্যেন। সহর্ষং সপ্রমোদং যথা স্যাৎ স্নুষা পুত্রবধূঃ, পুত্রঃ সাম্বঃ ভ্রাতৃপুত্রত্বাৎ পুত্রঃ ভ্রাতৃপুত্রেণ পুত্রতা ইতিন্যায়াৎ। যাং বার্ত্তাং বৃত্তান্তং বর্ত্তয়ামাস স্মিতং মন্দহাস্যং অনুবর্ত্তয়ামাস প্রকাশিতবান্। অন্তরং চিত্তং সরলেন ভবতেত্যন্বয়ঃ ॥৩২॥

অথ স্বয়ং কবিঃ প্রকরণং সমাধাতুং প্রক্রমতে—অথেতি স্বল্পগদ্যেন ॥

সমাপনপ্রকারং বর্ণয়তি—কথনমিতি। ইদং কথনং তে তব আজ্ঞয়া অনু হেতোর্ময়োক্তং ইত্থং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সদ্যঃ নচ চরিতং কৃতং ভবতি, হে ব্রজনৃপ ! অত্র পার্শ্বতস্ত্বং কলয় পশ্য স্বনয়নয়োঃ সুখমাত্রকৃষ্ণধাম সুখং মীয়তেঽনেনেতি সুখমাত্রং, যদ্বা সুখস্য মাত্রা যস্য তচ্চ তৎ কৃষ্ণধাম কৃষ্ণমূর্ত্তিশ্চেতি ॥ ৩৩ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তারপর বলরাম সহর্ষে সেই পুত্রবধূ এবং পুত্রস্থানীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সাম্বকে গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকায় রাখিয়া যে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়াছিলেন, তাহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কেবল মন্দ হাস্যই বারংবার প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি নিশ্চয়ই তাহাদের অন্তঃকরণ অনুভব করিতে পারিতেছি। ইহা সূচনা করিবার জন্য আপনি সরল হইতেছেন ॥৩২॥

আপনার আজ্ঞাবশতঃ আমি এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলাম। কিন্তু উক্ত প্রকারে তাহা তৎক্ষণাৎ করা হয় নাই। হে ব্রজরাজ ! নয়নযুগলের সুখপ্রদ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে আপনার পার্শ্বেই দর্শন করুন ॥ ৩৩॥

তদেবং সন্তোষ্য ক্ষণকতিপয়ং তূষ্ণীকামবলম্বমানে তস্মিন্ ব্রজবন্দিনঃ শ্রীরামং ববন্দিরে ॥ ৩৪ ॥

দ্বিবিদদুরন্তচরিত্র ! কোপিন্ ! সজ্জনমিত্র ! ।
রৈবতলীলালক্ষ্য ! প্রাকৃতধীভিরলক্ষ্য ! ॥
নিজরামাগণজুষ্ট ! তৎকপিধার্ষ্ট্যাদ্রুষ্ট ! ।
তেন সমং কৃতযুদ্ধ ! তদ্‌যুধি কৌতুকরুদ্ধ ! ॥
চিরহতকপিকুলদুষ্ট ! সুরমুনিগণনুতিতুষ্ট ! ।

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তূষ্ণীকতাং, মৌনতাং, তস্মিন্ স্নিগ্ধকণ্ঠে সতি ববন্দিরে তুষ্টুবুঃ ॥ ৩৪ ॥

তদ্বন্দনং বর্ণয়তি—দ্বিবিদেত্যাদিভির্বীরুচ্ছন্দোগদ্যৈঃ। কেবলং অনুজঃ শ্রীকৃষ্ণ আরামো যস্য হে বলরাম ত্বং অতিশয়েন জয়েত্যন্বয়ঃ। ত্বং কিম্ভুত হে দ্বিবিদস্য দুরন্তচরিত্রেণ কোপিন্ কোপ-বিশিষ্ট, হে সজ্জনানাং মিত্র, রৈবতপর্ব্বতে লীলাভির্লক্ষ্যদর্শনীয়, প্রাকৃতবুদ্ধিভির্জনৈরলক্ষ্য ন দৃশ্য, নিজস্য রামাগণেন রমণীবৃন্দেন জুষ্ট সেবিত। তস্য দ্বিবিদস্য কপের্ধার্ষ্ট্যাৎ দুশ্চরিত্রাৎ রুষ্ট ক্রোধ-যুক্ত। তেন দ্বিবিদেন সমং সহ কৃতং যুদ্ধং যস্য হে স। তদ্‌যুধি তেন সহ যুদ্ধে কৌতুকেন রুদ্ধ আবৃত। চিরেণ হতঃ কপিকুলদুষ্টো যেন হে স। সুরমণিগণানাং যা নুতিঃ স্তুতি তয়া তুষ্ট।

অতএব এই প্রকারে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠ কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিলে, ব্রজের স্তুতিপাঠকগণ বলরামকে স্তব করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

হে বলরাম! আপনার কেবল অনুজেই একমাত্র আরাম আছে, অতএব আপনার নিরতিশয় জয় হৌক জয় হৌক (ক)। আপনি দ্বিবিদ বানরের দুষ্ট স্বভাবে কুপিত হইয়াছিলেন। আপনি সাধুদিগের বন্ধু। রৈবতক-পর্ব্বতে বিবিধ লীলা করাতে আপনি লক্ষ্য হইয়াছেন। অথচ সাধারণ লোকের বুদ্ধিদ্বারা আপনি সর্ব্বদাই অলক্ষ্য। আপনার নিজরমণীগণ আপনাকে সেবা করিয়া থাকে। আপনি সেই দ্বিবিদ বানরের দুশ্চরিত্র কোপযুক্ত হইয়াছিলেন। আপনি সেই বানরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাহার সহিত সেই যুদ্ধে আপনি

(ক) ৩৫নং বৃহৎ পদ্যের শেষ কথায় অনুবাদটুকু অর্থবোধের সুবিধার জন্য প্রথমেই প্রদত্ত হইল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক দেখিয়া লইবেন।

কুরুভিঃ সাম্বে বদ্ধে যদুনিবহে সন্নদ্ধে
স্বয়মথ সন্ধিং কলয়ন্! শান্তান্ সঙ্গে বলয়ন্!।
কুরু নগরং লঘু গতবন্! তদ্দুর্ব্বচনং শ্রুতবন্! (ক) ॥
তেষাং পুরমুৎকলয়ন্! বলিতক্রোধং হলয়ন্!।
গজসাহ্বয়মাকর্ষণ! পরিতশ্চিত্রং বর্ষন্! ॥
ভীতকুরুশ্রিতপাদ! কৃপয়া ত্যক্তবিবাদ!।
বধূসুতযৌতকসঙ্গি! গৃহমাগা বহুরঙ্গি! ॥

কুরুভির্দুর্য্যোধনাদিভিরন্যায়যুদ্ধেন সাম্বে বদ্ধে সতি তচ্ছ্রুত্বা যদুসমূহে সন্নদ্ধে যুদ্ধায় কৃতসজ্জে সতি সন্ধিং মিত্রতাং কলয়ন্ কুর্ব্বন্ শান্তান্ ব্রাহ্মণাদীন্ সঙ্গে বলয়ন্ যোজয়ন্। কুরুনগরং হস্তিনাং লঘু শীঘ্রং হে গতবন্। তেষাং দুর্ব্বচনং হে শ্রুতবন্। তেষাং কুরূণাং পুরং উৎকলয়ন্ উর্দ্ধং দৃষ্ট্বা পশ্যন্ বলিতক্রোধং কৃতরোষং যথা স্যাত্তথা হলয়ন্ হলেন যোজয়ন্ গজসাহ্বয়ং হস্তিনাপুরমাকর্ষন্ পরিতঃ সর্ব্বত্র চিত্রমাশ্চর্য্যং বর্ষন্। ভীতান্ যে কুরব তৈস্তে শ্রিতৌ আশ্রিতৌ পাদৌ যস্য হে স। কৃপয়া ত্যক্তঃ পরিহৃতো বিবাদো যেন হে স। বধূর্লক্ষণাসুতঃ সাম্বঃ যৌতকানি উপঢৌকনানি তেষাং সঙ্গ বিশিষ্ট, যদ্বা এতেষাং সঙ্গোঽস্যাস্তীতি হে স। বহুরঙ্গেণ বিশিষ্টং

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। পরে আপনি কপিকুলের মধ্যে দুষ্ট দ্বিবিদকে অনেক বিলম্বে বধ করেন। তৎকালে দেবগণ এবং মুনিগণ প্রণাম করিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন।

তৎপরে দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ, অন্যায় যুদ্ধে সাম্বকে বদ্ধ করিলে, এবং তাহা শুনিয়া যাদবগণ যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলে, অনন্তর তুমি স্বয়ং সন্ধি করিবার জন্য, শান্তশীল ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র কুরুপুরী হস্তিনায় গমনপূর্ব্বক তাহাদের অনেক দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। পরে কৌরবদিগের পুরী উর্দ্ধ দৃষ্টিতে দর্শনপূর্ব্বক কোপাধীন হইয়া হল-যোজনা-পূর্ব্বক হস্তিনাপুর আকর্ষণ করেন। তাহাতে চারিদিকেই আশ্চর্য্য প্রদর্শন করেন। তখন কুরুগণ ভীত হইয়া আপনার দুই চরণ অবলম্বন করে। আপনিও কৃপা করিয়া বিবাদ পরি-

(ক) গতবান্ শ্রুতবান্। ইত্যানন্দপাঠঃ। সতু ন সঙ্গতঃ। সম্বোধনান্তক্রম ভঙ্গদোষাৎ।

সম্প্রতি সহসহজন্ম ! গোকুলমৈর্নিজজন্ম ।
জয় জয় জয় বলরাম ! কেবল মনুজারাম ! ॥

॥ ইতি ॥ ৩৫ ॥

অথ শ্রীরাধা-মাধবয়োঃ সদস্যপি কথকঃ স তয়োঃ সুখায় পর্য্যবস্যতি স্ম ॥ ৩৬ ॥

যথা চাহ স্ম—
যদবধি গোকুলদেশাদ্গতবান্ সঙ্কর্ষণঃ কৃষ্ণম্ ।
তদবধি সঙ্কর্ষণতাং তং প্রতি স গতঃ স্বঘোষায় ॥৩৭॥

যথা স্যাত্তথা গৃহমাগা হে গতবন্ । সহ জন্মনা শ্রীকৃষ্ণেণ সহ নিজস্য জন্ম যত্র তদ্গোত্রাঃকুলঃ অগমঃ ॥ ৩৫ ॥

ততঃ কথকঃ কিং কৃতবান্ ইত্যপেক্ষায়াং স্বয়ং কবির্ব্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন । সদস্যপি সভায়ামপি তয়োঃ শ্রীরাধামাধবয়োঃ পর্য্যবস্যতিস্ম সমর্থোঽভবৎ ॥ ৩৬ ॥

যথাসুখয়ৎ তদ্বর্ণয়তি যদবধীতি । যদবধি সঙ্কর্ষণো গোকুলদেশাৎ কৃষ্ণং গতবান্ সঙ্গতঃ তদবধি স কৃষ্ণঃ স্বঘোষায় স্বগোষ্ঠং প্রাপ্তুং তং সঙ্কর্ষণং প্রতি সঙ্কর্ষণতাং নিয়োজকতাং গতঃ ॥৩৭॥

ত্যাগ করেন। পরে বধূলক্ষণা, ভ্রাতুষ্পুত্র সাম্ব, এবং বিবিধ উপহার সঙ্গে লইয়া, নানারঙ্গে আপনি গৃহে আসিয়াছিলেন। সম্প্রতি আপনি অনুজের সহিত নিজ জন্মভূমি গোকুলে আগমন করিয়াছেন? হে মানবের একমাত্র আরামপ্রদ বলরাম! আপনার পুনঃ পুনঃ জয় হৌক ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর সেই কথক সেই শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকার সভাতে তাঁহাদের সুখোৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং বলিয়াছিল, ॥ ৩৬ ॥

যে অবধি বলরাম গোকুল প্রদেশ হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়াছিলেন, তদবধি শ্রীকৃষ্ণ নিজ গোষ্ঠ পাইবার জন্য বলরামের প্রতি নিয়োগকর্ত্তা হইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

ব্রজমনু কৃষ্ণাকৃষ্টিঃ, যান্যেনাসাবসূক্ষ্মদৃগ্‌দৃষ্টিঃ।
সূক্ষ্মদৃশাং মতিরেবং, রাধে! ত্বয়ি মূলমত্র সদ্‌গুণতা ॥৩৮॥

সমাপনঞ্চাহ স্ম—

এতাবতালমতিবিস্তরবর্ণনেন
প্রত্যক্ষমেব তদিদং বৃষভানুপুত্রি!।
সোঽয়ং প্রিয়স্তব মুখং সুখবাষ্পকীর্ণং
নির্ব্বর্ণ্য শশ্বদিহ পশ্য ভৃশং বিভাতি ॥ ৩৯ ॥

তত্র সঙ্গমনে মুখ্যহেতুং বর্ণয়তি—ব্রজমিতি। ব্রজমনুলক্ষীকৃত্য যা কৃষ্ণস্য আকৃষ্টিরাকর্ষণং অন্যেন হেতুনা অসৌ অসূক্ষ্মদৃশাং দৃষ্টির্জ্ঞানং, হে রাধে! সূক্ষ্মদৃশামেবং মতির্জ্ঞানং অত্র কৃষ্ণাকৃষ্টৌ ত্বয়ি সদ্‌গুণতামূলম্ ॥ ৩৮ ॥

অধুনা সমাপনং বর্ণয়তি—এতাবতেতি। হে বৃষভানুপুত্রি! রাধে! অতিবিস্তরবর্ণনেন এতাবতা অলং নিষ্প্রয়োজনং তদিদং প্রত্যক্ষমেব সোঽয়ং প্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তব সুখবাষ্পকীর্ণং সুখাশ্রুকলিলং মুখং নির্ব্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা শশ্বত্তত্রাপি বিভাতি বিরাজতে, পশ্য ॥ ৩৯ ॥

হে রাধিকে! ব্রজের উদ্দেশে যে শ্রীকৃষ্ণকে (দ্বারকা হইতে) আকর্ষণ করা হয়, এ বিষয়ে স্থূল দৃষ্টি ব্যক্তিগণের ইহাই জ্ঞান যে, তাহা অন্য কোনও কারণে হইয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি ব্যক্তিগণের এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে যে, হে রাধিকে! আপনাতে যে সদ্‌গুণরাশি বিদ্যমান আছে, তাহাই কৃষ্ণ আকর্ষণের একমাত্র মূল কারণ ॥ ৩৮ ॥

সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল। হে বৃষভানুনন্দিনি! এত অধিক বিস্তারিত বর্ণনে কোন প্রয়োজন নাই। যাহা বলিলাম, তাহার প্রত্যক্ষই রহিয়াছে। এই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ তোমার আনন্দাশ্রুপূর্ণ বদনশশী নিরীক্ষণ করিয়া, অবিরত এইস্থানেই বিরাজ করিতেছেন, দর্শন কর ॥ ৩৯ ॥

তদেবং কথাং সমাপ্য সর্ব্বেণ সহ গতয়োঃ কথকয়োঃ শ্রীরাধা-কৃষ্ণাবাত্মতৃষ্ণানুরূপমেব সদনমাসাদতাম্ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু দ্বিবিদ-
হস্তিনাপুরধ্বস্তির্নাম দ্বাবিংশং
পূরণম্ ॥ ২২ ॥

নিগমর্হত্তি—তদেবমিতিগদ্যেন। আত্মতৃষ্ণানুরূপং আত্মস্পৃহানুরূপং আসাদতাং সঙ্গতৌ বভূবতুঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি দ্বাবিংশং পূরণম্ ॥ ০ ॥

অতএব এই প্রকারে কথা সমাপন করিয়া কথকদ্বয়, সকলের সহিত গমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকা আপনার ইচ্ছানুরূপ ভবনেই গমন করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূকাব্যে দ্বিবিদবানর-বিনাশ এবং হস্তিনাপুরের-ধ্বংস নামক দ্বাবিংশ পূরণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ২২ ॥
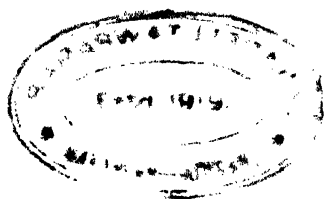
ত্রয়োবিংশং পূরণম্
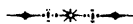
শ্রীনন্দাদিসম্মিলনী কুরুক্ষেত্রযাত্রা।

অথ দিনান্তরে লব্ধস্বনন্দনশ্রীমন্নন্দরাজবিরাজমানসভান্তরে মধুকণ্ঠশ্চেতসি চিন্তয়ামাস ॥

অথ কুরুক্ষেত্রযাত্রাকথনপাত্রায় সম্পাদ্যতে স্ম ॥

শ্রীশুকদেবস্তু, যুগপত্তত্তল্লীলাস্ফুরণপুরস্কৃতপ্রেমময়-

শ্রীমদুত্তরগোপালচম্প্বাং বহুসুখাত্মকে। কুরুক্ষেত্রে গতিঃ প্রোক্তা ত্রয়োবিংশাখ্যপূরণে ॥ • ॥

অথ তদনন্তরীয়লীলাং বর্ণয়িতুং স্বয়ং কবিঃ প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন। লব্ধঃ স্বস্য নন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণো যেন স চাসৌ শ্রীমন্নন্দরাজশ্চেতি তেন বিরাজমানং সভান্তরং সভামধ্যং তস্মিন্, কুরুক্ষেত্রযাত্রাকথনপাত্রায় কুরুক্ষেত্রযাত্রাকথনং পাত্রো যোগ্যং তস্মৈ সম্পাদ্যতে, নন্ত, কুরুক্ষেত্রযাত্রা শ্রীদশমে শ্রীবলদেবস্য তীর্থযাত্রানন্তরং শ্রীদামমিত্রস্য দারিদ্র্যখণ্ডনানন্তরঞ্চ বর্ণিতা, কথমত্র বর্ণনায় যুজ্যতে, তত্রাহ শ্রীশুকদেবস্ত্বিতি। যুগপদেকদা তত্তল্লীলানাং বহু স্ফুরণং স্ফূর্ত্তিস্তেন পুরস্কৃতঃ সংকৃতঃ স্বীকৃতো

এই মনোহর উত্তর গোপালচম্পূর ত্রয়োবিংশ পূরণে বহু সুখাত্মক কুরুক্ষেত্রযাত্রা বর্ণিত হইবে।

অনন্তর অন্য দিবসে শ্রীমান্ ব্রজরাজ, আপনার পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া যে সভায় বিরাজ করিতে ছিলেন, সেই সভামধ্যে মধুকণ্ঠ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর কুরুক্ষেত্রে যাত্রা কথন উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে (ক)।

শ্রীশুকদেব এককালে তত্তৎবিবিধ লীলার স্ফুরণদ্বারা যে প্রচুরপ্রেমপূর্ণ অনবধানতা আদৃত বা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই সেই কুরুক্ষেত্রে যাত্রা দূরে

(ক) এইস্থানে এইরূপ আপত্তি উত্থিত হইয়া থাকে যে, শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে শ্রীবলদেবের তীর্থ যাত্রার পর, এবং শ্রীদামের দারিদ্র্য দুঃখ ভঞ্জনের পর কুরুক্ষেত্রে যাত্রা বর্ণিত হইয়াছিল, তবে যে কেন এইস্থানে বর্ণিত হইতেছে; তাহা বলা যাইতেছে।

প্রমাদাদেব তাং দূরে প্রতিপদ্যতে স্ম। যেন হি সা ভীষ্ম-দ্রোণদুর্য্যোধনাগমনময়ী ঘটিতা। দুর্য্যোধনবধকালপর্য্যন্তা শ্রীরামস্য তীর্থপর্য্যটনা তু, তৎপূর্ব্বং পঠিতা। তথা কংসবধা-নাতিবিলম্বসম্বলনয়া কুরুক্ষেত্রযাত্রায়ামেবার্জ্জুনমাত্রা সহ বসুদেবসম্বদনমিদং সম্বদতে॥

"কংসপ্রতাপিতাঃ সর্ব্বে বয়ং যাতা দিশং দিশম্।
এতর্হ্যেব পুনঃ স্থানং দৈবেনাসাদিতাঃ স্বসঃ!" ॥ ইতি॥১-২

অথ ব্যক্তমুক্তবান্—তদেবং স্থিতে পুনর্দ্বাবাজগ্মতু-

বা যঃ প্রেমময়ঃ প্রেমপ্রচুরঃ প্রমাদোঽনবধানতা তস্মাদেব তাং কুরুক্ষেত্রযাত্রাং দূরে প্রতিপাদয়া-মাস, যেন হি প্রেমময়প্রমাদেন হি সা কুরুক্ষেত্রযাত্রা, ভীষ্মদ্রোণদুর্য্যোধনাগমনময়ী ঘটিতা, দুর্য্যোধনবধকালপর্য্যন্তঃ শেষো যস্যাঃ সা তত্ত্বং পূর্ব্বং প্রপঠিতা। নাতিবিলম্বসম্বলনয়া নাতি-বিলম্বস্য যা সম্বলনা যোজনা তয়া অর্জ্জুনমাত্রা কুন্ত্যা বসুদেবস্য সম্বদনং সংলাপঃ সম্বদতে সাদৃশ্যং বদতি। তদ্বসুদেববচনং লিখতি—কংসেতি। কংসেন প্রতাপিতা নানাদৌরাত্মেন সন্তাপিতাঃ, হে স্বসঃ! হে ভগিনি!॥ ১—২॥

স মধুকণ্ঠোঽথ ব্যক্তং স্পষ্টমুক্তবান্ যথা তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতি গদ্যেন। তস্মিন্ মধুপুরে

প্রতিপাদন করিয়াছেন। কারণ, ঐ প্রেমপূর্ণ প্রমাদ বশতই সেই কুরুক্ষেত্র-যাত্রা ভীষ্ম, দ্রোণ এবং দুর্য্যোধনের আগমনদ্বারা সংঘটিত হইয়া, শেষে দুর্য্যোধনের বধকালে সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বলরামের তীর্থপর্য্যটন কুরুক্ষেত্র-যাত্রার পূর্ব্বেই পঠিত হইয়াছে। এবং কংসবধের পর অতিশয় বিলম্ব যোজনা না করিয়া কুরুক্ষেত্র যাত্রায় অর্জ্জুন-জননী কুন্তীর সহিত বসুদেবের যে নির্জ্জনে আলাপ হইয়াছিল, তাহাই ইহার সাদৃশ্য বলিতেছে। সেই আলাপ এইরূপ, যথা:—হে ভগিনী! আমরা কংস কর্ত্তৃক উপতাপিত হইয়া নানাদিকে গমন করিয়াছিলাম। এই সময়ে দৈবক্রমে আমরা এস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ২॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ স্পষ্ট বলিতে লাগিল। এইরূপ ঘটিবার পর পুনর্ব্বার দুইজন

রূচতুশ্চ—তস্মিন্নরিষ্টঘাতী সর্ব্বেষাং রিষ্টতাহতির্বিরাজতে, সম্প্রতি ত্রিলোকীজনানামপি যুগপৎকৃতনেত্রসুখভাতির্ভবিতেতি লক্ষ্যতে। যস্মাজ্জ্যোতির্বিদ্ভির্দ্যোতিতমহদহর্পতিগ্রহণং নিশম্য সম্যক্ কৃততন্মহিমবন্দনঃ শ্রীমান্ ভবন্নন্দনঃ প্রাচিতবিশ্বানন্দনঃ সুপর্ব্বনির্ম্মিতসেবঃ স্বয়মেব সর্ব্বযদুদেবঃ প্রথিতসুখপোষণাং সমন্তাদ্ঘোষণাং প্রদায় সসম্প্রদায়ঃ কুরুক্ষেত্রমাগন্তুং শস্তুরস্তীতি ॥ ৩ ॥

তদেতদ্দূত-বচনান্তে নিশান্তে স্বপত্ন্যা সম্মন্ত্র্য সভায়াং সভাজনতয়া চ ব্রজেশিতা মন্ত্রয়ামাস। অস্মাকং তদেকতৃষ্ণ-

অরিষ্টঘাতী কৃষ্ণঃ সর্ব্বেষাং রিষ্টতা অভাবতা তস্যা হতি যেন স বিরাজতে, যুগপৎকৃতনেত্রসুখভাতিঃ একদা কৃতা নেত্রাণাং সুখস্য ভাতি দীপ্তি যেন স ভবিতেতি লক্ষ্যতেঽনুভূয়তে। দ্যোতিতং প্রকাশিতং মহৎ সুদীর্ঘং অহর্পতেঃ সূর্য্যস্য গ্রহণং নিশম্য শ্রুত্বা সম্যক্ কৃতং তস্য সূর্য্যগ্রহণস্য মহিম্নো মহিমায়া বন্দনং স্তবনং যেন সঃ, প্রচিতং ব্যাপ্তং বিশ্বস্যানন্দনং মোদনং যেন সঃ, সুপর্ব্বভি র্দ্দেবৈ নির্ম্মিতা সেবা যস্য সঃ, প্রথিতং সুখস্য পোষণং যস্যাং তাং ঘোষণাং সমস্তাৎ প্রদায় সসম্প্রদায়ঃ সম্প্রদায়েন সমাজেন সহ বর্ত্তমানঃ শস্তুরালোচকঃ প্রণিধানকর্ত্তা, শমধাতোস্তুপ্রত্যয়ো বহুলবচনাৎ লিঙলোপশ্চ ॥ ৩ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতি গদ্যেন। দূতবচনস্য অন্তে বিরামে নিশান্তে গৃহে

দূত আগমন করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল। সেই যদুপুরে শত্রুবিনাশী শ্রীকৃষ্ণ, সকলের অভাব দূর করিয়া বিরাজ করিতেছেন। এক্ষণে তিনি ত্রিভুবন নিবাসী ব্যক্তিগণেরও এককালে যে নেত্র সমূহের সুখ প্রদীপ্ত করিবেন, ইহা অনুভূত হইতেছে। যেহেতু জ্যোতির্ব্বিদ্গণ প্রকাশ করিয়াছেন, সুদীর্ঘ সূর্য্যগ্রহণের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্ ভবদীয় পুত্র, সম্যক্রূপে সূর্য্যগ্রহণের মাহাত্ম্যকে বন্দনা করেন; এবং তিনি তাহাতে বিশ্বসংসারকে আনন্দব্যাপ্ত করেন; এবং দেবগণও তাঁহার সেবা করেন। এইরূপে স্বয়ংই সকল যদুবংশের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যাহাতে সুখ পুষ্টি বিস্তারিত হয়, এইরূপভাবে চারিদিকে ঘোষণা দিয়া, সমস্ত সমাজের সহিত কুরুক্ষেত্রে আগমন করিতে আলোচনা করিতেছেন ॥ ৩ ॥

এইরূপ দূতবাক্যের অবসান হইলে, অগ্রে নিজপত্নী যশোদার সহিত গৃহে

জামপি তৎসন্নিধিনিধিং গন্তুমুদ্যতানাং বিধির্ব্বিরোধী বর্ত্ততে। তস্য পুনরাগমনং মনসাপি দুর্গমমিতি (ক) ভবদ্ভিরনুভবদ্ভিরেব স্থীয়তে। (খ) সম্প্রতি শ্রূয়তে, সূর্য্যগ্রহণমনু পূর্য্যমাণকুতুকতয়া কুরুক্ষেত্রাগমনায় কৃতাগ্রহচয়ঃ স সম্ভূতভবৎপ্রণয়স্তত্র বিরাজত ইতি। তত্র চ তীর্থযাত্রায়াং জগন্মাত্রাগমনপাত্রতাং গতায়াং নাস্মাকং গমনং বিস্ময়কং ভবতীতি তদুক্তঃ (গ) স খল্বস্মাসু তদীয়সুহৃদ্বুদ্ধ্যা দুষ্টদ্বেষদোষস্তু ন পোষং লভত ইতি ॥ ৪ ॥

স্বপত্ন্যা শ্রীযশোদয়া সহ সংমন্ত্র্য সভাবজনতয়া সমানো ভাবো যস্যা এবম্ভূতা যা জনতা জনসমূহস্তয়া চ সহ ব্রজেশিতা ব্রজরাজো মন্ত্রিতবান্। মন্ত্রণাং বর্ণয়তি—অস্মাকমিত্যাদিনা। তদেকতৃষ্ণজাং তস্মিন্ কৃষ্ণে যা একা তৃষ্ণা তস্মাজ্জাতাং বাহুল্যাৎ জ্রশ্বঃ। তস্য কৃষ্ণস্য সন্নিধি নিকট এব নিধিরত্নং বিধির্দ্দৌর্ভাগ্যং বিরোধী বিঘাতকঃ তস্য কৃষ্ণস্য পূর্য্যমাণকুতুকতয়া পূর্য্যমাণং কুতুকং যস্য তদ্ভাবতয়া কৃত আগ্রহচয় আগ্রহসমূহো যস্য সঃ, সম্ভূতভবৎপ্রণয়ঃ সম্ভূতঃ পূর্ণো ভবৎপ্রণয়ো যস্য সঃ, তৎ দ্বারকায়াং জগন্মাত্রাগমনপাত্রতাং জগন্মাত্রস্য আগমনে পাত্রতামাধারতাং গতায়াং তীর্থযাত্রায়াং অস্মাকং গমনং বিস্ময়কং অপূর্ব্বং ভবতি, ইতি হেতোঃ কথঞ্চিৎ তেন কৃষ্ণেণোক্তোদোষঃ মমাধুনা ব্রজাগমনে ভবতামত্রপ্রাপণেন শক্রকৃতপীড়া স্যাদিতি, সন্নিধিভবান্ উক্তঃ তদীয়সুহৃদ্বুদ্ধ্যা দুষ্টানাং এতে কৃষ্ণসম্বন্ধিনঃ সুহৃদঃ এতদ্বুদ্ধ্যা দ্বেষেণ যো দোষঃ স তুন পোষং পুষ্টতাম্ ॥ ৪ ॥

মন্ত্রণা পূর্ব্বক, সভামধ্যে সমানভাবসম্পন্ন জনসমূহের সহিতও মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। ব্রজরাজ মন্ত্রণা করিলেন, দেখ, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের উপরে আমাদের লালসা রহিয়াছে। এবং আমরা সকলেই কৃষ্ণের নৈকট্যরূপ রত্ন পাইতে, অর্থাৎ তাঁহার নিকটে যাইতে উদ্যত হইয়াছি। তথাপি বিধাতা আমাদের প্রতি প্রতিকূল হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পুনর্ব্বার আগমন যে মনেও জানিতে পারা যায় না, ইহা আপনারা সকলেই অনুভব করিয়া রহিয়াছেন। সম্প্রতি শোনা যাইতেছে যে, সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে কৌতূহল সম্পূর্ণ করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে আসিতে নানাবিধ আগ্রহ করিয়া, তিনি তোমাদের উপর প্রণয়-পরিপূর্ণ করিয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন। সেই কুরুক্ষেত্রতীর্থ যাত্রা উপলক্ষ্যে জগৎ মাত্রেরই

(ক) মনসাতিদুর্গমম্। ইতি গৌরপাঠঃ।
(খ) অনুভবদ্ভিঃ। ইত্যানন্দপুস্তকে নাস্তি।
(গ) তদুক্তঃ ইত্যত্র কথঞ্চিদুক্তঃ। ইতি মাওপাঠঃ।

অথ সর্ব্বে সহর্ষাশ্রুবর্ষমূচুঃ—সম্যগিদং রম্যমুক্তং, কিন্তু ব্রজরক্ষণায় কে রক্ষণীয়াস্তে লক্ষণীয়াঃ ॥ ৫ ॥

যতঃ ;—

যেষাং ধাম ধনাত্মজাত্মবলিতং সর্ব্বং পরং যৎকৃতে
তেষাং তদ্বিরহে চিরেঽপি ঝটিতি প্রাপ্ত্যাবসম্ভাবিনাম্।
গোপানাং কুরুভূমিযাত্রিকগতিব্যাজেন তল্লম্ভন-
প্রত্যাসত্তিযুজাং ভবেৎ কতময়া যুক্ত্যা ততো বারণম্ ॥৬ ॥

তস্মল্লণাং নিশম্য সর্ব্বে সহর্ষাশ্রুবনং যদূচু স্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। রক্ষণীয়াঃ স্থাপিতা স্তেন লক্ষণীয়া আলোচনীয়াশ্চ ॥ ৫ ॥

যতঃ সর্ব্বেঽপি তং দ্রষ্টুমুৎসুকা অতঃ কেঽপি ব্রজে নাসন্, তত্র হেতুং যদবদন্ তদ্বর্ণয়তি—যেষামিতি। যৎকৃতে যস্য কৃষ্ণস্য নিমিত্তায় যেষাং ব্রজবাসিনাং ধাম গৃহং ধনঞ্চ আত্মজাঃ পুত্রাদয়ঃ আত্মা দেহ স্তৈর্ব্বর্ণিতং সম্বন্ধং সর্ব্বং পরং কেবলং তেষাং চিরোঽপি তদ্বিরহে ঝটিতি শীঘ্রং প্রাপ্তৌ অসম্ভাবিনাং সম্ভাবনারহিতানাং গোপানাং কুরুভূমিযাত্রিকগতিব্যাজেন কুরুক্ষেত্রে

লোক আগমন করিবে, এবং সেই সকল লোকে তীর্থস্থান পরিপূর্ণ হইবে। তাহা হইলে, সেই তীর্থ যাত্রায় আমাদের গমনও বিস্ময়কর নহে (ক)। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ যে দোষের কথা বলিয়াছেন, (অর্থাৎ আমার এক্ষণে ব্রজে আগমন হইলে, এবং আপনাদিগেকেও তথায় লইয়া গেলে আপনারা আমার আত্মীয় এই ভাবিয়া শত্রুগণ কষ্ট দিবে; এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন) কিন্তু দুষ্টলোকদিগের দ্বেষ থাকিলেও সে দোষ, আমাদের উপরে পুষ্টিলাভ করিতে পারিবে না ॥ ৪ ॥

অনন্তর সকলে আনন্দাশ্রুপাত করিয়া বলিতে লাগিল। এইরূপ মনোহর বাক্য আপনি যথার্থই বলিয়াছেন। কিন্তু ব্রজ রক্ষা করিবার জন্য কাহাদিগকে রাখা যাইবে; আপনি তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিবেন ॥ ৫ ॥

কারণ যে সকল ব্রজবাসী ব্যক্তিগণের গৃহ, ধন, পুত্রপৌত্রাদি, এবং দেহসংক্রান্ত সমস্ত

(ক) শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে দ্বারকা সুদূর পশ্চিমে অবস্থিত। ইন্দ্র প্রস্থ বা বর্ত্তমান দিল্লীর পশ্চিমে ও অপেক্ষাকৃত নিকটে কুরুক্ষেত্র (থানেশ্বর) বর্ত্তমান। এজন্য তাহা দ্বারকাপেক্ষায় অতি নিকটে হওয়ায় তথায় যাইতে নন্দাদির আগ্রহ।

তদিদং চিরায় বিচারয়ৎসু ব্রজসভাসৎসু দ্বারকাধিপতেঃ পত্রিকায়াতা ॥ ৭ ॥

যথা ;—

যাবচ্ছত্রুক্ষয়ং ন ব্যতিমিলনকৃতেঽস্মাভিরুদ্‌যুক্তিরিষ্টা

তস্মাৎ ক্লিষ্টা বয়ং তৎপ্রতিবিধিমধুনা তাত! লব্ধাশ্চিরেণ।

অস্মিন্ সূর্য্যগ্রহে যন্নিখিলজনতয়া পূর্য্যমাণং কুরূণাং

ক্ষেত্রং ব্যাজায় কুর্য্যামহমথ ভবতামঞ্জসা সঞ্জনায় ॥ ৮ ॥

যাত্রিকঃ পথিক স্তস্যেব যা গতি স্তস্যা ব্যাজেন ছলেন তল্লম্ভনপ্রত্যাসত্তিযুজাং তস্য কৃষ্ণস্য লম্ভনং প্রাপ্তি স্তস্য প্রত্যাসত্তি নৈকট্যং তয়া যুজাং যুক্তানাং কতময়া যুক্ত্যা ততঃ কুরুক্ষেত্রগতের্ব্বারণং ভবেৎ। অতঃ সর্ব্বেঽপি গচ্ছেয়ুরিতি ॥ ৬ ॥

অতঃ কো নিশ্চয়ো বভূব ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তদিদমিতিগদ্যেন। চিরায় চিরং দ্বারকাধিপতেঃ কৃষ্ণস্য আয়াতা আগতা ॥ ৭ ॥

তাং পত্রিকাং বর্ণয়তি—যাবদিতি। হে তাত! হে পিতঃ! যাবন্ন শত্রুক্ষয়ং জাতং তাবৎ ব্যতিমিলনকৃতে পরস্পরমিলনায় অস্মাভিঃ উদধিকা যুক্তিরিষ্টা কামিতা তস্মাদ্ধেতোর্ব্বয়ং ক্লিষ্টাঃ সন্তঃ অধুনা তৎপ্রতিবিধিং তদুপায়ং চিরেণ চিরকালান্তরং লব্ধাঃ সংগতাঃ, তৎপ্রতিবিধিং বর্ণয়তি—অস্মিন্ সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রং নিখিলজনতয়া যৎ পূর্য্যমাণং ভবেৎ, অথ অতোঽঞ্জসা অনায়াসেন ভবতাং সঞ্জনায় মিলনায় ব্যাজায় অহং কুর্য্যাম্ ॥ ৮ ॥

কেবল শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত, সেই সমস্ত ব্রজবাসীদিগের কৃষ্ণবিরহ বহুদিনের হইলেও তাহারা শীঘ্র কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভাবনা করে না। এইহেতু গোপগণ, পথিকবেশে কুরুক্ষেত্রে যাইবার ছল করিতেছে, এবং তাহা করিলে যে, শ্রীকৃষ্ণলাভ নিকটবর্ত্তী, এইরূপ প্রত্যাশা করিতেছে। অতএব কোন্ যুক্তি অনুসারে তাহাদিগকে কুরুক্ষেত্রযাত্রা হইতে নিবারণ করা যাইতে পারে? তাহাতেই বোধ হইতেছে যে, সকলেই গমন করিবে ॥ ৬ ॥

অতএব এইরূপে ব্রজবাসীসভ্যগণ অনেকক্ষণ বিচার করিলে পর, দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের এক পত্রিকা আসিয়াছিল ॥ ৭ ॥

যথা :—হে পিতঃ! যে পর্য্যন্ত না শত্রুনাশ হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত আমরা পরস্পরের মিলনের জন্য সমধিক যুক্তি কামনা করিয়াছিলাম। এই কারণে

কিন্তু ;—

যদ্যপ্যহং গোকুললোকমাশু
প্রতিস্বমভ্যস্য রহো ভজামি।
তথাপি যে ন প্রতিযন্তি তেঽমী
মিলন্তু মাং তত্র পরে বসন্তু ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ ;—

গাবো মম চিৎকল্পাঃ সখি-নিচয়াস্তত্র চ প্রাণাঃ।
তস্মাদ্বলয়িতনিষ্ঠং তাসু সদামী তু তিষ্ঠন্তু ॥ ইতি ॥ ১০ ॥

ভবতাং সঙ্গনায়েত্যনেন সর্ব্বেষামপ্যাগমনং প্রাপ্তং, কিন্তু তত্র সখীনামবস্থানং যুক্তং ইত্যভিপ্রেত্য যদলিখত্তদ্বর্ণয়তি—যদ্যপ্যহমিতি। অহং যদ্যপি গোকুললোকং প্রতিস্বং প্রত্যেকমভ্যস্য অভিগম্য রহোঽন্যাগোচরং ভজামি, তথাপি যে জনা ন প্রতিযন্তি প্রত্যয়ং ন কুর্ব্বন্তি, তে অমী জনাঃ কুরুক্ষেত্রে মাং মিলন্তু, পরে যে মৎস্ফূর্ত্তিং সাক্ষাদ্বুধ্যন্তি তে তত্র গোকুলে বসন্তু। ৯ ॥

তত্রচ সখীনামবস্থানং সযুক্তিকং লিখতি গাব ইতি। গাবো মম চিৎকল্পাশ্চিত্ততুল্যাঃ তত্র চিত্তে সখিসমূহাঃ প্রাণাঃ তস্মাদ্ধেতো স্তাসু বলয়িতনিষ্ঠং বলয়িতা নিশ্চলিতা নিষ্ঠা যত্র তদ্যথা স্যাৎ তথা সদা অমী তু সখয়ে তিষ্ঠন্তু ॥ ১০ ॥

আমরা ক্লেশ পাইয়া এক্ষণে বহুকালের পর তাহার প্রতিকার অবলম্বন করিয়াছি। সেই প্রতিকার এইরূপ, এই সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে সমস্ত লোকসমূহদ্বারা কুরুক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইবে। এই হেতু আমি অনায়াসে আপনাদের মিলন হইবার জন্য ছল করিতেছি। ৮ ॥

কিন্তু যদ্যপি আমি গোকুলবাসী প্রত্যেক লোকের নিকটে গিয়া অন্যের অসাক্ষাতে তাহাদিগকে বারবার ভজনা করি, তথাপি যে সকল লোক প্রত্যয় করিবে না, ঐ সমস্ত লোক কুরুক্ষেত্রে আমার সহিত মিলিত হৌক। অপর যে সকল ব্যক্তি আমার মূর্ত্তি সাক্ষাৎ অনুভব করিবে, তাহারা ঐ গোকুলেই বাস করুক ॥ ৯ ॥

অপিচ, ধেনুগণ আমার চিত্ত তুল্য এবং বয়স্যগণ সেই চিত্তে প্রাণসদৃশ। এই

তদেতদাকর্ণ্য সর্ব্বে স্বস্বাভিমতং বর্ণয়ন্তি স্ম। তত্র সাক্ষাৎকারনিভতদুপলম্ভবিস্রম্ভপরাণাং পরায়ণতয়া সখায়স্তু তদস্তুঙ্কারতাপ্রথনায় যথাপ্রস্তুতমেব বস্তু তত্র স্তুতবন্তঃ। অস্মৎপ্রাণকোটিনির্ম্মঞ্ছনীয়বাঞ্ছিতলেশস্য নিদেশ এবাস্মাভিরর্চ্চনীয় ইতি ॥ ১১ ॥

অথ কথাশেষং পরিবেষয়ন্নেব স্থগিতকণ্ঠতয়া মধুকণ্ঠস্তূষ্ণীকামেব পুষ্যতি স্ম। স্নিগ্ধকণ্ঠ এব সমাপনমাহ স্ম ॥ ১২ ॥

তচ্ছ্রবনানন্তরং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতি। তত্র গোকুলবাসিষু মধ্যে সাক্ষাৎকারনিভঃ সাক্ষাৎকারসদৃশো য স্তদুপলম্ভ উপলব্ধি স্তত্র যো বিস্রম্ভঃ বিশ্বাস স্তৎপরাণাঃ পরায়ণতয়া নিপুণতয়া সখায়স্তু তদস্তুঙ্কারতাপ্রথনায় তস্মিন শ্রীকৃষ্ণবচসি অস্তুঙ্কারতা অঙ্গীকারতা তস্যাঃ প্রথনায় খ্যাপনায় যথাপ্রস্তুতং বস্তু পদার্থং স্তুতবন্তঃ। তদ্বর্ণয়তি—অস্মদিতি। অস্মৎপ্রাণকোটিভির্নির্ম্মঞ্ছনীয়ঃ পরিচর্য্যাবিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্য বাঞ্ছিতলেশস্য নিদেশ আজ্ঞা এব অস্মাভিরর্চ্চনীয়ঃ পূজনীয় এব ॥ ১১ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। স্থগিতঃ রুদ্ধঃ কণ্ঠো যস্য তদ্ভাবতয়া তূষ্ণীকতাং মৌনতাং পুপোষ, ততঃ স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ— ॥ ১২ ॥

কারণে নিশ্চলভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সেই সকল ধেনুগণের নিকটে সর্ব্বদাই এই সকল সখা অবস্থান করুক (ক) ॥ ১০ ॥

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই স্বস্ব অভিমতভাব বর্ণন করিতে লাগিল। গোকুলবাসী লোকদিগের মধ্যে সাক্ষাৎকারের মতন যে শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি হইবে, এবং এই উপলব্ধি বিষয়ে যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসপরতন্ত্র ব্যক্তিগণের সখাগণ, নিপুণতার সহিত, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অঙ্গীকারভাব প্রকাশ করিবার জন্য প্রকৃত পদার্থের স্তব করিয়াছিল। সেই স্তব এইরূপ :—আমাদের কোটি কোটি প্রাণদ্বারা যাঁহার পরিচর্য্যা হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণ যদি কণামাত্র অভীষ্ট বিষয়ের আদেশ করেন, সেই অনুজ্ঞাও আমাদের অর্চ্চনীয় সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥

অনন্তর কথার শেষভাগ পরিবেশন (কীর্ত্তন) করিয়াই মধুকণ্ঠ, রুদ্ধকণ্ঠ

(ক) ব্রজবাসিগণ, কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় কাহাকে কাহাকে লইয়া যাইবেন, কাহাকে কাহাকেই বা ব্রজ রক্ষায় রাখিয়া যাইবেন এই ভাবনা করিতেছিলেন. অথচ শ্রীকৃষ্ণই পত্রদ্বারা তাহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। অর্থাৎ দ্বারকা হইতে কৃষ্ণ ব্রজে গিয়া নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিলেও যাঁহারা বিশ্বাস করেন না তাঁহারাই কুরুক্ষেত্রে আসুন। ইত্যাদি।

অকুণ্ঠামুৎকণ্ঠাং কুরু-ভুবি গতিং বঃ কলয়তাং
স্মরন্তী মদ্বুদ্ধির্বিকলতরতাং যা বলয়তে।
ইমং সা পশ্যন্তী ব্রজনৃপ! তবাত্র ব্রজভুবি
স্থিতস্যাঙ্কে কৃষ্ণং প্রমদমধুনা মাদ্যতি চিরম্ ॥ ১৩ ॥

তদেবং দিনকথা সমাপ্তা ॥

অথাগামিন্যাং যামিন্যাং শ্রীরাধামাধব-সদসি চ স্নিগ্ধকণ্ঠীকৃত-যথাবৎকথা, যথা—তত্র পতত্রিপাতিপত্রঃ প্রগুপ্তাক্ষরপাত্রং পত্রমেকং প্রেয়সীঃ প্রতি প্রস্থাপয়ামাস ॥ ১৪ ॥

তৎ স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—অকুণ্ঠেতি। কুরুভুবি কুরুক্ষেত্রে গতিং কলয়তাং রচয়তাং বো যুষ্মাকং অকুণ্ঠাং অতিপ্রবলামুৎকণ্ঠাং স্মরন্তী যা মদ্বুদ্ধির্বিকলতরতাং মহাবৈকল্যং বলয়তে প্রাপ্নোতি, হে ব্রজনৃপ! সা মদ্বুদ্ধিঃ ব্রজভুবি স্থিতস্য তবাঙ্কে ক্রোড়ে ইমং কৃষ্ণং পশ্যন্তী প্রমদং যথা স্যাত্তথা চিরং মাদ্যতি হৃষ্যতি ॥ ১৩ ॥

তদেবং দিনকথাং সমাপ্য রাত্রিকথাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথাগামিন্যাং যামিন্যামিতি-গদ্যেন। আগামিন্যাং রাত্রৌ শ্রীরাধামাধবসভায়াং স্নিগ্ধকণ্ঠেন কৃতা চাসৌ যথাবৎ কথাচেতি সা তথা। পতত্রিপাতিপত্রঃ পতত্রিপাতির্গরুড়ঃ স পত্রং বাহনং যস্য সচ কৃষ্ণঃ প্রগুপ্তাক্ষরাণাং পাত্রং যোগ্যং পত্রং প্রেয়সীঃ শ্রীরাধাপ্রভৃতীঃ প্রেরিতবান্ ॥ ১৪ ॥

হইয়া মৌনভাবই অবলম্বন করিল। তখন স্নিগ্ধকণ্ঠই কথা সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

কুরুক্ষেত্রে গমনোদ্যত আপনাদিগের অতিশয় প্রবল উৎকণ্ঠা স্মরণ করিয়া আমার যে বুদ্ধি সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছিল; হে ব্রজরাজ! আমার সেই বুদ্ধি এক্ষণে ব্রজ-প্রদেশস্থিত আপনার ক্রোড়দেশে এই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আনন্দের সহিত চিরসুখে মগ্ন হইতেছে ॥ ১৩ ॥

অতএব এই প্রকারে দিবসের কথা সমাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর আগামিনী যামিনীতে শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকার সভায়, স্নিগ্ধকণ্ঠ যেরূপ কথা বলিয়াছিল, তাহা বর্ণিত হইতেছে। তথায় গরুড়বাহন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত গোপনীয় অক্ষররাশির আধার স্বরূপ একপত্র, রাধিকাপ্রভৃতি প্রেয়সীদিগের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

যথা ;—

যদ্যপ্যাত্মৈকবেদ্যা মম লসতি মুহুঃ সঙ্গতির্যুষ্মকাভিঃ
স্ফূর্ত্তিভ্রান্ত্যা প্রতীতিস্তদপি কিল ন বস্তত্র হা ধিঙ্মমাপি।
যদ্দ্বিষ্টদ্বেষ্টৃতর্কগ্রহণমিষতয়াস্মাকমন্যোহন্যসঙ্গঃ
সম্ভাব্যস্তৎপ্রিয়াল্যঃ! কুরুভুবি সকৃদপ্যস্তু স প্রাণনায় ॥ ১৫ ॥

অথ যদা ব্রজেশ্বরীপ্রভৃতয়শ্চ সর্ব্বাশ্চলিতুমুদ্যতাস্তদা বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রধানাশ্চ তথাবধারয়ন্তি স্ম। তত্রাথ যে তত্-

তৎ পত্রং বর্ণয়তি—যদ্যপীতি। যদ্যপি যুষ্মকাভিঃ সহ মম আত্মৈকবেদ্যা সঙ্গতি র্মুহুর্লসতি দীপ্যতে, তদপি তথাপি বো যুষ্মাকং স্ফূর্ত্তিভ্রান্ত্যা তত্র সঙ্গতৌ প্রতীতির্ন্ন মমাপি সঙ্গতিঃ হাধিক্ যদ্যস্মাদ্দ্বিষ্টাঃ স্বস্বপত্যাদিপ্রত্যনুরাগেণ দ্বেষবিষয়া বয়ং দ্বেষ্টারঃ সঙ্গবিঘাতকা এতয়োর্য স্তর্কঃ কারণং বিচারো বা তস্য অগ্রহণচ্ছলতয়া অস্মাকমন্যোহন্যসঙ্গঃ সম্ভাব্যঃ সম্ভাবনবিষয় স্তত্তস্মাৎ হে প্রিয়াল্যঃ হে প্রিয়সখ্যঃ কুরুভুবি কুরুক্ষেত্রে সকৃদপি সোহন্যোহন্যথসঙ্গঃ প্রাণনায় জীবনায় অস্তু ॥ ১৫ ॥

নন্বু. শ্রীব্রজেশ্বরাদীনাং কুরুক্ষেত্রগমনে নিশ্চয়ো বর্ণিতঃ, শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রভৃতয়ঃ কিং বিদধুরিত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রধানাঃ শ্রীরাধাদয়ঃ তথাবধারয়ন্তি স্ম চলিতুমুদ্যোগবত্যো বভূবুঃ। কুরুক্ষেত্রগমনে অথ যে তাসাং তাসাং ভর্ত্তারো ভাসাদয়ঃ পতিম্মন্যাদয়ঃ

যথা ঃ—যদ্যপি তোমাদিগের সহিত আমার সঙ্গম বারংবার দীপ্তি পাইয়া থাকে এবং ঐ সঙ্গম কেবলমাত্র এক আত্মারই বেদ্য তথাপি তোমাদিগের স্ফূর্ত্তি-ভ্রমে এই সঙ্গতি বিষয়ে প্রতীতি হয় না, হায় ধিক্! সেই সঙ্গতি বিষয়ে আমারও প্রতীতি হয় না। অতএব তাহাতে দোষ কি। কারণ, আমরা স্ব স্ব বধূগণের উপরে অনুরাগ করাতে দ্বেষাস্পদীভূত হইয়াছি, এবং তাহারা সঙ্গব্যাঘাতকারী বলিয়া দ্বেষ্টা হইয়াছে। এই দ্বিষ্ট এবং দ্বেষ্টা উভয়ের কারণ অথবা বিচারের কোন সম্পর্ক থাকিবে না, এইরূপ ছল করিয়া আমাদের পরস্পর মিলন হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব হে প্রিয়সখীগণ! কুরুক্ষেত্রে একবারও যেন জীবনের জন্য পরস্পরের মিলন হয় ॥ ১৫ ॥

অনন্তর যখন ব্রজেশ্বরীপ্রভৃতি সকলেই যাইতে উপক্রম করিলেন, তখন বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকাপ্রভৃতি অন্যান্য রমণীগণও এইরূপ অবধারণ করিয়াছিলেন,

তত্র ভাসাদয়ঃ প্রতিবন্ধং প্রাগনুববন্ধুস্তে চ কৃষ্ণায় তৃষ্ণাভাজাং তাসামসুনিরসনব্যসনমালোচ্য সর্ব্বেষামপি তদেকভাবতাং বিলোচ্য স্বেষামপি তদবেক্ষণায়ামক্ষমতামবলোচ্য তস্মিন্নুদাসতে স্ম। স্বয়ং তু পৃথক্প্রস্থানমিচ্ছবোঽপি শ্রীকৃষ্ণরহঃসন্দেশসদেশরূপতয়ান্তরঙ্গতন্মিত্রজনৈর্ব্রজনির্জ্জনতাদোষবর্জ্জনমিষাদ্ব্রজরাজাজ্ঞামুপার্জ্জয়দ্ভিস্তে কতিচিচ্চান্যে স্বসঙ্গতিং প্রতি সৌহৃদ্যহৃদ্যতাব্যঞ্জনয়া সঞ্জয়ামাসিরে ॥ ১৬ ॥

প্রাক্প্রতিবন্ধং অনুববন্ধুস্তেচ তদা তাসাং অসুনিরসনব্যসনং প্রাণত্যজনবিপত্তিমালোচ্য তদেকভাবতাং কৃষ্ণদর্শনোৎসুকতাং বিলোচ্য তদবেক্ষণতায়াং তাসামবেক্ষণং দর্শনং নিরোধ স্তম্ভাবতায়াং অক্ষমতামবলোচ্য তস্মিন্ প্রতিবন্ধে উদাসীনা বভূবুঃ। পৃথক্ প্রস্থানং তাসাং সঙ্গং পরিত্যজ্য তত্র যানং শ্রীকৃষ্ণস্য যো রহঃসন্দেশো বৃত্তান্তঃ তস্য যা সদেশরূপতা যোগ্যতা তয়া অন্তরঙ্গতন্মিত্রজনৈ স্তস্য কৃষ্ণস্য মিত্রজনাস্তন্মিত্রজনাঃ অন্তরঙ্গাশ্চ তে তন্মিত্রজনাশ্চেতি তৈঃ ব্রজস্য যো নির্জনতাদোষশ্চৌরাদিভয়জনকতা তস্য বর্জনচ্ছলাৎ ব্রজরাজস্য আজ্ঞাং উপার্জ্জয়দ্ভিঃ সঙ্করদ্ভিঃ সহ তে তত্তদুত্র্ভাসাদয়ঃ কতিচিচ্চ তদ্ভিন্নাঃ স্বসঙ্গতিং প্রতি স্বেষাং সংযোগং প্রতি সৌহৃদ্যহৃদ্যতা সৌহৃদ্যং প্রীতি স্তস্যা যা অনুকূলতা তস্যা ব্যঞ্জনয়া প্রকাশনয়া সঞ্জয়ামাসিরে সজ্জিতবন্তঃ ॥ ১৬ ॥

অর্থাৎ যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তৎপরে তথায় তত্তৎরমণীগণের পতির আভাস স্বরূপ ছিল, (অর্থাৎ যাহারা ভাবিত, আমরা ইহাদের পতি) এবং যাহারা পূর্ব্বে প্রতিবন্ধ ঘটাইয়াছিল, তাহারাও কৃষ্ণের উদ্দেশে সমধিকবাসনাবতী ঐ সকল রমণীদিগের প্রাণত্যাগ হইবার সম্ভাবনারূপ বিপদ্ আলোচনা পূর্ব্বক, সকল লোকেরই কৃষ্ণদর্শন বিষয়ে ঔৎসুক্য স্থির করিয়া, এবং আপনাদিগেরও ঐ সকল রমণীদর্শন বিষয়ে অযোগ্যতা অবলোকন করিয়া, সেই প্রতিবন্ধ বিষয়ে উদাসীন হইয়াছিল অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যাত্রায় প্রতিবন্ধ করে নাই।

কিন্তু তাহারা ঐ সকল রমণীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের নির্জ্জনে যে বৃত্তান্ত, এবং নির্জ্জন-বৃত্তান্তের যোগ্যতা হেতু শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুজন এবং অন্তরঙ্গসকল, ব্রজের নির্জ্জনতা-দোষ অর্থাৎ চৌরাদি ভয় জন্মিবে, ইত্যাদি দোষের বর্জ্জনচ্ছলে ব্রজরাজের অনুমতি

অথ স্বভাবত এব তাসু নিগূঢ়স্নেহাতিশয়াবরণা, বিশেষতস্তু স্ব সুতম্প্রতি সম্প্রতি নিরুপাধিমহাপ্রীতিকৃতাবিরহব্যাধিং বিতর্ক্য বিধূততদাবরণাঃ শ্রীব্রজেশ্বরীচরণাস্তু স্বসঙ্গত্যাগমনায় শ্রীরাধা-প্রধানাঃ প্রত্যাসন্নাশ্চক্রুঃ ॥ ১৭ ॥

তদেবং স্থিতে কুরুক্ষেত্রযাত্রানুক্রমস্তু প্রাতঃ প্রস্তো-ষ্যতে ॥ ১৮ ॥

অথ কথকঃ সমাপনমাহ স্ম ॥ ১৯ ॥

নন্থ, বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রভৃতীনাং তথোদযোগং দৃষ্ট্বা শ্রীব্রজরাজ্ঞী কিং কৃতবতীত্যপেক্ষায়াং কথকো বর্ণয়তি—অথেতি গদ্যেন। তাসু বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রধানাসু নিগূঢ়ো গোপ্যো যঃ স্নেহাতিশয় স্তেন আবরণং যাসাং, যাঃ স্বসুতং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নিরুপাধিঃ স্বাভাবিকী যা মহাপ্রীতি স্তয়া কৃতো যো বিরহব্যাধি স্তং বিতর্ক্য অনুসন্ধায় বিধূততদাবরণা বিধূতং খণ্ডিতং কৃষ্ণকান্তাত্বগোপনং যৈ স্তে স্বসঙ্গত্যাগমনায় নিজস্য যা সঙ্গতিঃ সংমিলনং তস্যা আগমনায় শ্রীরাধাপ্রধানাঃ কর্ম্মভূতাঃ প্রত্যাসন্নাশ্চক্রুঃ ॥ ১৭ ॥

নন্থ, কুরুক্ষেত্রযাত্রানুক্রমং বর্ণয় কিমিতি স্থগসে, ইত্যাশঙ্কায়ামাহ—তদেবমিতিগদ্যেন। প্রস্তোষ্যতে প্রস্তুতং করিষ্যতে ॥ ১৮ ॥

অথ স্বয়ং কবি স্তৎপ্রসঙ্গং সমাধাতুং প্রক্রমতে—অথেতিস্বল্পগদ্যেন ॥ ১৯ ॥

লইয়াছিল, তাহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত পতিত্বাভিমানী ব্যক্তিগণ, এবং অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তিগণ, স্ব স্ব সংযোগের প্রতি সৌহৃদ্যজন্য প্রীতির আনুকূল্য প্রকাশ করিবার জন্য সজ্জিত হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

অনন্তর স্বভাবতই রাধিকাদি রমণীগণের উপর যাহার গোপনীয় সাতিশয় স্নেহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং বিশেষতঃ নিজপুত্রের প্রতি এক্ষণে স্বাভাবিক নিরতিশয় প্রীতিজন্য বিরহ পীড়া আশঙ্কা করিয়া যিনি "ইহারা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী" এইরূপ গোপনভাব খণ্ডন করিয়াছিলেন; সেই পূজ্যাচরণা যশোদা নিজের মিলনে তাহা-দের আগমন হইবে বলিয়া শ্রীরাধিকা-প্রভৃতি রমণীদিগকে নিকটস্থ করিয়া-ছিলেন ॥ ১৭ ॥

এইরূপ ঘটনা ঘটিলে পর, প্রাতঃকালে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিবার প্রণালী প্রস্তাব করা যাইবে ॥ ১৮ ॥

অনন্তর কথক সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

যদর্থং প্রাণানাং সততমভিতঃ শোষণমধু-
র্যদর্থং ক্ষীণাঙ্গ্যোঽপ্যহহ ! কুরু-ভূমীমভিযযুঃ !
ভবত্যস্তং কান্তং বৃষরবিসুতে ! স্বালয়মনু
প্রসজ্য স্বং শশ্বৎপ্রমদমধুমত্তং বিদধতি ॥ ২০ ॥

তদেবং কথিতকথয়োঃ কথকয়োঃ সর্ব্বেণ সহ প্রাপ্তনিজ-পথয়োঃ শ্রীরাধা-মাধবৌ তু (ক) নির্ব্বোধসুখস্ফুরণস্ফুরদুদ্ধবৌ (খ)মণ্ডপং মণ্ডয়ামাসতুঃ ॥ ২১ ॥

তাং সমাপনরীতিং বর্ণয়তি—যদর্থমিতি। হে বৃষরবিসুতে ! রাধে ! ভবত্যো যদর্থং যস্য শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গস্যার্থং অভিতঃ সর্ব্বতঃ প্রাণানামিন্দ্রিয়াণাং তদুপলক্ষিতদেহানাং শোষণং শুষ্কতাং দধুঃ প্রাপ্ত-বত্যঃ ক্ষীণাঙ্গ্যঃ সত্যো যদর্থং কুরুক্ষেত্রমভিযযুঃ সঙ্গতবত্যঃ তং স্বং কান্তং স্বালয়ং অনুলক্ষীকৃত্য প্রসজ্য সঙ্গত্য শশ্বন্নিরন্তরং প্রমদমধুমত্তং প্রমদঃ প্রীতিরেব মধু মধুবদাস্বাদ্যং মাদকঞ্চ তেন মত্তং সর্ব্ববিস্মরণাশ্রয়ং বিদধতি কুর্ব্বন্তি ॥ ২০ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রকরণং সমাপয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। কথিতকথকয়োঃ কথিতা কথা যাভ্যাং তয়োঃ। প্রাপ্তৌ নিজপথৌ নিজমার্গৌ যাভ্যাং তয়োঃ নির্ব্বোধসুখস্ফুরণস্ফুরদুদ্ধবৌ নির্গতো বোধো জ্ঞানং যস্য তৎ জ্ঞানাতীতং যৎ সুখং তস্য স্ফুরণেন অনুভবেন স্ফুরন্ উদ্ধবো হর্ষো যয়োস্তৌ মণ্ডয়ামাসতুর্ভূষিতবন্তৌ ॥ ২১ ॥

হে বৃষভানুনন্দিনি ! যে শ্রীকৃষ্ণের মিলন-প্রত্যাশায় তোমরা সর্ব্বতোভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়, এবং ইন্দ্রিয়োপলক্ষিত দেহসকল শুষ্ক করিয়াছ ; এবং যাঁহার জন্য তোমরা ক্ষীণাঙ্গী হইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলে ; এক্ষণে নিজভবনে সেই স্বকীয় কান্তকে প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর (সকল বস্তু বিস্মরণ করিয়া দেয়) এইরূপ প্রীতিরূপ মধু ; অর্থাৎ মধুর মত আস্বাদনীয় পদার্থ (অথচ মাদক পদার্থ) অব-লম্বন করিতেছ ॥ ২০ ॥

এই প্রকারে কথকদ্বয়, নিজকথা বলিয়া সকলের সহিত নিজপথে প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ গমন করিলে পর, শ্রীরাধা এবং মাধব জ্ঞানাতীতসুখের অনুভবে মহাহর্ষে নিমগ্ন হইয়া মাধবীলতার মণ্ডপ অলঙ্কৃত করিলেন। ২১।

(ক) নির্ব্বাধসুখেতিবৃন্দাবনপাঠঃ ;
(খ) মাধবীমণ্ডপমিতিমাণ্ডপাঠঃ।

অথ বিগতসর্ব্বশল্যে কল্যে, পুনঃ শ্রীব্রজরাজসদসি, শ্রীকৃষ্ণ-কৃতমহসি গদ্গদকণ্ঠতয়া মধুকণ্ঠ উবাচ— ॥ ২২ ॥

অথ হরিমবলোকিতুং চিরায়
স্ফুরদুরসাং ব্রজবাসিনাং জনানাম্ ।
নয়নসলিলসিক্তরোমসস্যা-
ঙ্কুরমহসা (ক) নিখিলাক্ষিতোষদানাম্ ॥ ২৩ ॥

মুহুরপি রদশব্দকারিকম্পা-
স্ফুটিতবর্ণবিভাগ-সংস্কৃতীনাম্ ।
বিবিধবিধবিচিন্তনাভিঘাত-
স্ফুরদুরুধাক্রান্তবর্ণভাবিতানাম্ ॥ ২৪ ॥

স্বয়ং কবিঃ কুরুক্ষেত্রযাত্রাক্রমং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন। বিগতং সর্ব্বং শল্যং পাপং যত্র তস্মিন্ কল্যে শ্রীকৃষ্ণকৃতমহসি শ্রীকৃষ্ণেন কৃতং মহো দীপ্তির্যস্য তস্মিন্ ॥ ২২ ॥

মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। কথমপি কুরুভূমিমাগতানাং সপদি সন্দেশতাং নিশম্য মুরারিশ্চলিতুং ন শশাকেতি পঞ্চমশ্লোকেনান্বয়ঃ। অবলোকিতুং দ্রষ্টুং চিরায় স্ফুরদুরসাং প্রকুল্লবক্ষসাং নয়নসলিলেন সিক্তং যৎ রোমরূপসস্যাঙ্কুরং রোমাঞ্চবৃন্দং তস্য মহসা কৌতুকেন নিখিলানামক্ষ্ণাং তোষং তুষ্টিং দদতীতি তেষাম্ ॥ ২৩ ॥

পুনঃ কিম্ভূতানাং রদানাং দন্তানাং শব্দং কর্ত্তুং শীলমস্য এবম্ভূতো যঃ কম্পঃ তেন স্ফুটিতা বিষমোন্নতা বর্ণবিভাগসংস্কৃতিঃ সংস্কারো যেষাং তেষাং বিবিধবিধং বিবিধবিধঃ প্রকারো

অনন্তর সর্ব্ব পাপ বিনাশী প্রভাতকালে পুনর্ব্বার শ্রীব্রজরাজের সভামণ্ডপ শ্রীকৃষ্ণের আলোকে প্রদীপ্ত হইলে, মধুকণ্ঠ গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

তৎপরে চিরদিনের পর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত সমস্ত ব্রজবাসী লোকের বক্ষঃস্থল (ভাবী আনন্দে) কম্পিত হইতে লাগিল। এবং নয়নজলসিক্ত রোমাঞ্চ রাশির কৌতুকদ্বারা তাহারা অখিল চক্ষুর তুষ্টি প্রদান করিতে লাগিল, অর্থাৎ তাহাদের আনন্দ দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইল। তাহাদের অনবরত কম্প হইতে লাগিল, এবং সেই কম্পে দন্তের শব্দ হইতেছিল। ব্রজবাসীগণের

(ক) সস্যাঙ্কুরেতি মাগুপাঠঃ। সস্পাঙ্কুরেতি গৌরপাঠঃ

প্রতিপদরচিতাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎ-
কৃতিজনবদ্বহিরাত্তচেষ্টিতানাম্।
মনসি তু সততস্ফুরত্তদেক-
প্রমদমৃষামতসর্ব্ববৈভবানাম্ ॥ ২৫ ॥
অশনশয়নবিস্মৃতিপ্রপত্ত্যা-
কৃশবপুষামকৃশস্বভাবভাজাম্। (ক)
অলমপরিচিতৈর্জনৈরপি স্বং
পরিহৃতবদ্ভিরুরীকৃতান্বিতানাম্ ॥ ২৬ ॥ (খ)

বহিশ্চিন্তনং তস্য অভিঘাতো বিনাশ স্তেন স্ফুরন্তৌ প্রকাশমানৌ যৌ উরুধা বহুপ্রকারৌ আকৃতি-বর্ণৌ তাভ্যাং ভাবিতানাং গ্লিষ্টানাং সদাকুলানামিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

পুনঃ কিম্ভূতানাং প্রতিপদে প্রতিক্ষণে রচিতা যা আত্মতত্ত্বস্য সাক্ষাৎকৃতিঃ সাক্ষাৎকারো যস্য স চাসৌ জনশ্চেতি তদ্বজ্জীবনমুক্তবৎ বহিরাত্তং গৃহীতং চেষ্টিতং যেষাং মনসি চিত্তে তু সততং স্ফুরন্ যঃ তস্য কৃষ্ণস্য একঃ প্রমদো হর্ষ স্তেন মৃষামতং মিথ্যাজ্ঞাতং সর্ব্বং বৈভবং যেষাং তেষাম্ ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ অশনং ভোজনং শয়নং নিদ্রা তয়োর্যা বিস্মৃতিঃ প্রপত্তির্বিস্মরণপ্রাপ্তিঃ তয়া কৃশবপুষা তথাপি অকৃশো বৃহন্ যঃ স্বভাবঃ সদা কৃষ্ণানুশীলনং তং ভজন্তে তেষাং। স্বং পরিহৃতবদ্ভিঃ অনাদরং কুর্ব্বদ্ভিরপি উরীকৃতান্বিতানাং উরীকৃতা অঙ্গীকৃতা অন্বিতিরনুগমনং যৈ স্তেষাম্ ॥ ২৬ ॥

বর্ণবিভাগের সংস্কার বিষমউন্নত হইয়াছিল, অর্থাৎ দন্তশব্দে মুখের কথা অস্পষ্ট হইয়াছিল। তৎকালে তাহাদের নানাবিধ চিন্তার উদয় এবং চিন্তার তিরোভাবে তাহাদের আকৃতি এবং রূপ নানাপ্রকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, অর্থাৎ তাহারা সর্ব্বদাই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। প্রতিক্ষণে যে ব্যক্তির আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, সেই লোকেরমত (জীবন্মুক্ত ব্যক্তির মত) তাহাদের বাহ্য-আত্ম-চেষ্টা হইতেছিল সত্য; কিন্তু মনোমধ্যে সর্ব্বদা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ উদিত হওয়াতে তাহারা সমস্ত বৈভব মিথ্যাজ্ঞান করিয়াছিল। যদিচ তাহারা ভোজন এবং নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া অত্যন্ত ক্ষীণাঙ্গি হইয়াছিল, তথাপি তাহারা সর্ব্বদা অকৃশ অর্থাৎ বৃহৎ কৃষ্ণানুশীলন করিত। যে সকল লোক অত্যন্ত অপরিচিত ছিল,

(ক) স্বভাবজাতা। ইতি গৌরপাঠঃ।

(খ) পরিহৃতবাড়রুরীকৃতান্বিতানাং। ইতি গৌরপাঠঃ।

কথমপি কুরুভূমিমাগতানাং
সপদি নিশম্য সদেশতাং মুরারিঃ।
সুখশতভরভারপারবশ্যা-
ন্ন চলিতুমাশু শশাক সাকমঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥
(পঞ্চভিঃ কুলকম্ ॥)

কৃষ্ণস্য সৌরভ্য-ভরেণ পুষ্টিং
তথা বিকৃষ্টিং গমিতা ব্রজেশাঃ।
নেদিষ্টদেশে বিবিশুর্যদন্ত-
র্বিরাজতে রাজগণৈঃ স কৃষ্ণঃ ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ, কথমপি কষ্টেনাপি কুরুক্ষেত্রমাগতানাং তেষাং সদেশতাং নৈকট্যং সপদি তৎক্ষণাৎ মুরারির্নিশম্য শ্রুত্বা সুখশতস্য যো ভরোঽতিশয়ঃ তস্য ভরেণ যৎ পারবশ্যং তস্মাদ্ধেতো স্তত্র অঙ্গৈঃ সাকং সহ আশু চলিতুং ন শশাক ন শক্তো বভূব ॥ ২৭ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—কৃষ্ণস্যেতি। ব্রজেশাঃ ব্রজরাজপ্রভৃতয়ঃ কৃষ্ণস্য সৌরভ্য-ভরেণ আমোদাতিশয়েন পুষ্টিং গমিতা স্তথা বিকৃষ্টিং বিচ্ছেদং গমিতাঃ সন্তঃ নেদিষ্টদেশে নিকট-দেশে বিবিশুঃ প্রবিষ্টবন্তঃ যদন্তর্যন্মধ্যদেশে রাজগণৈঃ সহ কৃষ্ণো বিরাজতে ॥ ২৮ ॥

এবং যে সকল লোক তাহাদিগকে অনাদর করিত, তাহারাও ঐ সকল ব্রজবাসী-দিগের অনুগমন স্বীকার করিয়াছিল। যাহা হৌক, এইরূপে কষ্টে যে সকল ব্রজবাসীব্যক্তিগণ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিল, "ব্রজবাসিগণ নিকটস্থ হইয়া-ছেন", শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সুখশতের আতিশয্যভরে নিতান্ত অধীনত্ব বহন করিয়া (আনন্দে অবশাঙ্গ হইয়া) সমস্ত অঙ্গের সহিত সত্বর তাহাদের নিকটে গমন করিতে সমর্থ হন নাই (ক) ॥ ২৩—২৭ ॥

ব্রজরাজপ্রভৃতি ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের শারীরিক নিরতিশয় সৌরভে পরিপুষ্ট হইয়া এবং অথচ সেই সৌরভের সম্পর্ক না পাইয়া অর্থাৎ কৃষ্ণকে না পাইয়া

(ক) পাঁচটী শ্লোকের একত্র অন্বয় হওয়ায় কুলক হইয়াছে। দুই শ্লোকে যুগ্মক, তিন শ্লোকে বিশেষক, চারি শ্লোকে কলাপক. ইহার পর যত শ্লোকেই অন্বয় হউক তাহারা কুলক নামে বিখ্যাত।

তদা চ হরি-হলিনৌ কর্ণাভ্যর্ণতয়া তস্য বর্ণিতস্য কলনা-দ্ভাবান্তরবলিনৌ ভক্তিপ্রসজ্যমানমনস্তয়া সদ্রবমুপবিব্রজিষন্তা-বপি সহসা ন চেলতুঃ। কিন্তু রাজ-ব্রজং নিজ-নিজ-শিবিরায় বিহিতব্যাজং বিসসৃজতুঃ। শাত্রবা মমাত্র তৈঃ সত্রা মা মৈত্রীং জ্ঞাসিষুরিতি (ক) তান্ ব্রজরাজাদীনুদ্ধববদ্বারা সম্ভবন্নিভৃত-সম্ভবনদেশে স্তম্ভয়ামাসতুঃ ॥ ২৯ ॥

তদেবং নিশম্য কৃষ্ণরামৌ যদকুরুতাং তদ্বর্ণয়তি—তদা চেতি গদ্যেন। হরিহলিনৌ কৃষ্ণরামৌ কর্ণাভ্যর্ণতয়া কর্ণয়োরভ্যর্ণং নৈকট্যং যস্য তদ্ভাবতয়া বর্ণিতস্য তস্য ব্রজরাজাদ্যাগমনস্য কলনাৎ শ্রবণাৎ ভাবান্তরবলিনৌ গোপভাবাশ্লিষ্টৌ সন্তৌ ভক্তিপ্রসজ্যমানমনস্তয়া ভক্তৌ তেষাং সেবনাদৌ প্রসজ্যমানং মনো যয়োস্তদ্ভাবতয়া সদ্রবং বেগসহিতং যথা স্যাত্তথা উপবিব্রজিষন্তৌ উপ সমীপে গন্তুমিচ্ছন্তৌ, অপি সহসা তৎকালেন ন চেলতুর্ন চলিতবন্তৌ, রাজব্রজং রাজ-সমূহং নিজনিজশিবিরায় বস্ত্রনির্ম্মিতগৃহায় বিহিতো ব্যাজশ্ছলং যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা বিসসৃজতুঃ প্রেরিতবন্তৌ, তং ব্যাজং নির্দ্দিশতি—শাত্রবা ইতি অত্র স্থিতা মম শাত্রবাঃ শত্রুসমূহাঃ তৈ ব্রজ-রাজাদিভিঃ সত্রা সহ মৈত্রীং মিত্রতাং মাজ্ঞাসিষুর্ন জানীয়ুরিতিহেতো স্তান্ সম্ভবান্নিভৃতসম্ভবন-দেশে সম্ভবৎ মিলৎ নিভৃতস্য নিজনস্য সম্ভবনং জননং যত্র স চাসৌ দেশশ্চেতি তস্মিন্ স্তম্ভয়ামা-সতুঃ স্থিরীকৃতবন্তৌ ॥ ২৯ ॥

অতিশয় নিকটবর্ত্তী দেশে প্রবেশ করিলেন ; যাহার মধ্যদেশে শ্রীকৃষ্ণ রাজন্যগণের সহিত বিরাজ করিতেছিলেন ॥ ২৮ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম কর্ণগোচর করিলেন যে, "ব্রজরাজপ্রভৃতি সকলেই আগমন করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া কৃষ্ণও বলরাম দুইজনে ভাবান্তর অর্থাৎ গোপভাব ধারণ করিলেন। তৎপরে ভক্তিসহকারে তাঁহাদিগকে সেবা করিবার জন্য উভয়ের মন গলিয়া যায়। তাহাতেই দুইজনে সবেগে তাঁহাদের সমীপে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেও তৎকালে সহসা চলিতে পারেন নাই, অত্যানন্দে শরীর নিস্পন্দ বা জড় হইয়া গেল। কিন্তু কোন এক ছল করিয়া ভূপতিদিগকে নিজ নিজ শিবিরে প্রেরণ করেন। সেই ছলও এই প্রকার, যথা :—এইস্থানে আমার যে সকল শত্রু আছে, তাহারা ঐ সকল ব্রজরাজপ্রভৃ-

(ক) জিজ্ঞাসিষুঃ। ইতি পাঠান্তরঃ।

জাতে বহির্জনবর্জ্জনে তু স্বজনেন সহ স্বয়মুপব্রজন্তৌ দূরাদেব ব্রজরাজপদরাজীবসমর্য্যাদমর্য্যাদমখণ্ডদণ্ডবৎ প্রণিপাতমাতভবন্তৌ। যথাযথমুপনন্দাদীনপি প্রণতবন্তৌ। ব্রজরাজশ্চ কম্পসম্পৎসম্পতদশ্রুপুলকাকুলতয়া স্বান্তর্ব্যাকুলতয়া চ যুগপদেব যুগলং তদালিঙ্গংশ্চাপলযুগলং সগদ্গদমন্দং চক্রন্দ ॥ ৩০ ॥

অথ কৃষ্ণরাময়ো ব্রজবাসিষু যথা মিলনং জাতং তদ্বর্ণয়তি—জাতে ইতি গদ্যেন। বহির্জনানাং অনাত্মীয়ানাং বর্জ্জনং তস্মিন্ জাতে সতি, উপব্রজন্তৌ সমীপং গচ্ছন্তৌ, ব্রজরাজস্য পদরাজীবং চরণপদ্মং তস্য সমর্য্যাদং অন্তিকং অখণ্ডদণ্ডবৎ প্রতিপাতং পূর্ণদণ্ডবৎ প্রতিপাতং ভূমৌ সর্ব্বাঙ্গেন পতনং আতভবন্তৌ বিস্তারয়ন্তৌ যথাযথং যথাযোগ্যং প্রণতবন্তৌ প্রণতিং চক্রতুঃ ।

কম্পসম্পাচ সম্পতদশ্রুপুলকশ্চ তৈরাকুলতয়া স্বান্তর্ব্যাকুলতয়া চিত্তে যা ব্যাকুলতা তয়াচ যুগপদেকদৈব তৎযুগলং কৃষ্ণরামরূপং আলিঙ্গন্ অলমতিশয়েন চাপলযুক্ চাঞ্চল্যবিশিষ্টো গদ্গদেন মন্দং যথা স্যাত্তথা চক্রন্দ রুরোদ ॥ ৩০ ॥

তির সহিত বন্ধুত্ব জানিতে পারিবে না। এই কারণে ঐ সমস্ত ব্রজরাজপ্রভৃতি ব্রজবাসীদিগকে উদ্ধবদ্বারা যেস্থানে নির্জ্জনভাবের সম্ভাবনা আছে, সেই নিভৃত মিলন-প্রদেশে স্থিরীকৃত করিলেন ॥ ২৯ ॥

তৎপরে যে সকল লোক আত্মীয় নহে, তাহাদিগকে বর্জ্জন করা হইলে, শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম আত্মীয় জনগণের সহিত স্বয়ং নিকটে গমন করিয়া, দূর হইতেই ব্রজরাজের পাদপদ্ম সমীপে মর্য্যাদাপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন; এবং যথাবিধি উপনন্দদিগকেও প্রণাম করিলেন। তৎকালে ব্রজরাজেরও দেহে প্রচুর কম্প আবির্ভূত হইল, তাঁহার আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল; এবং রোমাঞ্চদ্বারা তাঁহার সর্ব্বশরীর পরিব্যাপ্ত হইল। তখন তাঁহার চিত্তও অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এইরূপ হওয়াতে ব্রজরাজ এককালে কৃষ্ণ বলরাম এই দুই জনকেই আলিঙ্গন করিলেন। এবং অত্যন্ত চাঞ্চল্য সহকারে গদ্গদস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

রাম-কৃষ্ণৌ চ যদ্যপি তদালিঙ্গনায় সতৃষ্ণৌ তথাপি সর্ব্বৈঃ সঙ্গমনায় তস্য সাঙ্গতামঙ্গীকুর্ব্বন্তৌ পুনশ্চ রণপাতমেবাততবন্তৌ ॥ ৩১ ॥

অথ ব্রজরাজস্তয়োর্নমস্কারশ্রমপ্রশমনায় যদ্যপি নিবারণকামস্তথাপি ভাব-বৈবশ্যবশস্তত্র স্বকরয়োরবশ্যতামধ্যবস্যন্নিতস্ততঃ (ক) পশ্যতি স্ম। পশ্যংশ্চ তদিদং বদতঃ শ্রীবসুদেবাদীনপশ্যৎ আয়ুষ্মন্তৌ। ত এতে সঙ্কোচং রোচয়ন্তে।

তদা রামকৃষ্ণৌ যচ্চক্রতু স্তদ্বর্ণয়তি—রামকৃষ্ণৌ চ যদ্যপীতিগদ্যেন। তদালিঙ্গনায় ব্রজরাজস্য আলিঙ্গনায় সতৃষ্ণৌ সাকাঙ্ক্ষৌ সর্ব্বৈরিতি সহার্থে তৃতীয়া। তস্য সাঙ্গতাং চরণপাতস্য সাঙ্গতাং কৃতার্থতাং স্বীকৃতবন্তৌ ॥ ৩১ ॥

ততো ব্রজরাজঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তয়ো রামকৃষ্ণয়োঃ ভাববৈবশ্যবশঃ ভাবেন যৎ বৈবশ্যং তস্য বশঃ অস্বস্থঃ তত্র নিবারণে অধ্যবস্যন্ নিশ্চিন্বন্ ইতস্ততঃ সর্ব্বান্ দদর্শ, তদিদং পরত্র ব্যক্তব্যং আয়ুষ্মন্তৌ রামকৃষ্ণৌ ত এতে ব্রজরাজাদয়ঃ সঙ্কোচং রোচয়ন্তে, যৎ আলিঙ্গনাদিকং ন কৃতবন্তঃ। ততঃ সঙ্কোচাদ্ধেতো র্ময়া কুশলপ্রশ্নঃ প্রস্তূয়তামিতি। সাঞ্জলিবন্ধস্থিতিসন্ধয়োঃ অঞ্জলিবন্ধেন সহ স্থিতৌ সন্ধা সন্ধানং যয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ ব্রজেন্দ্রং

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁহাকে তৎকালে আলিঙ্গন করিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছিলেন, তথাপি সকলের সহিত মিলন ঘটাইবার জন্য সেই প্রণিপাতের সার্থকতা স্বীকার করিয়া, পুনর্ব্বার চরণে প্রণিপাতই করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ, যদ্যপি কৃষ্ণ বলরামের নমস্কার জনিত পরিশ্রম দূর করিবার নিমিত্ত নিবারণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তথাপি মনোবৃত্তির বিকার বশত, অসুস্থ হইয়া, নিবারণ বিষয়ে নিজহস্তযুগলের অবশতা স্থির করিয়া ইতস্ততঃ সকলকেই দর্শন করিলেন। তিনি ইতস্ততঃ দেখিয়া যাঁহারা পরে এইরূপ কথা বলিতেছিলেন, সেই শ্রীবসুদেবপ্রভৃতি ব্যক্তিগণকেও দর্শন করিলেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! হে বলরাম! তোমাদের দুইজনের দীর্ঘায়ু হৌক। কিন্তু তদ্-

---

(ক) অবশতাং। ইতি মাণ্ডপাঠঃ।

ততঃ স্বয়মবধায় বিশ্রমসুখমুপধায় কুশলপ্রশ্নঃ প্রস্তূয়তামিতি। ততশ্চ রাম-কৃষ্ণয়োঃ সাঞ্জলিবন্ধস্থিতিসন্ধয়োরালিঙ্গনাদিনা ব্রজেন্দ্রমনুবিন্দমানঃ স্বয়মানকদুন্দুভিস্তেন তং তং সন্তত বাঞ্ছিততদীয়সঙ্গং মুনিসঙ্ঘবর্য্যং প্রদ্যুম্নাদিপর্য্যন্তং সর্ব্বং জনং সঙ্গময়ামাস। স এব চ তং দেবমিব নিজ-নিবেশবেশ্মানীয় কৃষ্ণরামাদিকৃতানুসারঃ সপরিবারমারাধয়ামাস ॥ ৩২ ॥

তদেবং স্থিতে পট্টপটসম্বৃতং সঙ্গাযাতৃকতিপয়যাতৃমুখমহিলাবলিতব্রজেশ্বরী-শকটমন্তঃপটগৃহং প্রবিষ্টমাকর্ণ্য তদ্দি-

---

শ্রীমন্নন্দং অনুবিন্দমানঃ অনুগচ্ছন্ তেন ব্রজেন্দ্রেণ সহ সন্ততং বাঞ্ছিতঃ তদীয়ঃ ব্রজেন্দ্রসম্বন্ধী সঙ্গো যস্য তং মুনিসঙ্ঘবর্য্যং শ্রীব্যাসাদিকং সঙ্গময়ামাস মিলনং কারিতবান্। সএব আনকদুন্দুভিঃ তং ব্রজেন্দ্রং নিজনিবেশবেশ্ম নিজবাসগৃহমানীয় কৃষ্ণরামাদিভিঃ কৃতোঽনুসারোঽনুগতি যস্য তং সপরিবারং পরিবারেণ সহ যথা স্যাত্তথা সম্মানিতবান্ ॥ ৩২ ॥

ততো রামকৃষ্ণয়োঃ শ্রীব্রজেশ্বরীমিলনং যথাভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। যাতা দেবরপত্নী সৈব মুখমাদির্যাসাং তাঃ কতিপয়াশ্চ তা যাঃ মুখা মহিলাঃ স্ত্রিয়শ্চেতি তাভির্বলিতা

বিষয়ে ব্রজরাজপ্রভৃতি সকলেই মনে সঙ্কোচ করিতেছেন, যেহেতু তাঁহারা আলিঙ্গনাদি করেন নাই। সেই সঙ্কোচ বশতঃ স্বয়ং অবধান করিয়া, এবং বিশ্রাম সুখ স্থাপনা করিয়া আমি কুশল প্রশ্ন আরম্ভ করিয়াছি। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম অঞ্জলি বন্ধের সহিত থাকিবার সন্ধান করিলে স্বয়ং বসুদেব আলিঙ্গনাদিদ্বারা ব্রজরাজের অনুগমন করিয়া সেই ব্রজরাজের সহিত কৃষ্ণ এবং বলরামের, এবং সর্ব্বদা ব্রজরাজের সঙ্গপ্রার্থী বেদব্যাসাদিপ্রধান মুনিগণের, এবং প্রদ্যুম্নপর্য্যন্ত অন্যান্য সকল লোকেরই মিলন করিয়া দিলেন। তৎপরে সেই বসুদেবও দেবতার ন্যায় ব্রজরাজকে নিজবাসগৃহে লইয়া গিয়া কৃষ্ণবলরামপ্রভৃতি সকলেই তাঁহার অনুসরণ, করিলে সপরিবারে তাঁহার সম্মান করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

অতএব এইরূপ ঘটিলে যাহারা সঙ্গে আগমন করিয়াছে, এরূপ কতিপয় যাতৃ-

ন্টত এব তব তত্র তৌ প্রবিষ্টবন্তৌ। প্রবিশ্য চাত্মানৌ পশ্যন্তীমেনাং পশ্যতঃ স্ম ॥ ৩৩ ॥

তত্র সা যথা ;—

যস্য প্রাথিবিরহোষ্ণরশ্মিখরতাশীর্ণাঙ্গপর্ণাবলিঃ
পশ্চাদুৎকলিকামরুদ্বলনয়া ক্ষিপ্তা বিদূরে পথি।
তং পুত্রাকৃতিবারিবাহসময়ং সম্ভূয় গোপেশ্বরী
বল্লীবাশু (ক) পুনঃ স্বমূলবিসৃতের্লোভাদগাদার্দ্রতাম্ ॥ ৩৪॥

সংবৃতা যা ব্রজেশ্বরী তস্যাঃ শকটং অন্তঃপটগৃহং প্রবিষ্টমাকর্ণ্য তৎ কিম্ভূতং পট্টপটেন সংবৃতং সংজ্ঞাযাতৃ সংজ্ঞযাতৃনাম্না যাঃ গমনে শৈঘ্র্যতাশক্তিস্তাৎ যাতৃনামেতাগঃ। এবম্ভূতং শকটং। তাদৃশতঃ ব্রজেশ্বর্য্যা আদেশতঃ তত্র ব্রজেশ্বরীশকটে তৌ রামকৃষ্ণৌ। এনাং ব্রজেশ্বরীং দদৃশতুঃ ॥ ৩৩ ॥

তাং ব্রজেশ্বরীং বর্ণয়তি—যস্যেতি। সা গোপেশ্বরী বল্লী লতেব লোভাৎ স্বমূলবিসৃতেরাশু শীঘ্রমার্দ্রতামগাদিত্যন্বয়ঃ। সা কিম্ভূতা যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রাথিবিরহো বিচ্ছেদএব উষ্ণরশ্মিঃ সূর্য্যঃ তস্য যা খরতা তীক্ষ্ণতা তয়া শীর্ণা সুমলিনা অঙ্গরূপা পর্ণাবলিঃ পত্রাণামাবলী শ্রেণী যস্যাঃ সা বল্লীতু তদ্রূপা স্যাৎ। পশ্চাৎ যা উৎকলিকা কৃষ্ণদর্শনে উৎকণ্ঠা সৈব মরুৎ বায়ু স্তস্য যা বলনা বেগগতিঃ তয়া বিদূরে পথি ক্ষিপ্তা বল্লীতু বায়ুবেগেন দূরে ক্ষিপ্তা ভবতি। পুত্রস্য কৃষ্ণস্য আকৃতিঃ মূর্ত্তিরেব বারিবাহসময়ং বর্ষাঋতু স্তং সম্ভূয় মিলিত্বা পুনঃ স্বমূলস্য প্রণয়স্য বিসৃতি বিস্তার স্তস্যা লোভাৎ আর্দ্রতাং প্রাপ বল্লীতু তথৈব স্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

(যা—অর্থাৎ দেবরের পত্নী) প্রভৃতি রমণীগণদ্বারা পরিব্যাপ্ত, ও পট্টবস্ত্রাচ্ছাদিত ব্রজেশ্বরীর শকট, পটগৃহের (তাম্বুর) মধ্যে (খ) প্রবেশ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া ; ব্রজেশ্বরীর আদেশক্রমেই সেই সময়ে কৃষ্ণ বলরাম ব্রজেশ্বরীর শকটে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া উভয়েই দর্শন করিলেন যে, ব্রজেশ্বরী তাঁহাদের দুই জনকে দর্শন করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

লতা যেরূপ সূর্য্যাতাপে মলিন হয়, সেইরূপ ব্রজেশ্বরীর অঙ্গরূপ পত্রশ্রেণী

(ক) বল্লীবাসু। দন্ত্যসান্তঃ পাঠঃ আনন্দপুস্তকে। বিসৃতে র্লোভাৎ। ইত্যপি তত্রত্যঃ পাঠঃ।

(খ) কুরুক্ষেত্র তীর্থস্থান বিশেষতঃ বিদেশ, এজন্য তথায় অবস্থানাদির জন্য পটমণ্ডপ অর্থাৎ তাম্বুপ্রভৃতির বন্দবস্ত ছিল।

তাং শুষ্কদেহামথ বীক্ষ্য দেবকী
সন্তর্পণায়ামভজদ্বিহস্ততাম্ ।
কৃষ্ণেক্ষণাদেব তু পুষ্টমূর্ত্তিকাং
দৃষ্ট্বান্ববিন্দৎ পুনরুক্তযত্নতাম্ ॥ ৩৫ ॥
মাতা দ্রাগথ সহ সীরিণা সমীক্ষ্য
স্বং পুত্রং কুরুভুবি তদ্বিয়োগদূনা ।
উত্থানং রচয়তি যাবদেষ তাব-
দ্বিদ্রুত্য ন্যপতদুপাঙ্ঘ্রি তেন তস্যাঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীব্রজেশ্বর্য্যাং দেবক্যাঃ প্রীতিং বর্ণয়তি—তামিতি। তাং ব্রজেশ্বরীং শুষ্কদেহাং বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা দেবকী তস্যাঃ সন্তর্পণায়াং পুষ্টিতায়াং বিহস্ততাং ব্যাকুলতামভজৎ. তু, পুনঃ কৃষ্ণেক্ষণাদেব পুষ্টমূর্ত্তিকাং পুষ্টা স্থূলা মূর্ত্তি যস্যা স্তাং দৃষ্ট্বা পুনরুক্তযত্নতাং পিষ্টপেষণবৎ অসার্থকতামন্ববিন্দৎ লেভে ॥ ৩৫ ॥

ব্রজেশ্বর্য্যা সহ রামকৃষ্ণয়ো মিলনং বর্ণয়তি—মাতেতি। মাতা ব্রজেশ্বরী সীরিণা রামেণ সহ স্বপুত্রং কৃষ্ণং কুরুভুবি কুরুক্ষেত্রে সমীক্ষ্য দৃষ্ট্বা তদ্বিয়োগদূনা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিয়োগেন দূনা বিরুণা সতী যাবৎ উত্থানং রচয়তি, তাবৎ এষ কৃষ্ণঃ বিদ্রুত্য আগত্য তেন সীরিণা সহ তস্যা মাতুরুপাঙ্ঘ্রি চরণসমীপে ন্যপতৎ নিপতিতো বভূব ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের বিরহরূপ সূর্য্যের তীব্রতাদ্বারা নিতান্ত মলিন হইয়াছিল ; পশ্চাৎ কৃষ্ণদর্শনে উৎকণ্ঠারূপ সবেগ বায়ুগতিদ্বারা দূর পথে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ; এবং পুত্রের মূর্ত্তিরূপ বর্ষা ঋতু প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার প্রণয়ের বিভূতিলোভ লতার মত আদ্র ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর দেবকী, ব্রজেশ্বরীর শুষ্ক দেহ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ব্যাকুলভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে কৃষ্ণের দর্শনমাত্রেই তাঁহার দেহ পুষ্টি দর্শন করত পিষ্ট-পেষণের মত অসার্থকতা (নিষ্ফলতা) লাভ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ দর্শনে স্বয়ং পুষ্টা প্রেয়সীকে আর পুষ্ট করিতে হইল না ॥ ৩৫ ॥

তৎপরে মাতা ব্রজেশ্বরী, কুরুক্ষেত্রে বলরামের সহিত নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া, কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুলতা-বশতঃ যেমন দ্রুত গাত্রোত্থান করিতে

সা কৃত্বা ভুবি জানুনী স্বতনয়াবুন্নময্য নম্রৌ তয়ো
মূর্দ্ধানাবুরসোপগুহ্য নয়নাসারং তথামুঞ্চত।
দেবক্যাদিভিরেব মৌহ্যত যথা সেয়ং কৃশাঙ্গী কুতঃ
প্রাদুর্ভূতবতী নদী জগদিব ব্যাপ্তুং মুহুর্ব্বর্দ্ধতে ॥৩৭॥
কৃষ্ণস্তৎপদপদ্ময়োরথ পতন্ রামেণ সার্দ্ধং রুদন্
বাঢ়ং রোদয়তি স্ম সর্ব্বজনতাং বর্ষন্নিব স্বাং দশাম্।
এবং সত্যপি গোপরাজ-মহিলা তত্রাতিশঙ্কাকুলা
তদ্দুঃখান্তরতাবিতর্কবশগা সা শুষ্কবাষ্পাভবৎ ॥ ৩৮ ॥

তদা ব্রজেশ্বরী যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—সা কৃত্বেতি। সা মাতা ভুবি ভূমৌ জানুনী কৃত্বা নম্রৌ স্বতনয়ৌ উন্নম্য উত্থাপ্য তয়োঃ স্বতনয়য়োঃ মূর্দ্ধানৌ মস্তকৌ উরসা বক্ষসা উপগুহ্য সমালিঙ্গ্য নয়নাসারং নয়নাশ্রুধারাং তথা অমুঞ্চত মুমোচ, যথা দেবক্যাদিভিরেবং ঔহ্যত বিতর্কিতং, সেয়ং কৃশাঙ্গী কুতঃ প্রাদুর্ভূতবতী প্রাদুর্ভাববিশিষ্টা জগদ্ব্যাপ্তুং নদীব মুহুর্বর্দ্ধতে যথান্যা শুষ্কা নদী জলেন পূর্ণা বর্দ্ধতে ॥ ৩৭ ॥

কিঞ্চ রামেণ সার্দ্ধং সহ তস্যাঃ পদপদ্ময়োঃ পতন্ বাঢ়মতিশয়ং রুদন্ ক্রন্দন্ স্বাং দশাং স্বকীয়ামবস্থাং বর্ষন্নিব সর্ব্বজনতাং জনসমূহং রোদয়তি স্ম রোদয়াসাস। এবং উক্তপ্রকারে জাতে সতি, গোপরাজমহিলা ব্রজেশ্বরী তত্র তয়ো স্তাদৃশরোদনে অতিশঙ্কাকুলা সতী তদ্দুঃখান্তরতাবিতর্কবশগা তৎবিরহদুঃখমন্তরে চিত্তে যয়ো স্তস্য ভাবঃ তদ্দুঃখান্তরতা তস্য যো বিতর্কঃ বিশেষানুসন্ধানং তস্য বশগা পরতন্ত্রা সা শুষ্কং বাষ্পং রোদনং যস্যাঃ সা বভূব ॥ ৩৮ ॥

চেষ্টা করিবেন অমনি শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সেই বলরামের সহিত জননীর চরণ প্রান্তে নিপতিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

যখন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ভূতলে জানুদ্বয় রাখিয়া নত হইয়াছিলেন, তৎকালে জননী ব্রজেশ্বরী তাঁহাদের দুই জনকে তুলিয়া, এবং নিজের বক্ষঃস্থলদ্বারা উভয়ের মস্তকদ্বয় আলিঙ্গন করিয়া নয়নাশ্রুধারা এরূপ অধিক মোচন করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে দেবকীপ্রভৃতি রমণীগণ এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন, "এই ক্ষীণাঙ্গী কোথা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া জগৎ ব্যাপ্ত করিবার নিমিত্ত নদীর মত বারংবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে?" ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত জননীর পাদপদ্মে পতিত হইয়া, এবং সাতিশয়

ততশ্চ শুষ্যদ্বদনাং বিলোক্য তাং
বিলোকয়ন্তাবভিতঃ সহোদরৌ।
মাতৃর্মিলন্তাবপরাস্তয়া সহা-
গতাশ্চ তাবার্দ্রয়তামমূং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥

অথ কথমপি ধৈর্য্যং রোহিণীবর্য্যরামা-
স্তনুজনিজননীনামর্জ্জয়িত্বা ক্রমেণ।
অভিনবরুচিশুভ্রে রাঙ্কবে সন্নিবেশং
সপদি বিদধুরাসামাত্মনোপাবিশংশ্চ ॥ ৪০ ॥

ততো রামকৃষ্ণৌ যচ্চক্রতু স্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতি। শুষ্যদ্বদনাং তাং ব্রজেশ্বরীং বিলোক্য সহোদরৌ অভিতঃ সর্ব্বতো বিলোকয়ন্তৌ সন্তৌ তয়া ব্রজেশ্বর্য্যা সহ আগতা যা অপরা তাশ্চ মাতৃর্মিলন্তৌ পুন স্তামমূং ব্রজেশ্বরীং আর্দ্রয়তাং স্নেহরসেন শ্লথাং চক্রতুঃ ॥ ৩৯ ॥

তদনন্তরং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতি। তনোঃ শরীরস্য জনির্জন্ম যাভ্য স্তাশ্চ জনন্যশ্চেতি তাসাং মধ্যে রোহিণী বর্য্যা শ্রেষ্ঠা যত্র তাশ্চ তা রামাশ্চেতি তাঃ কথমপি ধৈর্য্যং ক্রমেণ অর্জ্জয়িত্বা পূর্ব্ববৃত্তান্তানুভবেন অবিদ্যমানমিবাসীতি গম্যতে, রাঙ্কবে মৃষচর্ম্মাসনে আসাং ব্রজেশ্বর্য্যাদীনাং সন্নিবেশং বিদধুঃ। আত্মনা দেহেন উপাবিশন্ উপবেশং চক্রুঃ ॥ ৪০ ॥

রোদন করিয়া, যেন স্বকীয় অবস্থা বর্ষণ করিতে করিতে লোকদিগকে কাঁদাইয়াছিলেন। এই প্রকার ঘটনা ঘটিলে পর, ব্রজেশ্বরী, কৃষ্ণবলরামের রোদনে অত্যন্ত শঙ্কাকুল হইয়া, উভয়ের বিরহদুঃখ অন্তরে থাকাতে, তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে রত থাকিয়া, নেত্র জল শুষ্ক করিয়া ফেলিলেন। ৩৮ ॥

অনন্তর ব্রজেশ্বরীর মুখ শুষ্ক দেখিয়া দুই সহোদর চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে সেই জননীর সহিত আসিয়া অন্যান্য যে সকল জননী ছিল তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই ব্রজেশ্বরীকে স্নেহ-রসে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

যাহা হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়, এইরূপ জননী দিগের মধ্যে রোহিণী-প্রভৃতি শ্রেষ্ঠা রমণীগণ অতিকষ্টে ক্রমে ক্রমে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অভিনবদীপ্তি-

যা আসন্ মাতৃমানিন্যঃ কংসারের্দেবকীমুখাঃ।
যশোদাগ্রে তু তাঃ সর্ব্বাস্তটস্থন্তি স্ম সাম্প্রতম্ ॥ ৪১ ॥
দেবকীপ্রভৃতিমাতৃতা হরৌ গোষ্ঠমাতৃপুরতো বৃথাজনি।
বার্ষিকী যদি ভবেদ্ঘনাবলী সেকপালিভিরলং কৃষিব্রজে ॥ ৪২ ॥

দেবক্যাদিভ্যো ব্রজেশ্বর্য্যা আধিক্যং বর্ণয়তি—যা আসন্নিতি। কংসারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যাঃ মাতৃমানিন্য আত্মানং মাতরং মন্যন্তে দেবকীপ্রধানা তাঃ সর্ব্বা যশোদাগ্রে সাংপ্রতং তটস্থন্তি স্ম উদাসীনা ইব আচরন্তি স্ম ॥ ৪১ ॥

তাদৃশদর্য়তি—দেবকীতি। হরৌ দেবকীপ্রভৃতিষু মাতৃতা যাসীদসৌ গোষ্ঠমাতুঃ পুরতোঽগ্রে বৃথাজনি তত্র দৃষ্টান্তেন সাধয়তি যদি বার্ষিকী বর্ষভবা ঘনাবলী মেঘশ্রেণী ভবেত্তদা কৃষিব্রজে কৃষিসমূহে সেকপালিভিঃ সেচনশ্রেণীভিরলং ব্যর্থম্ ॥ ৪২ ॥

দ্বারা শুক্লবর্ণ মৃগচর্ম্মাসনে শীঘ্র ব্রজেশ্বরীদিগকে উপবেশন করাইয়া ছিলেন, এবং তৎপরে তাঁহারা স্বয়ং উপবেশন করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

যাঁহারা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের জননী বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সেই সকল দেবকী-প্রভৃতি জননীগণ যশোদার সম্মুখে সম্প্রতি যেন তটস্থ উদাসীনের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

দেখুন, শ্রীকৃষ্ণের উপরে যে, দেবকীপ্রভৃতি রমণীগণের মাতৃভাব বিদ্যমান ছিল, তাহা ব্রজেশ্বরীর সম্মুখে বৃথা হইয়াছিল। কারণ, যদি বর্ষাকালীন মেঘরাজি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সমস্ত কৃষিকার্য্যে জলসেক করিবার কোন প্রয়োজন নাই (ক)॥ ৪২ ॥

(ক) পুত্রভাবের প্রতি স্নেহাধিক্যই মূলকারণ। দেহ হইতে জন্ম হইলেই প্রকৃত পুত্র হয় না। যেমন স্তম্ভ হইতে নৃসিংহমূর্ত্তির আবির্ভাব ও স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে ব্রহ্মার নাসাবিবর হইতে বরাহদেবের উৎপত্তি হয়। এখানে স্তম্ভ ও গোপিকার জনক-জননীভাব সামান্য মাত্র। বসুদেব দেবকী ঐরূপ স্তম্ভ বা গোপিকাতুল্য নহেন, কারণ তথায় প্রকাশমাত্র নহে, স্নেহোদয় ও যথেষ্ট সত্তা আছে, কিন্তু তাহা যশোদানন্দাপেক্ষা অল্প। এজন্য স্নেহসাগর নন্দাদির নিকট স্নেহতড়াগ লুক্কায়িত হইল। একথা পূর্ব্বচম্পূর ৩য় পূরণে জন্মপ্রকরণে উক্ত আছে। স্মরণার্থে এখানে পুনরুক্ত হইল। নন্দের পুত্রগত স্নেহে মাধুর্য্যপ্রধান, বসুদেবের স্নেহে ঐশ্বর্য্যপ্রধান, ইহা উত্তরচম্পূর ২৪ পূরণে ১৩নং গদ্যে দ্রষ্টব্য।

জিঘ্রন্তী শিরসী তয়োঃ সুরভিণী বাষ্পেণ চাসিঞ্চতী
মার্জ্জন্তী বদনে দৃগম্বুবলিতে যত্নেন পশ্যন্ত্যপি।
কল্পং চাল্পমিয়ং তু মংস্যত ইতি জ্ঞাত্বা তদা রোহিণী
দেবক্যা সহ নির্ভরাদরতয়া বষ্টি স্ম তামঞ্চিতুম্ ॥ ৪৩ ॥

রুক্মিণ্যাদিবধূভিরঞ্চিতুমমূং পর্য্যাগতাভির্যদা
সার্দ্ধং দেবকদেহজাপ্রভৃতয়স্তদ্বিষ্বগারিপ্সত।
তর্হ্যেতৌ বহিরাগতৌ হরি-বলৌ গোপানশেষাংস্তথা-
তিথ্যেনার্চ্চিতুমত্র তত্র বহুধা তৌ বভ্রমাঞ্চক্রতুঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীব্রজেশ্বর্য্যা রচিতাং লালনাং দৃষ্ট্বা মাতৃম্মন্যানাং কৃত্যং বর্ণয়তি—জিঘ্রন্তীতি। তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ সুরভিণী সুগন্ধবিশিষ্টে শিরসী জিঘ্রন্তী তথা বাষ্পেণ অশ্রুজলেন আসিঞ্চতী তথা দৃগম্বুবলিতে নেত্রজলক্লিন্নে বদনে পশ্যন্ত্যপি মার্জ্জন্তী ইয়ং ব্রজেশ্বরী কল্পং কল্পকালং অল্পং মংস্যতে বর্ত্তমানসামীপ্যে লৃট। ইতি জ্ঞাত্বা তদা দেবক্যা সহ রোহিণী নির্ভরাদরতয়া নির্ভরোঽতিশয়ো য আদরস্তদ্ভাবতয়া তাং ব্রজেশ্বরীমঞ্চিতুং সম্মানয়িতুং বষ্টিস্ম কাময়ামাস ॥ ৪৩ ॥

ততো বৃত্তান্তরং যজ্জাতং তদ্বর্ণয়তি—রুক্মিণ্যাদীতি। যদা দেবকদেহজাপ্রভৃতয়ঃ পর্য্যাগতাভিঃ রুক্মিণ্যাদিবধূভিঃ সার্দ্ধং সহ অমুং ব্রজেশ্বরীমঞ্চিতুং আরাধয়িতুং বিষ্বক্ সর্ব্বতোভাবেন আরিপ্সত আরম্ভং কর্ত্তুমৈচ্ছন্। তর্হি তদা এতৌ হরিবলৌ বহিরাগতৌ সন্তৌ অশেষান্ গোপান্ আতিথ্যেন অর্চ্চিতুমত্র তত্র অস্মিন্ তস্মিন্ স্থলে তৌ বহুধা বভ্রমাঞ্চক্রতুঃ পুনঃপুনঃ অভ্রম্যতাম্ ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণ এবং বলরামের সুগন্ধবিশিষ্ট মস্তকযুগল আঘ্রাণ করিয়া, এবং তাহা নেত্র জলে সিক্ত করিয়া, তৎপরে নেত্রজলার্দ্র মুখদ্বয় দেখিয়া ও তাহা মার্জ্জনা করিয়া, এই ব্রজেশ্বরী কল্পকাল ও অল্প বলিয়া বিবেচনা করিলেন; ইহা জানিয়া, তৎকালে রোহিণী, দেবকীর সহিত সাতিশয় আদর সহকারে সেই ব্রজেশ্বরীকে সম্মান করিতে ইচ্ছা করিয়া ছিলেন ॥ ৪৩ ॥

যৎকালে দেবকীপ্রভৃতি রমণীগণ সমাগতা রুক্মিণীপ্রভৃতি বধূদিগের সহিত ঐ ব্রজেশ্বরীকে আরাধনা করিতে সর্ব্বতোভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তৎকালে ঐ কৃষ্ণ বলরাম বাহিরে আসিয়া সমস্ত গোপদিগকে আতিথ্যসহকারে

স নাসীদ্‌গোষ্ঠজো লোকস্তদাতিথ্যং ন বিদ্যতে।
যং যদপ্যজিতস্তত্র নান্বগচ্ছন্ন্যধত্ত ন ॥ ৪৫ ॥

আস্তাং তাবদ্‌ব্রজপরিষদাং সজ্জনানাং প্রসঙ্গ-
স্তত্রত্যানাং জরদনডুহামপ্যসৌ কেন বর্ণ্যঃ।
লব্ধং লব্ধং কুরুভুবি তদা যানশেষান্ সমন্তাৎ
কৃষ্ণঃ শ্লিষ্যন্নয়নসলিলৈঃ সিক্তমূর্ত্তীংশ্চকার ॥ ৪৬ ॥

তদেবং স্থিতে স্বস্থিতে চ সর্ব্বব্রজজনে পুনর্ব্রজেশ্বরীং পরিষ্বজ্য রজ্যমানমনস্তয়া শ্রীরোহিণী-দেবক্যাবূচতুঃ। তত্র শ্রীরোহিণী-বচনং যথা ;—

গোপানাং সম্মানং বর্ণয়তি—স নাসীদিতি। স গোষ্ঠো গোলোকো ন আসীৎ,যস্য তৎ আতিথ্যং ন বিদ্যতে। যং যস্মাদজিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তত্র কুরুক্ষেত্রে যদপি নাগচ্ছান্নুজগাম, আতিথ্যং ন ব্যধত্ত বিহিতবান্ স গোষ্ঠো গোলোকো নাসীৎ ॥ ৪৫ ॥

তেষাং সম্মাননং ন চিত্রং তত্রত্যপশূনামপি অসাধারণসম্মানং বর্ণয়তি—আস্তামিতি। ব্রজপরিষদাং ব্রজবাসিনাং তত্রত্যানাং ব্রজোদ্ভবানাং জরদনডুহাং বৃদ্ধবৃষাণামপি অসৌ প্রসঙ্গঃ কেন বর্ণ্যতাং। যস্মাত্তদা কুরুক্ষেত্রে সমন্তাৎ যানশেষান্ সমগ্রান্ লব্ধ্বা লব্ধ্বা শ্লিষ্যন্ গলদেশে আলিঙ্গন্ অশ্রুজলৈঃ সিক্তা মূর্ত্তয়ো দেহা যেষাং তথা চকার ॥ ৪৬ ॥

নন্থ, ব্রজেশ্বর্যাঃ সম্মিলনে শ্রীরোহিণীদেবক্যোঃ কিমপি ন বৈশিষ্ট্যং বর্ণিতং, তৎ কথয়েত্য-

---

অর্চ্চনা করিতে ইতস্ততঃ অনেকবার পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

গোষ্ঠের মধ্যে এমন কোন লোক ছিলনা, যাহার আতিথ্য হয় নাই। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ সেই কুরুক্ষেত্রে যাঁহার অনুগমন করেন নাই, এবং যেরূপ আতিথ্য করেন নাই, এরূপ ব্রজবাসীলোক কেহই ছিলনা ॥ ৪৫ ॥

ব্রজবাসী সজ্জনদিগের প্রসঙ্গ এখন দূরে থাক। ব্রজবাসি-বৃদ্ধ বৃষদিগেরও প্রসঙ্গকে বর্ণন করিতে পারে ? । কারণ, শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে কুরুক্ষেত্রের চারিদিকে ঐ সমস্ত বৃদ্ধবৃষদিগকে পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া এবং তাহাদের গলদেশে আলিঙ্গন করিয়া নেত্রজলে উহাদের দেহ সিক্ত করিয়া ছিলেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব এইরূপ ঘটিলে, এবং সমগ্র ব্রজবাসীলোকগণ নিরুদ্বেগ হইলে,

অয়ি (ক) ব্রজেশ্বর্য্যাবয়োরেকাপি কানুজ্মিতপ্রেমসম্পত্ত্যো-র্দ্দম্পত্যোর্ব্বাং মৈত্রীমৈন্দ্রসম্পদনুগমে সম্প্রত্যাপি নানুসন্দধীত। যস্যাঃ প্রত্যুপকারকোটয়োঽপি ন সমকোটয়ো ভবন্তীতি ॥৪৭॥

অথ সরলয়া দেবক্যা বচনং যথা—যতঃ স্বজন্মতএব চিরমপরিচিতপিতৃকাবিমৌ ধর্ম্মান্মাতরাপিতরতাং প্রপদ্য পক্ষ্মবলয়াভ্যামক্ষিগোলকাবিব যুবাভ্যাং পালিতৌ নাদ্যাপি তাদৃশা-

পেক্ষায়াং বর্ণয়তি—তদেবামিতিদদ্যেন। স্বস্থিতে উদ্বেগেন রহিতে শ্রীরোহিণীদেবক্যৌ পুন-র্ব্রজেশ্বরীং পরিষজ্য রজ্যমানমনস্তয়া রজ্যমানমনুরক্তং মনো যয়োঃ তদ্ভাবতয়া উচতুঃ। তত্রাদৌ রোহিণীবাক্যং বর্ণয়তি অয়ীতি। অয়ি কোমলসম্বোধনে। অয়ি! ব্রজেশ্বরি! আবয়োর্ম্মধ্যে একাপি কা অনুজ্ঝিতা ন ত্যক্তা প্রেমসম্পত্তির্যাভ্যাং তয়োর্দ্দম্পত্যোর্ব্বাং যুবয়োর্মৈত্রীং সম্প্রত্যপি ঐন্দ্রসম্পদনুগমে ইন্দ্রসম্পত্ত্যনুভবেঽপি নানুসন্দধীত অনুসন্ধানং ন কুর্য্যাৎ। যস্যা স্তব সম্বন্ধে প্রত্যুপকারকোটয়োঽপি সমকোটয় স্তুল্যসংখ্যা ন ভবন্তীতি ॥ ৪৭ ॥

দেবক্যাঃ সারল্যবাক্যং বর্ণয়তি—যত ইতিগদ্যেন। স্বজন্মত এব ইমৌ রামকৃষ্ণৌ চিরং অপরিচিতৌ পিতরৌ যয়ো স্তৌ ধর্ম্মাৎ ধর্ম্মমাশ্রিত্য যুবাং প্রতি মাতরপিতরতাং প্রপদ্য সমাশ্রিত্য পক্ষ্মবলয়াভ্যাং পক্ষ্ম নেত্রলোম তদেব বলয়ং মণ্ডলং তদ্রূপাভ্যাং যথা অক্ষিগোলকৌ নেত্ররন্ধ্রে

পুনর্ব্বার ব্রজেশ্বরীকে আলিঙ্গন করিয়া, অনুরক্ত চিত্তের সহিত শ্রীরোহিণী এবং দেবকী বলিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে রোহিণীর বাক্য বর্ণিত হইতেছে, যথা—হে ব্রজেশ্বরি! তুমি এবং তোমার পতি ব্রজরাজ, এই দম্পতি প্রেম সম্পত্তি পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব আমাদের দুইজনের মধ্যে এক জনও ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিলেও এক্ষণে তোমাদের দুই জনের সহিত কি বন্ধুত্ব লাভের অনুসন্ধান করিবেন, অর্থাৎ ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্যও তোমার সম্বন্ধজনিত সৌহার্দ্দের সদৃশ হইতে পারে না। কারণ, তোমার কোটি কোটি প্রত্যুপকারও জগতে কাহারও তুল্য নহে, এবং তাহার তুল্য সংখ্যা অতীব বিরল ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর সরলা দেবকীর বাক্য বর্ণিত হইতেছে; যথাঃ—কারণ জন্মাবধিই চিরকাল পর্য্যন্ত এই বালকদ্বয়ের পিতা মাতার সহিত পরিচয় নাই। এই দুই ভ্রাতা ধর্ম্মানুসরণ করিয়া তোমাদের দুই জনের উপর মাতৃভাব এবং পিতৃভাব

(ক) অপি ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

ন্মনসশ্চালিতৌ। তত্র চ পরপুত্রতয়া নিশ্চিতেঽপি রামে ন বামমাচরিতং। ন হি সতাং পরস্বব্যবহারপরতা সম্ভবতীতি ॥ ৪৮ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—অথ কিং বিচারিতং? ব্রজেশ্বর্য্যা কিং বা বাঢ়মুত্তরিতং? ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ—ন কিমপি ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—কস্মাদিব? ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ—সা খলু চিরতৃষ্ণয়া কৃষ্ণমুপলভ্য সুখস্তভ্যমানসর্ব্ববৃত্তিস্তৎকথমন্যদনুসন্দধীত,যেন বিচারাদিকং সন্দধীত ॥

পালিতৌ রক্ষিতৌ তথা যুবাভ্যাং ইমৌ পালিতৌ অদ্যাপি তাদৃশাৎ স্নেহপ্রক্ষিতা ন মনসঃ সকাশাৎ ন চালিতৌ তত্রচ রামকৃষ্ণয়োর্ম্মধ্যে পরপুত্রতয়া নিশ্চিতেঽপি রামেণ বামং প্রতিকূলং নাচরিতং তত্র হেতুং নির্দ্দিশতি—হি যতঃ সতাং পরস্বব্যবহারতা ভিন্নাত্মীয়ব্যবহারতা ন সম্ভবতি ॥ ৪৮ ॥

তয়োর্ব্বাক্যং শ্রুত্বা ব্রজেশ্বরী কিং কৃতবত্যপেক্ষায়াং স্নিগ্ধকণ্ঠমধুকণ্ঠয়োর্ব্বাক্যং বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। বাঢং ততঃ স্বীকারেণ উত্তরিতং কিং প্রত্যুত্তরং দত্তং। মধুকণ্ঠ উবাচ—ন কিমপি প্রত্যুত্তরং দত্তং। স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—কস্মাদিব নোত্তরিতং। মধুকণ্ঠ উবাচঃ—সা ব্রজেশ্বরী চিরতৃষ্ণয়া সুখেন ন স্তভ্যমানা স্তম্ভিতা সর্ব্ববৃত্তির্যস্যাঃ সা অন্যৎ তাদৃশবাক্যং অনুসন্দধীত

অবলম্বন করিয়াছে। মণ্ডলাকার নেত্রলোম যেরূপ নেত্ররন্ধ্র রক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ তোমরা স্ত্রীপুরুষে এই দুই বালককে পালন করিয়াছ। অদ্যাপি দুই ভাই ঐরূপ স্নেহ পূর্ণ মন হইতে বিচালিত হয় নাই। এই কৃষ্ণ বলরামের মধ্যে পর-পুত্র রোহিণী-নন্দন বলিয়া বলরাম স্থিরীকৃত হইলেও কোনও প্রতিকূল বিষয়ের অনুষ্ঠান করা হয় নাই। কারণ, সাধুদিগের "ইহা পর, ইহা আত্মীয়" এইরূপ ব্যবহারের সম্ভাবনা নাই ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল,তথায় ব্রজেশ্বরী কিরূপ বিচার করিয়াছিলেন, এবং কি রূপই বা স্বীকার পূর্ব্বক উত্তর দিয়াছিলেন? মধুকণ্ঠ বলিল, কিছুই নহে। স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিল, কি হেতু। মধুকণ্ঠ বলিল, কারণ, সেই ব্রজেশ্বরী

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—পুনরপ্যেতাদৃশপ্রসঙ্গঃ সঙ্গতিমবাপ্নোতি স্ম বা ? ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ—নহি নহি ; যতো রোহিণী হি তৎপ্রতি-রোধিণী বভূব ॥ ৪৯ ॥

তত্তদপ্যাস্তাং, যতঃ ;—

যস্য স্বানুভবঃ সদা ন বলতে যস্মিন্ স তত্র স্ফুটং
শৃণ্বন্নন্যবচঃপ্রচারমপরং সন্দিহ্য বিক্ষুভ্যতি।
শ্রীগোপাধিপদম্পতী কথমমূ স্বত্রাপি কৃষ্ণেঽপি তান্
ভাবানাং বলয়ানধীত্য বলবদ্ভাবান্তরং গচ্ছতাম্ ॥ ৫০ ॥

অনুসন্ধানং কুর্য্যাৎ, যেন বিচারাদিকং সন্দধীত আলোচয়েৎ, স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—এতাদৃশপ্রসঙ্গঃ সঙ্গতিং সামঞ্জস্যং অবাপ্নোতি স্ম অবাপ ন বা। মধুকণ্ঠ উবাচ—নহি নহি সঙ্গতিং নাপ। হি নিশ্চিতং তৎপ্রতিরোধিনী তাদৃশসঙ্গত্যা নিবারিকা তত্তদপি তাদৃশবাক্যমপি ॥ ৪৯ ॥

যতো ব্রজরাজদম্পত্যোঃ স্বাভাবিকো ভাবঃ কদাপি ন চাবতে ইতি বর্ণয়তি—যস্যেতি। যস্মিন্ বস্তুনি যস্য জনস্য স্বানুভবঃ সদা ন বলতে ন জাগর্ত্তি, স জন স্তত্র বস্তুনি অন্যবচঃপ্রচারং

চিরকাল বাসনা করিয়া কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই হেতু তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি সুখভরে নিশ্চল হইয়া আছে। অতএব এখন কি উপায় করিয়া তিনি অন্য বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে পারিবেন, যাহাতে তাঁহার অন্য বিষয়ের অনুসন্ধান থাকিতে পারে, স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিল, পুনর্ব্বার কি এইরূপ প্রসঙ্গ সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, না হয় নাই;। মধুকণ্ঠ কহিল, না, না, যেহেতু রোহিণীই তাদৃশ সামঞ্জস্যের নিবারণ করিয়াছিলেন; অতএব তত্তৎবাক্য এখন থাক ॥ ৪৯ ॥

কারণ, যে জনের যে বস্তুতে স্বকীয় অনুভব সর্ব্বদা জাগরিত হয় না, সেই জন সেই বস্তুতে প্রকাশ্যে বিরুদ্ধ বাক্যের প্রচার হইয়াছে শুনিয়া, যথার্থ বিপরীত

সম্প্রতি তু পশ্য পশ্য ;—

হরিমনু পিতৃতাভিমানঃ শূরজদেবকতনূজয়োর্যঃ প্রাক্।
অমুমুৎক্রময়ন্ স পুন, র্ব্রজনরপত্যোর্ম্মুদং দুগ্ধে ॥ ৫১ ॥

বিরুদ্ধবাক্যপ্রচারং স্ফুটং শৃণ্বন্ অপরং যথার্থবিপরীতং সন্দিহ্য বিক্ষুভ্যতি ক্ষোভং প্রাপ্নোতি। অতঃ শ্রীগোপাধিপদম্পতী ব্রজেশ্বরৌ স্বত্রাপি স্বকীয়েঽপি কৃষ্ণে ভাবানাং তান্ বলমান্ সমূহান্ অধীত্য অধিগম্য কথমমূ বলবদ্ভাবান্তরং শ্রীকৃষ্ণে স্বপুত্রবুদ্ধিরাহিত্যং গচ্ছতাং। শ্রীকৃষ্ণোঽয়ং আবয়োরেব পুত্র ইতি স্বানুভববস্তু সদা জাগরিতত্বাৎ, এতয়োর্ভাবান্তর-প্রবেশো ন বলতে ইতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

নিগময়তি—হরিমিতি। শূরজো বসুদেবঃ, দেবকতনূজা দেবকী তয়োঃ হরিমনু কৃষ্ণং লক্ষীকৃত্য প্রাক্ পূর্ব্বে যঃ পিতৃতাভিমান আসীৎ ব্রজনরপত্যো র্ব্রজেশ্বরযোঃ স পিতৃতাভিমানোঽমুং বসুদেবদেবক্যোঃ তমভিমানং উৎক্রময়ন্ সঙ্কোচয়ন্ ব্রজরাজয়োর্মুদং হর্ষং দুগ্ধে পূরয়তি ॥ ৫১ ॥

সন্দেহ করিয়া ক্ষোভান্বিত হইয়া থাকে। অতএব ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরী, নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণের উপরেও ভাবসমূহ অবগত হইয়া কিরূপে প্রবল ভাবান্তর, (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজপুত্র নহে, এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি) ধারণ করিতে পারিবেন ?। ইহার তাৎপর্য্য এই, এই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাদের উভয়ের পুত্র, এইরূপ স্বীয় অনুভব সর্ব্বদা জাগরূক থাকাতে ইহাঁদের ভাবান্তরের উদয় হইতে পারে না ॥ ৫০ ॥

এক্ষণে দেখুন দেখুন ; পূর্ব্বে যে বসুদেব এবং দেবকীর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে "আমি পিতা এবং আমি মাতা" বলিয়া অভিমান হইয়া ছিল ; ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরীর "আমি পিতা এবং আমি মাতা" এইরূপ অভিমান বসুদেব এবং দেবকীর ঐরূপ অভিমান সঙ্কুচিত করিয়া শেষে ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরীর আনন্দ পূর্ণ করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

ইতি ব্রজরাজ-সভায়াং কথয়িত্বা রহসি রাধামাধব-সদসি মধুকণ্ঠ উবাচ—তদেবং পরস্পরপ্রেমসম্মদশতেন (ক) তস্মিন্দিবসে গতে শ্রীব্রজেশ্বরাদিব্রজজনে কৃতনিজনিজবাসমজ্জনে, নিদ্রয়া সর্বত্র নির্জনে চ জন্যমানে স খলু জনার্দ্দনঃ স্বপ্রেয়সীজনানাং লব্ধসুখসদুদ্ধবহলভৃদুদ্ধবরচিতসুচিতমেকান্তাবাসমাসসাদ ॥ ৫২ ॥

তত্র তাসাং (খ) তত্রাবস্থিতির্যথা ;—

তীব্রং মিমীলুরভিতঃ পুনরুন্মিমীলু-
রুচ্চৈর্মুমূর্চ্ছুরতিচেলুরথাশ্রমূহুঃ।
যাতাঃ কুরোর্ভুবি হরিং দৃশি লব্ধুমুক্তা
হা! সোনিরে ব্রজরমাঃ ক্ষণমত্র কল্পম্ ॥ ৫৩ ॥

তদেবং দিবাকথাং সমাপ্য রাত্রৌ কথিতাং কথাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—ইতীতিগদ্যেন। তন্মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। পরস্পরেষাং প্রেমসম্মদশতেন প্রেমসুখশতেন কৃতনিজনিজবাসমজ্জনে কৃতং নিজনিজবাসে মজ্জনং প্রবেশনং যস্য তস্মিন্ জন্যমানে জায়মানে, স জনার্দ্দনঃ স্বপ্রেয়সীজনানাং শ্রীরাধাদীনাং একান্তবাসং নির্জনবাসং আসসাদ প্রাপ, তং কিম্ভূতং লব্ধঃ সুখেন সহ সন্ প্রশস্ত উদ্ধব উৎসবো যাভ্যাং তৌ চ তৌ হলভৃদুদ্ধবৌচেতি তাভ্যাং রচিতং অতএবোচিতং যোগ্যম্ ॥ ৫২ ॥

তদা তাসাং তত্রাবস্থানং বর্ণয়তি—তীব্রমিতি। কুরোর্ভুবি হরিং দৃশি চক্ষুষি লব্ধং হেতোঃ

মধুকণ্ঠ এইরূপে ব্রজরাজের সভায় কথা বলিয়া, নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকার সভায় বলিতে লাগিল। অতএব এইরূপে পরস্পরের অসীম প্রেমানন্দদ্বারা সেই দিবস গত হইলে, শ্রীব্রজরাজপ্রভৃতি ব্রজবাসিজনগণ স্ব স্ব আবাসে প্রবেশ করিলে এবং নিদ্রাদ্বারা সকল স্থান জনশূন্য হইলে, সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি স্বকীয় প্রেয়সীদিগের নির্জ্জন বাসভবনে গমন করিলেন। ঐ বাসস্থান প্রশস্ত সুখপূর্ণ উৎসবে মগ্ন হইয়া বলরাম এবং উদ্ধব নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই ঐ বাসস্থান সমুচিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৫২ ॥

তথায় ব্রজাঙ্গনাদিগের অবস্থান বর্ণিত হইতেছে, যথা :—ব্রজবাসিগণ স্বচক্ষে

(ক) সম্মর্দ্দশতেন ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।
(খ) তত্র তাসামবস্থিতির্যথা। ইতিমাণ্ডপাঠঃ।

তস্য তু সমাসক্তির্যথা ;—

উদ্ধবং বিনিদধন্নিজাগ্রতো মন্দমন্দমুদয়ন্ ঘনাগমঃ।
গোপিকানিচিতিচাতকাবলীমন্বজীবয়দসৌ মুরান্তকঃ॥ ৫৪॥

তত্র চ ;—

কৃশা মলিনিমস্তৃতাঃ প্রতনজীর্ণবস্ত্রাবৃতা
বিকীর্ণকচকাচিতাক্লান্তমুখীঃ স পশ্যন্নমূঃ।
বিঘূর্ণ্য দধদুদ্ধবং ক্ষণশতং (ক) ধৃতাস্রস্তদা
কদাহমিহ কঃ কথং কিমিদমিত্যজানন্ন হি॥ ৫৫॥

ব্রজরমাঃ তীব্রমতিশয়ং যথা স্যাত্তথা নিমীলুঃ নিমীলিতাঃ, পুনরুন্মীলিতাঃ, ততো মুমূর্চ্ছুঃ উচ্চৈর্মূর্চ্ছিতাঃ। অথ অতিচেলু বেগেন গতাঃ, অস্রং উহুঃ রুরুদুঃ এবমুৎসুকাঃ সত্যঃ ক্ষণং কালং কল্পং মেনিরে॥ ৫৩॥

শ্রীকৃষ্ণস্য তাসাং সমাসক্তিং বর্ণয়তি—উদ্ধবমিতি। উদ্ধবং নিজাগ্রতো বিদধৎ মন্দমন্দং ঘনাগমো মুরান্তকঃ কৃষ্ণ উদয়ন্ গোপিকানিচিতিচাতকাবলীং গোপিকাসংহতিরেব চাতকাবলী চাতকশ্রেণী তামন্বজীবয়ৎ প্রীণিতবান্, মুরান্তকস্য ঘনাগমরূপকেণ তৎ সঙ্গম্য বারিবর্ষণরূপাঙ্গং ব্যঞ্জিতম্॥ ৫৪॥

তথাভূতা স্তা দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণস্য যা বিক্লবতাভূত্তাং বর্ণয়তি—কৃশা ইতি। স কৃষ্ণোঽমূর্গোপিকাঃ পশ্যন্ বিঘূর্ণ্য উদ্ধবং দধৎ ধারয়ন্ ক্ষণশতং ব্যাপ্য ধৃতাস্রঃ ধৃতমস্রং নেত্রজলং যেন স তদা কদাহং

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পাইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া অতিশয় নিমীলিত হইয়াছিল, পুনর্ব্বার উন্মীলিত হইয়াছিল, তৎপরে সমধিক মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, অনন্তর অতিবেগে গমন করিয়াছিল, রোদন করিয়াছিল; হায়! এইরূপে তাহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া এক মুহূর্ত্তকালকে কল্পকালের তুল্য বিবেচনা করিয়াছিল॥ ৫৩॥

শ্রীকৃষ্ণের মিলন বর্ণিত হইতেছে। যথা :—উদ্ধবকে আপনার অগ্রে করিয়া; শ্রীকৃষ্ণরূপ-মেঘ মন্দ মন্দ উদিত হইয়া গোপীশ্রেণীরূপ চাতকীদিগকে জীবিত বা তুষ্ট করিয়াছিলেন॥ ৫৪॥

তৎকালে গোপীগণ কৃশাঙ্গী হইয়াছিল। মালিন্যদ্বারা সমগ্রদেহ ব্যাপ্ত হইয়া-

(ক) ক্ষতশতমিতি ৰাঙ্গপাঠঃ।

অথ দীর্ঘরাত্রেণ তস্য গাত্রে তাসাং নেত্রপাত্রে সতি কিমিব বিবরণীয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

যতঃ—

চাতুরক্ষ্যমভবদ্‌যদা হরের্গোপিকাভিতস্তদা দ্রুতম্।
চিত্তমক্ষিযুগমপ্যমূদৃশাং হন্ত! হন্ত! জড়বদ্‌ব্যজায়ত ॥৫৭॥

আগতঃ ইহ কোঽহং কথং কিং প্রকারকঃ কিমিদং জাতং ইতি নহি অজ্ঞানং জ্ঞাতবান্। অমূঃ কিম্ভূতাঃ কৃশাঃ মলিনিম্না স্মৃতা ব্যাপ্তাঃ প্রত্নজীর্ণবস্ত্রাবৃতাঃ প্রত্নং পুরাতনং জীর্ণঞ্চ যদ্‌বস্ত্রং তেনাবৃতাঃ বিকীর্ণকচকাচিতাক্রমমুখীঃ বিকীর্ণা অবদ্ধা যে কচকাঃ স্বার্থে কঃ। কেশা স্তৈরাচিতা ব্যাপ্তা অক্রিতি র্নসো নেত্রাদি যত্র এবম্ভূতং মুখং যাসাং তাঃ ॥ ৫৫ ॥

তদা তাসাং ভাবোদ্রেকং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তস্য কৃষ্ণস্য তাসাং গোপীনাং নেত্রাণাং পাত্রে আধারে গাত্রে সতি। ৫৬ ॥

তমনির্ব্বচনীয়ভাবং বর্ণয়তি—চাতুরক্ষ্যমিতি। চতুর্ণামক্ষ্ণাং সমাহার স্তস্য ভাবশ্চাতুরক্ষ্যং, যদা হরের্গোপিকাভিঃ সহ অতিতশ্চাতুরক্ষ্যং অভবৎ, তদা দ্রুতং শীঘ্রং অমূষাং চিত্তমক্ষিযুগমপি জড়বৎ বৃত্তিরহিতং ব্যজায়ত ॥ ৫৭ ॥

ছিল। তাহারা পুরাতন এবং জীর্ণবসন পরিধান করিয়াছিল। তাহাদের মুখে সর্ব্বস্থানে, অর্থাৎ নাসিকায় এবং চক্ষুঃপ্রভৃতি স্থানে আলুলায়িত কেশকলাপ পতিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ-রূপ অবস্থাপন্ন গোপীদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া, ঘূর্ণিত হইয়া উদ্ধবকে ধারণ করিলেন। তৎপরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নেত্রজল ধারণ করিয়া তিনি "কখন আমি আসিয়াছি, এই স্থানে আমি কেন? কি কার্য্য করিতেছি, এবং ইহা কি ঘটিয়াছে" ইত্যাদি বিষয়ের কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর অনেক রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের দেহে ব্রজবধূদিগের দৃষ্টিপাত হইলে, (যে ভাব হইল) তাহার আর কি বর্ণনা করা যাইবে ॥ ৫৬ ॥

কারণ, যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গোপীদিগের সহিত চারিদিকেই চারিচক্ষু এক হইল, সেই সময়ে গোপীদিগের হৃদয় এবং নেত্রযুগল তৎক্ষণাৎ জড়ের মত হইয়া উঠিল ॥ ৫৭ ॥

যস্যালোকে নিমিমপি নিমেষাধিকারীতি শেপু-
স্তাবন্মাত্রং বিরহমনু যা বীথয়ো গোপিকানাম্।
তা স্তং বীক্ষ্য প্রচুরবিরহ-জ্বালয়া লব্ধতৃষ্ণা
যামাসেদুঃ প্রমদবিকৃতিং বক্তুমীশীত কস্তাম্ ॥ ৫৮ ॥
উৎকণ্ঠাভিঃ সপদি শকটারোহণে প্রাপ মোহম্
রাধা যদ্বৎ কুরুভুবি তথাবস্থমেষা বিবেশ।
কিন্তু শ্রীমান্ জয়তি সুরভিঃ শ্রীহরের্যঃ পরাভি-
র্গোপস্ত্রীভিঃ সমমরচয়ত্তামমুং বীক্ষ্যমাণাম্ ॥৫৯॥

কিঞ্চ, যা গোপিকানাং বীথয়ঃ শ্রেণ্যঃ তাবন্মাত্রং বিরহমনু বিরহস্য পশ্চাৎ যস্য কৃষ্ণস্য আলোকে দর্শনে নিমিং রাজানমপি নিমেষাধিকারী ইতি হেতোঃ শেপুঃ শাপং দদুঃ, তা গোপ্যঃ প্রচুরবিরহজ্বালয়া লব্ধতৃষ্ণাঃ সত্যঃ তং বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা যাং প্রমদাবিকৃতিং আনন্দবিকারং আসেদুঃ প্রাপুঃ স্তাং বক্তুং কো জন ঈশীত সমর্থো ভবেৎ, অনির্বচনীয়ত্বান্ন কোঽপি ॥ ৫৮ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণস্য পরাসাং গোপীনাঞ্চ প্রেমবিকৃতিং বর্ণয়তি—উৎকণ্ঠাভিরিতি। সপদি তৎক্ষণে রাধা উৎকণ্ঠাভিঃ শকটারোহণে যদ্বন্মোহং প্রাপ, এষ শ্রীকৃষ্ণ স্তদ্বৎ তথাবস্থং মোহং আবিবেশ। সঃ পাদপূরণে, "সৈষ দাশরথী রামঃ সৈষ রাজা যুধিষ্ঠির" ইতিবৎ। কিন্তু শ্রীহরেঃ শ্রীমান্ সুরভির্গাত্রসৌগন্ধ্যং জয়তি, যঃ সুরভিঃ অমুং কৃষ্ণং বীক্ষ্যমানাং তাং রাধাং পরাভির্গোপস্ত্রীভিঃ সমং তামরচয়ৎ, তাঃ সর্ব্বা মোহং প্রাপুরিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

অপিচ যে সকল গোপীশ্রেণী তাবৎকালমাত্র বিরহের অনন্তর যাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) দর্শনে নিমিরাজাকেও নিমেষের অধিকারী বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন, সেই সমস্ত গোপীগণ, সমধিক বিরহ যাতনায় সাতিশয় লালসা করিয়া, যাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) দেখিয়া, যেরূপ আনন্দ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, অনির্ব্বচনীয় বলিয়া সেই আনন্দ বিকার বলিতে কোন্ জন সমর্থ হইতে পারে? ॥৫৮॥

সেই সময়ে রাধিকা যেরূপ উৎকণ্ঠার সহিত শকটে আরোহণ করিতে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মনোহর গাত্র সৌরভ উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। এই গাত্রের সৌরভ, রাধিকা যখন কৃষ্ণ দর্শন করেন, তখন সমস্ত গোপাঙ্গনাদিগকেও মোহিত করিয়াছিল ॥ ৫৯ ॥

স্তম্ভঃ স্বেদঃ পুলকবলনা গদ্গদং কম্পসম্প-
দ্বৈবর্ণ্যশ্রীর্নয়ন-সলিলং সর্ব্ববুদ্ধিপ্রমোষঃ।
এতে ভাবা ব্যতিমিলনজা রাধিকা-কৃষ্ণয়োর্যে
তে সর্ব্বাসামপি সবয়সাং ব্যাপকাঃ সম্বভূবুঃ ॥৬০॥

অথ লব্ধদুঃখসম্পদুদ্ভবঃ কথমপ্যুদ্ধবশ্চিরাদুভয়ত্র চ তত্র সান্ত্বনয়া প্রণয়াদ্বিনয়াদপি পরস্পরমভিমুখতয়া সমুপবেশ-মানিনায়।

ততশ্চ তাসু কৃষ্ণস্য চরণমাত্রং তৃষ্ণয়া ক্ষোভাবিলগাত্রম্ পশ্যন্তীষু বহির্নির্গচ্ছদন্তর্ব্বাষ্পতয়া কান্তিবলনাদ্ভ্রশ্যন্তীষু চ স তু

শ্রীরাধায়া ভাববৃন্দানি অন্যাসু নিদিশতি—স্তম্ভ ইতি। স্তম্ভো জড়তা, স্বেদো ঘর্ম্মঃ, পুলকবলনা পুলকশ্রেণী, গদ্গদং স্বরভঙ্গঃ, কম্পসম্পৎ কম্পোৎকর্ষঃ, নয়নসলিলমশ্রু, বৈবর্ণ্যশ্রীর্বৈবর্ণ্যাশোভা কান্তিমালিন্যমিত্যর্থঃ। সর্ব্ববুদ্ধিপ্রমোষো মোহ ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাভাবা যে রাধাকৃষ্ণয়োর্ব্যতি-মিলনজাঃ পরস্পরস্য মিলনেন সঞ্জাতা স্তে অষ্টৌ ভাবাঃ সর্ব্বাসামপি সবয়সাং সখীনাং ব্যাপকাঃ সম্বভূবঃ স্তৈর্ব্যাপ্তা বভূবুঃ ॥ ৬০ ॥

তদেবং সদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথ লব্ধেতিগদ্যেন। লব্ধোঃ দুঃখসম্পদামুদ্ভবো যস্য সঃ, উভয়ত্র গোপীষু কৃষ্ণেচ অভিমুখতয়া সম্মুখতয়া সমুপবেশং সহাবস্থানং আনিনায় প্রাপয়ামাস। ক্ষোভা-বিলগাত্রং ক্ষোভেণ আবিলমনির্ম্মলং গাত্রং যত্র তদ্যথা স্যাৎ তথা কৃষ্ণস্য চরণমাত্রং পশ্যন্তীষু বহির্নিগচ্ছৎ অন্তর্বাষ্পঃ যাসাং তদ্ভাবতয়া কান্তিবলনাৎ কান্তিপ্রকাশনাৎ ভ্রশ্যন্তীষু

জড়তা, ঘর্ম্ম, রোমাঞ্চ-শ্রেণী, স্বরভঙ্গ, কম্পের উৎকর্ষ, অশ্রুপাত, কান্তিমালিন্য এবং সমস্ত বুদ্ধিনাশ অর্থাৎ মোহ, পরস্পরের মিলনে কৃষ্ণ রাধিকার এই যে আট প্রকার সাত্ত্বিকভাব উৎপন্ন হইয়াছিল, এই আট প্রকার সাত্ত্বিকভাবে সমস্ত সহ-চরীগণও ব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৬০ ॥

অনন্তর উদ্ধব দুঃখের সম্পত্তিলাভ করিয়া অতিকষ্টে বহুক্ষণের পর শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি প্রণয় এবং বিনয়-পূর্ব্বক পরস্পরেরর সম্মুখে উপবেশন করাইলেন ॥

তৎপরে সেই সকল গোপীগণ, ক্ষোভদ্বারা মলিন দেহে একান্ত লালসার সহিত

করুণাময়ঃ, কথঞ্চিন্মার্জ্জিতবাষ্পতার্জ্জিতসময়ঃ (ক) শনৈঃ সনৈপুণ্যমমূঃ প্রসাদয়ামাস ॥ ৬১ ॥

যথা।—

হরিরালিঙ্গশ্চুম্বন্নশ্রু বিলুম্পন্ শিবং পৃচ্ছন্।
ব্রজসরসীরুহনেত্রাঃ কুরুভুবি বিজনে সসান্ত্বমস্তৌষীৎ ॥৬২॥

তচ্চ যথা।—

কান্তাঃ কান্তপ্রথমবিরহাদেব তান্তা (খ) নিতান্তং
দেহস্যান্তং বত ! বিতনুতে তত্তু নাত্যন্তচিত্রম্।
নৈরন্তর্য্যান্মদর্তিবিযুতেঃ ক্লান্তবন্তং পতন্তম্
তং রক্ষন্তীর্ম্মদনুগতয়ে সন্ততং হন্ত ! নৌমি ॥ ইতি ॥৬৩॥

বিচ্যুতাসু সতীষু, সতু করুণাময়ঃ কৃষ্ণঃ কথঞ্চিৎ মার্জিতবাষ্পতার্জিতসময়ঃ মার্জিতং বাষ্পং যেন তস্য ভাবঃ মার্জিতবাষ্পতা তস্যাং অর্জিতো যত্নবিষয়ঃ সময়ঃ কালো যস্য সঃ, সনৈপুণ্যং যথা স্যাৎ তথা অমূঃ গোপীঃ প্রসাদিতবান্ ॥ ৬১ ॥

তৎপ্রসাদনং বর্ণয়তি—হরিরিতি। কুরুক্ষেত্রে নিজনে ব্রজসরসীরুহনেত্রাঃ গোপীঃ কৃষ্ণ আলিঙ্গন্ চুম্বন্ অশ্রুবিলুম্পন্ মোচয়ন্ শিবং মঙ্গলং পৃচ্ছন্ সসান্ত্বং সান্ত্বনাসহিতং অস্তৌষীৎ তুষ্টাব ॥ ৬২ ॥

তৎস্তবনপ্রকারং বর্ণয়তি—কান্তা ইতি। হে কান্তাঃ ! কান্তস্য মম প্রথম বিরহাদেব তান্তং

শ্রীকৃষ্ণের চরণমাত্র দর্শন করিলে, এবং অন্তরের নেত্রজল বাহিরে নির্গত হওয়াতে কান্তিপ্রকাশ হেতু পরিচ্যুত হইলে, সেই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ অতিকষ্টে নেত্রজল মার্জ্জন করিবার সময় প্রাপ্ত হইয়া, নিপুণতার সহিত ঐ সকল গোপীদিগকে প্রসন্ন করিলেন ॥ ৬১ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ, নির্জ্জন কুরুক্ষেত্রে ব্রজের কমললোচনা গোপাঙ্গনাদিগকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া, অশ্রুজল মুছাইয়া এবং কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

যথা :—হে প্রেয়সীগণ ! আমার প্রথম বিরহ হইতেই অত্যন্ত কষ্টের সহিত

(ক) কথঞ্চিন্মার্জ্জিতসময়ঃ। ইতি গৌরপাঠঃ।

(খ) তান্তমিতি টীকাকারধৃতপাঠঃ।

অথ কথং কেবলমাত্মদৃষ্ট্যা কষ্টং লম্ভমানাঃ স্থ মাং কথং ন পশ্যথেতি বদন্ পুনর্ব্বদতি স্ম ॥ ৬৪ ॥

সর্ব্বে বদন্তু মম রূপমিদং পুরাব-
ত্তত্তদ্গুণৈর্ব্বিলসতীতি তু মন্দদৃষ্ট্যা।
দিষ্ট্যা বিলোকয়থ মাং ব্রজচারুনেত্রা
রাসাদিকেলিকলিতা রুচিরত্র কুত্র ॥ ৬৫ ॥

ক্লান্তং যথা স্যাৎ তথা নিতান্তং, বতেতি খেদে। দেহস্যান্তং বিতনুতে, তত্তু ন অত্যন্তচিত্রং অতিশয়বিস্ময়কং ন কিন্ত্বেতদত্যন্তচিত্রং যৎ মদতিবিযুতে র্মম অতিশয়বিচ্ছেদনৈরন্তর্য্যাৎ ক্লান্তবন্তং বিক্লবিনং পতন্তং তং দেহং মদনুগততয়ে মম প্রাপ্তয়ে রক্ষন্তী যুষ্মান্ সন্ততং সদা নৌমি স্তৌমি ॥ ৬৩ ॥

অত্র প্রকারান্তরেণ তাঃ সান্ত্বয়িতুং যথাবদন্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। আত্মদৃষ্ট্যা আত্মনি মম বিরহবৈক্লব্যেন তুস্থতায়া দৃষ্টিতয়া কথং কষ্টং লম্ভমানাঃ সত্যঃ স্থ বর্ত্তধ্বং, মাং কথং তথা ন পশ্যত ॥ ৬৪ ॥

তদ্বদনপ্রকারং বর্ণয়তি—সর্ব্ব ইতি। সর্ব্বে জনা মন্দদৃষ্ট্যা সমলদৃষ্ট্যা মমেদং রূপং পুরাবত্তদ্গুণৈর্ব্বিলসতীতি বদন্তি চেদ্বদন্তু। যূয়ন্তু দিষ্ট্যা ভাগ্যক্রমেণ মাং বিলোকয়থ চেৎ বিলোকয়ত, কিন্তু অত্র কুত্র রাসাদিকেলিকলিতা রাসাদিকেলৌ কলিতা অভিনিবিষ্টা রুচিঃ কুত্র ন ক্বাপীতি ॥ ৬৫ ॥

হায়! নিতান্ত যে দেহপাত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, ইহা নিতান্ত বিস্ময় কর ব্যাপার নহে। কিন্তু ইহাই অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমার নিরন্তর বিচ্ছেদেও আমাকে পাইবার জন্য তোমরা দেহ রক্ষা করিয়াছিলে, এবং তাহাতেই আমি তোমাদিগকে এক্ষণে সর্ব্বদাই স্তব করিতে পারিতেছি ॥ ৬৩ ॥

আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি, কেন তোমরা আত্মাতে কেবল আমাকে দর্শন করিয়া কষ্ট পাইয়া রহিয়াছ। এবং কেনই বা আমাকে দর্শন করিতেছ না। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

হে ব্রজসুন্দরীগণ! সকল লোকে মলিন দৃষ্টিতে "আমার এইরূপ তত্তৎগুণের পূর্ব্বেরই মত বিলাস পাইতেছে, যদি এই কথা বলে ত বলুক।" কিন্তু তোমরা সৌভাগ্যক্রমে আমাকে যদি দেখিতে চাও ত দর্শন কর। রাসপ্রভৃতি কেলি

অথ যুগপন্নেত্রযুগল-শতং কিঞ্চিদুন্নতং বিধায় যথাবদেব তথা তমবলোকয়ন্ত্যো বিস্মৃ(স্মৃ)তাত্মদুঃখিতাভিমানাঃ পরমদূয়মানা বভূবুঃ। ততঃ স চ ভৃশমেবান্যাদৃশতাং সচমানস্তল্লঘুকরণায় লঘু হসিত্বা কিঞ্চিদুবাচ।—যথা, তদেবানূক্তং শ্রীশুকেন ॥৬৬॥

ভা ১০।৮২।৪১-৬।

"অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ! স্বানামর্থচিকীর্ষয়া।
গতাংশ্চিরায়িতান্ শত্রুপক্ষক্ষপণচেতসঃ ॥ ৬৭ ॥

তদেবং প্রশ্নানন্তরং তাসাং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি— অথ যুগপদিতি গদ্যেন। যুগপৎ একদা তং কৃষ্ণং বিস্মৃতাত্মদুঃখিতাভিমানাঃ বিস্মৃত আত্মনাং দুঃখিতাভিমানো যাসাং তাঃ পরমদূয়মানাঃ পরমতপ্তাঃ। স চ শ্রীকৃষ্ণঃ অন্যাদৃশতাং ঈশ্বররূপতাং সচমানঃ সজ্জন্ তল্লঘুকরণায় বিরহতাপানাং অল্পতাবিধয়ে তদেববাক্যং শ্রীশুকেন অনূক্তং অনূদিতম্ ॥ ৬৬ ॥

তৎ শ্রীশুকবাক্যং লিখতি—অপীত্যাদিনা। হে সখ্যঃ! অপি প্রশ্নে। নোঽস্মান্ স্মরথ কিম্ভূতান্

বিষয়ে অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট রুচি আর এস্থানে কোথায় থাকিবে? অর্থাৎ কোনও স্থানে সেইরূপ রুচি নাই ॥ ৬৫ ॥

অনন্তর ব্রজবধূগণ, শত শত নেত্রযুগল অল্পমাত্র উন্নত করিয়া যেরূপ নিয়মে হওয়া উচিত, সেইরূপেই শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিতে করিতে, তাহারা যে দুঃখিত বলিয়া পূর্ব্বে এক অভিমান করিয়াছিল, তাহা তখন ভুলিয়া গেল, এবং অত্যন্ত উপতপ্ত হইয়াছিল। তখন সেই শ্রীকৃষ্ণ নিতান্তই অন্য প্রকার ভাব, অর্থাৎ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত (ক) হইয়া, সেই বিরহ সন্তাপ অল্প করিবার জন্য, ঈষৎ হাস্য করত যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীশুকদেব অনুবাদ করিয়াছেন ॥ ৬৬ ॥

যথা (ভাগবতে ১০।৮২।৪১—৪৬) "হে সখীগণ! আমরা শ্রীবসুদেব প্রভৃতি

(ক) জীব মায়াবদ্ধ, ঈশ্বর মায়াধীশ এবং জীবতত্ত্ব ঈশ্বর-তত্ত্বের অন্তর্গত ইত্যাদি ভাব আসিলে কষ্টের লাঘব হইবে। এই ভাবিয়াই শ্রীকৃষ্ণ মানবভাব মধ্যে ঈশ্বরভাব আনিয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কারণ ভীষণ দুঃখকালে ঐশভাব ও অদৃষ্ট নির্ভরতা ভিন্ন প্রবোধের অন্য উপায় নাই। গোপীদিগের ঐরূপ ভীষণ-দশা উপস্থিত বুঝিতে হইবে।

অপ্যবধ্যায়থাস্মান্ স্বিদকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া।
নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ ॥ ৬৮ ॥
বায়ুর্যথা ঘনানীক-তৃণ তূল-রজাংসি চ।
সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ ॥৬৯॥

স্বানাং সুহৃদাং শ্রীবসুদেবাদীনাং অর্থচিকীর্ষয়া তেষাং কারাগারনিরোধাদিদুঃখমোচনরূপস্য অর্থস্য চিকীর্ষয়াগতান্ তত্রাপি তেষাং শত্রুপক্ষস্য ক্ষপণচেতসঃ অতশ্চিরায়িতান্ কৃতবিলম্বিতান্ ॥ ৬৭ ॥

অপ্যবধ্যায়থাস্মান্ স্বিদকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া। নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ। স্বিৎ প্রশ্নে বিতর্কে বা। অকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া অকৃতজ্ঞত্ব অবিশঙ্কয়া অনিশ্চয়েন অস্মান্ অবধ্যায়থ অবজানীথ। অপি সম্ভাবনায়াং, নাস্মত্তন্ন সম্ভাবনামাত্রং কিন্তু যথার্থং তত্রাহ—নূনমিত্যাদি। মম স্বাতন্ত্র্যে ময়ি তদ্দোষ আপতেৎ, বস্তুতস্তু ভগবানহমেব গাঢ়ানুরাগবৃদ্ধ্যর্থং সংযোগবিচ্ছেদং করোমীতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

এতৎ সদৃষ্টান্তমাহ—বায়ুরিতি। আক্ষিপতে পৃথক্করোতি, স্বভাবগত্যা বায়ুর্যথা তানি তথা তথা করোতি, ভূতকৃদীশ্বরো ভূতানি তথা করোতি লীলাস্বাভাব্যেনেতি বাক্যবোধঃ ॥ ৬৯ ॥

সুহৃদ্বর্গের কারাগার হইতে মোচনরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া গমন করিয়াছিলাম এবং সেই স্থানেও তাঁহাদের শত্রুপক্ষ নিধন করিতে মনন করিয়াছিলাম; অতএব আমাদের বিলম্ব হইয়াছে। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা কি আমাদিগকে স্মরণ করিতেছ? ॥ ৬৭ ॥

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তোমরা আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ নিশ্চয় করিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিতেছ। এরূপ সম্ভাবনা করিতে পারি। কিন্তু ইহা কেবল সম্ভাবনা নহে; ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে যথার্থ। কারণ, আমি যদি স্বাধীন হই, তাহাহইলে আমাতে এই দোষ আসিতে পারে। বাস্তবিক কিন্তু আমি নিশ্চয়ই ভগবান্। সুতরাং আমি প্রগাঢ় অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত সংযোগ এবং বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকি ॥ ৬৮ ॥

যেরূপ বায়ু মেঘশ্রেণী, তৃণ, তূলা, এবং ধূলিসমূহকে সংযুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভূতশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর ভূতদিগকে সংযুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার বিযুক্ত করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৭০ ॥
অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্ব্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ ॥৭১॥

ময়ীতি। ভবতীনাং মৎসামীপ্যে অভিমর্ষিৎ সেবয়া বাসঃ কিমুত যতো ভূতানাং সাধকজীবানাং ময়ি ভক্তিঃ প্রীতিমাত্রং অমৃতত্বায় সালোক্যাদিমুক্তয়ে কল্পতে। যৎ ভবতীনাং ময়ি স্নেহঃ প্রেমপরিপাকবিশেষ আসীৎ প্রাদুর্ব্বভূব এষ দিষ্ট্যা সুখেন মদাপনঃ মাং প্রাপয়তি. সাক্ষাৎ সর্ব্বদা কর্ষয়তি অতঃ সংযোগএব সদা তিষ্ঠেৎ নতু বিয়োগ ইতি ॥ ৭০ ॥

কিঞ্চ, নন্ন, সর্ব্বে বিজ্ঞা ভবন্তং ভগবন্তং মন্যন্তে, এবং সতি নূনং ভূতানি ভগবান্ ভূতানি ভূতকৃদিতি কথমারোপঃ ক্রিয়তে, কথমুক্তং সোঽহয়মীশ্বরো বা ক ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অহমিতি। অঙ্গনা হে মৎপ্রেয়স্যঃ! যথা ভৌতিকানাং শরাবাদীনাং ভূরাদিপঞ্চ মহাভূতানি আদ্যন্তরূপাণি তথা সর্ব্বভূতানাং জরায়ুজাদীনাং অতঃ সর্ব্বব্যাপকতয়া মদ্বিচিন্তনে যুষ্মাকং বিচ্ছেদো দুঃখং বা ন ঘটতে কেবলমবিবেকেনৈব তত্তদত এবং মৎস্বরূপং বিভাব্য মদ্বিরহদুঃখং ন সম্ভাবয়তেতি-ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

সাধক জীবগণের আমার উপর যে কেবলমাত্র প্রীতি আছে, তাহাতেও সালোক্যপ্রভৃতি মুক্তি ঘটাইয়া থাকে। কিন্তু তোমাদের যে আমার উপরে স্নেহ বা প্রেমের পরিপাক বিশেষ আভির্ভূত হইয়াছিল, তাহাই সৌভাগ্য ক্রমে সাক্ষাৎ আমাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

হে প্রেয়সীগণ! যেরূপ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত সমস্ত ভৌতিক পদার্থের আদি, মধ্য, অন্ত এবং বাহ্য হইয়া থাকে; সেইরূপ আমিই সমস্ত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থের আদি, অন্ত, মধ্য এবং বাহ্য স্বরূপ হইয়া আছি। অতএব সর্ব্বব্যাপী বলিয়া আমার চিন্তায় তোমাদের বিচ্ছেদ বা দুঃখ ঘটিবে না। কেবল অবিবেক বশতঃ তত্তৎব্যাপার ঘটিয়া থাকে। অতএব তোমরা আমার এইরূপ চিন্তা করিলে আমার বিরহ দুঃখ বোধ করিতে পারিবে না ॥ ৭১ ॥

এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেষ্বাত্মাত্মনা ততঃ।
উভয়ং ময্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে" ॥ ইতি ॥৭২॥

তদেবং স্বস্মিন্ননীশ্বরত্বাদ্ব্যবহারপরবশতাকরমীশ্বরান্তর-বশত্বমীশ্বরত্বাদুক্তমাত্রং প্রতি ব্রহ্মভাবভাবকত্বং তদ্বিধস্নিগ্ধং প্রতি তু তদতিক্রমিস্বসমর্পকত্বং পুনর্ব্রহ্মত্বান্নিত্যপ্রাপ্তত্বং সুখৈকরূপত্বমপি সচমানং রচয়তাং স্ববচসামসম্বদ্ধতাং সমগ্র-ব্যগ্রতয়া নাধিজগাম ॥ ৭৩ ॥

নন্বু, দৃষ্টান্তে ভৌতিকানামিত্যুক্তেঃ,কুতঃ সর্ব্বব্যাপকত্বং যেনাস্মাকং বিচ্ছেদাভাবঃ স্যাত্তত্রাহ—এবমিতি। এতানি পঞ্চ মহাভূতানি ভূতেষু অপঞ্চীকৃতভূতেষু তত্বান এবমাত্মা অহঙ্কারো ভূতাদিঃ আত্মনা ভোক্তৃরূপজীবেন ততঃ ব্যাপ্তঃ, "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীব-ভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগ"দিতি শ্রীগীতাবাক্যাৎ জীবরাশিভিরাকীর্ণমিতি বাক্যাচ্চ এবমুভয়ং, পরে সর্ব্বোৎকৃষ্টে অক্ষরে ভূতাতীতে সর্ব্বব্যাপকে ময়ি আভাতং বিরাজমানং পশ্যত। অতো যুষ্মাকমপি জীবাত্মনাং ময়ি সদা বিদ্যমানত্বাৎ ন বিচ্ছেদদুঃখং সম্ভবতি,কুতঃ খিদ্যতেতিভাবঃ। বস্তুতস্তু ভবতীনাং মম পরাশক্তিত্বাৎ নাস্ত্যেব বিরহঃ এতদর্থমেব অবিদ্যাশক্তিকার্য্যং দৃষ্টান্তিত-মিতিভাবঃ। যদ্বা এবং ভূতানিপ্রাণিনো জীবা ভূতেষু স্বস্বদেহেষু আদিমধ্যান্তস্থিতানি এবমেব চাত্মনা পরমাত্মনা আত্মা জীব স্ততো ব্যাপ্ত স্তচ্চোভয়ম্ ॥৭২॥

এতেষাং শ্রীশুকোক্তানাং পদ্যানাং ফলিতং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তত্র প্রথমপদ্য-ত্রয়ে তস্মিন্ কৃষ্ণে অনীশ্বরত্বাৎ ব্যবহারপরবশতাকরঃ স্বানামর্থচিকীর্ষারূপো যো ব্যবহার স্তেন

দেখ, এই পঞ্চ মহাভূত, অপঞ্চীকৃত ভূতের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ঐরূপ অহঙ্কার এবং ভূতাদি, ভোক্তৃস্বরূপ জীবদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। (ইহা গীতা বাক্যদ্বারা এবং "জীব রাশিরদ্বারা ব্যাপ্ত" এইরূপ বাক্যদ্বারাও অবগত হওয়া যায়) এই উভয় বিষয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূতাতীত, সর্ব্বব্যাপক আমাতে বিরাজমান রহিয়াছে দর্শন কর। অতএব তোমরা জীবাত্মা,তোমরা সর্ব্বদাই আমাতে বিদ্যমান রহিয়াছ। এই কারণে বিচ্ছেদ-দুঃখের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কেন তোমরা খেদান্বিত হই-তেছ। বস্তুতঃ তোমরা আমার পরমশক্তিস্বরূপ বলিয়া কিছুতেই বিরহ হইবে না" ॥ ৭২ ॥

অতএব এই প্রকারে প্রথম তিনটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর ভাব না থাকাতে সুহৃদ্বর্গের বিপদুদ্ধাররূপ কার্য্য করিবার বাসনারূপ ব্যবহারদ্বারা অধীনতা জনক,

তত্র দুঃসহবিরহবিধুরভাবাদবিপশ্চিতামিব তাসাং কাশ্চিত্তু পপ্রচ্ছুঃ। হন্ত! সর্ব্বকৃচ্ছ্রবিমুক্ত! কিমুক্তমিদং। যৎ খলু ব্যতিযুক্তমিব ন লক্ষ্যতে ॥ ৭৪ ॥

পরবশতাকরং অধীনতাজনকং ঈশ্বরান্তরস্য সৃষ্ট্যাদিকারিভগবদ্রূপস্য বশত্বং. চতুর্থপদ্যে স্বস্য ঈশ্বরত্বাৎ ভক্তমাত্রং প্রতি ব্রহ্মভাবভাবকত্বং ব্রহ্মভাবস্য ভাবো জন্ম যস্মাৎ। যদ্বা ব্রহ্মভাবং ভাবয়তি প্রাপয়তি তদ্ভাবকত্বং তদ্বিধস্নিগ্ধং ভক্তপ্রকারস্নিগ্ধং প্রতি তদতিক্রমিণঃ তাদৃশমোক্ষাতিক্রমিণঃ স্বস্য সমর্পকত্বং। পঞ্চষষ্ঠপদ্যে পুনর্ব্রহ্মত্বাদ্ব্যাপকত্বাৎ নিত্যপ্রাপ্তত্বং। ষষ্ঠপদ্যশেষার্দ্ধে পরে অক্ষরে ইত্যনেন সুখৈকরূপত্বমপি সূচয়ানং সমঞ্চং রচয়তাং স্ববচসাং সমগ্রব্যগ্রতয়া সমগ্রা যা ব্যগ্রতা তয়া অসম্বদ্ধতাং অবদ্ধার্থবাক্যতাং নাধিজগাম ন অধিগতবান্। শ্রীশুকঃ ॥ ৭৩ ॥

তদেবং নিশম্য কাশ্চিদ্‌গোপ্যো যদাহু স্তদ্বর্ণয়তি—তত্রেতিগদ্যেন। দুঃসহো যো বিরহ স্তেন যো বিধুরভাবো বৈকল্যং তস্মাৎ অবিপশ্চিতাং অবিজ্ঞানামিব তাসাং মধ্যে কাশ্চিদ্‌গোপ্যঃ জিজ্ঞাসিতবত্যঃ। সর্ব্বকৃচ্ছ্রস্য নিখিলকষ্টস্য বিমুক্তো যস্মাত্তদিদং বাক্যং ব্যতিযুক্তমিব পরস্পর-সম্বন্ধমিব ন লক্ষ্যতে, কদা মনুষ্যচেষ্টত্বেন ঈশ্বরাধীনত্বং বদসি. কদাপি ঈশ্বরত্বেন ভক্তাভীষ্টদাতৃত্বং, কদাপিতু প্রিয়ভক্তান্ প্রতি স্বসমর্পকত্বং.কদাপি ব্রহ্মত্বান্নিত্যপ্রাপ্তমুদিতমতোহনন্বিতত্বাদ্‌যথার্থস্য বোধো ন জায়তে ইতি ॥ ৭৪ ॥

এবং সৃষ্টিস্থিতি লয়কারী ভগবদ্রূপের বশীভূতভাব বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ শ্লোকে নিজের ঈশ্বরভাব থাকাতে ভক্তমাত্রের প্রতি যাহাতে ব্রহ্মভাবের আবির্ভাব হয়, এইরূপ ভাব বর্ণিত হইয়াছে; এবং ভক্তের মত প্রেমিকের প্রতি তাদৃশ মোক্ষ পথ অতিক্রম করিয়া আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্লোকে নিজের ব্রহ্মভাব, অথবা সর্ব্ব ব্যাপিত্ব থাকাতে, তিনি যে, নিত্য প্রাপ্ত বস্তু, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ষষ্ঠ শ্লোকের শেষে "পরে অক্ষরে" এইরূপ নির্দ্দেশ করাতে তিনি যে একমাত্র সুখরূপী, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপে স্বকীয় বচন সমূহের সম্বন্ধ ঘটাইয়া শ্রীশুকদেব সম্পূর্ণ ব্যগ্রতার সহিত নিজ বাক্যের অসম্বন্ধভাব জানিতে পারেন নাই ॥ ৭৩ ॥

তন্মধ্যে অসহ্য বিরহদ্বারা ব্যাকুলভাব ঘটাইতে ঐ সকল গোপীগণ যেন, জ্ঞান শূন্য হইয়াছিল। তখন হতজ্ঞান গোপীদিগের মধ্যে কতিপয় গোপী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। হায়! যাহা হইতে সকল কষ্ট দূর হয়, এইরূপ বাক্য আপনি কিরূপে বলিয়াছেন? কারণ, আপনি যে বাক্য বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই ইহাদের

অথ তদধিগম্য নম্রমূর্দ্ধন্যুদ্ধবে শ্রীকৃষ্ণস্তু তজ্জয়া লজ্জয়া তদেব সজ্জয়তি স্ম ॥ ৭৫ ॥

তথা হি—অহো! সখ্যঃ! কথমিব মামপি বীক্ষ্য ম্লানমুখ্যঃ স্থ। অথ ব্রূথ—ধিগস্মান্ পরিত্যজ্য ত্বয়া দূরমব্রজ্যতেতি। তত্র কিং করবাম? দুর্হৃদাং ততিভির্যা সুহৃদাং দুর্গতির্জাতা তস্যাং সুহৃদাং গতিতাং যাতাঃ কথমিব বয়মুপেক্ষাং প্রথয়াম ইতি ॥ ৭৬ ॥

সেঙ্গিতমিব তাসাং বাক্যং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণো যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। নম্রমূর্দ্ধনি নতসিরসি উদ্ধবে সতি তজ্জয়া সেঙ্গিতবাক্যাৎ জায়তে যা লজ্জা তয়া তদেব পূর্ব্বোক্তমেব সজ্জয়তি স্ম প্রসজ্জয়ামাস ॥ ৭৫ ॥

তৎ সজ্জনং বর্ণয়তি—তথাহীতিগদ্যেন। ম্লানমুখ্যঃ ম্লানানি মুখানি যাসাং তথা ভবথ, অথচেৎ ব্রূথ অস্মান্ ধিক্ যতোঽস্মান্ পরিত্যজ্য ত্বয়া দূরমব্রজত অগম্যত ইতি। তত্র দূরগমনে কিং করবাম যতো দুর্হৃদাং ততেদুর্হৃৎ সমূহাভিয়া ভয়েন সুহৃদাং শ্রীবসুদেবাদীনাং দুর্গতির্জাতা সুহৃদাং তস্যাং দুর্গতৌ গতিতাং বয়ং যাতাঃ সন্তঃ কথমিব উপেক্ষাং প্রথয়ামঃ রচয়ামঃ ॥ ৭৬ ॥

পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই অসম্বন্ধ বাক্য বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, কখন মনুষ্যের মত চেষ্টা বলিয়া ঈশ্বরাধীন বলিতেছেন। কখন বা ঈশ্বরভাব থাকাতে ভক্তের অভীষ্ট দাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কখন বা প্রিয়ভক্তগণের প্রতি আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা দিতেছেন। এবং কখন বা ব্রহ্মভাব থাকাতে নিত্য প্রাপ্ত বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। অতএব আপনার উক্ত বাক্য পরস্পর অন্বিত নাই বলিয়া, অর্থাৎ অসম্বন্ধ বলিয়া যথার্থ বিষয়ের বোধ হইতেছে না; ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর তাহা অবগত হইয়া উদ্ধব নত শির হইলে, শ্রীকৃষ্ণ সেই ইঙ্গিত বাক্যের লজ্জায় পূর্ব্বোক্ত বিষয়েরই প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥

যথাঃ—হে সখীগণ! তোমরা আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া কেন মলিন বদনা হইতেছ। যদি তোমরা বল যে, আমাদিগকে ধিক্? যে হেতু আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি দূর দেশে গমন করিয়াছিলে। কিন্তু সেই দূর গমন

অথ বিলম্বমানতামস্মাকং বিড়ম্বয়থ চেত্তস্যামপি তদেব দুর্নিবারং কারণম্। যত একস্মিন্ কংসে লব্ধধ্বংসেঽপি বহবস্তৎসম্বন্ধিনস্তৎকর্ম্মানুবন্ধিনঃ সম্পন্নাঃ। তত্তদ্ধ্বংসসাহায্যায় চ ময়া নানাব্যবহারাণামেষাং সমাহারঃ কৃতঃ। তথাপি ভবদ্বদনন্যবৃত্তিতারহিততয়া মমাকৃতজ্ঞতাপরং প্রতীয়ত ইতি চেদিদং সত্যং। পরন্তু সহজপ্রেম্ণা মিথঃসঙ্গতানাং যোগ-

কিঞ্চ অথ চেদ্‌যদি অস্মাকং বিলম্বমানতাং বিড়ম্বয়থ তত্র দোষারোপং কুরুথ, তস্যাং বিলম্বমানতায়ামপি তদেব সুহৃদাং গতিত্বং দুর্নিবারং হেতুঃ। তং হেতুং নির্দিশতি—যত ইতি। লব্ধো ধ্বংসো যস্য তস্মিন্ কংসে সতি তৎকর্ম্মানুবন্ধিনঃ সুহৃদাং দুর্গতিদাতৃত্বং যৎ কর্ম্ম তৎ অনুবন্ধিতুং শীলমস্য তে সম্পন্না উপস্থিতা বভূবুঃ, তেষাং তেষাং ধ্বংসে সাহায্যায়চ ময়া নানাব্যবহারাণাং বিবাহাদিসম্বন্ধহেতুকরাজাদিসংসর্গানাং সমাহার একীকরণং কৃতঃ, তথাপি তেষাং সাহায্যস্য কর্ত্তব্যত্বেঽপি ভবদ্বদনন্যবৃত্তিতারহিততয়া ভবতীনামিব অনন্যে ময্যেব যা বৃত্তিতা মম তদ্রহিততয়া অকৃতজ্ঞতা পরং প্রতীয়ত ইতি চেদ্বদথ ইদং সত্যং সহজপ্রেম্না নিত্যসিদ্ধদাম্পত্য-

বিষয়ে আমি কি করিতে পারি। কারণ, শত্রুসমূহের ভয়ে, শ্রীবসুদেবপ্রভৃতি সুহৃদ্‌গণের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সুহৃদ্‌গণের এই দুর্গতি বিষয়ে আমরা উপায় স্বরূপ হইয়া কোন প্রকারে উপেক্ষা করিতে ছিলাম॥ ৭৬॥

আর আমাদের বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া যদি তাহাতে দোষারোপ কর, তাহা হইলে, সেই বিলম্বে ও সুহৃদ্ গণের উপায় স্বরূপ অবলম্বন করাই অনিবার্য্য কারণ জানিবে। তাহার কারণ দেখ, কংসাসুর ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও কংসের বিবিধ আত্মীয়গণ ঐরূপে আমাদের বন্ধুগণের দুর্গতি করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা ঐ কার্য্যে রত হইলে সেই সেই দুর্ম্মতিগণের ধ্বংস কামনা করিয়া সকলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা প্রত্যাশায় বিবাহাদি সম্বন্ধে লিপ্ত থাকিয়া যাহাতে ভূপতিগণের সংসর্গ একত্র সমাহৃত হয়, তাহার জন্য আমি নানাবিধ চেষ্টা অবলম্বন করিয়াছি। ঐ সকল ভূপতিগণের সাহায্য প্রার্থনা একান্ত কর্ত্তব্য হইলেও, তোমাদের মত অনন্যবৃত্তি রহিত হওয়াতে আমার কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রতীয়মান হইতেছে।

যদি তোমরা এই কথা বল, ইহা সত্য। পরন্তুস্বাভাবিক প্রেমে অর্থাৎ

বিয়োগৌ পুনরীশ্বরকৃতযোগাবেব ? স্ববশতায়াং খলু বিয়োগ এব ন স্যাৎ, কুতস্তৎপূর্ব্বকো যোগঃ ॥ ৭৭ ॥

অথ যদি "নারায়ণ-সমো গুণৈ"রিতি গর্গবচনানুসারেণ নারায়ণমেব মাং মন্যধ্বে, তথাপি ভবতীভির্যোগঃ প্রেম্ণএব স্বাধীন ইতি তং ভবতীনাং পরমঃ প্রেমোদ্রেকপ্রবেকঃ স এক এব ঝটিতি ঘটয়িষ্যতি। যতঃ—"ময়ি ভক্তির্হী"তি। তদিত্থমপি ভবতীনাং বহির্দৃষ্টিমেবাবষ্টভ্য সমাধীয়তে। অন্তর্দৃষ্ট্যা

জাতপ্রীত্যা মিথঃসঙ্গতানাং মিলিতানাং মম যুষ্মাকঞ্চ যোগবিয়োগৌ সংযোগবিচ্ছেদৌ ঈশ্বরকৃত-যোগৌ ঈশ্বরকৃতো যোগঃ প্রয়োগো যয়ো স্তাবেব স্ববশতায়াং স্বাধীনতায়াং বিয়োগএব ন স্যাৎ, অকৃতজ্ঞতাভয়াদিতিশেষঃ। তৎপূর্ব্বকঃ স্ববশতাপূর্ব্বকো যোগো মীলনং তত্রাপীশ্বরকৃতযোগএব হেতুরিতিভাবঃ ॥ ৭৭ ॥

পূর্ব্বোক্তচতুর্থপদাং ব্যাখ্যাতি—অথেত্যাদীতিগদ্যেন। তথাপি মম নারায়ণত্বেঽপি যোগঃ সম্বন্ধঃ প্রেম্ণএব স্বাধীনঃ প্রেমবতাঃ ইতি হেতো স্তং মাং প্রেমোদ্রেকপ্রবেকঃ প্রেমোদ্রেকস্য প্রবেকঃ প্রমুখো যস্মাৎ স পরমঃ স একঃ প্রেমোদ্রেকপ্রবেকঃ পরম এব ঝটিতি শীঘ্রং ঘটয়িষ্যতি, তত্র হেতুং নির্দিশতি—যত ইতি। তদিত্থমিত্যাদি নিত্যসংযুক্ত এবেত্যন্তং সুগমং, স্বপ্রতিজ্ঞাং অনুল্লঙ্ঘ্য সুস্থিরাং কৃত্বা অপরেণ দ্বয়েন পদ্যেন এতদপি নিত্যসংযোগমপি বিবিয়তে। তত্র

নিত্য সিদ্ধ দাম্পত্য জন্য প্রণয়ে তোমাদের সহিত আমি, এবং আমার সহিত তোমরা নির্জ্জনে মিলিত হইয়াছ। অতএব আমার এবং তোমাদের মিলন এবং বিরহ, ঈশ্বরাধীন জানিবে। কৃতজ্ঞতার ভয়ে স্বাধীনতা বিষয়ে বিরহই হইতে পারেনা। অতএব যে স্থানে স্বাধীনতা-পূর্ব্বক মিলন হয়, এইস্থানে ও ঈশ্বর কৃত সংযোগই কারণ জানিবে ॥ ৭৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন। যথাঃ—অনন্তর যদি "সমস্ত গুণে ইনি নারায়ণের তুল্য" এই গর্গমুনির বচনানুসারে তোমরা আমাকে নারায়ণ বলিয়াই মানিয়া থাক, তথাপি (অর্থাৎ আমার নারায়ণভাব থাকিলেও) তোমাদের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা নিশ্চয়ই প্রেমের অধীন। অতএব তোমা-দিগের যে সেই এক উৎকৃষ্ট প্রেমের সাতিশয় উদ্রেক আছে, সেই প্রেমের উৎকর্ষই আমাকে শীঘ্র সেইরূপ ঘটাইবে। যেহেতু "আমাতে যে ভক্তি

তু ভবতীভিঃ সহ নিত্যসংযুক্ত এবেত্যেতদপি "ময়ি ভক্তির্হী" ত্যাদি স্বপ্রতিজ্ঞামনুল্লঙ্ঘ্য দ্বয়েনাপরেণ বিব্রিয়তে। যস্মাদহমিত্যহঙ্কারাখ্যং তত্ত্বং সর্ব্বভূতানামাকাশাদীনাং যথাদ্যন্তাদিস্থং ভৌতিকানাং চ ষড়্জাদিনামবেণুরন্ধ্রাদীনাং যথাকাশাদীন্যাদ্যন্তস্থাদরূপাণি এবং হ্যেতানি ভূতানি প্রাণিনো জীবা ভূতেষু স্বস্বদেহেষু তাদৃশানি। এবমেব চাত্মনঃ পরমাত্মনা আত্মা জীবস্ততো ব্যাপ্তঃ। এবমিতি পরেণান্বয়ঃ। পরত্র চ পশ্যতেত্যনেন তাসামবধানবিষয়ভাগএব পর্য্যবসীয়ত ইতি স্বীয়-

"অহং হী"তিপদং ব্যাখ্যাতি—যস্মাদিত্যাদিনা। সর্ব্বকার্য্যমূলমহঙ্কারাখ্যং তত্ত্বং আদ্যন্তাদিস্থং আদ্যন্তমধ্যস্থং ষড়্জাদেঃ সপ্তস্বরস্য নামপ্রকাশো যেভ্য এবম্ভূতা যে বেণুরন্ধ্রাদয় স্তেষাং যথা পঞ্চভূতানি ত্রিকালবর্ত্তীনি। এবং হ্যেতানীতি পদ্যং ব্যাখ্যাতি। ভূতানি প্রাণিনো জীবাঃ স্বস্বদেহেষু তাদৃশানি আদ্যন্তস্থাদিরূপাণি। এবমিত্যাদি সুগমং। অবধানবিষয়ভাগঃ অবধানবিষয়স্য ভাগ একদেশঃ স এব পর্য্যবসীয়তে পর্য্যাপ্তো ভূয়তে ইতি। অত্র স্বীয়পদমধ্যাহার্য্যং উহনীয়ং যথা পূর্ব্বমুক্তং অহং হীত্যাদিনা, এবমেব উক্তং তদ্দ্বয়বিধং ব্যাপকব্যাপ্যরূপং যথা অহঙ্কারতত্ত্বস্য

তাহা মোক্ষের জন্যই হইয়া থাকে" ইত্যাদি বচনদ্বারা তাহাই উক্ত হইয়াছে। অতএব এইরূপ প্রকারেও তোমাদিগের বাহ্য দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই সমাধান করা যাইতেছে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সহিত নিত্য সংযুক্ত আছি। ইত্যাদি বিষয় ও "আমাতে ভক্তি" ইত্যাদি নিজ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া অন্য দুই শ্লোকদ্বারা বিবৃত হইয়াছে।

কারণ "অহং হি" ইত্যাকার অহংকারতত্ত্ব যেরূপ আকাশাদি সমস্ত ভূতপদার্থের আদি, মধ্য এবং অন্তস্থিত ; এবং যেরূপ নিষাদ, ঋষভ, এবং ষড়্জপ্রভৃতি—সপ্তস্বরের প্রকাশক বেণুরন্ধ্রপ্রভৃতি ভৌতিক পদার্থসমূহের আকাশাদি ভূতপদার্থ সকল আদি, মধ্য এবং অন্তস্থিত, অর্থাৎ ত্রিকালবর্ত্তী ঐরূপ এই সকল ভূতপদার্থ, প্রাণ, বিশিষ্ট জীবগণ ভূতপদার্থে অর্থাৎ স্বস্ব দেহে আদি, মধ্য এবং অন্তস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রকারেই আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত, আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে ; ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয় হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্লোকেও "পশ্যত" অর্থাৎ

পদমধ্যাহার্য্যং। ততশ্চ যথাপূর্ব্বমুক্তমেবমেব। তদুভয়বিধং ব্যাপকব্যাপ্যরূপং সর্ব্বং স্বীয়ং ময়ি পরে পরত্র স্থিতেঽপি অক্ষরে পরস্পরস্ফূর্ত্তিপ্রামাণ্যেন নিত্যযুষ্মৎসঙ্গিনি আভাতং, মদাশ্রয়তয়া বিরাজমানং ন তু প্রাকৃতানাং তত্তদ্বল্লীনং পশ্যত, সর্ব্বদানুভূতং স্মরতেতি ॥ ৭৮ ॥

তদেবমাত্মানমধিকৃত্য যা শিক্ষা তয়া তেন শিক্ষিতা গোপদামন্তিন্যঃ পূর্ব্বতদ্বিরহজানুস্মরণবিকলিতজীবনাধারাঃ

ব্যাপকত্বং সর্ব্বভূতানাং ব্যাপ্যত্বং এবমাত্মনঃ পরমাত্মনা ব্যাপকত্বং ভূতানাং প্রাণিনাং ব্যাপ্যত্বং সর্ব্বং স্বীয়ং মদ্ব্যাপ্যং, পরস্পরস্ফূর্ত্তিপ্রামাণ্যেন ভবতীনাং পরস্পরং যা মম স্ফূর্ত্তি স্তস্যাঃ প্রামাণ্যেন ময়ি আভাতং বিরাজমানং, ফলিতং নির্গতি—সর্ব্বদানুভূতং মাং স্মরতেতি ॥ ৭৮ ॥

এবেবং ভগবদ্বাক্যং নিশম্য তা যামবস্থাং গতবত্যঃ স্বাং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তেন কৃষ্ণেন পূর্ব্বতদ্বিরহজানুস্মরণবিকলিতজীবনাধারাঃ তস্য কৃষ্ণস্য যো বিরহঃ তস্মিন্ জাতমনু-

তোমরা দর্শন কর, এই বচনদ্বারা ঐ সকল গোপীদিগের অবধান বিষয়ের এক দেশই পর্য্যাপ্ত হইতেছে। এই কারণে এই স্থানে স্বীয়পদ উহ্য করিয়া লইতে হইবে। অতএব ইহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেই দুই প্রকার ব্যাপ্য ব্যাপকভাব, অর্থাৎ যেমন অহঙ্কারতত্ত্ব ব্যাপক, এবং সকল ভূত ব্যাপ্য, এবং যেরূপ পরমাত্মা ব্যাপক, এবং জীবগণ ব্যাপ্য সেইরূপ সমস্ত স্বীয়বিষয় আমার ব্যাপ্য হইয়া, আমি অপর স্থানে থাকিলেও, এবং আমি অক্ষয় হইলেও (অর্থাৎ পরাপরের স্ফূর্ত্তি প্রামাণ্যদ্বারা নিত্যই তোমাদের সঙ্গী হইলেও) আমাতে প্রতি-ভাত হইয়াছে, (অর্থাৎ আমার আশ্রয়রূপে বিরাজ করিতেছে) কিন্তু যেরূপ প্রাকৃতিক জীবগণের কাছে আমি লীন (লুক্কায়িত) হইয়া থাকি সেইরূপ জীর্ণভাবে আমাকে দর্শন করিও না, অতএব তোমরা সর্ব্বদা যাহাকে দর্শন করিয়াছ সেই অনুভূত বিষয় (আমাকে) তোমরা স্মরণ কর ॥ ৭৮ ॥

এইরূপ প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপদেশ দিয়া গোপাঙ্গনাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা কৃষ্ণ-মুখের শিক্ষা শ্রবণপূর্ব্বক পূর্ব্বে কৃষ্ণ

সম্প্রতি পুনরন্তর্ব্বহিস্তর্পকং তং ময়ীতি স্বয়ং নির্দ্দিষ্টং, শ্রীকৃষ্ণ-লক্ষণং নিত্যসংযোগিনমেবাধিগতবত্যঃ। হন্ত! হন্ত! তদন্তরা তাসাং তদপি সান্তরায়ং বভূব। যত্র তদিদমপি তা গ্লপিতা "ময়ি ভক্তির্হী"ত্যাদিনা স্বপ্রভাবময়েন পুনস্তেন তর্পিতা বাষ্প স্নপিতাশ্চিরেণ যযাচিরে॥ ৭৯॥

বৃণীমহি পদাম্বুজং তব সরোজনাভ! প্রভো!
মনস্যপি কথঞ্চন স্ফুরতু নঃ সমন্তাদিতি।
ইদং হি বত! যোগিনাং স্মৃততয়া তমশ্চ্যাবনং
বিয়োগিসুদৃশাং তয়া তমসি মজ্জনং প্রত্যুত ॥৮০॥

স্মরণং পূর্ব্বঞ্চ তৎ তদ্বিরহজানুস্মরণং চেতি তেন বিকলিতা জীবনাধারা দেহা যাসাং তাঃ পুনঃ কুরুক্ষেত্রে অন্তর্ব্বহি স্তর্পকং অন্তর্ব্বহি স্তর্পয়িতুং প্রীণয়িতুং শীলমস্য তং অধিগতবত্যঃ নিত্য-কান্তত্বেন প্রাপুঃ। হন্ত হন্তেতি খেদে। তদন্তরা তন্মধ্যে তাসাং গোপীনাং তদপি নিত্যসংযোগিত্বমপি সান্তরায়ং প্রতিবন্ধকসহিতং বভূব। যত্র সান্তরায়ে তা গোপ্যো গ্লপিতা গ্লানিং প্রাপিতাঃ সত্য স্তেন বাক্যেন তর্পিতা বাষ্পস্নপিতা অশ্রুজলেন সিক্তাঃ সত্যশ্চিরেণ চিরকালং যযাচিরে যাচিতবত্যঃ॥ ৭৯॥

তাসাং যাচনং বর্ণয়তি—বৃণীমহীতি। হে প্রভো! ইদং বৃণীমহি, হে সরোজনাভ! পদ্মনাভ! তব পদাম্বুজং নোঽস্মাকং মনস্যপি অপিকারাৎ নেত্রে সমন্তাৎ কথঞ্চন স্ফুরতু, কথঞ্চনেতি

বিরহের অনুধ্যান করিয়া ব্যাকুল দেহ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে গোপীগণ পুনরায় কুরুক্ষেত্রে অন্তঃকরণ এবং বাহ্যপদার্থে তৃপ্তিকারক শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য-কান্ত রূপেই প্রাপ্ত হইয়াছিল। হায়? হায়? তাহার মধ্যে গোপীদিগের নিত্যসংযোগও প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। ঐ প্রতিবন্ধে সেই সকল গোপীগণ গ্লানি প্রাপ্ত হইয়াছিল। "আমাতে ভক্তি" ইত্যাদি স্বীয় প্রভাবপূর্ণ বাক্য-দ্বারা পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া ছিলেন, এবং তৎপরে গোপী-গণ, বাষ্পজলে অভিষিক্ত হইয়া অনেক ক্ষণের পর তাহাই প্রার্থনা করিয়া-ছিল॥ ৭৯॥

হে প্রভো! আমরা ইহা প্রার্থনা করিতেছি। হে পদ্মনাভ! তোমার

এতদেব ভবতাপ্যুদ্ধবং প্রতি স্বয়মুক্তম্—

"ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ ! বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ" ॥

ভা ১০।৪৬।৫ ॥ ইতি ॥

যস্মাৎ "মষ্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণ" ইত্যাদিকয়া তব শিক্ষয়াপি তদস্মাকং ন সিধ্যতি গৃহজনাধীনতয়া স্বচ্ছন্দমাগমনং চ ন

—

বিরহব্যাকুলে মনসি স্থিরত্বাযোগাৎ তস্য চিন্তনে নাস্মাকং শক্তিরিত্যর্থঃ। হি যত ইদং তব পদাম্বুজস্ফুরণং যোগিনাং স্মৃততয়া তমশ্চ্যাবনং অজ্ঞাননাশনং বিয়োগিস্বদৃশাং বিয়োগিরমণীনাং তয়া স্মৃততয়া প্রত্যুত তমসি বিরহে দুঃখে মজ্জনং মজ্জয়তীতি বিরহোদ্রেকাৎ কথঞ্চিৎ স্ফুরণেঽপি ন বিরহদুঃখশান্তিঃ ॥ ৮০ ॥

কিঞ্চ এতদেব স্ফুরণেঽপি বিরহদুঃখং ময়ীতি প্রেয়সাং দেহাদীনাং প্রেষ্ঠে প্রিয়তমে অঙ্গ ! হে উদ্ধব ! বিরহেণ যদৌৎকণ্ঠ্যং তেন বিহ্বলাঃ পরবশাঃ। নন্বু মনসি পাদাম্বুজস্য স্ফুরণং প্রার্থয়ধ্বে, তৎ কিং যত্র যত্রাহং স্থাস্যামি তত্র তত্র যূয়ং গমিষ্যথ, ততো বিরহঃ কথমপি ন তিষ্ঠেৎ, তত্রাহ—যস্মাদিতি: "মষ্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ। অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্য-

পাদপদ্ম আমাদের হৃদয়ে এবং চক্ষে ও কোন রূপে বিরাজ করুক। আমাদের মন তোমার বিরহে একান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। তাহাতে একে বারেই মনের স্থিরতা নাই। সুতরাং তাহা চিন্তা করিতে আমাদের শক্তি নাই। কারণ, তোমার পাদপদ্মের স্ফুরণে যোগিগণ উহা স্মরণ করে বলিয়া তাঁহাদের অজ্ঞান নাশ হইয়া থাকে, কিন্তু বিয়োগিনী কামিনীগণ স্মরণ করিলে, তাহাদ্বারা বরং বিরহদুঃখে মগ্ন হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, বিরহের উদ্রেকে অতিকষ্টে স্ফূরণ হইলেও বিরহদুঃখের অবসান হয় না ॥ ৮০ ॥

আপনিও এই কথাই স্বয়ং উদ্ধবের প্রতি বলিয়া ছিলেন। হে উদ্ধব ! দেহপ্রভৃতি প্রিয়তম বস্তু আছে, আমি তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব আমি বিদেশস্থ হইলে, সেই সমস্ত গোকুলবাসিনী সীমন্তিনীগণ আমাকে স্মরণ করত বিরহজনিত উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া মোহিত হইতেছে। কারণ "আমি শ্রীকৃষ্ণ, আমার উপরে মনোনিবেশ করিয়া" ইত্যাদি আপনার শিক্ষাদ্বারাও

সম্ভবতি, তস্মাদস্য ত্বৎপদাম্বুজযুগলস্য নিত্যং ব্রজমধ্যাসীনস্য দর্শনমেবাস্মভ্যং সুখস্পর্শনমিতি ধ্বনিতম্।

তদেতদভিপ্রায়কং শ্রীবাদরায়ণি-বচনং—"আহুশ্চ তে নলিননাভে"তি ॥ ৮১ ॥

অথ (ক) বিরহবশতাবশাৎ পুনর্মূর্চ্ছাম্মূর্চ্ছান্ত স্ম। যত্র মুহূর্ত্তদ্বয়মেব পূর্ত্তয়ে বভূব। তদনু শ্রীকৃষ্ণশ্চ (খ) ধৃতকন্ট-স্তাদদমাচষ্ট—

মচিরাস্মামুপৈষ্যথ" ইতি বিমুক্তেতরাশেষবৃত্তিকং মনো ময়ি কৃষ্ণে যথা কথঞ্চিদাশ্রয়িভাঃ সদায়ক ভয়া প্রসিদ্ধে আবেশ্য নিরন্তরং স্মরন্ত্যঃ স্থ, তস্মাদচিরাদেব মাং কৃষ্ণমুপ সমীপএব এষ্যথ প্রাপ্স্যথৈব, নতু মমাত্র স্বাতন্ত্র্যামিতি ভাবঃ। অতো ব্রজস্য সমীপে এষ্যথ ইত্যনেন অস্মাকং গৃহজনাধীনতয়া ব্রজে বাসোঽস্মাকং তস্মাৎ স্বচ্ছন্দং স্বাতন্ত্র্যেণ আগমনং ন সম্ভবতি নিত্যং ব্রজমধ্যাসীনস্য সম্পদা ব্রজস্থিতস্য সুখস্পর্শনং সুখজনকং। "আহুশ্চ তে নলিননাভ! পদারবিন্দং যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যম-গাধবোধৈঃ। সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ" ইতি ॥ ৮১ ॥

ততশ্চ কিং বৃত্তমভূদিত্যপেক্ষায়াং তস্য তাসাঞ্চ বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন।

তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আমরা গৃহজনের অধীন বলিয়া স্বচ্ছন্দে আগমন করিতেও পারিব না। অতএব আপনার যে পাদপদ্মযুগল নিয়তই ব্রজমধ্যে অধ্যাসীন রহিয়াছে; সেই চরণ-যুগলের দর্শনই আমাদের সুখস্পর্শ ঘটাইয়াছে; ইহাই সূচিত হইয়াছে। এইরূপ অভিপ্রায়ে (ভা, ১০। ৮২।৮৪) শ্রীশুকদেবের বাক্যও শোভা পাইতেছে। যথাঃ—হে পদ্মনাভ! অগাধ জ্ঞান সম্পন্ন যোগিগণের হৃদি চিন্তনীয় এবং সংসার কূপপতিত জীবের উদ্ধারের উপায় স্বরূপ আপনার পাদপদ্মে যেন আমরা পুরে গমন করিলেও তথায় মনে উদিত হয়, ইত্যাদি ॥ ৮১ ॥

অনন্তর বিরহের বশতাপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার গোপীগণ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল। ঐ মূর্চ্ছা অবস্থায় দুই মুহূর্ত্ত পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ঐরূপ মূর্চ্ছা দর্শনের পর

(ক) অথ বিবশতাবশাৎ। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

(খ) ধৃতকণ্ঠ ইতি মাওপাঠঃ।

অহো! সর্ব্বত্র সঞ্চরিতচারিতশুদ্ধয়স্তৃষ্ণয়া বিচারব্যভিচার-চারিষ্ণুবুদ্ধয়ঃ কিং সম্প্রত্যেব যুষ্মান্ প্রত্যেবমুক্তং বিস্মৃতং। তাঃ সগদ্গদমূচুঃ—এবামতি কিম্?

স উবাচ—"ময়ি ভক্তির্হী"ত্যাদি ॥

তা উচুঃ—সত্যমুক্তং। কিন্তু বিরহশস্ত্রিকয়া ছিদ্রিতে হৃদি ন কিঞ্চিদাধেয়তামধিযাতি। তস্মাদ্বৃণীমহাত্যাদিনা যদস্মাভির্ব্ব্যঞ্জিতং তদেবাস্মভ্যং দেহীতি ॥ ৮২ ॥

বিরহস্য যা বশতা তেন বিক্লবতা তস্যা বশাৎ মূর্চ্ছান্তিং স্ম প্রাপুঃ, যত্র মূর্চ্ছায়াং তদন্ত মূর্চ্ছাদিশনা-নশ্বরা বৃতকণ্ঠঃ ধৃতং কণ্ঠং যেন সঃ, বৃতকণ্ঠেতি পাঠো রম্যঃ, ধৃতঃ তাসাং কণ্ঠো যেনেত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র সঞ্চারিতং যৎ চারিতং চরিত্রং তেন শুদ্ধি যাসাং তাঃ, যদ্বা সঞ্চরিতা চরিতস্য শুদ্ধির্যাসাং তাঃ। হে বিচারব্যভিচারচারিষ্ণুবুদ্ধয়ঃ! বিচারস্য যো ব্যভিচারঃ যথার্থনির্ণয়স্য অনিশ্চয়স্তং চরিতুং শীলমস্যা এবম্ভূতা বুদ্ধির্যাসাং তাঃ কিং বিস্মৃতমিত্যন্বয়ঃ। বিরহচ্ছুরিকায়া আধেয়তাং আধারণীয়তাং অধিযাতি আবগচ্ছতি। তস্মাৎ "ময়ি ভক্তির্হী"ত্যাদিবাক্যানাং হৃদি স্থিরতাভাবাৎ ব্যঞ্জিতং প্রকাশিতম্ ॥ ৮২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, উৎকণ্ঠিত হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন। আহা! সকল স্থানেই তোমাদের চরিত্রের বিশুদ্ধ ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে; তথাপি লালসা বশতঃ তোমাদের বুদ্ধি যথার্থ নির্ণয়ের অনিশ্চয়তা অবলম্বন করিতেছে। অতএব হে গোপীগণ! আমি সম্প্রতি তোমাদের প্রতি যে এইরূপ বাক্য বলিয়া ছিলাম, তাহা কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ?। গোপীগণ গদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিল, "এইরূপ" বাক্য কি প্রকার? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "আমাতে ভক্তিই কেবল মোক্ষের হেতু" ইত্যাদি। গোপীগণ বলিল, যথার্থ বলিয়াছেন, কিন্তু বিরহরূপ ছুরীদ্বারা আমাদের হৃদয় ছিদ্রিত হওয়াতে কোন বিষয়ই হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। অতএব "বৃণীমহি" অর্থাৎ আমরা প্রার্থনা করিতেছি" ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা আমরা যে বিষয়ের সূচনা করিয়াছি, তাহাই আপনি আমাদিগকে দান করুন ॥ ৮২ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—ততস্তাসাং প্রাণনাথঃ স তু কিং ব্যবসিতবান্ ? ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ—যদাহ শ্রীবাদরায়ণিঃ—

"তথানুগৃহ্য ভগবান্ গোপীনাং স গুরুর্গতিঃ।

যুধিষ্ঠিরমথাপৃচ্ছৎ সর্ব্বাংশ্চ সুহৃদোঽব্যয়ম্" ॥ ইতি ॥৮৩॥

তস্য রজনীবিশেষস্য শেষমারভ্য তু রজনীবৃত্তং দিগদর্শনয়া পরামৃশ্যতে। তদেবং তাদৃশপ্রার্থনানুসারি সমনুগৃহ্য মুহুরাগৃহ্য শ্রীরাধিকাদিকাঃ প্রত্যেকং রিঙ্গদভ্রমালিঙ্গন সঙ্গিনমুদ্ধবমাজ্ঞাপয়ন্মাধবঃ স্নানালঙ্করণানি (ক) সমানায্য তাঃ সম্মানয়ামাস, প্রচ্ছন্নমুবাস চ তাং রজনীং তত্র ॥ ৮৪ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কিং কৃতবান্ ইত্যপেক্ষায়াং স্নিগ্ধকণ্ঠো যথাপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—তত ইত্যাদিগদ্যেন। কিং ব্যবসিতবান্ কর্ত্তব্যত্বেন কিং নিশ্চিতবান্। তত্র মধুকণ্ঠো যদুত্তরং দদৌ তদ্বর্ণয়তি—যদাহেত্যাদিনা। "তথানুগৃহ্য ভগবান্ গোপীনাং স গুরুর্গতিঃ। যুধিষ্ঠিরমথাপৃচ্ছৎ সর্ব্বাংশ্চ সুহৃদোঽব্যয়"মিতি। তথানুগৃহ্য যথা তাঃ প্রার্থনাং কৃতবত্য স্তথা অনুগৃহ্য সাগ্রহং স্বীকৃত্য স শ্রীকৃষ্ণঃ গোপীনাং গুরুঃ নিত্যপ্রিয়রূপগতিঃ প্রাপ্তঃ ॥ ৮৩ ॥

তৎপ্রসঙ্গস্য সঙ্গতিং বর্ণয়তি—তস্যেতিগদ্যেন। শেষং চতুর্থযামং তাদৃশপ্রার্থনানুসারি তাদৃশী যা প্রার্থনা তাং অনুসর্ত্তুং শীলং যত্র যথা স্যাত্তথা সমনুগৃহ্য মুহুরাগ্রহং কৃত্বা রিঙ্গদভ্রং

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল, অনন্তর সেই গোপাঙ্গনাদিগের প্রাণেশ্বর কি কার্য্য নিশ্চয় করিলেন। মধুকণ্ঠ কহিল, শ্রীশুকদেব যাহা বলিয়াছেন। যেরূপ গোপীগণ প্রার্থনা করিয়াছিল, গোপীগণের নিত্যপ্রিয়রূপ, উপায় স্বরূপ অব্যয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপেই অনুগ্রহ করিয়া যুধিষ্ঠির এবং সমগ্রবান্ধবদিগকে প্রশ্ন করিলেন ॥ ৮৩ ॥

সেই রজনী বিশেষের শেষ অর্থাৎ চতুর্থ প্রহর আরম্ভ করিয়া রাত্রিকালের বৃত্তান্ত অল্পমাত্র নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এইরূপে গোপীগণের ঐরূপ প্রার্থনানুসারে তাহাদের উপর অনুগ্রহ করিয়া, এবং পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া,

(ক) স্নানীয়ালঙ্করণানি। ইতি মাগুপাঠঃ।

তাসু লোকধর্ম্মবিলঙ্ঘিচরিতাসু নিরোধনির্ব্বন্ধকৃতাং সম্বন্ধবিশেষভূতামনাগমনাদগোচরতয়া স্বস্য চ রহস্যগমনাৎ পরেষামতর্কিততয়া তদাসীদিতি। তথাপি তাঃ প্রথমরজন্যাং তু (ক) বিরহস্মরণানন্যামেব বৃত্তিমাসেদুর্নতু সুখবিলাসধন্যাং। ক্রমাদেব তু (খ) দুঃখাতিক্রমাদপরস্পরস্যাং রাত্রাবেব চিররাত্রায় রতিপাত্রায়মাণা বভূবুঃ ॥ ৮৫ ॥

রিঙ্গৎ স্খলৎ অস্রং নেত্রজলং যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা আলিঙ্গন্ আশ্লিষন্ তা গোপীঃ সম্মানয়ামাস সুবেশিতাশ্চকার, প্রচ্ছন্নং অন্যাগোচরং যথা স্যাত্তথা উবাস যাপিতবান্ ॥ ৮৪ ॥

প্রচ্ছন্নতারীতিং বর্ণয়তি—তাস্বিতি। লোকধর্ম্মং বিলঙ্ঘিতুং শীলমসা এবম্ভূতং চরিত্রং যাসাং তাসু নিরোধে নির্ব্বন্ধং কুর্ব্বতি ন যে তেষাং সম্বন্ধবিশেষভূতাং সম্বন্ধবিশেষং পতিম্মন্যশ্বশ্রূম্মন্যাদিরূপং বিভ্রতি তেষাং কুরুক্ষেত্রে অনাগমনাৎ অগোচরতয়া অপ্রত্যক্ষতয়া রহস্যগমনাৎ জনাগোচররূপেণ গমনাৎ অতর্কিততয়া বিতর্করাহিত্যেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমেঽপি বিরহস্মরণানন্যাং বিরহস্মরণাৎ ন অন্যাং বিরহস্মরণরূপামেব বৃত্তিং বর্ত্তনং আসেদুঃ প্রাপুঃ, নতু সুখবিলাসেন ধন্যাং বৃত্তিং চিররাত্রায় চিরকালং রতিপাত্রায়মাণা রতেঃ ক্রীড়ায়াঃ পাত্রমিব আচরন্তি যা স্তথা বভূবুঃ ॥ ৮৫ ॥

শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি প্রত্যেক রমণীকে সজলনয়নে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে সহচর উদ্ধবকে আজ্ঞা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, স্নানের জল এবং অলঙ্কার সকল আনয়ন করাইয়া তাহাদিগকে সম্মান করিলেন, এবং গোপনে সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন ॥ ৮৪ ॥

ঐ সকল গোপীগণের চরিত্র, লোকমর্য্যাদা এবং ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে, যাহারা গোপীদিগকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, এবং "আমি পতি, আমি শ্বশ্রূ (শাশুড়ী)" এইরূপে যাহারা সম্বন্ধ ধারণ করিয়াছিল, তাহারা কুরুক্ষেত্রে আগমন করে নাই, এই হেতু তাহাদের অগোচরে গুপ্ত ভাবেই নিজে গমন করিয়াছিল। ঐ বিষয়ে কোন লোকেও তর্ক করিতে পারে নাই। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইলেও ঐ সমস্ত গোপাঙ্গনা, প্রথম

(ক) বিরহস্মরণাদন্যামেব। ইতি গৌরপাঠঃ।

(খ) ক্রমাদেবচ তু। ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

যথা ;—

প্রতিগোপি প্রতিরজনি প্রতিমুহুরুত্থমনোরথপ্রথনম্।
কুরুভুবি নিশীথবীথিষু রহসি বিহারং হরির্ব্বিদধে ॥ ৮৬ ॥

কিন্তু ;—

যদ্যপি বৃন্দাবিপিনাদন্যত্রাসাবমূভিরক্রীড়ৎ।
তদপি বিনা তম্মেনে তাভিস্তেন চ তদপ্যদঃ স্বপ্নঃ ॥ ৮৭ ॥

তাং রতিং বর্ণয়তি—প্রতীতি। হরিঃ কুরুভুবি নিশীথবীথিষু রাত্রিপঙ্ক্তিষু রহসি বিহারং বিদধে, কথং প্রতিগোপি গোপীষু গোপীষু প্রতি প্রতিরজনি প্রতিরাত্রীষু প্রতিমুহুঃ মুহুঃ পুনঃপুনঃ লক্ষীকৃত্য প্রতিমুহুঃ উদ্যন্ যো মনোরথ স্তস্য প্রথনং বিস্তারো যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা ॥ ৮৬ ॥

তত্র তাদৃশবিহারেঽপি ন তৃপ্তয়ে অকল্পতেতি বর্ণয়তি—যদ্যপীতি। যদ্যপ্যসৌ কৃষ্ণো বৃন্দাবিপিনাদন্যত্র কুরুক্ষেত্রে অমূভির্গোপীভিঃ সহ অক্রীড়ৎ, তদপি তৎ বৃন্দাবিপিনং বিনা তাভির্গোপীভিঃ তেন চ কৃষ্ণেন তদপ্যদঃ ক্রীড়নং স্বপ্ন ইতি মেনে স্বপ্ন ইব ক্ষণিকসুখদং বুবুধে ॥ ৮৭ ॥

রাত্রে কেবলমাত্র বিরহ স্মরণ করিবার মনোবৃত্তি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তাহারা সুখ বিলাসদ্বারা প্রশংসনীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দুঃখের অবসান হইলে শেষরাত্রে বহুক্ষণের পর রতিক্রীড়ার আধার স্বরূপ হইয়া ব্যবহার করিয়াছিল ॥ ৮৫ ॥

যথা—শ্রীকৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রে যত রাত্রি গত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক রাত্রিতেই প্রত্যেক ক্ষণে প্রত্যেক গোপীর সহিত, সমুদিত মনোরথ বিস্তার করিয়া নির্জ্জনে বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৮৬ ॥

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবন ব্যতীত অন্যস্থানে (কুরুক্ষেত্রে) ঐ সকল গোপনারীদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন সত্য, তথাপি বৃন্দাবন ব্যতীত সমস্ত গোপী এবং শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ ক্রীড়াকেও স্বপ্নের মত ক্ষণিক সুখদায়ী বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন (ক) ॥ ৮৭॥

(ক) এই বিষয় শ্রীরূপগোস্বামিপাদও ললিতমাধব নাটকে বিবৃত করিয়াছেন, যথা—"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং। তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥" হে

যদপি ব্রজকুলমহিলা, হরিরপি শশ্বৎপরস্পরং ভেজুঃ ।
তদপি ন তৃপ্তির্জজ্ঞে, হৃদি যদ্বিরহৌ গতাগমিনৌ ॥ ৮৮ ॥

তত্র চ ;—

যদ্যপি হরিণা গুপ্তা গুপ্তাঃ স্বেনাপি কৌরবে ক্ষেত্রে ।
তদপি চ কুলপতি-মহিলা-মহিতা জাতা গুণেন গোপাল্যঃ ॥৮৯॥

নন্বু, স এব কৃষ্ণো রমণ স্তা স্তা এব গোপ্যো রমণ্য স্তদা কথং তাদৃকসুখং নাজায়ত, তত্রাহ—যদপীতি। পরস্পরং ভেজুঃ মিমালুঃ। ন তৃপ্তিঃ প্রীণনং ন জাতা তত্র হেতুর্যদিতি, বিরহো গতশ্চ আগামীচ তৌ বিরহস্তু পূর্ব্বাপরয়োঃ সন্থাদিতি ভাবঃ ॥ ৮৮ ॥

তত্রাপি গোপীনামুৎকর্ষং বর্ণয়তি—যদ্যপীতি। যদ্যপি কুরুক্ষেত্রে হরিণা স্বেনাপি গোপাল্যো গুপ্তা লুক্কায়িতাঃ গুপ্তা রক্ষিতাঃ তদপিচ গুণেন কুলপতিমহিলাভির্মহিতাঃ পূজিতা জাতাঃ ॥ ৮৯ ॥

যদ্যপি ব্রজকুলবধূগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ অবিরত পরস্পর মিলিত হইয়াছিলেন, তথাপি হৃদয়ে তৃপ্তি হয় নাই। কারণ, তৎকালে গতবিরহ এবং ভাবিবিরহের অস্তিত্ব ছিল (ক) ॥ ৮৮ ॥

যদ্যপি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই লুক্কায়িত গোপীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও গুণদ্বারা কুলপতিগণের পত্নীগণ তাহাদিগকে পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৮৯ ॥

সহচরি! সেই প্রিয় কৃষ্ণই কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন, আমিও সেই রাধা, এবং উভয়ের সঙ্গম সুখও সেই প্রকার, তথাপি মধুর মুরলীর পঞ্চমনাদ শোভিত সেই কালিন্দী-পুলিনের কাননের জন্যই আমার মন, স্পৃহা করিতেছে। "যঃ কৌমারহরঃ সএব হি বর স্তাএব চৈত্রক্ষপাঃ" ইত্যাদি সামান্য নায়ক পর শ্লোকের পরিবর্ত্তে এরূপ কৃত এই কৃষ্ণলীলাপর পদ্য দেখিয়া নীলবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু শতমুখে ধন্যবাদ দেন। চৈতন্য চরিতামৃত দ্রষ্টব্য।

(ক) মথুরা গমন হইতে কুরুক্ষেত্র মিলন পর্য্যন্ত গতবিরহ, এবং কুরুক্ষেত্র হইতে ব্রজ গমন ও তথায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুনর্মিলন পর্য্যন্ত ভাবিবিরহ।

তত্র শ্রীমন্মহিষীণাং শ্রীরাধামুদ্দিশ্য "ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তী"-ত্যত্র কৃতশংসনং প্রশংসনং যথা—॥ ৯০ ॥

ইচ্ছামো ন বয়ং তু বিষ্ণুপদমপ্যন্যস্য কা বা কথা
কিন্ত্বেতস্য গদাগ্রজস্য পদয়োর্ধর্ত্তুং রজো মূর্দ্ধনি।
রাধাহৃদ্‌ঘুসৃণং যতস্তৃণমিতং পশ্চাৎ পুলিন্দীধৃতং
গোপীভিঃ স্পৃহিতং যয়োঃ স সুরভিশ্চেতো হরত্যদ্য চ ॥

ইতি ॥ ৯১ ॥

তদেবং সামান্যেন গোপীনাং মহিষীত্বং বর্ণিতং শ্রীরাধায়াস্তু তত্রাপি বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—তত্রেতিগদ্যেন। শ্রীমন্মাহিষীণাং প্রধানাষ্টমহিষীতরাণাং কৃতং শংসনং কথনং যস্য তৎ ॥ ৮৯ ॥

তৎ প্রশংসনং নির্দিশতি—ইচ্ছাম ইতি। বয়ন্তু বিষ্ণুপদং বৈকুণ্ঠমপি ন ইচ্ছামঃ, অন্যস্য ব্রহ্মলোকাদেঃ কা বা কথা, তদা কিং প্রার্থয়ধ্বে তত্রাহ—কিন্ত্বিতি। এতস্য গদাগ্রজস্য পদয়োঃ রজো মূর্দ্ধ্নি ধর্ত্তুমিচ্ছামঃ। নন্ত, তৎপদরজো যুষ্মাভিঃ প্রাপ্তমেব তদা কথং প্রার্থয়ধ্বে, তত্রাহ—রাধায়া হৃদ্‌ঘুসৃণং হৃদয়লিপ্তকুঙ্কুমং যতঃ পাদাভ্যাং তৃণং দুর্ব্বাদি ইতং প্রাপ্তং পশ্চাদুদ্ধৃত্য পুলিন্দীভির্ধৃতং পশ্চাৎ গোপীভিঃ স্পৃহীতং কামিতং যয়োঃ পাদয়োঃ স রাধাহৃদ্‌ঘুসৃণসম্বন্ধী সুরভির্গন্ধঃ অদ্যচ অদ্যাপি চেতো হরতি ॥ ৯০ ॥

তন্মধ্যে (ভা ১০।৮৩।৪৩) "ব্রজনারীগণ, যাহা বাঞ্ছা করেন" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের আট প্রকার শ্রীমতী মহিষীগণ যে, শ্রীরাধাকে উদ্দেশ করিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেই প্রশংসার কথা নির্দ্দেশ হইতেছে ॥ ৯০ ॥

আমরা বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠেরও কামনা করি না অতএব ব্রহ্মলোকাদির কথা আর কি বলিব। তবে আমরা কেবল গদাগ্রজের চরণদ্বয়ের ধূলি মস্তকে ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। রাধিকার হৃদয় লিপ্ত কুঙ্কুম, যে চরণদ্বয়ের নিকটে দূর্ব্বাদি তৃণের মত হইয়াছে, পশ্চাৎ ব্যাধপত্নীগণ সেই কুঙ্কুম ধারণ করিয়াছিল; এবং তৎপরে গোপবধূগণ ঐ কুঙ্কুমের বাসনা করিয়াছিল। ঐ পাদদ্বয়ে রাধিকার হৃদয়স্থিত যে কুঙ্কুম লিপ্ত হইয়াছিল, সেই কুঙ্কুমের সৌরভ অদ্যাপি চিত্ত হরণ করিতেছে ॥ ৯১ ॥

ইয়মেব শ্রীব্রজদেবীভিঃ সর্ব্বোর্দ্ধং শ্লাঘিতা "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য" ইত্যাদিনা। "অনয়ারাধিতো নূন" মিত্যাদিনা চ। মুনিভিস্তু নাম্নাপি ব্যক্তীকৃতা। "রাধা বৃন্দাবনে বন" ইত্যাদিনা ॥ ৯২ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—"তথানুগৃহ্য ভগবা"নিত্যস্মিন্ সর্ব্বসুখ-রচনে বাদরায়ণি বচনে "যুধিষ্ঠিরমথাপৃচ্ছ"দিতি ন সম্যগব-গম্যতে স্ম। ততো দেশকালনিমিত্তানাং সমাবেশঃ প্রততয় কথ্যতাম্ ? ॥ ৯৩ ॥

তদেব বৈশিষ্ট্যং প্রমাণান্তরেণ বর্ণয়তি—ইয়মেবেত্যাদিগদ্যেন। ইয়ং শ্রীরাধা "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগশ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন। তদ্দর্শনস্মররুজ স্তৃণরূষিতেন নিম্পন্দ্য আনন-কুচেষু জহু স্তদাধি"মিতি "অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দো যাম-নয়দ্রহ ইতি। রুক্মিণীদ্বারবত্যাস্ত "রাধা বৃন্দাবনে বনে" ইতি ॥ ৯২ ॥

তদেবং শ্রুত্বা স্নিগ্ধকণ্ঠো মধুকণ্ঠং যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—তথানুগৃহ্যেতিগদ্যেন। সর্ব্বসুখরচনে সর্ব্বসুখস্য রচনং যেন তস্মিন্ ন সম্যগবগম্যতে স্মেতি রাত্রৌ গোপীভিঃ সহ মিলনং বর্ণিতং যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ মিলনং তদেব কিম্বান্যদেবেতি। তত স্তস্য সম্যগবগমাভাবাৎ প্রততা বিস্তাষ্য কথ্যতামুচ্যতাম্ ॥ ৯৩ ॥

শ্রীরাধার স্তন হইতে কৃষ্ণের চরণলিপ্ত কুঙ্কুম তৃণে সংলগ্ন হইলে, তাহা ব্যাধ-পত্নীগণও প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব তাহারা ধন্য এই কথা এবং ইনিই কৃষ্ণকে রাসে অন্তর্দ্ধানকালে আরাধনা করিয়াছেন। ইহা বলিয়া ব্রজদেবীগণ এই শ্রীরাধা-কেই শ্রেষ্ঠরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু মুনি বেদব্যাস "বৃন্দাবন নামক অরণ্যে রাধা" এই বচনদ্বারা নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার কথা ব্যক্ত করিয়া-ছেন ॥ ৯২ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিলেন, "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপে তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া" এই (ভাগবত দশমস্কন্ধের ৮৩ অধ্যায়ে প্রথম শ্লোক কথিত) সর্ব্বসুখপ্রদ শুক-দেব বাক্যে, "অনন্তর তিনি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন" ইহার বিষয় সম্যক্-

মধুকণ্ঠ উবাচ—তাসাং বাসঃ খলু শ্রীরামাবরজস্য স্নানাদি-কর্ম্মশর্ম্মদং যদেকান্তহর্ম্ম্যং তদনুষঙ্গং ভজন্নুদ্ধবধাম্নঃ সংসক্ততয়া বহিরব্যক্ত আসীৎ। তত্র সতি পরমাদৃতানামপি যুধিষ্ঠিরাদীনাং তস্যামেব রাত্রৌ কুরুক্ষেত্রমাগতানামপি তদাবেশবশেন শ্রীকেশবেন মিলনাযোগাৎ প্রাতরাগত্য সভাসদ্মন্যুপবিশ্য স্থিতানাং প্রাতরপি বিলম্বিত এব স্নানাদ্যাচর্য্যা তেন মিলতা কুশলপ্রশ্নো জাত ইতি।

তদেবং সঙ্ক্ষেপেণানুবর্ণ্য শ্রীরাধিকা-মুখবিধুং নির্ব্বর্ণ্য মধুকণ্ঠঃ সমাপনং বর্ণয়তি স্ম ॥ ৯৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা মধুকণ্ঠো দেশাদীনাং সমাবেশং যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—তাসামিতিগদ্যেন। তাসাং গোপীনাং বাসঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্নানাদিকর্ম্মসু শর্ম্মদং সুখদং যৎ একান্তহর্ম্ম্যং নির্জ্জনশিলাদিনির্ম্মিতগৃহং তদনুষঙ্গং তৎ সংশ্লেষং ভজন্ সন্ উদ্ধবস্য ধাম্নো গৃহস্য সংসক্ততয়া সংশ্লিষ্টতয়া বহির্বাহ্যে অব্যক্তঃ অপ্রকাশ আসীৎ। যস্যাং গোপীভির্মিলনং জাতং তস্যামেব রাত্রৌ কুরুক্ষেত্রং প্রাপ্তানামপি যুধিষ্ঠিরাদীনাং তদাবেশবশেন গোপিকাভিঃ সহ বিহারে য আবেশ স্তস্য বশেন শ্রীকেশবেন সহ তেষাং মিলনাযোগাৎ প্রাতঃকালে তন্মিলনার্থমাগত্য সভাসদ্মনি সভাগৃহে উপবিশ্য স্থিতানাং সতাং

রূপে অবগত হওয়া যায় না। অতএব বিস্তার করিয়া দেশ, কাল এবং নিমিত্তের সমাবেশ ব্যক্ত কর ॥ ৯৩ ॥

মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিল, রামানুজ শ্রীকৃষ্ণের স্নানাদি কর্ম্মে সুখপ্রদ একটী নির্জ্জন প্রাসাদগৃহ ছিল। এবং তাহার নিকটেই উদ্ধবেরও গৃহ ছিল উক্ত কৃষ্ণ-গৃহের সংলগ্ন স্থানেই শ্রীরাধাদির বাস হইয়াছিল। এই জন্যই উক্ত বাস বাহিরে প্রকাশিত হন নাই। এইরূপ হওয়াতেই যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি আত্মীয়গণ পরম সমাদৃত হইলেও, এবং সেই রাত্রিতেই কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত তাঁহাদিগের ভাবাবেশে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই কারণে যুধিষ্ঠিরাদির সহিত মিলন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তৎপরে তাঁহারা

কুরু-ভুবি তব রাধে ! বর্ণয়ন্ শর্ম্ম-জাতং
ব্যবহিতমপি দিষ্টেনাস্মি শর্ম্মাবৃতাত্মা।
কিমুত ভৃশমিদানীমামৃশন্ বাং মিথঃ শ্রী-
পরিমল-কুলভোগং চক্ষুষোর্যুগ্মকেন ॥ ৯৫ ॥

তদেবমানন্দপর্য্যন্তমুদন্তং কুর্ব্বন্ পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ কথকঃ

প্রাতঃকালেঽপি বিলম্বতএব স্নানাদিক্রিয়াং কৃত্বা মিলতা তেন শ্রীকেশবেন কুশলপ্রশ্নো জাতঃ। নির্ব্বণ্য নিরীক্ষ্য বর্ণয়তি স্ম বর্ণয়ামাস ॥ ৯৪ ॥

সমাপনপ্রকারং বর্ণয়তি—কুরুভুবীতি। হে রাধে ! ব্যবহিতমপি কুরুভুবি তব শর্ম্মজাতং সুখসমূহমহং বর্ণয়ন্ দিষ্টেন ভাগ্যেন শর্ম্মণা সুখেন আবৃত আত্মা যস্য সোঽস্মি, ইদানীং বাং যুবয়োঃ মিথঃ পরস্পরস্য শ্রীপরিমলকুলভোগং পরমমাধুর্য্যস্য ভোগং চক্ষুষোর্যুগলেন আমৃশন্ লিহন্ শর্ম্মাবৃতাত্মা কিমুত ভবামি ॥ ৯৪ ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গং সমাপয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। আনন্দঃ পর্য্যন্তঃ যত্র তমুদন্তং

প্রাতঃকালে আসিয়া সভাগৃহে উপবেশন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালেও অনেক বিলম্বে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুধিষ্ঠিরাদির কুশল প্রশ্ন আরম্ভ হইয়াছিল। এইরূপে সংক্ষেপে বর্ণনাপূর্ব্বক শ্রীরাধিকার মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া মধুকণ্ঠ সমাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৯৪ ॥

হে রাধিকে ! সুদীর্ঘকালরূপ ব্যবধানসত্ত্বেও কুরুক্ষেত্রে তোমার সুখসমূহ বর্ণনা করিয়া সৌভাগ্যক্রমে আমার আত্মা সুখদ্বারা আবৃত হইয়াছে ! এক্ষণে আমি দুই চক্ষু দিয়া তোমাদের উভয়ের পরস্পর পরম মাধুর্য্যরাশি আস্বাদন (দর্শন) করায় আমার আত্মা যে সুখাচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব ॥ ৯৫ ॥

অতএব এইরূপে আনন্দই যাহার চরম সীমা, এইরূপ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসের মত কথক, আপনার কনিষ্ঠের সহিত, এবং সকলের সম-

স্বানুজসহিতঃ সর্ব্বসংহিতঃ স্বধাম জগাম। শ্রীরাধা-মাধবাবপি বিহারধাম কাময়ামাসতুরিতি ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু পুরুসুখক্ষেত্রকুরুক্ষেত্রযাত্রানাম ত্রয়োবিংশং পূরণম্ ॥ ২৩ ॥

বৃত্তান্তং কুর্ব্বন্ সানুজসহিতঃ স্নিগ্ধকণ্ঠমিলিতঃ সর্ব্বৈঃ সংযুক্তঃ সন কাময়ামাসতুঃ স্পৃহয়াঞ্চক্রাতে ॥ ৯৬ ।

পুরু বহুলং সুখং যত্র সাচাসৌ কুরুক্ষেত্রযাত্রাচেতি তস্যা নাম প্রকাশো যত্র তৎ ॥

ইতি ত্রয়োবিংশং পূরণম্ ॥ ০ ॥ ০ ॥

ভিব্যাহারে নিজভবনে গমন করিল। তৎপরে শ্রীরাধা এবং রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণও বিহার-ভবনে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূকাব্যে প্রচুর সুখের ক্ষেত্রস্বরূপ কুরুক্ষেত্রে যাত্রা-নামক ত্রয়োবিংশ পূরণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশং পূরণম্

-:-⁕-:-

ব্রজবাসিনাং ব্রজং প্রত্যাগমনম্ ।

অথ ব্রজযুবরাজবিরাজমানসদসি প্রাতঃকথায়াং স্নিগ্ধকণ্ঠ-স্তদিদং প্রথয়াঞ্চকার। লোকানাং কুরুক্ষেত্রযাত্রাসমৃদ্ধিস্তু ন বর্ণনপাত্রায় কল্পতে ॥ ১ ॥

চতুর্বিংশে পুরণেতু মুনিভিঃ সঙ্গতির্হরেঃ। অথ ব্রজে ব্রজেশাদিগোপানাং গতি-রীর্য্যতে ॥ • ॥

অথ তৎপরবৃত্তান্তং বর্ণয়িতুং স্বয়ং কবিঃ প্রক্রমতে—অথেত্যাদিগদ্যেন। ব্রজযুবরাজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তেন বিরাজমানং যৎ ব্রজরাজস্য সদঃ সভা তস্মিন্। প্রথয়াঞ্চকার বিস্তারিতবান্। বর্ণন-পাত্রায় বর্ণনযোগ্যায় কল্পতে সমর্থয়তি ॥ ১ ॥

চতুর্ব্বিংশ পূরণে মুনিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন, এবং শ্রীব্রজরাজপ্রভৃতি গোপগণের পুনর্ব্বার ব্রজে প্রত্যাগমন বর্ণিত হইবে ॥

অনন্তর ব্রজযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণদ্বারা বিরাজিত, ব্রজরাজের সভাতে, প্রাতঃকালের কথায় স্নিগ্ধকণ্ঠ এইরূপ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কিন্তু লোকদিগের কুরুক্ষেত্রে যাত্রার সময়ে যে সমৃদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বর্ণনের যোগ্য হইতে পারে না (ক) ॥ ১ ॥

(ক) কুরুক্ষেত্র যাত্রাটী আনন্দের নহে, কিন্তু মহাদুঃখের ঘটনা। কারণ, তৎকালে ব্রজ-বাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য দীর্ঘ বিরহে কাতর ছিলেন, এজন্য লোকজনের সমৃদ্ধির কথা। বর্ণ-নীয় হইতে পারে না। ওসব বর্ণনা আনন্দ কালেই মনোরম হয়।

ততশ্চ ;—

(ক) কুরুক্ষেত্রান্তস্তৈর্গ্রহণমনুযাত্রামনুগতৈ-
গতা যা যা চেষ্টা বহুনিজনিজেষ্টাঃ কতি চ তাঃ।
ময়া বর্ণ্যাঃ কিন্তু স্মৃতিবিষয়মেকাং কুরুত যা
হরের্ব্বক্ত্রদ্যোতামৃতরসিকতা সর্ব্ববিততা ॥ ২ ॥

তথাপি সর্ব্বতঃ সমুপচিতং যদস্মভ্যং রুচিতং তদেব কিঞ্চিদ্বর্ণ্যতে ॥ ৩ ॥

তদ্বর্ণনযোগ্যতাং লিখতি—কুরুক্ষেত্রান্তরিতি। গ্রহণং সূর্য্যোপরাগং লক্ষীকৃত্য কুরুক্ষেত্রান্তঃ কুরুক্ষেত্রমধ্যে যাত্রামনুগতৈস্তৈস্তে যা যা বহুনিজনিজেষ্টাশ্চেষ্টা গতাঃ প্রাপ্তাঃ, ময়া কতি চ তা বর্ণ্যাঃ, কিন্তু একাং চেষ্টাং স্মৃতিবিষয়ং কুরুত, বক্ত্রদ্যোতামৃতরসিকতা হরের্বক্ত্রং মুখং তস্মাৎ দ্যোতা যা অমৃতরসিকতা সর্ব্ববিততা সর্ব্বত্র বিস্তৃতা ॥ ২ ॥

যদ্যপি তা বর্ণয়িতুমশক্যা স্তথাপি সর্ব্বতঃ সমুচিতং সর্ব্বত্র সম্যগুচিতং রুচিতমভি-লষিতম্ ॥ ৩ ॥

তৎপরে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্র মধ্যে যাত্রা করিয়া সেই সকল লোক-গণ, যে যে বিবিধ স্ব স্ব অভীষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, সেই সকল চেষ্টার মধ্যে আমি কত চেষ্টাই বা বর্ণন করিতে পারিব। কিন্তু আপনারা একটি মাত্র চেষ্টা স্মৃতি-পথে আনয়ন করুন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে প্রদীপ্ত, অথচ সর্ব্বত্র বিস্তৃত যে অমৃত রস ক্ষরণ তাহাই একমাত্র তৎকালে স্মরণ যোগ্য অপূর্ব্ব চেষ্টা ॥ ২ ॥

তাহা হইলেও যাহা সকল স্থানে সম্যকরূপে উপযুক্ত, এবং যাহা আপনাদের বাঞ্ছিত বিষয় ; আমি তাহারই কিঞ্চিৎ বিষয় বর্ণনা করিতেছি ॥ ৩ ॥

(ক) গ্রহণভবযাত্রাম্। ইতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপাঠঃ

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্য-প্রশমতমসি ব্যক্ততমসি
ব্রজাল্লব্ধঃ কৃষ্ণং ব্রজনরপতিঃ সব্রজজনঃ।
বিতর্ত্তুং তং রত্নপ্রচয়মচকর্ষন্নিজপদাদ্-
যদালোকাদন্যোঽপ্যখিলনিজকর্ম্ম ব্যতনুত ॥ ৪ ॥

ধর্ম্মং কেচিৎ কেচিদর্থং নিমাগং
কামং কেচিন্মোক্ষমপ্যত্র কেচিৎ।
কেচিৎ কৃষ্ণে ভক্তিমেতে তু গোপা-
স্তস্মিন্ ভব্যং হব্যকব্যেষু দধ্যুঃ ॥ ৫ ॥

তদেব বর্ণয়তি—কুরুক্ষেত্র ইতি। সূর্য্যপ্রশমতমসি সূর্য্যস্য প্রশমে নিবৃত্তৌ তমোঽন্ধকারো যস্য তস্মিন্ ব্যক্ততমসি ব্যক্তঞ্চ তৎ তমো রাহুশ্চেতি তস্মিন্ সতি, ব্রজজনৈঃ সহিতো ব্রজনরপতির্ব্রজাৎ কৃষ্ণং লব্ধঃ সন্ তং কৃষ্ণহেতুকং রত্নপ্রচয়ং রত্নসমূহং বিতর্ত্তুং দাতুং নিজপদাৎ নিজস্থানাৎ অচকর্ষৎ আকর্ষিতবান্, যদ্বা স্বার্থে লিঙ, আকৃষ্টবান্। কদা যদালোকাৎ যস্য গ্রহণস্য দর্শনাৎ অন্যোঽপি লোকোঽখিলনিজকর্ম্ম ব্যতনুত দানশ্রাদ্ধপুরশ্চর্য্যাদি অকরোৎ ॥ ৪ ॥

তত্তৎকর্ম্মসু গোপানাং নিষ্কামত্বেন কৃষ্ণপ্রীত্যুৎপাদকত্বং বর্ণয়তি—হব্যকব্যেষু হব্যং দেবোদ্দেশ্যদানং, কব্যং পিতৃলোকোদ্দেশ্যদানং তেষু কেচিৎ কামিনো ধর্ম্মং দধ্যুশ্চিন্তয়ামাসুঃ এবং কেচিৎ অর্থং কেচিৎ কামং কেচিন্মোক্ষং কেচিন্নিষ্কামাঃ সদৃশাঃ কৃষ্ণে ভক্তিং দধ্যুঃ এতে গোপাস্তু তস্মিন্ কৃষ্ণে ভব্যং মঙ্গলং দধ্যুঃ এতৎকর্ম্মভিঃ কৃষ্ণস্য মঙ্গলং ভূয়াদিতি ॥ ৫ ॥

কুরুক্ষেত্রে এরূপ সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল যে, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে সূর্য্যদেব অদৃশ্য হইয়া যান; চারিদিকে অন্ধকার হইয়া উঠিল, এবং স্পষ্টরূপে রাহুদৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপ সময়ে, ব্রজরাজ সমস্ত ব্রজবাসিলোকদিগের সহিত, ব্রজ হইতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করত শ্রীকৃষ্ণেরই মঙ্গল কামনাপূর্ব্বক রত্নরাশি দান করিবার জন্য নিজের কোষাগার হইতে ঐ সকল বস্তু আহরণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়া অন্যান্য সমস্ত লোকই শ্রাদ্ধ, পুরশ্চরণ এবং দানাদি নিজ নিজ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

দেবতাদিগের উদ্দেশে দানের নাম হব্য, এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে দানের

অথ লব্ধশর্ম্মণি গ্রহণপর্ব্বণ্যপি পূর্ণে দিবি ভুবি চ বিরাজমানাকৃতীন্ প্রজাপতিপ্রভৃতীন্ নিজগুণস্থেম্না পূরয়ন্নাত্মনা তু ব্রজজনপ্রেম্না পূর্য্যমাণঃ স যদা হরির্ব্বিরাজতে স্ম। তদা তদানন্দানুভবায় ব্রহ্মনন্দনাদয়ঃ সর্ব্ব এব মুনয়ঃ সমাগতাঃ ॥ ৬ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। লব্ধং শর্ম্ম যস্মাৎ তস্মিন্ গ্রহণপর্ব্বনি পূর্ণে সমাপ্তে সতি, বিরাজমানাকৃতীন্ বিরাজমানা আকৃতয়ো মূর্ত্তয়ো যেষাং তান্ নিজগুণস্থেম্না নিজগুণানাং স্থিরতয়া তদানন্দানুভবায় তস্য ব্রহ্মানন্দস্য অনুভবায় ব্রহ্মনন্দনাদয়ঃ শনকসনন্দনাদয়ঃ সমাজগ্মুঃ ॥ ৬ ॥

নাম কব্য (ক) এই হব্য-কব্য বিষয়ে কোন কোন কামী (কামনাশীল) ব্যক্তি ধর্ম্ম চিন্তা করিয়াছিল। কেহ কেহ অর্থচিন্তা করিয়াছিল। কেহ কেহ সম্পূর্ণরূপে কাম চিন্তা করিয়াছিল অথবা তথায় কেহ কেহ মোক্ষচিন্তা করিয়াছিল। নিষ্কাম ব্যক্তির তুল্য কতিপয় লোক শ্রীকৃষ্ণের উপরে ভক্তি ভাবনা করিয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল গোপগণ কেবল ঐ সকল কর্ম্মদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল হৌক, এইরূপ মঙ্গল চিন্তাই করিয়াছিল ॥ ৫ ॥

অনন্তর সুখপ্রদ গ্রহণোৎসব সমাপ্ত হইলে, স্বর্গে এবং ভূতলে যাঁহাদের আকৃতি বিরাজমান আছে, সেই প্রজাপতিপ্রভৃতি মহোদয়দিগকে শ্রীকৃষ্ণ, নিজগুণের স্থিরতাদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া, এবং স্বয়ং ব্রজবাসিজনগণের প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া, যেমন বিরাজ করিতে লাগিলেন, অমনি তৎকালে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিবার জন্য সনক সনন্দনপ্রভৃতি ব্রহ্মার নন্দন মুনিগণও আগমন করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

(ক) হব্য-কব্যে দৈবপিত্রে। ইত্যমরঃ। হূয়তে ইদং হব্যম্। কব্যতে তৃপ্তিকারণত্বেন বর্ণ্যতে স্তূয়তে বা কব্যম্। ইতি অমরটীকা। হবনীয় দ্রব্যই হব্য এবং পিতৃগণের তৃপ্তিজনক বলিয়া যাহা করা যায় বা যে স্তব করা যায় তাহাই কব্য।

সমাগত্য চ ;—

ন কেবলং তস্য তথা সমুন্নতিং
নিরীক্ষ্য চিত্রং মুনয়স্তদা যযুঃ।
বিনম্রতাং স্বেষু চ যে পরস্পরং
বিরুদ্ধভাবে অপি জগ্মতু রুচিম্ ॥ ৭ ॥

তে তদিদমূচুশ্চ তত্র শ্রীভাগবতীয়ং পদ্যং যথা—

ভাঃ ১০।৮৪।২১।

"অদ্য নো জন্ম-সাফল্যং বিদ্যায়াস্তপসো দৃশঃ।
ত্বয়া সঙ্গম্য সদ্গত্যা যদন্তঃশ্রেয়সাং পরঃ" ॥ ইতি ॥৮—৯॥

তেষামাগমনানন্তরং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—ন কেবলমিতি। মুনয় স্তদা তস্য কৃষ্ণস্য তথা সমুন্নতিং পরমবৈভবং নিরীক্ষ্য ন কেবলং চিত্রমাশ্চর্য্যং যযুঃ, কিন্তু স্বেষুচ তস্য বিনম্রতাং নিরীক্ষ্য চিত্রং যযুঃ। বিরুদ্ধভাবে বিরুদ্ধো ভাবঃ স্বভাবঃ চেষ্টা বা ক্রিয়া যয়ো স্তে যে সমুন্নতিবিনম্রে তে অপি পরস্পরং রুচিমভিলাষং জগ্মতুঃ প্রাপতুঃ ॥ ৭ ॥

তদিদমিতিগদ্যং সুগমম্ ॥

তেষাং বাক্যং বর্ণয়তি—অদ্যেতি। নোঽস্মাকং দৃশো জ্ঞানস্য সদ্গত্যা ত্বয়া সঙ্গম্য মিলিত্বা যদন্তঃ যৎ তব সঙ্গমনং অন্তঃ অবসানং যত্র এবং শ্রেয়সাং পরঃ শ্রেষ্ঠো ভবতি ॥ ৮—৯ ॥

ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মর্ষিগণ সমাগত হইয়া তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ পরম বৈভব নিরীক্ষণ করিয়া কেবল আশ্চর্য্য প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু তাঁহাদের উপর বিশেষ নম্রতা দেখিয়াও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ঐ পরম বৈভব এবং বিশেষ নম্রতা বিরুদ্ধ স্বভাব সম্পন্ন হইলেও পরস্পর অভিলাষ প্রাপ্ত হইয়াছিল ; অর্থাৎ এই উভয়ের শত্রুতা ছিল না ॥ ৭ ॥

তথায় তাঁহারা এইরূপ বলিয়াও ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮৪।২১) শ্লোক নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যথা :—অদ্য আমাদের জন্ম সফল হইল, এবং বিদ্যা, তপস্যা এবং জ্ঞানের সার্থকতা হইল। কারণ, আপনি অন্তরের সকল প্রকার শুভকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ও সার ; এবং পূর্ব্ব কর্ম্মের সুকৃতি বা সদ্গতি-দ্বারা আপনার সহিত মিলন হইয়াছে ॥ ৮—৯ ॥

এতদনুস্মৃতমন্যদীয়মপি যথা ;—

যদপি বয়ং প্রতিকল্পং, নানারূপং তবাদ্রাক্ষ্ম।

(ক) নবনবমিব তদপীদং, ঘটয়তি পুরুষার্থজাতসারং নঃ ॥১০

কিঞ্চ ;—

অপরো দ্বাপরান্তঃ স্যাদ্দ্বাপরান্তায় ন ক্বচিৎ।

সোঽয়ং তু চক্লৃপে তস্মৈ যত্র ত্বং নেত্রগোচরঃ ॥

ইতি ॥ ১১ ॥

মনসি চেদং বিচারিতবন্তঃ ;—

যদ্যপি যদবঃ সন্ততসঙ্গাঃ, কেচিচ্চ মর্ম্মগা বিষ্ণোঃ।

(খ) বিধেরাস্থিতপদরজস, স্ত্বেতে গোপা গিরাং দূরে ॥১২॥

ভাগবতীয়পদ্যানুগতমন্যদপি বর্ণয়তি—যদপীতি। অদ্রাক্ষ্ম অপশ্যাম তদপি নবনবেদমিবেদং রূপং নোঽস্মাকং পুরুষার্থজাতসারং পুরুষার্থানাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং তেষাং সমূহানাং সারং অর্থাৎ ত্বয়ি প্রেমাণং ঘটয়তি ॥ ১০ ॥

অপরমপি বর্ণয়তি—অপর ইতি। অপরো দ্বাপরান্তঃ দ্বাপরযুগস্য অন্তঃ ন ক্বচিৎ দ্বাপরান্তায় সংশয়নাশায় স্যাৎ। সোঽয়ন্তু দ্বাপরান্তঃ তস্মৈ দ্বাপরান্তায় চক্লৃপে সমর্থো বভূব, তত্রহেতু-যত্রেতি, যত্র দ্বারপান্তে ত্বং নেত্রগোচরঃ নয়নপ্রত্যক্ষ ইতি ॥ ১১ ॥

তেষাং মনসি বিচারিতং বর্ণয়তি—যদ্যপীতি। সন্ততং নিরন্তরং সঙ্গো যেষাং তে কেচিদুদ্ধবা-

---

শ্রীমদ্ভাগবতের মতানুযায়ী অন্য প্রকার শ্লোকও নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, যথা :—যদ্যপি আমরা প্রত্যেক কল্পে আপনার নানাবিধরূপ দর্শন করিয়াছি ; তথাপি নবনবের মত এইরূপ আমাদের পুরুষার্থসমূহের সারভাগ ঘটাইতেছে ॥ ১০ ॥

অপিচ কোন সময়েই যেন সংশয় নিবারণের জন্য অন্য দ্বাপর যুগের নাশ না হয়। এই দ্বাপর যুগের শেষ, আমাদের সংশয় ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছে। কারণ, দ্বাপরের শেষেই আপনি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

তখন তাঁহারা মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন। যদ্যপি যদু-

(ক) পুরুষার্থসারং নঃ ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

(খ) বিধিবাঞ্ছিতপদরজসঃ ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

তদেবং বিধিবদ্গোপানুগমি তদনুগমিতমেব মনসিকৃত্য গগনযাচনামনুস্থৃত্য চলিতবৎসু মুনিসৎসু শ্রীমান্ বসুদেবঃ স্ববসুসাফল্যকামনয়া তানিদং নিবেদয়াঞ্চকার। (ক) কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো যথা স্যাত্তথা যথাবদুপদিশতেতি। অত্র ব্রজ-ভক্তিতর্ষী শ্রীদেবর্ষিস্তু চেতসি বিবিবেচ। নায়ং নন্দবচ্ছুদ্ধ-পিতৃভাবময়স্নেহতয়া বুদ্ধঃ। যেন নন্দ এব "নন্দঃ কিমকরো-

দয়ো বিষ্ণোঃ কৃষ্ণস্য মর্ম্মগাঃ আস্থিতপদরজসঃ আস্থিতানি আস্থাবিষয়ানি পদরজাংসি যেষাং তে এতে গোপা গিরাং বিদূরে সন্তু ॥ ১২ ॥

ততো মুনয়ঃ কিং কৃতবন্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তদেবমিতি। গোপানুগমি গোপানাং যোঽনুগমঃ স্বরূপানুসন্ধানং তদ্বিশিষ্টং যথা স্যাৎ তথা তদনুগমিতং স্বার্থে লিঙ্। তদাশ্রিতমিব গমনযাচনামনুস্থৃত্য অনুগম্য মুনিসৎসু মুনীনাং সন্তঃ মুনিসন্তঃ তেষু সৎসু স্ববসুসাফল্যকামনয়া স্বস্য বসুনো ধনস্য সফলতেচ্ছয়া তান্ মুনিসতঃ। কর্ম্মনির্হারঃ স্ববন্ধকর্ম্মক্ষয়ঃ তচ্ছ্রুত্বা মুনিসমূহে মৌনে সতি।

বংশীয় উদ্ধবাদি কতিপয় ব্যক্তিগণ, সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্মও অবগত আছেন; তথাপি কিন্তু বিধাতা যাহাদের পদধূলি বাঞ্ছা করিয়া থাকেন, ঐ সমস্ত গোপগণ বাক্যপথের দূরে থাকুন, অর্থাৎ বাক্যদ্বারা গোপদিগের বিষয় ব্যক্ত করা যায় না ॥ ১২ ॥

অতএব এইরূপে গোপদিগের স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া যেন তাহাদের আশ্রিত বিষয়ের মত গমন প্রার্থনা অনুসরণ করত, সনক সনন্দনপ্রভৃতি মুনিসত্তমগণ, গমন করিলে, শ্রীমান্ বসুদেব আপনার ধন সম্পত্তির সফলতা কামনা করিয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ নিবেদন করিলেন। কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যাহারা স্বপ্রতিবন্ধক কর্ম্মের ক্ষয় হয় এইরূপে আপনারা যথাবিধি উপদেশ প্রদান করুন। তাহা শুনিয়া মুনিগণ মৌনাবলম্বন করিলে, তথায় শ্রীমান্ দেবর্ষি নারদ ব্রজভক্তি

(ক) কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হার এষ সাধু নিরূপিতঃ।

যচ্ছ্রদ্ধয়া যজেদ্বিষ্ণুং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরং মখৈঃ ॥

ইতি ভাগবতপদ্যম্। ১০।৮৪।৩৫। অথবা ২৯।

দ্ব্রহ্ম”মিত্যাদিনা সর্ব্বতঃ স্তূয়তে,সোঽয়ং তু ন তথা প্রস্তূয়তে। কিন্তু ভগবত্ত্বজ্ঞানেনং সহিত ইত্যেবং মহিতঃ। তেনানেনাস্য জন্মত এব হি “বিদিতোঽসি ভবা”নিত্যাদিনা তত্ত্ববোধ এব সংহিতঃ। পিতৃভাবস্তু তেন পিহিতঃ। তস্মাদ্বিদ্যমানেঽপি

ব্রজভক্তিতর্ষী ব্রজভক্তিং তর্ষিতুমভিকাঙ্ক্ষিতুং শীলমস্য সঃ শ্রীদেবর্ষি নারদঃ, অয়ং বসুদেবঃ শুদ্ধ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানরহিতো যঃ পিতৃভাবময়স্নেহ স্তস্তাবয়তা নন্দবদয়ং ন বুদ্ধোঽবগতঃ যেন শুদ্ধপিতৃভাবময়ত্বেন নন্দএব “নন্দঃ কিমকরোৎ, ব্রহ্মন্ শ্রেয়এবং মহোদয়ম্” ইত্যাদিনা সর্ব্বতোভাবেন স্তূয়তে, সোঽয়ন্তু বসুদেবঃ ন তথা নন্দবৎ প্রস্তূয়তে ইত্যেবং মহিতঃ এবং প্রকারেণ সম্মানিতঃ নতু মাধুর্য্যজ্ঞানেনেতি। তেন ভগবত্ত্বজ্ঞানসাহিত্যেন অনেন বসুদেবেন অস্য কৃষ্ণস্য জননে জন্মকালে এব বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃগিত্যাদিনা তত্ত্ববোধ ঈশ্বরত্বে জ্ঞানমেব সংহিতো মিলিতঃ তেন তত্ত্ববোধেন পিহিত আচ্ছাদিতঃ তস্মাৎ কৃষ্ণস্য

প্রার্থনা করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। নন্দের মত ঐশ্বর্য্যজ্ঞান রহিত বিশুদ্ধ পিতৃভাবে পরিপূর্ণ স্নেহবশতঃ (নন্দের মত) এই বসুদেবকে জানিতে পারা যায় নাই। ঐ শুদ্ধ পিতৃভাবপূর্ণ স্নেহদ্বারা “হে ব্রহ্মন্। নন্দরাজ এমন কি অভ্যুন্নত সুকৃতি করিয়াছে” ইত্যাদি বচনে কেবল নন্দরাজকে সর্ব্বতোভাবে স্তব করিয়া থাকে। কিন্তু এই বসুদেবকে এইরূপ স্তব করে না। কিন্তু ভগবদ্‌ভাবের জ্ঞানের সহিত তিনি বিদ্যমান আছেন, অর্থাৎ তাঁহার ভগবদ্‌জ্ঞান ঘটিয়াছে, এইরূপ প্রকারে সকলে তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকে। কিন্তু মাধুর্য্য জ্ঞান আছে বলিয়া কেহই সম্মান করে না। ঐ ভগবদ্‌ভাবের জ্ঞান থাকাতে এই বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালেই “এই পুরুষ সাক্ষাৎ প্রকৃতির পরবর্ত্তী, কেবল অনুভব এবং আনন্দ স্বরূপ এবং সকল জ্ঞানদর্শী, এই ভাল আপনি বিদিত হইতেছেন।” ইত্যাদি বচনদ্বারা কেবল ঈশ্বরত্ব জ্ঞানই মিলিত হইয়াছিল, এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা পিতৃভাব আচ্ছাদিত হইয়াছিল। অতএব কৃষ্ণ সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞান হওয়াতে, শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান থাকিলেও এই শ্রীকৃষ্ণকে অন্য বালকের ন্যায় অজ্ঞ বিবেচনা পূর্ব্বক ইনি কেবলমাত্র কর্ম্মক্ষয়ের (ক) অভিলাষী হইয়া, (কিন্তু

(ক) ভাগবত ১০।৮৪।২৯ বসুদেব বাক্য “কর্ম্মণা কর্ম্ম নির্হারঃ” ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণে তমিমমর্ভকান্তরবদজ্ঞং মত্বা কর্ম্মনির্হারমাত্রতৃষ্ণেন ন তু নন্দবত্তদভ্যুদয়মাত্রতৃষ্ণেনানেন যদস্মাসু প্রশ্নবিধানং তন্ন শোভানিধানং ভবতীতি। স্পষ্টঞ্চাচষ্ট ॥ ১৩ ॥

"নাতিচিত্রমিদং বিপ্রা! বসুদেবো বুভুৎসয়া।
কৃষ্ণং মত্বার্ভকং যন্নঃ পৃচ্ছতি শ্রেয় আত্মনঃ" ॥

ভা ১০।৮৪।৩০ ইত্যাদি ॥১৪॥

অথ মুনয়স্তস্য সঙ্কোচং বিলোচমানা রোচনায় তদিদমূচুঃ ॥ ১৫ ॥

তত্ত্বজ্ঞানসত্ত্বাৎ তমিমং কৃষ্ণং অন্যবালকবৎ অজ্ঞং মত্বা কর্ম্মনির্হারমাত্রে তৃষ্ণা যস্য তেনানেন নতু নন্দবৎ কৃষ্ণস্যাভ্যুদয়মাত্রে তৃষ্ণা যস্য তেন যদস্মাসু প্রশ্নকরণং তৎ শোভানিধানং ন ভবতি, কৃষ্ণস্যেশ্বরজ্ঞানত্বেন তদজ্ঞত্বমননাৎ উভয়জ্ঞানস্যাসামঞ্জস্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

তৎ স্পষ্টবাক্যং বর্ণয়তি—নাতীতি। "নাতিচিত্রমিদং বিপ্রা! বসুদেবো বুভুৎসয়া। কৃষ্ণং মত্বার্ভকং যন্নঃ পৃচ্ছতি শ্রেয় আত্মন" ইত্যাদি। বুভুৎসয়া ভূতিমিচ্ছয়া অর্ভকং মত্বা নত্বীশ্বরং আত্মনঃ শ্রেয়ঃ পরলোকসাধনম্ ॥ ১৪ ॥

অথ মুনয় ইত্যাদি গদ্যং সুগমম্ ॥১৫॥

নন্দরাজের মত কৃষ্ণের অভ্যুদয়মাত্রে অভিলাষী না হইয়া) আমাদের প্রতি যে প্রশ্ন বিধান করিয়াছেন, তাহা শোভাজনক অর্থাৎ মনোরম নহে। এই কারণে স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন ১৩ ॥

হে বিপ্রগণ! বসুদেব জানিতে ইচ্ছা করিয়া এবং কৃষ্ণকে বালক ভাবিয়া আমাদের নিকটে যে আপনার মঙ্গলের বিষয় প্রশ্ন করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ॥ (ভা ১০।৮৪।৩০) ॥ ১৪ ॥

অনন্তর মুনিগণ বসুদেবের সঙ্কোচভাব দর্শন করিয়া, যাহাতে তাঁহার রুচি হয়, তাহার নিমিত্তে এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

"কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হার এষ সাধু নিরূপিতঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়া যজেদ্বিষ্ণুং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরং মখৈঃ"

ভাঃ ১০।৮৪।৩৫ ইত্যাদি ॥১৬॥

অথ তে চ মুনয়স্তেন বৃতা ঋত্বিজঃ কৃতাস্তমযাজয়ন্ ॥ ১৭ ॥

যস্মিন্ বর্হিষি যাজকা বিধিসুতা যাজ্যঃ স শূরাত্মজঃ
সোঽয়ং শক্রজয়ী বলেন সহিতঃ পুত্রীভবন্ পার্ষদঃ।
শ্রীমন্নন্দমহাশয়ঃ স্বয়মসৌ লব্ধানুমোদঃ স্থিত-
স্তস্মিন্ বৈদিকলৌকিকাঃ সুবিধয়ঃ স্যুঃ কেন বর্ণ্যা ভুবি ॥

কিন্তু তস্মিন্নপূর্ব্বান্তরভাবনা ন পূর্ব্বসূরিভির্ম্মতা ॥

তথাপি বসুদেবঃ প্রশ্নোত্তরমলভমানো যদা সঙ্কুচিত স্তদা তস্য রোচনায় মুনয়ো যদবোচন্ তদ্বর্ণয়তি—কর্ম্মণেতি। কর্ম্মণেতি যদুক্তং তৎ পরিচায়য়তি—যজেদ্বিষ্ণুমিতি ॥ ১৬ ॥

অথ তে মথাঃ কৈঃ সাধিতা ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অথেতিগদ্যেন। ঋত্বিক হবনকৃৎ. তং বসুদেবম্ ॥ ১৭ ॥

তৎ যাজনং বর্ণয়তি—যস্মিন্নিতি। যস্মিন্ বর্হিষি যজ্ঞে বিধিসুতা মরীচ্যাদয়ো যাজকা বভূবুঃ, শূরাত্মজো বসুদেবো যাজ্যঃ যজনীয়ঃ সোঽয়ং শক্রজয়ী কৃষ্ণঃ বলদেবেন সহ পুত্রীভবন্ পার্ষদো বভূব। অসৌ শ্রীমন্নন্দমহাশয়ঃ স্বয়ং লব্ধোঽনুমোদো যেন সঃ এবং স্থিতঃ তস্মিন্ যজ্ঞে বৈদিকলৌকিকা বৈদিকা দেবাদয়ঃ লৌকিকা বিপ্রক্ষত্রিয়াদয়ঃ সুবিধয়ঃ পূজাগ্রাহকাঃ স্যুঃ,ভুবি তে কেন বর্ণ্যা বর্ণনীয়াঃ স্যুঃ ॥

কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যে সপ্রতিবন্ধক কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে, ইহা উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে। অতএব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর বিষ্ণুকে পূজা করিতে হইবেক (ভা ১০।৮৪।৩৫) ॥ ১৬ ॥

অনন্তর বসুদেব ঐ সকল মুনিদিগকে ঋত্বিক্‌পদে বরণ করিলে তাঁহারা বসুদেবকে যাজন ক্রিয়া করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহাকে যাগ করাইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

যে যজ্ঞে মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্যপ্রভৃতি বিধি-পুত্রগণ যাজক (পুরোহিত) হইয়াছিলেন, সেই শূরপুত্র বসুদেব যাজ্য (যজমান) হইয়াছিলেন। এবং শক্র-

যতঃ ;—

দ্বিপরার্দ্ধস্থিরাঃ সর্ব্বং দৃষ্টবন্তো বিধেঃ সুতাঃ।

যদপূর্ব্বমমন্যন্ত তদেবাপূর্ব্বমিষ্যতে ॥ ১৮—১৯ ॥

ততশ্চ ;—

কৃষ্ণস্যাপি বিশিষ্য বিস্মিতিকরং কৃষ্ণাখ্যরূপং তথা

বৃষ্ণীনাং বলয়ং তদেকশরণং গোপাশ্চ তজ্জীবনান্।

দর্শং দর্শমমী যদপ্যপগমং নৈচ্ছংস্তথাপি স্বকা

জানন্তোঽনধিকারিতাং বত ! তদা বাঞ্ছন্নমনুজ্ঞাং ততঃ ॥২০॥

তস্মিন্ যজ্ঞে যদাশ্চর্য্যং জাতং তৎ বর্ণয়তি—কিস্থিতিগদ্যপুরঃসরপদ্যেন। তদাশ্চর্য্যচিন্তনং বর্ণয়তি—দ্বিপরার্দ্ধ ইতি। দ্বিপরার্দ্ধস্থিরাঃ দ্বিপরার্দ্ধকালস্থায়িনো বিধেঃ পুত্রাঃ সনকাদয়ঃ তস্মিন্ যজ্ঞে যৎ অপূর্ব্বমাশ্চর্য্যমমন্যন্ত তদেব অপূর্ব্বং ইষ্যতে ॥ ১৮—১৯ ॥

যজ্ঞসমাপনানন্তরং তদা কিমভূদিত্যপেক্ষায়ামাহ—কৃষ্ণস্যাপীতি। কৃষ্ণস্য বেদাদিবিভাগকর্ত্তুর্ব্যাসস্য বিশেষ্য বিস্মিতিকরং বিশেষং কৃত্বা আশ্চর্য্যজনকং কৃষ্ণাখ্যরূপং কৃষ্ণ আখ্যা নাম যস্য তস্য রূপং তথা তদেকশরণং তৎ কৃষ্ণাখ্যরূপমেব একং শরণং যস্য তৎ, বৃষ্ণীনাং বলয়ং সমূহং

বিজয়ী এই শ্রীকৃষ্ণ, বলরামের সহিত পুত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যজ্ঞে পারিষদ্ হইয়াছিলেন, এবং যে যজ্ঞে শ্রীমান্ নন্দ মহাশয় স্বয়ং অনুমোদন লাভ করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, ভূতলে যাঁহারা সেই যজ্ঞে বৈদিক দেবগণ এবং লৌকিক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ পূজার অনুগ্রাহক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় কে বর্ণনা করিতে পারে ?

কিন্তু সেই যজ্ঞে পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ অন্য প্রকার আশ্চর্য্য বিষয় স্বীকার করিয়াছেন ॥

যজ্ঞ করিলে তাহার মধ্যে একটি অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট) কল্পনা করিতে হয়। সেই অপূর্ব্বদ্বারা যাগজন্য স্বর্গাদি ফল ঘটিয়া থাকে। ইহাই পূর্ব্ব সূরিজৈমিনিকৃত মীমাংসা দর্শনের মত। দ্বিপরার্দ্ধ অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালস্থায়ী বিধিপুত্র সনক সনন্দনাদি যে সকল বস্তু দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা অপূর্ব্ব (আশ্চর্য্য) বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তাহাই অপূর্ব্ব জানিবেন ॥ ১৮—১৯ ॥

অনন্তর বেদাদির বিভাগ-কর্ত্তা বেদব্যাসের বিশেষ আশ্চর্য্য জনক কৃষ্ণনামক

কৃষ্ণাৎ প্রিয়জনসহিতাদ্যদ্যপি মুনয়ো ব্রজন্ত আসংস্তে।
তদপি চ তত্তচ্ছোভাস্ফুরণাত্তত্রৈব বাতমাসন্নাঃ ॥ ইতি ॥ ২১ ॥

অথ স্নেহানুবন্ধিনঃ সর্ব্বান্ সম্বন্ধিনঃ স্বস্বমন্দিরায় বিহায় যদর্থমেতত্তীর্থযাত্রাং মিষপাত্রায় কল্পিতবানয়ং গোকুলকুল-পালকস্তান্ গোকুলপতিপ্রভৃতীংস্তত্রৈব কৃতাবস্থানঃ স্থাপয়ামাস।

তজ্জীবনান্ তৎ কৃষ্ণাখ্যরূপমেব জীবনং যেষাং তান্ গোপাংশ্চ দর্শং দর্শং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা অমী মুনয়ো যদপি অপগমং তস্মান্নিঃসরণং নৈচ্ছন্ ইচ্ছাং ন কৃতবন্তঃ, তথাপি তে তত্র স্বকামাত্মীয়ামনধিকারিতাং জানন্তো বতেতি খেদে। তদা ততঃ শ্রীকৃষ্ণাদনুজ্ঞামবাঞ্ছন প্রার্থয়ামাসুঃ ॥ ২০ ॥

মুনীনাং গমনপ্রকারং বর্ণয়তি—কৃষ্ণাদিতি। পরিজনসহিতাৎ কৃষ্ণাৎ সকাশাৎ যদ্যপি তে মুনয়ো ব্রজন্তো গচ্ছন্ত আসন্ তদপি তথাপি তস্য তস্য তেষাঞ্চ শোভাস্ফুরণাৎ বাসং স্বালয়মাসন্নাঃ প্রাপ্তা অপি তত্রৈব আসন্ ॥ ২১ ॥

ততো ব্রজবাসিনঃ কিং কৃতবন্তঃ ইত্যপেক্ষায়াং কথকো যথাকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। স্নেহানুবন্ধিনঃ স্নেহমনুবন্ধিতুমাচরিতুং শীলমেষাং তান্ সম্বন্ধিনঃ বিহায় নিযোজ্য যদর্থং গোকুল-বাসিজনমিলনার্থং এতৎ কুরুক্ষেত্রযাত্রাং মিষপাত্রায় ছলাধারায় কল্পিতবান গোকুলকুল-

---

রূপ, এবং সেই কৃষ্ণনামকরূপ যাহাদের একমাত্র অবলম্বন, সেই যদুবংশীয় ব্যক্তি-গণ; এবং সেই কৃষ্ণ নামক রূপ একমাত্র যাহাদের জীবন সেই সকল গোপগণ, ইহাদিগকে বারংবার দর্শন করিয়াও যদ্যপি মুনিগণ তথা হইতে নির্গত হইতে ইচ্ছা করেন নাই, তথাপি তাঁহারা তথায় স্ব স্ব অধিকার জানিয়া, হায়! তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

যদ্যপি সেই সকল মুনিগণ পরিজনসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে গমন করিয়াছিলেন, তথাপি কৃষ্ণ বলরামের এবং তত্তৎবস্তুনিচয়ের শোভা বিলাসহেতু তাঁহারা গৃহ প্রাপ্ত হইলেও যেন সেই স্থানেই বিদ্যমান ছিলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর সেই সমস্ত স্নেহ পরতন্ত্র আত্মীয়দিগকে স্ব স্ব গৃহের উদ্দেশে নিযুক্ত করিয়া যে সকল ব্রজবাসিগোপদিগের মিলনের জন্য যিনি এই কুরুক্ষেত্র তীর্থ যাত্রার ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই গোকুলকুলপালক শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানেই অবস্থিত হইয়া শ্রীব্রজরাজপ্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে স্থাপিত করিলেন। দুগ্ধ

দুগ্ধং বিনা তেষামবস্থানং মুগ্ধং ন স্যাদিতি গাশ্চ কাশ্চন তত্র প্রস্থাপয়ামাস। যস্যামবস্থিতৌ পরপক্ষবঞ্চনার্থং তত্রস্থনানাতীর্থক্রমণচিরতা পরস্পরদূরশিবিরতা চ তদুভয়েন প্রচারিতা। যত্র শ্রীমদ্ব্রজবাসিনস্তন্মাত্রার্থবিবেচনতয়া (ক) তত্রাগতাঃ সুধাসত্রায়মাণং তমুপলভ্য নাপরত্রান্তশ্চরণং (খ) চক্রুঃ। যত্র ব্রজরাজমিথুনং পুনঃ পুনরপি বিকসিতসুতশাতত-রঙ্গজাতমপি সুতপ্রসূতসুকুমারকুমারবারঃ স্ফারঘনরসপ্রসার-

---

পালকোঽয়ং শ্রীকৃষ্ণো ব্রজেশ্বরপ্রভৃতীন্ স্বয়ং তত্রৈব কৃতমবস্থানং যস্য স তান্ স্থাপয়ামাস। দুগ্ধং বিনেতি, দুগ্ধজীবনত্বাৎ মুগ্ধং রম্যং তত্র কুরুক্ষেত্রে প্রস্থাপয়ামাস স্থানান্তরাৎ প্রাপয়ামাস। তত্র যস্যামবস্থিতৌ বিষয়ভূতায়াং বিপক্ষবঞ্চনার্থং তত্রস্থস্য কুরুক্ষেত্রস্থিতস্য নানাতীর্থস্য ক্রমণে ভ্রমণে চিরতা বিলম্বতা পরস্পরস্য দূরে শিবিরতা বাসস্থানতা তদুভয়েন কৃষ্ণগোপসমূহরূপেণ প্রচারিতা বিখ্যাপিতা. যত্র কুরুক্ষেত্রে তন্মাত্রার্থবিবেচনতয়া তন্মাত্রার্থে বিবেচনং যেষাং তদ্ভাবতয়া কুরুক্ষেত্রে আগতাঃ সন্তঃ সুধাসত্রায়মাণং সুধাসরোবর ইবাচরতীতি তং কৃষ্ণমুপলভ্য নিকটে প্রাপ্য অপরত্র কৃষ্ণাদন্যত্র অন্তশ্চরণং চিত্তস্য বর্ত্তনং ন চক্রুঃ। যত্র কুরুক্ষেত্রে সুতপ্রসূতসুকুমার-কুমারবারঃ সুতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্মাৎ প্রসূতো জনিতঃ সুকুমারকুমারাণাং মনোরমপুত্রাণাং বারঃ সমূহঃ ব্রজরাজমিথুনং শ্রীনন্দযশোদারূপং পুনঃ পুনরপি বিকসিতসুতশাততরঙ্গজাতং বিকসিতং

ব্যতিরেকে ব্রজবাসীদিগের তথায় বাস করা তত মনোরম হইবে না, এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ কতিপয় ধেনু তথায় প্রেরণ করিলেন। ঐরূপে অবস্থান করিয়া শত্রু-পক্ষদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রস্থিত নানাবিধ তীর্থ ভ্রমণে যে বিলম্ব করা হইয়াছিল, এবং পরস্পরের দূরে যে শিবির সংস্থাপন করা হইয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপগণকর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। ঐ কুরুক্ষেত্রে মনোহর ব্রজবাসি-গণ কেবলমাত্র ঐরূপে বিবেচনা করিয়া তথায় আগমন করিয়াছিলেন, এবং সুধাসিন্ধু তুল্য শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও প্রতি মনো-বৃত্তি অর্পণ করেন নাই। যদিচ ঐ কুরুক্ষেত্রে ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরীর শ্রীকৃষ্ণ-

(ক) তন্মাত্রার্থে তীর্থযাত্রাচ্ছলেন পরপক্ষবঞ্চনমাত্রার্থে বিবেচনা যেষাং তেষাং ভাব স্তয়া। আ।

(খ) অন্তঃকরণং চক্রুঃ। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

সারমাসাদয়ামাস। সুধাকিরণকারণককিরণগণ ইবাকূপারং।
কিন্তু তদেবং পরস্পরং পূরণমপি পরালক্ষ্যতাপরতয়া পরং
তৈর্ব্বিরচিতম্ (ক) ॥ ২২ ॥

যত্র তু ;—

কুরুক্ষেত্রে গোধুগ্গৃহগণমনোভির্ব্রজসমং
সমং রামেণাগান্মুহুরথ মুহুঃ কেবলতয়া।
জনন্যাং যত্তেনে শিশুরিব হরিস্তত্র চরিতং
সুখং বা দুঃখং বা তদিতি বিমৃশন্মুহ্যতি মনঃ ॥ ২৩ ॥

প্রফুল্লিতং সুতেন কৃষ্ণেন সুখতরঙ্গস্য জাতং সমূহো যস্য তদপি স্ফারঘনরসপ্রসারসারং স্ফারো মহান্ যো নিবিড়স্য মাধুর্য্যস্য প্রসারসারঃ বিস্তারপ্রাধান্যং আসাদয়ামাস প্রাপয়ামাস। যথা সুধাকিরণকারণককিরণগণঃ সুধাকিরণশ্চন্দ্রঃ সএব কারণমুপাদানকারণং যস্য সচাসৌ কিরণগণশ্চেতি স অকূপারং সমুদ্রং স যথা স্ফারো যো ঘনরসপ্রসারঃ জলসমূহ স্তস্য সারং স্থিরাংশং আসাদয়ামাস পরালক্ষ্যতাপরতয়া পরেষাং শত্রূণাং যা অলক্ষ্যতা দর্শনরাহিত্যং সা পরা প্রতিপাদ্যা যেষাং তদ্ভাবয়া পরং তৈঃ কৃষ্ণেন গোপৈর্যাদবৈঃ পরস্পরং পূরণং পূর্ত্তিং বিরচিতম্॥২২॥

তদেব পূরণং বর্ণয়তি—কুরুক্ষেত্রে ইতি। কুরুক্ষেত্রে অনোভিঃ শকটৈ র্ব্রজসমং গোদুহাং

দ্বারা পুনঃ পুনঃ সুখতরঙ্গরাশি উচ্ছলিত হইয়াছিল, তথাপি যেরূপ সুধাকর সমুদ্ভূত কিরণ-মালা সমুদ্রকে বিস্তীর্ণ জলরাশির স্থিরাংশদ্বারা পরিপূর্ণ করে; সেইরূপ পুত্র সমুদ্ভূত (শ্রীকৃষ্ণসমুৎপন্ন) সুকুমার পুত্রগণ ঐ দুই জনকে নিরতিশয় নিবিড় মাধুর্য্যের সর্ব্বাধিক বিস্তারদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিল। কিন্তু ঐরূপভাব যে শত্রুগণ একবার লক্ষ্য করিতে পারিবে না, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ, গোপগণ এবং যদুবংশীয়গণের পরস্পর নিতান্ত পূর্ত্তিসাধন হইয়াছিল ॥ ২২ ॥

অনন্তর ঐ কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত, শকট-সমূহদ্বারা ব্রজের তুল্য

(ক) বিরচিতং ইতি ২২ সংখ্যকগদ্যাৎপরং অয়ং শ্লোকো গৌরবৃন্দাবনানন্দপুস্তকে দৃশ্যতে। যথা—তত্র চ।—

কুরুভুবি গতা যশোদা সুততনঃ যানমালালয়মহুধা।
কিন্তু শ্যামলবালে, কচিদপি লেভে চমৎকৃতিং প্রায়ৎ॥

অথ লব্ধাবসরঃ কদাপি শূরতনয়বরঃ সহানীতসসপরিকরঃ করস্পৃষ্টতৎকরস্তং শ্রীমদ্ব্রজরাজ্যধরমুবাচ—॥ ২৪ ॥

ভ্রাতরীশেন রচিতং বৈচিত্র্যং চিত্রমীক্ষ্যতে।
আত্মারামাশ্চ যোজ্যন্তে স্নেহেন গৃহিণশ্চ ন ॥ ২৫ ॥

গোপানাং গৃহগণং হরিঃ রামেণ সমং সহ মুহুরগাৎ গতবান্, মুহুঃ কেবলতয়া একাকিতয়া অগাৎ, তত্র তদ্গৃহগমনে হরিরন্যঃ শিশুরিব জনন্যাং মাতরি যচ্চরিতং তেনে বিস্তারয়ামাস, তৎ সুখং সুখরূপং দুঃখং দুঃখরূপং বা তৎ ইতি বিমৃশন্ পরামৃষ্য অস্মাকং মনো মুহ্যতি ॥ ২৩ ॥

তদেবং বৃত্তে তত্র শ্রীব্রজেশবসুদেবয়োঃ সংমিলনং বক্তুং প্রকরণমারভতে—অথেত্যাদিগদ্যেন। লব্ধোঽবসরোঽবকাশো যস্য সঃ শূরতনয়বরঃ শ্রীবসুদেবঃ সহ সঙ্গে আনীতঃ সর্ব্বপরিকরো যেন সঃ, করেণ স্পৃষ্টস্তস্য ব্রজরাজস্য করো যেন সঃ, শ্রীমদ্ব্রজরাজ্যধরং ব্রজেশ্বরম্ ॥ ২৪ ॥

তৎ কথনং বর্ণয়তি—ভ্রাতরিতি। হে ভ্রাতঃ! ঈশেন পরমেশ্বরেণ বৈচিত্র্যং ব্রহ্মাণ্ডরূপং রচিতং তত্রাপি চিত্রমাশ্চর্য্যমীক্ষ্যতে দৃশ্যতে। আত্মারামা মুনয়শ্চ স্নেহেন যোজ্যন্তে কিন্তু গৃহিণো বয়ং ন ॥ ২৫ ॥

গোপদিগের গৃহে বারংবার আসিয়াছিলেন, বারংবার একাকীই গোপদিগের গৃহে গমন করিতেন। ঐরূপে গৃহে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্য বালকের ন্যায় জননীর উপর যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা সুখ কি দুঃখ ইহা আলোচনা করিয়া আমাদিগের মন মোহিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

তৎপরে একদা শ্রীমান্ বসুদেব অবসর প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পরিজনবর্গের সমভিব্যাহারে ব্রজরাজের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

ভ্রাতঃ! জগদীশ্বর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার মধ্যে আবার আশ্চর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে। দেখ, আত্মারাম মুনিগণও স্নেহদ্বারা নিয়োজিত হইয়া থাকেন, কেবল গৃহস্থ আমরাই স্নেহপরতন্ত্র নহি, ইহাই পরম আশ্চর্য্য ॥ ২৫ ॥

পশ্যাপি ধীরধীরস্মৎস্নেহেন ত্বং নিযন্ত্রিতঃ।
অহং স্বার্থপরোঽপীদং বিদংশ্চানেন বর্জ্জিতঃ ॥ ২৬ ॥
তথাপি ত্বং তু নাস্মত্তঃ ক্বচিদ্ভ্রাতর্ব্বিরজ্যসে।
তথাপি সোঽহং যুষ্মাসু রজ্যেয় ন মনাগপি ॥ ২৭ ॥
দারিদ্র্যং পঙ্গুতা লক্ষ্মীরান্ধ্যং দৃশ্যেত মাদৃশাম্।
যেন পূর্ব্বং যয়া পশ্চান্ন ত্বাদৃশ্যুন্মুখী গতিঃ ॥ ২৮ ॥

ফলিতং কথয়তি—পশ্যাপীতি। পশ্য ধীরাদপি ধীর্ব্বুদ্ধির্যস্য সোঽপি ত্বং অস্মাকং স্নেহেন নিযন্ত্রিতঃ সংবদ্ধ আসীঃ, স্বার্থপরোঽপ্যহং ইদং স্নেহস্য কর্ত্তব্যত্বং বিদন্ অনেন স্নেহেন বঞ্চিতঃ ॥ ২৬ ॥

যদ্যপ্যহং তাদৃক্স্নেহেন বঞ্চিত স্তথাপি হে ভ্রাত স্ত্বন্তু অস্মত্তঃ ক্বচিন্ন বিরজ্যসে এবঞ্চেত্তথাপি সোঽহং যুষ্মাসু মনাক্ ঈষদপি ন রজ্যেয় আসক্তিং ন কুর্য্যাম্ ॥ ২৭ ॥

স্বেষাং তাদৃশরাগাভাবে হেতুং বর্ণয়তি—দারিদ্র্যমিতি। মাদৃশাং জনানাং দারিদ্র্যং লক্ষ্মীশ্চ ভবতা দৃশ্যেত, অত্র দারিদ্র্যং পঙ্গুতা লক্ষ্মীরান্ধ্যং তত্তৎকার্য্যাক্ষমত্বাৎ, যেন দারিদ্র্যেণ পূর্ব্বং ত্বাদৃশি জনে উন্মুখীগতিঃ ধনদানেন উপকারঃ কৃতঃ যদা লক্ষ্মীর্বভূব তদা আন্ধ্যেন ত্বাদৃশি উন্মুখী গতির্ন সম্মুখবর্ত্তিনং ত্বাদৃগ্ জনং ন পশ্যামঃ ॥ ২৮ ॥

দেখ তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত ধীর তাহা হইলেও তুমি আমাদের স্নেহে আবদ্ধ হইয়াছিলে। আর দেখ, আমি স্বার্থপর হইয়াও স্নেহের কর্ত্তব্যতা বলিয়া এই স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছিলাম ॥ ২৬ ॥

ভ্রাতঃ! যদিচ আমি এইরূপ স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছি, তথাপি তুমি কখনও আমাদের নিকট হইতে বিরাগভাজন হও নাই। এইরূপ হইলেও, তথাপি আমি তোমাদের প্রতি অনুরাগ করি নাই ॥ ২৭ ॥

তাহার কারণ এই, মাদৃশ জনগণের যে দরিদ্রতা এবং যে সম্পত্তি আছে, তাহা তুমি দেখিতে পাইয়াছ। তন্মধ্যে দারিদ্র্য-বশতঃ লোকে পঙ্গুভাব অবলম্বন করে, এবং সম্পত্তি থাকিলে মানব অন্ধ হইয়া যায়। ঐ দারিদ্র্য-বশতঃ তোমার মত লোকের উপরে আমাদের ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হয় নাই। অর্থাৎ ধনদানদ্বারা উপকার করি নাই। তাৎপর্য্য এই, যখন সম্পত্তি ছিল, তখন ধনমদে অন্ধ হইয়া তোমার মত আত্মীয় জন কাছে আসিলেও তাহাকে দেখিতে পাই নাই ॥ ২ ;

এবং সৌহৃদশৈথিল্যচিত্ত আনকদুন্দুভিঃ ।
রুরোদ তৎকৃতাং মৈত্রীং স্মরন্নশ্রুবিলোচনঃ ॥ ২৯ ॥

অথ মধুকণ্ঠঃ পপ্রচ্ছ—অত্র ব্রজরাজঃ কিং ব্যাজহার ? ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ – ন কিমপি ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ—হন্ত ! কথমিব ? ॥ ৩০ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—

জহার যস্য পুত্রং তৎ স্নিগ্ধতাং যঃ স্মরত্যথ ।
স্নিহ্যত্যতস্তৎ পুত্রেচ্ছোস্তস্য মৌনং হি শস্যতে ॥ ৩১ ॥

এবং নিবেদ্য যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—এবমিতি । সৌহৃদেন প্রীত্যা শৈথিল্যং চিত্তং যস্য সঃ রুরোদ চক্রন্দ ॥ ২৯ ॥

ততো মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠয়োর্বাকো বাক্যং বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন ॥ ৩০ ॥

ততঃ স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—জহারেতি । যস্য ব্রজরাজস্য পুত্রং যো বসুদেবো জহার, যো বসুদেবো যস্য ব্রজরাজস্য স্নিগ্ধতাং স্মরতি অত স্তৎপুত্রেচ্ছোর্বসুদেবস্য সম্বন্ধে যঃ স্নিহ্যতি তস্য ব্রজরাজস্য মৌনং শস্যতে স্তূয়তে ॥ ৩১ ॥

এইরূপে প্রণয়ভরে চিত্তের শৈথিল্য হইলে, বসুদেব তদীয় বন্ধুতা স্মরণ করিয়া, কেবল অশ্রুপূর্ণ লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল, ঐ সময়ে ব্রজরাজ কি উত্তর করিয়াছিলেন ? মধুকণ্ঠ বলিল, তিনি কিছুই বলেন নাই। মধুকণ্ঠ বলিল, হায়, কেন বলেন নাই ॥ ৩০ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিল, কারণ, বসুদেব ব্রজরাজের পুত্র হরণ করিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে বসুদেব ঐ ব্রজরাজের স্নেহ স্মরণ করিতেছেন। অতএব সেই পুত্রাভিলাষী বসুদেবের উপরে যিনি স্নেহ করিতেন, তাঁহার (ব্রজরাজের) এক্ষণে মৌনভাব অবলম্বন করাই প্রশস্ত ॥ ৩১ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ—কথ্যতাং তাবদগ্রিমং বৃত্তম্ ? ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—অথ ব্রজরাজমহাশয়ঃ সখ্যুর্বসুদেবস্য(ক) প্রিয়ঙ্করতয়ানভিব্যঞ্জিতনিজাশয়ঃ শ্রীগোবিন্দ-রামযোঃ প্রেম্না তস্মিন্নদ্য শ্ব ইব শীঘ্রং লব্ধব্যত্যয়ে মাসত্রয়ে শাত্রবানবারণাদি-কার্য্যেষু চ হরেরপরিহার্য্যেষু স্বয়মেব চিরগোব্রজত্যজন-ব্যাজমাসজ্য স্বব্রজগমনার্থং ন তু কৃষ্ণনয়নার্থং শ্রীবসুদেবমর্থ-য়ামাস। তচ্চ নাদ্ধানুবর্ত্তিতয়া কিন্তূদ্ধবমধ্যবর্ত্তিতয়া। সাক্ষাদ-র্থনায়াং শালীনতা লীনতামাপদ্যত ইতি। শ্রীকৃষ্ণস্তু ন তাদৃশতয়াপি গন্তুং যযাচে ॥ ৩২ ॥

তত্তো মধুকণ্ঠপ্রশ্নানন্তরং স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। প্রিয়ঙ্করতয়া প্রিয়ং করোতীতি প্রিয়ঙ্কর স্তস্য ভাবঃ প্রিয়ঙ্করতয়া ন অভিব্যঞ্জিতো নিজস্যাশয়শ্চিত্তং যেন সঃ, তস্মিন্ কুরুক্ষেত্রে শীঘ্রং লব্ধো ব্যত্যয়োঽতিক্রমো যস্য তস্মিন্ অপরিহার্য্যেষু সৎসু চিরগোব্রজত্যজন-ব্যাজং চিরং গোব্রজস্য গোষ্ঠস্য যত্ত্যজনং ত্যাগঃ তদেব ব্যাজং ছলমাসজ্য সমাশ্রিত্য অর্থয়ামাস যাচিতবান্। তচ্চ অর্থনং অনুবর্ত্তিতয়া অধীনতয়া অদ্ধা ন সাক্ষাৎ কিন্তু উদ্ধবো মধ্যবর্ত্তী যত্র তদ্ভাবতয়া, যতঃ সাক্ষাদর্থনায়াং শালীনতা শ্লাঘা-শীলতা নাশতা আপদ্যত ইতি। তাদৃশতয়া উদ্ধবমধ্যবর্ত্তিতয়া গন্তুং শ্রীকৃষ্ণং ন যযাচে ॥ ৩২ ॥

মধুকণ্ঠ বলিল, এক্ষণে পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন কর। স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিল, অনন্তর মহোদয় ব্রজরাজ প্রিয় সুহৃৎ বসুদেবের প্রিয় কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন না। পরে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের উপরে তাঁহার যে প্রেম ছিল, সেই প্রেমে, সেই কুরুক্ষেত্রে আজকালের মত দেখিতে দেখিতে শীঘ্র তিন মাস অতীত হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের শত্রুদমনাদি কার্য্য সকলও অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। তখন ব্রজরাজ স্বয়ংই (বহুকাল গোষ্ঠ পরিত্যাগ করা হইয়াছে, এক্ষণে তথায় গমন করা উচিত) এইরূপ ছল প্রকাশ করিয়া, আপনার ব্রজে গমন করিবার জন্য (কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত নহে) শ্রীমান্ বসুদেবের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রার্থনা

(ক) প্রিয়ংকরতয়া। ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

তথাহি ;—

যস্য প্রাপ্তিরহাৎ ক্ষণং যুগতয়া বেত্তি স্ম যং বীক্ষিতুং
জ্ঞাত্বানন্যমুপায়মব্রজদয়ং ক্ষেত্রং কুরূণাং দ্রুতম্‌ ।
তেন প্রাণসুতেন হন্ত ! চিরতঃ সংসজ্য গন্তুং গৃহং
তত্রানুজ্ঞাপনায় জল্পতু কথং সাক্ষাদসাক্ষাদপি ॥৩৩॥

শূরজঃ স্বসুতমেব যং বিদন্নাশ্রিতঃ শ্রয়তি দিব্যসম্পদম্‌ ।
তং ততঃ প্রিয়সুহৃদ্বরাৎ কথং যাচতাং স সুতমুৎকধীরপি ॥৩৪॥

তাদৃশযাচনাভাবে কারণং বর্ণয়তি—যস্যেতি। যস্য কৃষ্ণস্য প্রাগ্‌বিরহাৎ ক্ষণকালং যুগত্বেন বেত্তি স্ম অজানৎ, অয়ং ব্রজরাজো যং কৃষ্ণং বীক্ষিতুং অন্যমুপায়ং ন জ্ঞাত্বা দ্রুতং শীঘ্রং কুরুক্ষেত্রমব্রজৎ জগাম। হন্তেতি খেদে, চিরত স্তেন প্রাণরূপসুতেন সংসজ্য সংমিল্য গৃহং গন্তুং তত্র প্রাণসুতে অনুজ্ঞাপনায় কথং সাক্ষাৎ কথমসাক্ষাদ্বা জল্পতু বদতু ॥ ৩৩ ॥

নিরুপাধিবন্ধুর্হি স্বদুঃখং সহমান স্তস্য সুখং বাঞ্ছতি, অতঃ শ্রীব্রজরাজস্য ব্যবহারং বর্ণয়তি—শূরজ ইতি। শূরজো বসুদেবঃ যং কৃষ্ণং স্বসুতমেব বিদন্‌ জানন্‌ আশ্রিতশ্চ দিব্যসম্পদং শ্রয়তি, ততঃ প্রিয়সুহৃদ্বরাৎ বসুদেবাৎ উৎকধীরপি উৎকণ্ঠিতবুদ্ধিরপি স ব্রজেশঃ তং স্বসুতং কথং যাচতাম্‌ ॥ ৩৪ ।

করিলে শ্লাঘার হ্রাস হইতে পারে, এই কারণে ব্রজরাজ অধীনতার অনুবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং প্রার্থনা করেন নাই, কিন্তু উদ্ধবকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া গমনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অথচ তিনি উদ্ধবদ্বারা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করেন নাই ॥ ৩২ ॥

তাহার কারণ এই, পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে যিনি এক মুহূর্ত্তকাল যুগের মত বোধ করিতেন ; এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত অন্য উপায় না পাইয়া, শীঘ্র কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন, হায় ! বহুকালের পর সেই প্রাণ-পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া, গৃহে যাইবার জন্য সেই প্রাণ-পুত্রের নিকট অনুমতি লইতে, কিরূপে তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে অথবা অসাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রার্থনা করিতে পারেন ? ॥ ৩৩ ॥

বসুদেব যে, শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়াই তাঁহাকে

অতস্তাদৃশতদ্ব্যবহারতঃ শ্রীবসুদেবএব কেবলং স্নেহমবলম্বমানঃ সবাষ্পগদ্‌গদনিগদঃ শ্রীরামকৃষ্ণৌ তৎসম্বাসায় সায়ততৃষ্ণৌ তদর্থিতং জ্ঞাপয়ামাস। শ্রীকৃষ্ণস্তু তদাকর্ণ্য সবৈবর্ণ্যমুখং রামমুখমীক্ষামাস। শ্রীরামশ্চ সাঞ্জলিতাবামমবামং নিবেদয়ামাস। তাত! বয়ং বিচার্য্য নিধার্য্যচ (ক) তদিদং নিবেদয়িষ্যাম ইতি ॥ ৩৫ ॥

অথ তদনুকূলতাবিতর্কমূলতয়া সন্তজদুদ্ধবাভ্যাং প্রলম্বজি-

তদেবং ব্রজরাজেন ব্রজাগমনপ্রার্থনানন্তরং যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—অত ইত্যাদিগদ্যেন। তাদৃশতদ্ব্যবহারতঃ তাদৃশো য স্তস্য ব্রজরাজস্য ব্যবহারঃ স্বদুঃখসহনেঽপি তস্য শুভাভিলাষ স্তস্মাৎ কেবলং স্নেহমবলম্বমানঃ নতু স্নেহকার্য্যং আচরন্ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজে প্রেষণং বাষ্পেণ সহ গদ্গদনিদো বচনং যস্য সঃ শ্রীরামকৃষ্ণৌ তদর্থিতং ব্রজরাজস্য যাচিতং, তৌ কিম্ভূতৌ তৎসম্বাসায় ব্রজরাজস্য সম্যগ্বাসায় সায়ততৃষ্ণৌ আয়তা দীর্ঘা যা তৃষ্ণা তয়া সহ বর্ত্তমানৌ তদাকর্ণ্য শ্রীব্রজরাজস্য ব্রজাগমনযাচনং শ্রুত্বা সবৈবর্ণ্যমুখং বৈবর্ণ্যেন সহ মুখং যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ রামমুখমীক্ষামাস দদর্শ। শ্রীরামঃ সাঞ্জলিতারামং অঞ্জলিতয়া সহ রামং রম্যং অবামং অবক্রং যথা স্যাত্তথা তদিদং ভবতঃ প্রশ্নস্যোত্তরম্ ॥ ৩৫ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তস্য ব্রজরাজস্য যা অনুকূলতা তস্যা

অবলম্বন করেন, এবং তাহাতেই যিনি স্বর্গীয় সুখ প্রাপ্ত হন; সেই প্রিয় সুহৃদ্বরের নিকট হইতে ব্রজরাজ উৎকণ্ঠিত চিত্ত হইলেও, কিরূপে পুত্র প্রার্থনা করিতে পারেন? ॥ ৩৪ ॥

এই কারণে ব্রজরাজের ঐরূপ (নিজের দুঃখ সত্ত্বেও তাঁহার শুভকামনারূপ) সদ্‌ব্যবহার দেখিয়া শ্রীমান্ বসুদেব কেবলমাত্র স্নেহ অবলম্বন করিয়া সজল নয়নে এবং গদ্‌গদস্বরে ব্রজরাজের সম্যক্ বাসের নিমিত্ত, সুদীর্ঘ অভিলাষযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের নিকটে ব্রজরাজের প্রার্থিত বিষয় নিবেদন করিলেন। এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ম্লান মুখে বলরামের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বলরামও মনোহর অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক সরলভাবে নিবেদন করিলেন। পিতঃ! আমরা বিচার করিয়া এবং অবধারণ করিয়া নিবেদন করিব ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর বলরাম এবং উদ্ধবের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, তাহারা ব্রজরাজের পক্ষ

(ক) নিধার্য্যচ ইতি গৌরানন্দবৃন্দাবনপুস্তকে নাস্তি।

দ্ধবাভ্যাং সুখসম্পদারোহিণ্যা রোহিণ্যা চ সার্দ্ধং বিচার্য্য নিধার্য্য চ শ্রীরামাবরজঃ স্বাগ্রজমেব গৃহং যাতায়াতায় নিবেদয়িতুং যোজয়ামাস। স চ তত্র গতঃ সপরামর্শমাহ।—পিতরৌ যদি দত্তাভয়বিতরৌ ভবেতং তদা তদিদমনন্বিতভেদং নিবেদয়াম॥

তাবূচতুঃ—কামম্।

রাম উবাচ—

স্নেহং ব্যঞ্জয়থস্তাত! মাতর্ব্রজমহেশয়োঃ।
তয়োঃ কথমভীষ্টং তন্নয়থঃ স্বেষ্টতাং ন বা॥ ৩৬—৩৭॥

বিতর্ক এব মূলং যয়ো স্তদ্ভাবতয়া সম্ভজনং উদ্ধবো যাভ্যাং রামোদ্ধবাভ্যাং সুখসম্পদং আরোহিতুং শীলমস্যা তয়া রোহিণ্যা সহ বিচার্য্য তেন নিধার্য্য চ শ্রীকৃষ্ণঃ সাগ্রজং রামমেব গৃহং যাতায়াতায় তন্নির্ধারণং নিবেদয়িতুং যোজিতবান্। সচ রামঃ অত্র পিত্রোর্গৃহে গতঃ সন্ সপরামর্শ যথা স্যাৎ তথা আহ। হে পিতরৌ! যদি যুবাং দত্তাভয়বিতরৌ দত্তোঽভয়স্য বিতরো বিতরণং যাভ্যাং তৌ অনন্বিতভেদং ন অন্বিতো ভেদো যত্র তৎ বৈষম্যরহিতমিত্যর্থঃ! বসুদেবদেবক্যা রামস্যচ বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—তত্র দূতাবূচতুঃ—কামম্॥

রাম উবাচ—হে তাত! হে মাতর্ব্রজমহেশয়োঃ স্নেহং ব্যঞ্জয়থঃ, তয়োর্ব্রজমহেশয়ো স্তদভীষ্টং কথং নবা স্বেষ্টতাং নয়থ প্রাপয়থ॥ ৩৬—৩৭॥

অবলম্বনপূর্ব্বক অনুকূল তর্ক করিবেন; এই কারণে তাঁহারা দুই জনে উৎসবান্বিত হইয়াছিলেন। তাহাতেই রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ এই বলরাম এবং উদ্ধবের সহিত ও সুখৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত রোহিণীর সহিত বিচার করিয়া এবং কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, গৃহ মধ্যস্থিত পিতার উদ্দেশে সেই অবধারিত বিষয় নিবেদন করিতে অগ্রজ বলরামকেই নিযুক্ত করিলেন। বলরামও পিতার গৃহে গমন করিয়া পরামর্শপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন হে তাত! হে জননি! যদি আপনারা দুই জনে অভয় দান করেন, তাহা হইলে আমি বৈষম্য পরিত্যাগ করিয়া ইহা নিবেদন করিতে পারি॥

বসুদেব এবং দেবকী বলিতে লাগিলেন, তুমি যদৃচ্ছাক্রমে নিবেদন কর। বলরাম বলিলেন, হে তাত! হে জননি। আপনারা উভয়ে ব্রজরাজ এবং

শ্রীবসুদেব উবাচ—কিং তত্তদীয়মিষ্টম্ ?।

শ্রীরাম উবাচ—তৎ কিং ভবন্তোঽনুভবন্তো ন ভবন্তি ?।

শ্রীবসুদেব উবাচ—অনুভবন্ত এব স্মঃ। কিন্তু ভবদনুজে তয়োঃ পুত্রতয়া গাঢ় এবাভিমান ইতি বাঢ়ং শঙ্কামহে। কদাচিদয়ং সন্ততভাববশস্বভাবশুদ্ধবুদ্ধস্তত্র নিরুদ্ধঃ স্যাদিতি।

শ্রীরামঃ সহাসমুবাচ—অহমপি তাবদ্‌গর্ভত এব ভবদ্ভির্-র্ভকরক্ষণার্থমক্ষমতয়া স্বভবনাচ্চালিতস্তৈরেব পালিত ইতি তদীয়তামেব সম্যগর্হামি। কিমুত স তু জাতমাত্রঃ স্বয়মেব ভবতা তথা ব্যবহৃতঃ। ততস্তেষামেবাস্মিন্নস্য চ তেষু স্বীয়ত-

---

বসুদেব উবাচ-তদীয়ং ব্রজমহেশসম্বন্ধি ইষ্টং কিং ?। শ্রীরাম উবাচ--তদভীষ্টং অনুভবন্তোঽনুভবং কুর্বন্তো ন ভবন্তি। শ্রীবসু-উ-ভবদনুজে শ্রীকৃষ্ণে তয়োর্ব্রজমহেশয়োঃ পুত্রতয়া সুদৃঢ় এব অভিমান ইতি হেতোরতিশয়ং শঙ্কামহে, অয়ং কৃষ্ণঃ অত্র ব্রজে নিরুদ্ধঃ স্যাৎ। যতোঽয়ং সন্ততভাববশস্বভাবেন শুদ্ধবুদ্ধঃ শুদ্ধশ্চাসৌ বুদ্ধশ্চেতি, যদ্বা শুদ্ধো বুদ্ধো জ্ঞানং কৃতানুসন্ধানং যস্য সন্ততভাববশস্বভাব-শ্চাসৌ শুদ্ধবুদ্ধশ্চেতি। শ্রীরাম উবাচ—অহমপি তৈ র্ব্রজেন্দ্রাদিভিঃ পালিত ইতি হেতো স্তদীয়তাং ব্রজেন্দ্রাদ্যধীনতাং সম্যক্ অর্হামি সম্পাদয়ামি, কিমুত সতু শ্রীকৃষ্ণো জাতমাত্র স্তথা ব্যবহৃতঃ স্বভবনা-

ব্রজেশ্বরীর উপরে স্নেহ প্রকাশ করুন। এবং কেনই বা আপনারা ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরীর অভীষ্ট বিষয় পরিপূরণ করিতেছেন না॥ ৩৬—৩৭॥

শ্রীবসুদেব কহিলেন, ব্রজরাজের কি অভীষ্ট বল। বলরাম বলিলেন, আপনারা কি তাহা অনুভব করেন নাই। বসুদেব কহিলেন, আমরা অনুভব করিয়াছি সত্য, কিন্তু তোমার কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরীর নিশ্চয়ই পুত্রভাবে দৃঢ় অভিমান আছে। এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব নিয়তই প্রেমের অধীন, এবং শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধজ্ঞান-স্বরূপ, অতএব কখনও শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে রুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন, ইহাই আমরা অত্যন্ত আশঙ্কা করিতেছি। বলরাম হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনারা বালককে রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া আমাকে নিজ ভবন হইতে প্রেরণ করেন, তাঁহারাই আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। এই কারণে আমি ব্রজরাজের অধীনতাই সম্যক্‌রূপে সম্পাদন করিতেছি।

য়াঙ্গীকৃতিঃ সঙ্গীভবিতুমর্হতি। ন তু ভবতাং তত্র তস্য বা ভবৎসু। তদ্বৈপরীত্যেঽপি তেষাং ভবৎসুখেনৈব সুখং প্রতীয়তে। ভবতাং তু ন তৎসুখেনেতি। কিং বহুনা? ধার্ষ্ট্যেন। ন চ স খলু মমানুজবরঃ কস্যচিৎ কষ্টং দ্রষ্টুং শক্নোতীতি কৃতং কৃতকচিন্তয়া।

শ্রীবসুদেব উবাচ—ভবতু; কিমথ বিধেয়ং তদ্বিধীয়তাম্।

শ্রীরাম উবাচ—ইদানীমপি বিধত্ত যন্মধ্যে মধ্যে কুরুপুরবদ্ব্রজসদনমপি তেনানেনাসাদ্যতামিতি ॥ ৩৮ ॥

চ্চালিতঃ, ততো ভবতো স্তাদৃশাচারাৎ তেষাং ব্রজেন্দ্রাদীনাং অস্মিন্ কৃষ্ণে অস্য কৃষ্ণস্যচ তেষু ব্রজেন্দ্রাদিষু স্বীয়তয়া পুত্রত্বেন অঙ্গীকৃতিঃ সাঙ্গীভবিতুং সম্পূর্ণীভবিতুমর্হতি যোগ্যো ভবতি, নতু ভবতাং তত্র কৃষ্ণে তস্য কৃষ্ণস্য বা ভবৎসু স্বীয়তয়াঙ্গীকৃতিঃ। তদ্বৈপরীত্যেঽপি কৃষ্ণ আবয়োরেব পুত্র ইতি ভাবেঽপি ভবৎসুখেনৈব তেষাং ব্রজেন্দ্রাদীনাং সুখং গম্যতে, ভবতান্তু ন তৎসুখেন ব্রজেন্দ্রাদীনাং সুখেনেতি। বহুনা ধার্ষ্ট্যেন প্রাগল্ভ্যেন কিং, নচ শক্নোতীত্যন্বয়ঃ। কৃতং কৃতকচিন্তয়া অসম্ভবচিন্তয়া। শ্রীবসুদেব উবাচ—ভবতু, তেষাং তস্যচ তথাভাবঃ, অথ কিং বিধেয়ং তৎ ময়া বিধীয়তাং ক্রিয়তাং। শ্রীরাম উবাচ—বিধত্ত যূয়ং কুরুত কুরুপুরবৎ হাস্তিনাপুরবৎ ব্রজসদনং ব্রজসম্বন্ধি গৃহমপি তেন কৃষ্ণেন আসাদ্যতাং প্রাপ্যতাম্ ॥ ৩৮ ॥

যখন আমারই এইরূপ হইতেছে, তখন শ্রীকৃষ্ণের কথা আর কি বলিব। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবামাত্র আপনি স্বয়ংই তাঁহাকে নিজ গৃহ হইতে স্থানান্তরিত করেন। এই কারণে ব্রজরাজপ্রভৃতি ব্যক্তিগণের কৃষ্ণের উপরে পুত্রভাব এবং কৃষ্ণেরও ব্রজরাজের উপরে পিতৃভাব স্বীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ আত্মীয়তা বোধের বিষয় কেন সম্পূর্ণ হইবেনা? কিন্তু আপনাদের সেই শ্রীকৃষ্ণের উপরে, এবং শ্রীকৃষ্ণেরও আপনাদের উপরে সেইরূপ ভাব হইতে পারে না। "শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরই পুত্র" যদি আপনারা এইরূপ ভাব অবলম্বন করেন, তথাপি আপনাদের সুখেই ব্রজরাজপ্রভৃতির সুখ প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের সুখে আপনাদের সুখ প্রতীয়মান হয় না। আর অধিক ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া কোন ফলোদয় নাই। ফল কথা, আমার সেই কনিষ্ঠবর, ব্রজবাসী কাহারও

অথ শ্রীবসুদেবঃ স্বান্তশ্চিন্তয়ামাস।—সত্যং বদত্যসৌ তথা পুত্রপৌত্রাদিগার্হস্থ্যপ্রাশস্ত্যস্বস্ত্যয়নঃ সোঽয়ং কথমত্রত্যত্যাগমাপদ্যেতেতি। স্পষ্টঞ্চাচষ্ট।—ভ্রাত্রা নন্দেন মম দেহমাত্রান্তরতা। তস্মাদ্যথেচ্ছমেব তত্র গচ্ছতু চাত্রাগচ্ছতু চ সোঽয়মুভয়েষাং প্রাণমূলম্ ॥ ৩৯ ॥

তদেবং নিশম্য শ্রীবসুদেবঃ কিং নির্দ্ধারিতবানিত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—অথ শ্রীবসুদেব ইতি-গদ্যেন। স্বান্তঃ স্বচিত্তে অসৌ রামঃ সত্যং বদতি। পুত্রপৌত্রাদিগার্হস্থ্যপ্রাশস্ত্যস্বস্ত্যয়নঃ পুত্রাঃ প্রদ্যুম্নাদয়ঃ পৌত্রা অনিরুদ্ধাদয়ঃ তদাদিভির্যৎ গার্হস্থ্যস্য প্রাশস্ত্যং সর্ব্বোৎকৃষ্টতা তেন স্বস্ত্যয়নং শুভাশ্রয়ং যস্য সোঽয়ং কৃষ্ণঃ অত্রত্যত্যাগং দ্বারকাভববৈভবস্য ত্যাগমাপদ্যেতেতি। ভ্রাত্রা নন্দেন সহ মম দেহমাত্রান্তরতা দেহমাত্রেণ অন্তরং ভেদো যস্য তদ্ভাবতা নতু স্বরূপেণেতিশেষঃ। তস্মাৎ তৎসুখে মম সুখং,মম সুখে তৎসুখমিতি সারস্যাৎ যথেচ্ছমেব তত্র ব্রজে অত্রচ দ্বারকায়াং সোঽয়ং গচ্ছতু, যতঃ সোঽয়মুভয়েষাং ব্রজেশাদীনাং অস্মদাদীনাঞ্চ প্রাণস্য জীবনস্য মূলম্ ॥ ৩৯ ॥

কষ্ট দেখিতে সমর্থ নন। অতএব আর অসম্ভব বিষয়ের চিন্তা করিয়া কি হইবে।

শ্রীবসুদেব কহিলেন, আচ্ছা; তাহাই হৌক, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তুমি তাহা ব্যক্ত কর। বলরাম বলিলেন, আপনারা হস্তিনাপুরের মত এখনই ব্রজ-সম্বন্ধীয় গৃহও নির্ম্মাণ করুন, এবং সেই গৃহ এই শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত হৌন ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর ঐ কথা শুনিয়া বসুদেব মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুত্র বলরাম সত্যই বলিতেছে। কারণ, এক্ষণে প্রদ্যুম্নপ্রভৃতি পুত্র এবং অনিরুদ্ধ-প্রভৃতি পৌত্রগণের গৃহস্থাশ্রমের চরম উৎকর্ষ ঘটিয়াছে, এবং তাহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শুভ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। অতএব কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার এইরূপ বৈভব পরিত্যাগ করিতে পারেন? পরে, তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন। ভ্রাতা নন্দের সহিত আমার কেবলমাত্র দেহের প্রভেদ আছে, অন্তঃকরণের প্রভেদ নাই। অতএব তাহার সুখে আমার সুখ এবং আমার সুখে তাহার সুখ। সুতরাং তিনি স্বেচ্ছাক্রমে ব্রজে গমন করেন, এবং স্বেচ্ছাক্রমে এই

অথ তত আগতাত্তদেতদগ্রজাদাকর্ণয়ন্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রণমন্নশ্রুভির্ব্বচনাদ্বিরমংশ্চ নতফুল্লবদনশ্চিরমাসীৎ ॥ ৪০ ॥

অথ কৃষ্ণরামোদ্ধবরোহিণীভিঃ সহ স্বয়মেবানকদুন্দুভিঃ শ্রীমন্নন্দস্য শকটমন্দিরমনুগম্য তমপি যথাযথং সঙ্গম্য রম্যমিদং জগাদ ॥ ৪১ ॥

ভ্রাতর্নন্দ ! সুতস্তবাথ মম বেত্যস্মিন্নভেদঃ ক্বচিদ্-
যৎ কৃষ্ণস্তু জগাম নৈতদবধি ত্বন্মন্দিরং তচ্ছৃণু।
অস্মাকং কিল শাত্রবক্ষয়কৃতে সোঽয়ং ত্বয়া রক্ষিতঃ
কৃত্যং শেষমপেক্ষতে প্রতিলবং তস্মিন্ যিযাসন্নপি ॥ ৪২ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। অথ বসুদেববাক্যানন্তরং তত স্তদ্গৃহাৎ আগতাদগ্রজাৎ রামাৎ তদেতৎ উক্তপ্রকারমাকর্ণয়ন্ শৃণ্বন্ শ্রীকৃষ্ণোঽগ্রজং প্রণমন্ অশ্রুভির্ব্বচনাৎ বিরমন্ অশ্রুভিঃ কণ্ঠরোধাদিতিভাবঃ। নতফুল্লবদনঃ নতং ফুল্লং বদনং যস্য সঃ ॥ ৪০ ॥

ততো বসুদেবঃ কিং চকারেত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—অথ শ্রীকৃষ্ণেতিগদ্যেন। তমপি শ্রীমন্নন্দমপি রম্যং নির্দ্দোষং বাক্যং কথিতবান্ ॥ ৪১ ॥

তৎ রম্যবাক্যং নির্দ্দিশতি—ভ্রাতরিতি। হে ভ্রাতর্নন্দ ! সুতঃ কৃষ্ণ স্তব অথ মম বা ইত্যস্মিন্ বিচারে অভেদঃ ক্বচিৎ ভেদো ন যৎ এতদবধি এতৎকালপর্য্যন্তং কৃষ্ণ স্ত্বন্মন্দিরং ন জগাম। তৎ

দ্বারকায় আগমন করুন। কারণ, এই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিসকল ব্যক্তির এবং অস্মদাদির জীবনের আদি কারণ ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর বসুদেবের এইরূপ কথা শুনিয়া বলরাম পিতৃভবন হইতে আগমন করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের নিকট হইতে এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং অশ্রু পতন হওয়াতে কোন কথাই বলিতে পারেন নাই। কেবল বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রফুল্ল মুখ নত হইয়াছিল ॥ ৪০ ॥

অনন্তর বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, উদ্ধব এবং রোহিণীর সহিত স্বয়ংই ব্রজরাজের শকট-গৃহের নিকটে গমন করিয়া, এবং যথাবিধি, শিষ্টাচারপূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এইরূপ নির্দ্দোষ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

ভাই নন্দ! এই পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তোমার অথবা আমার, এই বিষয়ে কখনও প্রভেদ নাই। তবে যে এতকাল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ তোমার গৃহে গমন করেন

তদেবং লব্ধসুখানামপি শ্রীমন্নন্দপ্রমুখাণাং শ্রীশুকমুখাদুদিতবিরচনেন

"কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে সন্ন্যস্তাখিলরাধস"

ইতি বচনেন পুরা শ্রীকৃষ্ণাযোগদুঃখাদপরতৃষ্ণাবিমুখানাং তন্মঙ্গলায় সৎসু সমর্পিতবিত্তগর্থানাং চিরায় বাঞ্ছিতং ব্রজায় তদাগমনমঞ্চিতুমসমর্থানাং সম্প্রতি চ কিঞ্চিদপ্রতীতিকিঞ্চিৎপ্রতীতিক্ষুভিততত্তদর্থানাং ভাবনেয়ং জাতা ॥ ৪৩ ॥

তত্র শৃণু, সোঽয়ং কৃষ্ণোঽস্মাকং শত্রুসমূহানাং নাশায় অত্র ত্বয়া রক্ষিতঃ, কিন্তু তস্মিন্ ত্বন্মন্দিরে বিযাসন্ গন্তুমিচ্ছন্নপি প্রতিলবং প্রতিক্ষণং শেষং কৃত্যং সর্ব্বশত্রুক্ষয়রূপং অপেক্ষতে, অত স্তত্র বিলম্ব ইতিভাবঃ ॥ ৪২ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। লব্ধং সুখং যৈ স্তেষাং উদিতং বিরচনং সম্পাদনং যস্য তেন, "কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে সংন্যস্তাখিলরাধসঃ" ইতিবচনেন পুরা শ্রীকৃষ্ণস্য অযোগো বিচ্ছেদ স্তস্মাজ্জাতং যদ্দুঃখং তস্মাৎ অপরস্মিন্ বস্তুমাত্রে যা তৃষ্ণা কামনা তস্যাং বিমুখানাং তন্মঙ্গলায় তস্য কৃষ্ণস্য কুশলায় সৎসু বিপ্রাদিষু সমর্পিতা বিত্তগর্থো যৈ স্তেষাং তদাগমনং কৃষ্ণস্যাগমনং অঞ্চিতুং সাধয়িতুং অসমর্থানাং কিঞ্চিদপ্রতীতিকিঞ্চিৎপ্রতীতিক্ষুভিততত্তদর্থানাং কিঞ্চিদপ্রতীতিঃ শপথপূর্ব্বকব্রজাগমনস্বীকারাৎ কিঞ্চিৎপ্রতীতিঃ স্ফুরণরূপা তাভ্যাং ক্ষুভিতাশ্চঞ্চলা স্তত্তদর্থাঃ স্বেষাং ব্রজে গতি স্তত্র স্থিতির্ব্বা যেষাং তেষামিয়ং ভাবনা ॥ ৪৩ ॥

নাই, সেই বিষয়ে তুমি কারণ শ্রবণ কর। আমাদের শত্রুসমূহ বিনাশ করিবার জন্য তুমি শ্রীকৃষ্ণকে এই স্থানে রক্ষা করিয়াছিলে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তোমার ভবনে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াও কেবল প্রতিক্ষণ শত্রুক্ষয়রূপ কার্য্যশেষ অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের বিলম্ব হইতেছে ॥ ৪২ ॥

অতএব এইরূপে শ্রীমান্ নন্দপ্রভৃতি ব্রজবাসিগণ সুখলাভ করিয়াছিলেন। "পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীকৃষ্ণের উপর তাঁহারা সমস্ত ধন-সম্পত্তি সমর্পণ করিয়াছিলেন" এইরূপ শ্রীশুকদেবের মুখোচ্চারিত বাক্যদ্বারা, তাঁহারা পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখে কৃষ্ণব্যতীত অন্য পদার্থে একেবারেই নিস্পৃহ হইয়াছিলেন। কেবল শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহারা সজ্জনদিগকে সমস্ত ধন সমর্পণ করিয়াছিলেন। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করেন, এই বিষয় তাঁহাদের চির বাঞ্ছিত ছিল।

হন্ত! হন্ত! সন্ততমস্মাভিঃ প্রার্থিতব্রজাগতিরয়ং তদস্মাকং জানাত্যেব সম্প্রত্যপি মনোরথপথস্বজনধনসম্পদস্ত্যাজয়িতুং যোগ্যতাং ন যাত্যেবেতি চ ব্রজজনায় ন সাক্ষাদ্বিজ্ঞাপয়িতব্যঃ, সোঽয়ং কিমুতাত্র ক্ষাত্রনীত্যা কর্ত্তুমারব্ধত্রিলোকীভব্যঃ। তথাপি শশ্বদভ্যুদয়য়াস্মাসু দয়ালুতয়া মুহুঃ কৃতপ্রতিজ্ঞতয়া চাবশ্যমাগমিষ্যতি। কিন্ত্বীদৃশমীদৃশমস্য

তাং ভাবনাং বর্ণয়তি—জাতেতি। হন্তেতি খেদে। অস্মাভিঃ প্রার্থিতা যা ব্রজে আগতিঃ সা জাতা। অয়ং কৃষ্ণঃ অস্মাকং তৎপ্রার্থনং মনোরথপথস্বজনধনসম্পদঃ মনোরথপথে স্বজনা বসুদেবাদয়ঃ,ধনানি রত্নপ্রভৃতীনি,সম্পদো বৈভবানি তা স্ত্যাজয়িতুং আত্মনো বিচ্ছেদয়িতুং যোগ্যতাং ন যাতি, সুহৃদাং সুখদানসঙ্কল্পবশ্যবশ্যত্বাৎ ইতি হেতো ব্রজপ্রাপণায় সাক্ষান্ন বিজ্ঞাপয়িতব্যঃ বিজ্ঞাপনবিষয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ অত্র দ্বারকায়াং ক্ষাত্রনীত্যা ক্ষত্রিয়সমূহানাং নয়েন কর্ত্তুং আরব্ধং ত্রিলোক্যা ভব্যং মঙ্গলং যেন সঃ, কিমুত মাধুর্য্যধাম্নি ব্রজে তাদৃশকৃত্যাযোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ। ননু তর্হি ব্রজে

এই চির বাঞ্ছিত বিষয় সম্পাদন করিতে তাঁহারা অক্ষম হইয়াছিলেন। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিবেন বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন, ঐরূপ শপথবচনে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস হয়, অথচ মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইত, তাহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস জন্মে এইরূপ বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিবেন, কি দ্বারকায় থাকিবেন, তাহাতে তাঁহাদের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল। এইরূপে তৎকালে ব্রজবাসিগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

হায়! আমরা সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন ঘটে। এক্ষণে তাহা ঘটিয়াছে। আমরা যাহা (ব্রজে আগমন) প্রার্থনা করিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তাহা শ্রীকৃষ্ণ অবগত আছেন। তাহাতে এখনও যাহাতে বসুদেবপ্রভৃতি স্বজনগণ রত্নাদি ধনসমূহ এবং বৈভবসকল তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এইরূপ নিজের ইচ্ছাবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ কখনও সম্মত হইবেন না। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করেন, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিবেদন করা উচিত নয়। অতএব যিনি দ্বারকাতে ক্ষাত্রয়সমূহের নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক ত্রিভুবনের মঙ্গল সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রজগমনের বিষয় নিবেদন করা উচিত নয়, তাহা

সমর্য্যাদস্থিতমমর্য্যাদমেতদীয়সদুপচর্য্যাপর্য্যাপণং দিব্যং দিব্যং দ্রব্যং প্রতি যথাস্বমস্মাকং মনোরথাঃ প্রথিমানমাত্মানমানয়ন্তীতি তদিদমিদমেব কামনীয়মিতি ॥ ৪৪ ॥

অথ কংসমথনশ্চেদং ভাবয়ামাস। পূর্ব্বপূর্ব্বমুদয়দপূর্ব্বযোগেন সান্ত্বনাপ্রয়োগেণ (ক) ময়ামীষু কদর্থনাপরং ফলায় কল্পিতা ন তু সদর্থনা। ততশ্চ নাধুনাপি তাদৃগুক্তানাং

ব্রজনং ন ভবিষ্যতি তত্রাহ—তথাপীতি। শশ্বন্নিরন্তরং অভ্যুদয়ঃ শ্রেষ্ঠমঙ্গলং যস্যা স্তয়া দয়ালুতয়া কৃতজ্ঞতয়েতি অন্যথা কৃতঘ্নতাদোষ আপদ্যেতেতি। সমর্য্যাদস্থিতমর্য্যাদং মর্য্যাদা সৎপথে স্থিতিঃ তয়া সহ বর্ত্তমানঃ সমর্য্যাদ স্তত্র স্থিতা মর্য্যাদা সীমা যস্য তৎ এতদীয়সদুপচর্য্যাপর্য্যাপণং সতামুপচর্য্যা সম্মাননং তস্যাঃ পর্য্যাপণং প্রাপণং এতদীয়ং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিচ তৎ সদুপচর্য্যাপর্য্যাপনঞ্চেতি তৎ যথাস্বং প্রত্যেকং অস্মাকং মনোরথা অভিলাষা আত্মানং প্রথিমানং বিস্তারমানয়ন্তি প্রাপয়ন্তীতি। ইদমিদং দিব্যং দিব্যং দ্রব্যং কামনীয়মিতি ॥ ৪৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্তু তদা কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ—অথেতিগদ্যেন। ভাবয়ামাস চিন্তিতবান্। উদয়দপূর্ব্বযোগেন উদয়ন্ দীপ্তঃ অপূর্ব্বযোগো যস্য তেন সান্ত্বনাপ্রয়োগেণ অমীষু ব্রজেন্দ্রাদিষু কদর্থনা কদাচারঃ সদর্থনা সদাচারঃ। অধুনাপি তাদৃগুক্তানাং সান্ত্বপ্রয়োগাণাং বিষয়ীকর্ত্তুং

সর্ব্ববাদি সম্মত। তথাপি আমাদের উপরে তাঁহার যে অনুকম্পা আছে, তাহা নিয়তই সমুদিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ তিনি ব্রজে আসিবার জন্য বারংবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি অবশ্যই ব্রজে আগমন করিবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, যে সজ্জনদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন, তাহা সৎপথের চরম সীমা। আমাদের প্রত্যেকেরই মনোরথসকল, তদীয় স্বর্গীয় শপথদ্রব্যের প্রতি আমাদের উদ্দেশে বিস্তারিত করিতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ স্বর্গীয় দিব্য (শপথ) যাহাতে শ্রবণ করিতে পারি, তাহাই আমরা কামনা করিব ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর কংস নিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল সান্ত্বনা-বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছি, তাহার সংযোগ অপূর্ব্ব এবং

(ক) সান্ত্বনাপ্রয়োগেণ। ইতিতু গৌরপুস্তকে নাস্তি।

বিষয়ীকর্ত্তুমমীযুক্তাঃ। কিন্তু সর্ব্বান্তঃপাতিতয়া প্রীতিদান-ব্যাজান্মদুপভোগ্যতায়াং যোগ্যানাং বস্তূনাং প্রস্থাপনয়া নিজস্য (ক) সাম্প্রতং ব্রজপ্রস্থাপনং সূচিতং কর্ত্তুমুচিতং। যস্মাদেব খল্বেষাং মন্মাত্রকামনাশেষাণাং তথা তত্র স্থিতানাং মৎপ্রীতি-মাত্রজীবনতাপাত্রতত্তদ্বিশেষাণাং কামনা পূরিতা স্যাদিতি ॥ ৪৫ ॥

আশ্রয়ীকর্ত্তুমমী ব্রজেন্দ্রাদয়ো ন যুক্তাঃ সর্ব্বান্তঃপাতিতয়া সর্ব্বেষাং সামদানভেদদণ্ডানাং অন্তর্মধ্যপাতিতয়া প্রীত্যা যদ্দানং তস্য ব্যাজাৎ ছলাৎ মদুপভোগ্যতায়াং মম উপভোগ্যং মদুপভোগ্যং তস্য ভাবো মদুপভোগ্যতা তস্যাং তেষাং প্রস্থাপনয়া সাম্প্রতং নিজস্য ব্রজে প্রস্থাপনং সূচিতং কর্ত্তুং উচিতং যোগ্যং। ব্রজেন্দ্রাদীনাং তন্মাত্রকামনা শেষাণাং মদুপভোগ্য বস্তুপ্রস্থাপনে যা কামনা সা শেষঃ পর্য্যাপ্তি যেষাং তত্র ব্রজে স্থিতানাং মৎপ্রীতিমাত্রং জীবনপাত্রং তত্তদ্বিশেষাণাং ময়ি যৎ প্রীতিমাত্রং তদেব জীবনপাত্রং জীবনাধারো যেষাং তেচ তে তত্তদ্বিশেষা-শ্চেতি তেষাং কামনা বাসনা পূরিতা স্যাৎ ॥ ৪৫ ॥

প্রদীপ্ত। ঐরূপ অপূর্ব্ব সান্ত্বনাবাক্যের প্রয়োগে আমি ব্রজরাজপ্রভৃতি ব্রজ-বাসিগণের উপরে কেবল ফলপ্রদ কুৎসিত আচরণ করিয়াছি; কিন্তু তাঁহাদের উপরে আমি সদাচারের অনুষ্ঠান করি নাই। অনন্তর আমি পূর্ব্বে যে সকল সান্ত্বনা বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছি, এখনও ঐ সকল ব্রজরাজপ্রভৃতি মহোদয়-দিগকে ঐরূপ সান্ত্বনা-বাক্যের প্রয়োগে প্রবঞ্চনা করা উচিত নয়। কিন্তু সাম দান ভেদ দণ্ড এই চারি প্রকার নৈতিক উপায়ের অন্তর্গত প্রেমদানচ্ছলে আমার উপভোগ্যরূপে যে সকল বস্তু প্রেরণ করিয়া, এক্ষণে নিজের ব্রজে গমন সূচনা করা উচিত। কারণ আমার উপভোগ্য বস্তু কখন প্রেরিত হইবে, এই বিষয়েই কেবল ব্রজরাজপ্রভৃতির কামনা পর্য্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আমার উপরে তাঁহাদের যে একমাত্র প্রীতি আছে, তাহাই তাঁহাদের জীবনাধার তুল্য। অতএব ব্রজবাসিগণের জীবনাধার তুল্য তত্তৎবিশিষ্ট পদার্থের কামনা পরিপূর্ণ হইবে ॥ ৪৫ ॥

(ক) নিজং সাম্প্রতম্। ইতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপাঠঃ।

তদেবমেব মুণীন্দ্রঃ প্রাহ—

"ততঃ কামৈঃ পূর্য্যমাণঃ সব্রজঃ সহ বান্ধবঃ।
পরার্দ্ধাভরণক্ষৌমনানানর্ঘ্যপরিচ্ছদৈঃ॥
বসুদেবোগ্রসেনাভ্যাং কৃষ্ণোদ্ধববলাদিভিঃ।
দত্তমাদায় পারিবর্হং যাপিতো যদুভির্যযৌ"॥

ভা ১০।৮৪।৬৭—৬৮। ইতি ॥৪৬॥

কিন্তু;—

চলনসময়ে যা যাবস্থা ব্রজেশপুরঃসর-
ব্রজপরিষদামাসীদেষা কথং বত! বর্ণ্যতাম্।
মনসি চ গতা যস্মাদস্মাদৃশামপি সা সদা
বপুষি গিরি চ স্ফূর্ত্তিং বর্ণশ্রিয়ামথ লুম্পতি॥ ৪৭॥

তদেবং মুনীন্দ্রবাক্যেন নিদিশতি—ততঃ কামৈরিতি। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাভিপ্রায়াৎ কামৈঃ পরার্দ্ধাভরণক্ষৌমনানানর্ঘ্যপরিচ্ছদৈঃ পরার্দ্ধসংখ্যাযুক্তৈঃ আভরণৈরলঙ্কারৈঃ ক্ষৌমৈঃ পট্টবস্ত্রাদিভিঃ তথা নানানর্ঘ্যপরিচ্ছদৈঃ অনর্ঘ্যাণি অমূল্যানি যানি পরিচ্ছদানি তৈঃ পূর্য্যমাণঃ সব্রজঃ ব্রজবাসিভিঃ সহিতঃ সহ বান্ধবঃ কুটুম্বাদিসহিতঃ গমনকালেঽপি বসুদেবাদিভির্দত্তং পারিবর্হং উপঢৌকনং আদায় গৃহীত্বা যদুভিরক্রূরাদিভি যাপিতঃ সঙ্গমিতো যযৌ॥ ৪৬॥

ননু, কিং দিব্যদ্রব্যলাভেন সন্তোষিতো যযৌ ইত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—চলনসময়ে ইতি। চলনকালে ব্রজেশপুরঃসরব্রজপরিষদাং যা যা অবস্থা দশা আসীৎ, বতেতি খেদে। এষা কথং ময়া বর্ণ্যতাং, যা অস্মাকং মনসি চিত্তে গতা তস্মাদ্ধেতোঃ সদা সা অবস্থা বপুষি শরীরে গিরিচ

মহর্ষি বেদব্যাস তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ অভিপ্রায় হেতু বাঞ্ছিত পরার্দ্ধ সংখ্যাযুক্ত (অসংখ্য) অলঙ্কার সকল, বিবিধ পট্টবস্ত্র, এবং অমূল্যপরিচ্ছদসমূহদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া ব্রজবাসিজনগণের সহিত, কুটুম্বাদির সমভি-ব্যাহারে, বসুদেব, উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং উদ্ধবপ্রভৃতি ব্যক্তিগণের সমর্পিত উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া, এবং যদুবংশীয় অক্রূরাদির সহিত মিলিত হইয়া ব্রজে গমন করিলেন॥ ৪৬॥

কিন্তু গমনকালে ব্রজরাজপ্রভৃতি ব্রজবাসিসভ্যদিগের যে যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, হায়! আমি কি প্রকারে সেই সেই অবস্থা বর্ণনা করিতে পারি। ঐ সকল অবস্থা আমাদের মনে লাগিয়া রহিয়াছে। এই হেতু সেই অবস্থা সর্ব্বদাই

জ্ঞাত্বা তেষাং হৃদয়বপুষোঃ শক্তিহানিং প্রয়াণে
শক্রশ্রেণ্যাঃ প্রতিহতিমপি প্রান্তরান্তর্ব্বিতর্ক্য ।
ভৃত্যৈঃ সূতৈঃ কটকপটলৈরপ্যমীষাং সমন্তা-
দ্দত্তৈর্ব্যাজাদনুগতিমিতৈর্যাপনং প্রাপ কৃষ্ণঃ ॥ ৪৮ ॥
কথঞ্চিদপি মাথুরাননুগতাঃ কুরূণাং স্থলা-
দ্ব্রজেন্দ্রমুখগোদুহঃ পুনরুপেতুমাত্মালয়ম্ ।
বিরক্তমনসস্তদা তপনজাং সমুত্তীর্য্যগো-
রয়ীতিবিদিতস্থলে ব্রজমবাসয়ন্ দূরতঃ ॥ ৪৯ ॥

বচসিচ বর্ণশ্রিয়াং স্ফূর্ত্তিং লুম্পতি ছিনত্তি, তত্র বপুষি বর্ণশ্রিয়াং শুক্লপীতাদিবর্ণশোভানাং গিরি বর্ণশ্রিয়াং স্পষ্টবর্ণাঃ স্বরব্যঞ্জনাদয় স্তেষাং শ্রিয়াং প্রভাণাং স্ফূর্ত্তিং প্রকাশম্ ॥ ৪৭ ॥

কিঞ্চ জ্ঞাত্বেতি। কৃষ্ণ স্তেষাং ব্রজেন্দ্রাদীনাং হৃদয়বপুষোশ্চিত্ততন্বোঃ শক্তিহানিং জ্ঞাত্বা তথা প্রান্তরা পথমধ্যে শক্রশ্রেণ্যা শক্রণামাবল্যা প্রতিহতিং পীড়ামন্তশ্চিত্তে বিতর্ক্য অমীষাং ব্রজেন্দ্রাদীনাং সমন্তাদ্ব্যাজাৎ ছলাৎ দত্তৈ ভৃত্যৈঃ সূতৈর্বন্দিভিঃ কটকপটলৈ সেনাসমূহৈরনুগতিমিতৈঃ কর্তৃভিঃ তত্রত্যবাসস্থানে প্রেষণং প্রাপ ॥ ৪৮ ॥

নন্থ, ব্রজেন্দ্রাদয় স্তৎস্থানাৎ চলিত্বা কথং বর্ত্তেত ইত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—কথঞ্চিদপীতি। ব্রজেন্দ্রমুখগোদুহো ব্রজেন্দ্রাদিগোপাঃ কুরূণাং স্থলাৎ কুরুক্ষেত্রাৎ কথঞ্চিদপি কষ্টেনাপি মাথুরান্

শারীরিক এবং বাচিক বর্ণ শোভার স্ফূর্ত্তি লোপ করিতেছে। তন্মধ্যে শারীরিক বর্ণশোভা শুক্ল পীতাদি, বাচিক বর্ণশোভা সুস্পষ্ট অক্ষরযুক্ত স্বরও ব্যঞ্জনাদি। ইহাদের প্রভার প্রকাশ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৪৭ ॥

ব্রজরাজপ্রভৃতি ব্রজবাসীদিগের হৃদয় এবং শরীরের শক্তি ক্ষয় জানিতে পারিয়া, এবং পথমধ্যে শক্রগণ আক্রমণ করিয়া পীড়ন করিবে; শ্রীকৃষ্ণ ইহা মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া তিনি ব্রজরাজপ্রভৃতি মহোদয়গণের চারিদিকে ছল-পূর্ব্বক নানাবিধভৃত্য, বিবিধ স্তুতিপাঠক এবং অনুচর সেনাসমূহ প্রদান করি-লেন। এই সকল ভৃত্য এবং সেনাদিক্রমে তাঁহাদের বাসস্থানে উপনীত হইল ॥ ৪৮ ॥

ব্রজরাজপ্রভৃতি গোপগণ, অতিকষ্টে কুরুক্ষেত্র হইতে মথুরাস্থিত দেশ সকল প্রাপ্ত হইলেন। পরে পুনর্ব্বার স্ব স্ব ভবন প্রাপ্ত হইবার জন্য বিরক্ত মনে

গোকুলপতিরিতি গোউরব, ইতি তদ্গোর ইত্যপি চ।
সংস্কৃতজং প্রাকৃতজং, গ্রাম্যজমাখ্যানমঞ্চতি স্থানম্ ॥ ৫০ ॥
গোকুলপতিরিতি নাম্না, খ্যাতং গোকুলপতেঃ স্থানম্।
পুরুষোত্তম ইতি যদ্বৎ পুরুষোত্তমধাম বিখ্যাতম্ ॥ ৫১ ॥

অথ কথকেন তদেতৎ প্রোচ্য ক্ষণং পরিশোচ্য সমাপয়িতুং তদিদং রুচ্যমুচ্যতে স্ম ॥ ৫২ ॥

দেশান্ অনুগতাঃ সন্তঃ পুনরাত্মালয়ং উপেতুং গন্তুং বিরক্তমনস স্তদা তপনজাং যমুনাং সমুত্তীর্য্য গোরয়ীতি বিদিতস্থলে খ্যাতস্থানে গোষ্ঠাৎ দূরস্থানে ব্রজমবাসয়ন্ বাসং কারয়ামাসুঃ ॥ ৪৯ ॥

তৎ স্থানং ত্রিবিধমাখ্যানং অঞ্চতি গচ্ছতি তত্র কারণং বর্ণয়তি—সংস্কৃতিজমিত্যাদি ॥ ৫০ ॥

নন্বু,গোকুলপতিঃ শ্রীমন্নন্দঃ তদ্বাসস্থানস্য গোকুলপতিনামত্বং কথং তত্রাহ—গোকুলপতিরিতি। গোকুলপতেঃ শ্রীমন্নন্দস্য স্থানং গোকুলপতিরিতি নাম্নাখ্যাতং। যদ্বৎ পুরুষোত্তমস্য শ্রীজগন্নাথস্য ধাম পুরুষোত্তম ইতি বিখ্যাতম্ ॥ ৫১ ॥

ততঃ কিং বৃত্তং জাতং ইত্যপেক্ষায়াং স্বয়ং কবির্ব্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। প্রোচ্য প্রকর্ষেণ কথয়িত্বা পরিশোচ্য অধিকং শোকং কৃত্বা রোচ্যং অভিলষণীয়ং উক্তম্ ॥ ৫২ ॥

তৎকালে যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া গোষ্ঠের দূরবর্ত্তী “গোরয়ি” এই বিখ্যাত স্থানে ব্রজবাসীদিগকে বাস করাইলেন ॥ ৪৯ ॥

ঐ স্থানের তিন প্রকার নাম আছে। তাহার সংস্কৃত নাম “গোকুলপতি” প্রাকৃত নাম “গোউরকই”, এবং গ্রাম্য নাম ‘গোরয়ি’ ছিল ॥ ৫০ ॥

গোকুলপতি নন্দের বাসস্থানের নাম “গোকুলপতি” বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেরূপ জগন্নাথের স্থান পুরুষোত্ত বলিয়া বিখ্যাত, এইস্থানও সেইরূপ “গোকুলপতি” বিখ্যাত ॥ ৫১ ॥

অনন্তর কথক এইরূপ কথা বলিয়া, এবং ক্ষণকাল শোক করিয়া, সমাপন করিবার জন্য এইরূপ মনোহর বিষয় বলিতে লাগিল ॥ ৫২

তদয়নমভিনৌমি তচ্চ লগ্নং
ব্রজপতিবাসশুভংযুমঞ্জু রূপং।
যদুদিতশুভবৈভান্মুরারি-
র্ব্রজসুহৃদাং বিরহং নিজং লুলোপ ॥ ৫৩ ॥

তদেবং ব্রজরাজ-সভাকথায়াং পূর্ণায়াং শ্রীরাধিকা-সদসি কথায়াং স্নিগ্ধকণ্ঠস্তদিদমুবাচ—॥ ৫৪ ॥

অমূস্তু শ্রীমদানকদুন্দুভিসম্বিস্ময়ং তত্তদ্বর্ণ্যমানমাকর্ণ্য তানি

রুচ্যবাক্যং বর্ণয়তি—তদয়নমপীতি। ব্রজপতিবাসশুভংযুমঞ্জুরূপং ব্রজপতিবাসে শুভংযু কল্যাণযুক্তং মঞ্জু রম্যরূপং যস্য তৎ অয়নং গমনং নৌমি, তচ্চ লগ্নং যদাগমনং জাতং যদুদিতশুভবিভবাৎ যাভ্যাময়নলগ্নাভ্যাং উদিতং যৎ শুভবৈভবং তস্মাদ্ধেতোঃ মুরারিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ব্রজস্থসুহৃদাং নিজং বিরহং লুলোপ চিচ্ছেদ ॥ ৫৩ ॥

নম্বেতৎ প্রসঙ্গং শ্রীরাধাদয়ো ব্রজরমাঃ কিং শুশ্রুবুরিত্যপেক্ষায়াং স্বয়ং কবিঃ বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। শ্রীরাধিকায়াঃ সদসি সভায়াম্ ॥ ৫৪ ॥

তৎ স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—অমূস্ত্বিতি গদ্যেন। শ্রীমদানকদুন্দুভেঃ বসুদেবস্য সবিস্ময়ং সম্ভাষণং প্রতিজ্ঞাময়ং বা তত্তদ্বর্ণ্যমাণং "ভ্রাতর্নন্দসুত স্তবাথ মম বেত্যস্মিন্ ভেদঃ ক্বচি"দিতি পূর্ব্বোক্তশ্লোকেন আকর্ণ্য শ্রুত্বা তানি বচনানি ভাবিতদুপসেবার্থতাভাবিতানি ভাবিনী বা তস্য

ব্রজপতির (কুরুক্ষেত্র হইতে ব্রজ পর্য্যন্ত) যে গমন পথ, তাহা অতি কল্যাণ-যুক্ত ও মনোহর হইয়াছিল, আমি সেই গমন পথকে প্রণাম করি। অথচ ঐ পথ সর্ব্বমঙ্গলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। ঐরূপ গমনদ্বারা যে শুভ বৈভব উদিত হইয়াছিল, তাহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিসুহৃদ্গণদ্বারা সঞ্জাত নিজবিরহকে ছেদন করিয়াছিলেন অর্থাৎ ব্রজরাজের গমনমার্গ চিন্তা করিয়া ও শ্রীকৃষ্ণ তদ্গতভাবে অনেকধা সুহৃদ্বিয়োগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ছিলেন ॥ ৫৩ ॥

অতএব এইরূপে ব্রজরাজের সভাস্থিত কথা পরিপূর্ণ হইলে, স্নিগ্ধকণ্ঠ শ্রীরাধি-কার সভাতে এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

"ভাই নন্দ! এই পুত্র তোমার কি আমার, এই, বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই" বসুদেবের এইরূপ পূর্ব্বোক্ত সম্ভাষণ বা প্রতিজ্ঞাময়, তত্তৎবাক্য শ্রবণ করিয়া, ঐ সকল গেপীগণ মনে মনে জানিতে পারিল যে, ঐ সকল বাক্য ভাবী

ভাবিতদুপসেবার্থতাভাবিতানি স্বস্মিন্নপি প্রীতিদানানি নির্ব্বর্ণ্য বৈবর্ণ্যবশাদিদং ব্যনঞ্জুঃ। বিলম্বমানেনানেন কিমস্মাকমমূনি বিলম্বনানি রচ্যন্ত ইতি ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণস্তু তদুদ্ধবদ্বারা শৃণ্বন্ সলজ্জং সন্দিদেশ। (ক) পূর্ব্বমুপক্রমত এবেদং ময়া নিবেদিতম্।

"অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ! স্বানামর্থচিকীর্ষয়া
গতাংশ্চিরায়িতান্ শত্রুপক্ষক্ষপণচেতসঃ" ॥

(ভা ১০।৮২।৪১—৬)

ইত্যনেন স্বল্পাবশিষ্টানামশিষ্টানাং বিনষ্টীকরণকারণমেব মম কিঞ্চিদ্বিলম্বসম্বলনমস্তীতি। তস্মাদুভয়েষামস্মাকং যাবদিষ্টাদিষ্টং কিয়ন্তি দিনানি পূর্ব্ববদ্বিয়ন্তি প্রতীক্ষ্যতাম্ ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণস্য উপ সমীপে সেবা সৈব অর্থো যস্য তস্য ভাবঃ ভাবিতদুপসেবার্থতা তয়া ভাবিতানি বাসিতানি মিশ্রিতানি স্বস্মিন্ আত্মন্যপি প্রীতিদানি নির্ব্বর্ণ্য মনসি জ্ঞাত্বা বৈবর্ণ্যবশাৎ বিরহেণ সদ্বৈবর্ণ্যং বর্ণোচ্চারণবৈক্লব্যং তদ্বশাৎ ইদং বক্তব্যং ব্যানঞ্জুঃ প্রকাশয়ামাসুঃ। বিলম্বমানেন অনেন কৃষ্ণেন অস্মাকং সম্বন্ধে কিং অমূনি বিলম্বনানি রুচ্যন্তে ক্রিয়ন্তে ॥ ৫৫ ॥

তদেবং নিশম্য শ্রীকৃষ্ণঃ কিং কৃতবান্ ইত্যপেক্ষয়ায়াং বর্ণয়তি—কৃষ্ণস্ত্বিতিগদ্যেন। উদ্ধবদ্বারা তৎ শৃণ্বন্ সলজ্জং লজ্জাসহিতং যথা স্যাত্তথা সন্দিদেশ। উপক্রমতএব সান্ত্বনায়া আরম্ভকালএব "অপি স্মরথে"ত্যাদিনা অনেন বাক্যেন। স্বল্পরূপেণ অবশিষ্টাঃ স্বল্পাবশিষ্টাস্তেষামশিষ্টানাং শত্রুপক্ষপাতিনাং বিনষ্টীকরণমেব কারণং যস্য তৎ বিলম্বসম্বলনং বিলম্ব-

---

কৃষ্ণ সেবারূপ অর্থদ্বারা মিশ্রিত, অতএব ঐ সকল বাক্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক। তখন তাহারা কণ্ঠরুদ্ধস্বরে ইহা প্রকাশ করিল। এই শ্রীকৃষ্ণ বিলম্ব করিয়া আমাদের এই সকল বিষয়কেও কেন বিলম্বযুক্ত করিতেছেন ॥ ৫৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ শ্রবণ করিয়া লজ্জিতভাবে উদ্ধবদ্বারা আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। সান্ত্বনা করিবার প্রারম্ভের পূর্ব্বেই আমি জানাইয়াছিলাম। "হে সখীগণ! সুহৃদ্গণের কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমরা গমন করিয়াছিলাম।

(ক) ২৩ পূরণে ৬৭ পদ্যে উক্তমেতৎ। দৃষ্টান্তনির্দ্ধারণং কর্ত্তব্যং। "অপি স্মরথ" ইতি তত্রৈবোক্তম্।

অথ শ্রীগোপ্যস্তু তদেতন্নাসত্যমিতি মনসি বিতত্য সময়ান্তরে সমক্তং তং প্রতি ব্যক্তমুক্তবত্যঃ ॥ ৫৭ ॥

তব সত্যগিরঃ কৃষ্ণ ! স্যাৎ কিং সঙ্গীর্ণিরন্যথা ।
কিন্তু তাং মাদৃশামাশাং যদি কালঃ সহেত সঃ ॥ ৫৮ ॥

সঙ্ঘটনং । যাবদিষ্টদিষ্টঃ শুভভাগ্যং তাবৎ কিয়ন্তি কতিচিদ্দিনানি পূর্ব্ববদ্বিয়ন্তি বিগচ্ছন্তি প্রতীক্ষতাং প্রতীক্ষা ক্রিয়তাম্ ॥ ৫৬ ॥

তদেতন্নিশম্য শ্রীগোপ্যস্তু যথাকৃতবত্য স্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন । তদেতৎ শ্রীকৃষ্ণবচনমসত্যং নেতি মনসি বিতত্য বিধায় সমক্তং সঙ্গতং তং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি স্পষ্টমূচুঃ ॥ ৫৭ ॥

তদ্বচনং নির্দিশতি—তবেতি । হে কৃষ্ণ ! তব সত্যগিরঃ সত্যবচনস্য কিমন্যথা অসত্যতয়া সঙ্গীর্ণিঃ উচ্চারণং স্যাদপিতু নৈব, কিন্তু যদি স কালো মাং প্রাপ্য তাদৃশামাশাং বাঞ্ছাং সহতে তদৈব তেষাং প্রতীক্ষণং স্যাদিতিভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

তথায় শক্রপক্ষ বিনাশ করিবার জন্য আমাদের মন উন্মুখ হইয়াছিল । তাহাতেই আমাদের বিলম্ব ঘটে অতএব তোমরা আমাদিগকে কি স্মরণ করিতেছ ? ॥” এইরূপে অল্পমাত্র দুর্ম্মতি শক্রপক্ষীয় লোকগণ বিদ্যমান আছে । তাহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্যই কেবল আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছে । অতএব তোমাদের এবং আমাদের এই উভয় পক্ষেরই যে পর্য্যন্ত সৌভাগ্য থাকে, সেই পর্য্যন্ত কতিপয় দিবস বিগত হইয়াছে বলিয়া তোমরা প্রতীক্ষা কর ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর শ্রীমতী গোপীগণ “এইরূপ বাক্য কখনও মিথ্যা নহে” ইহা মনে করিয়া, সময়ান্তরে মিলিত সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি সত্যবাদী, তোমার বাক্য কি কখন অন্যরূপে উচ্চারিত হইতে পারে ? অর্থাৎ তুমি কখন মিথ্যা কথা বল নাই । বলিবেও না । কিন্তু যদি তোমার আগমন পর্য্যন্ত সেই কাল আমাদিগের ঐরূপ আশা সহ্য করিতে পারে, তবেই তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে পারিব, অর্থাৎ তোমার আগমনাবধি যদি জীবিত থাকি তবে জানিব কাল আমাদের আশা সহ্য করিলেন ॥ ৫৮ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্তু তাঃ প্রত্যেকমালিঙ্গন্নিদমঙ্গীচকার ॥ ৫৯ ॥

যো ভবতীভিঃ কৃষ্ণঃ, স্বীচক্রে কালপর্য্যায়ঃ।
তেনৈব স্থ ব্যাপ্তা, বস্থানান্যঃ প্রভুস্তত্র ॥ ৬০ ॥

তদেবং সতি ;—

যস্যাঃ প্রাতরথাচলদ্‌ব্রজজনঃ স্বান্ মাথুরান্ সা তমী
শীঘ্রং পূর্ত্তিমবাপ যদ্যপি কুরুক্ষেত্রস্থগোপীগণে।
মধ্যদ্যাপি তমাংসি হন্ত! তদপি স্ফূর্ত্তিং নয়ন্তী ন সা
বাঞ্ছত্যাত্মসমাপনামুভয়থা ভীতির্হি তৎকারণম্ ॥ ৬১ ॥

তচ্ছ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণস্তাসাং বিশেষেণ সান্ত্বনং কৃতবানিতি বর্ণয়তি—অথ শ্রীতিগদ্যেন। ইদং বক্ষ্যমাণমঙ্গীচকার স্বাকৃতবান্ ॥ ৫৯ ॥

তদঙ্গীকারবাক্যং বর্ণয়তি—যইতি। কালপর্য্যায়ঃ কালঃ পর্য্যায়ঃ প্রকারো ভেদঃ প্রকাশো বা যস্য কৃষ্ণোঽহং ভবতীভিঃ স্বীচক্রে, তেনৈব কালেন ব্যাপ্তা অধীনা অবস্থা যাসাং তা যূয়ং স্থ ভবথ, তত্রাবস্থায়াং অন্যঃ সামান্যকালঃ প্রভুঃ সমর্থো ন স্যাৎ ॥ ৬০ ॥

স্বয়ং কথক স্তত্র স্বস্য ভাবং বর্ণয়তি—যস্যা ইতি। অথ যস্যা স্তম্যা রাত্রেঃ প্রাতঃ ব্রজজনঃ স্বান্ মাথুরান্ দেশান্ অচলৎ জগাম, সা তমা রাত্রি যদ্যপি কুরুক্ষেত্রস্থগোপীগণে শীঘ্রং পূর্ত্তিং

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক গোপীকে আলিঙ্গন করিয়া এইরূপ স্বীকার করিলেন ॥ ৫৯ ॥

তোমরা যে কালে কৃষ্ণকে স্বীকার করিয়াছিলে, সেই কালদ্বারাই তোমাদের অবস্থা ব্যাপ্ত হইবে। ঐ অবস্থায় অন্য কোন সামান্যকাল প্রভু হইতে পারিবে না (ক) ॥ ৬০ ॥

এইরূপ ঘটনা ঘটিলে, যে রাত্রির প্রভাতকালে ব্রজবাসিগণ স্বকীয় মথুরা সম্বন্ধীয় প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, যদ্যপি সেই রাত্রি কুরুক্ষেত্রস্থিত গোপীগণের কাছে শীঘ্র সমাপ্ত হইয়াছিল সত্য কিন্তু হায়! সেই রাত্রি এখন পর্য্যন্ত আশার

(ক) পূর্ব্ব পদ্যে আমাকে সত্যবাদী—বলিয়াছে অর্থাৎ শত্রুনিধনের পরবর্ত্তী কালে মিলন হইবে, ইহা যখন নিজেই স্বীকার করিয়াছ, তখন সেই তোমাদের কথিত কালেই ঠিক্ মিলন হইবে, তদ্বিষয়ে লিখিত থাক। অন্যকাল তাহার খণ্ডনে অসমর্থ। ইহাই তাৎপর্য্য।

অথ কথকঃ সমাপনমাহ ।—

চিত্রং কুরুক্ষেত্রমিহা পরত্র বা
প্রতিশ্রুতং বীজমুবাপ যৎ প্রভুঃ ।
তত্তত্র লব্ধাঙ্কুরতামুপাগতম্
বৃন্দাবনেঽবিন্দত রাধিকে ! ফলম্ ॥ ৬২ ॥

সমাপ্তিং অবাপ গতা, তদপি তথাপি, হন্তেতি খেদে। অদ্যাপি ময়ি তমাংসি বিরহপীড়াঃ স্ফূর্ত্তিং নয়ন্তী সা তমী আত্মসমাপনাং ন বাঞ্ছতি অপিতু তিষ্ঠত্যেব। হি যত উভয়থা উভয়প্রকারাৎ পূর্ব্বশ্লোকোক্তাৎ কৃষ্ণরূপাৎ কামরূপাচ্চ তত্র গোপীগণে তস্যাঃ শীঘ্রং পূর্ত্তৌ শ্রীকৃষ্ণাৎ ভয়ং একস্থানে সঙ্গমাভাবেন বিরহোদ্রেকঃ স্যাদিতি শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ঃ, অতঃ স্বস্যা দীর্ঘত্বে তস্মাৎ ভয়মেব কারণং। আত্মসমাপনায়া অবাঞ্ছিতত্বে কালাৎ ভয়মেব কারণং তেন সমাপ্যাস্যাং কালো বিহিতবান্ তল্লঙ্ঘনে তস্যা ভীতিভবতীতি। যদ্বা শ্রীকৃষ্ণঃ স্বস্মিন্ নিদ্রাবেশদার্ঢ্যায় তস্যা সুদীর্ঘত্বং স্থাপিতং, অতস্তদ্ভয়াৎ অসমাপনং বাঞ্ছতীতি ॥ ৬১ ॥

কথকস্য সমাপনং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন ॥

সমাপনপ্রকারং বর্ণয়তি—চিত্রমিতি। কুরুক্ষেত্র স্থানং চিত্রং আশ্চর্য্যং ইহ কুরুক্ষেত্রে

উপরে বিরহ জনিত তমোরাশি হইতে স্ফূর্ত্তি না জন্মাইয়া অর্থাৎ ক্লেশ সকল বিরাজিত করিয়া আত্ম সমাপ্তি প্রার্থনা করিতেছে না, কিন্তু থাকিতেই ইচ্ছা করিতেছে। "এই দুঃখরাত্রি সমাপ্ত হইবে কি হইবে না" এইরূপ ভীতি ঐরূপ হইবার একমাত্র কারণ ॥ ৬১ ॥

অনন্তর কথক সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল। এই কুরুক্ষেত্র স্থান অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত। এই কুরুক্ষেত্রে অথবা ব্রজে সদা প্রভাবসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ যে প্রতিজ্ঞারূপ বীজ বপন করিয়াছিলেন, হে রাধিকে! কুরুক্ষেত্রে সেই বীজ অঙ্কুরাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বৃন্দাবনে সেই বীজ ফলিত হইয়াছে। অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে সামান্য মিলনের পর বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের আগমন হওয়াতে সম্যক্‌মিলন পৃথক বিরহ নিবৃত্তি ফল, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৬২ ॥

যদর্থং যূয়ং তদ্বিনাশনমগাৎ ব্রতপরা
যদর্থং স্বাবাসং বিসসৃজ বনান্তর্জগৃহ চ।
স এষ শ্রীরাধে! তব হৃদয়নাথঃ পুনরমূ-
স্ত্বদাদীরালিঙ্গন্নিহ বসতি হীহী (ক) সুখসুখম্ ॥ ৬৩ ॥

অথ তদেবং সুখয়িত্বা সখীনাত্মসঙ্গে গৃহীত্বা কৃতচলনে

অপরত্র ব্রজে বা প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যৎ প্রতিশ্রুতরূপং বীজং অবাপ বপনমকরোৎ। হে রাধিকে! তত্র কুরুক্ষেত্রে তদ্বীজমলব্ধাঙ্কুরতামুপাগতং, কিন্তু বৃন্দাবনে ফলমবিন্দত লেভে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনেন বিরহনিবৃত্তিরেব ফলমিতিভাবঃ ॥ ৬২ ॥

কিঞ্চ যদর্থং যস্য কৃষ্ণস্য প্রাপ্ত্যর্থং বিনাশনং কুরুক্ষেত্রমগাৎ অগমৎ, যদর্থং ব্রতপরাঃ সত্যঃ স্বাবাসং স্বালয়ং বিসসৃজ অত্যজৎ, বনান্তর্বনমধ্যং জগৃহ চ গ্রহণং চকার, হে শ্রীরাধে! স এষ তব হৃদয়নাথঃ পুন স্ত্বদাদী স্ত্বমাদির্যাসাং তাঃ অমূরালিঙ্গন্ সন্ ইহ বসতি, হীহী হর্ষে। সুখসুখং সুখাৎ সুখং পরমসুখমিত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রকরণং সমাধত্তে—অথেতিগদ্যেন। তদেবংপ্রকারেণ সর্ব্বান্ সুখয়িত্বা

যে কৃষ্ণকে পাইবার জন্য তোমরা ব্রতপরায়ন (একনিষ্ঠভাবা) হইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলে, যাঁহার জন্য তোমরা স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনের মধ্যস্থিত স্থান সকল অবলম্বন করিয়াছিলে, হে রাধিকে! এই সেই তোমার প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তোমাদের সকলকে আলিঙ্গন করিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন। আহা! ইহা অপেক্ষা আর কি পরম সুখ হইতে পারে॥ ৬৩ ॥

অনন্তর এইরূপে বন্ধুদিগকে সুখী করিয়া এবং তাহাদিগকে আপনার সঙ্গে

(ক) হী হী ইত্যব্যয়ং মহাহর্ষসূচকম্।

কথকযুগলে শ্রীরাধা-কৃষ্ণমিথুনং তু নিজমনোরথমেব প্রথয়ামাস ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু পুনর্ব্রজবাসি-
ব্রজব্রজনং নাম চতুর্ব্বিংশং
পূরণম্ ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বান্ মিত্রজনান্ সঙ্গে গৃহীত্বা কৃতচলনে কৃতং চলনং যাভ্যাং তস্মিন্ কথকযুগলে সতি, প্রথয়ামাস বিস্তারয়ামাস ॥ ৬৪ ॥

পুনর্ব্রজবাসি-ব্রজব্রজনং ব্রজবাসিনাং ব্রজে ব্রজনং গমনং যত্র তৎ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশং পূরণং ॥ ০ ॥

লইয়া কথকদ্বয় গমন করিলে পর, শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকা নিজ নিজ মনোরথ বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীউত্তর-গোপালচম্পূ কাব্যে ব্রজবাসিদিগের ব্রজে গমন নামক চতুর্ব্বিংশ-পূরণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ২৪ ॥
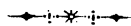
পঞ্চবিংশং পূরণম্।

উদ্ধব-মন্ত্রণা।

অথাপরেদ্যবি রবিবিদ্যোতমানায়াং দ্যবি ব্রজযুবরাজবিরাজমানব্রজরাজসমাজমধিকৃত্য মধুকণ্ঠ উবাচ—॥ ১ ॥

অথ দ্বারকাপতেঃ পুনর্দ্বারকাগারতানারতা জাতা। যত্র যথাপূর্ব্বং তত্তদপূর্ব্ববৃত্তজ্ঞানায় শ্রীব্রজক্ষিতিপতিনা বৈবধিকাঃ পুনরপি তদঙ্কিনগর্য্যবধি প্রস্থাপিতাঃ। যে খলু পূর্ব্ব-

শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূ বিলাসকে।
পঞ্চবিংশে পূরণেতু স্যাৎ বর্ণ্যো দ্ধবমন্ত্রণা ॥ ০ ॥

অথ স্বয়ংকবি স্তদনন্তরলীলাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন। অপরেদ্যবি অপরদিনে রবিনা সূর্য্যেণ বিদ্যোতমানায়াং প্রকাশমানায়াং দ্যবি স্বর্গে শ্রীকৃষ্ণবিরাজমানব্রজরাজসমাজমধিকৃত্য মধুকণ্ঠোঽবদৎ ॥ ১ ॥

তন্মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—অথ দ্বারকাপতেরিতিগদ্যেন। দ্বারকাপতেঃ কৃষ্ণস্য পুনর্দ্বারকাগারতা দ্বারকা অগারং বাসস্থানং যস্য তদ্ভাবতা অনারতা সন্ততং জাতা, যত্র দ্বারকায়াং তত্তদপূর্ব্ববৃত্তান্তস্য জ্ঞানায় শ্রীব্রজেশ্বরেণ বৈবধিকা দূতাঃ তদঙ্কিনগর্য্যবধি সা চাসৌ অঙ্কিনগরী দ্বারকা

পঞ্চবিংশ পূরণে বিশুদ্ধ জ্ঞানযুক্ত উদ্ধবের মন্ত্রণা বর্ণিত হইবে।

অনন্তর অন্য দিবসে, সূর্য্যদ্বারা আকাশ-মণ্ডল বিরাজিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণবিরাজিত ব্রজরাজের সভা অধিকার করিয়া মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥

অনন্তর দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় অবিরত দ্বারকাতেই অবস্থান ঘটিয়াছিল। শ্রীমান্ ব্রজরাজ তত্তৎ অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিবার জন্য পূর্ব্বের মত দ্বারকাতে (দ্বারকা পর্য্যন্ত সীমা করিয়া) দূতদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল দূতগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অপূর্ব্বভাবে ঐ সকল সুকোমল গদ-প্রভৃতি কুমারদিগকে নমস্কার করিয়াছিল। ব্রজরাজপ্রেরিত ঐ সকল দূতগণের মধ্যে কোন

স্মাদপূর্ব্বতয়া স্বকুমারাণামমীষাং কুমারাণামপি নমস্কারাদিক-মাসাদিতং চক্রুঃ। তেষু কয়োশ্চিদ্বৈবধিকয়োরাগতয়োঃ কথনম্।

যথা—ব্রজরাজ! তদিদপূর্ব্বং শ্রূয়তাং। শ্রীরাম-রামানুজৌ যদা গায়ত্রং ব্রতমনুগতবন্তৌ তদাচরণায় স্বং নিহ্নুত-বন্তৌ চ তদাধ্যয়নার্থমবন্তীমধ্যস্থিতগুরুকুলং গতবন্তৌ। তত্র চ যদা সমাবর্ত্তনমনুবর্ত্তমানাবভূতাং, তদা চ আচার্য্যাণ্যা যাচিতং মৃতং তৎপুত্রং যমাদাচিতবন্তৌ। তচ্চ পূর্ব্বং দেবকীদেবী-

---

সা অবধিঃ সীমা যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা প্রস্থাপিতাঃ। যে বৈবধিকাঃ কুমারাণাং গদাদীনাং আসাদিতং প্রাপিতং কৃতবন্তঃ। তেষু ব্রজেশ্বরপ্রেষিতেষু মধ্যে কয়োশ্চিৎ বৈবধিকয়োদূতয়োঃ তৎকথনং বর্ণয়তি—ব্রজরাজেত্যাদি। গায়ত্রং ব্রতমুপনয়নং অনুগতবন্তৌ আশ্রিতবন্তৌ, তদাচরণায় গায়ত্রব্রতস্য গুরুকুলবাসাদিরূপস্য আচরণায় স্বমাত্মানং নিহ্নুতবন্তৌ গোপায়ন্তৌচ তদা গায়ত্রব্রত-ধারণানন্তরং বেদাদীনামধ্যয়নার্থং গুরুকুলং গুরুবসতিং জগ্মতুঃ, সমাবর্ত্তনং সাঙ্গাধীতবেদগুরো-রাজ্ঞয়া গেহাগমনমনুবর্ত্তমানৌ আচার্য্যাণ্যা গুরুপত্ন্যা যাচিতং প্রার্থিতং যমাদাচিতবন্তৌ সংজগৃহতুঃ। তচ্চ যমলোকাৎ মৃতস্য গুরুপুত্রস্যানয়নং দেবকীদেবী পূর্ব্বং শ্রবসি কর্ণে পর্য্যাপ্তং নিমগ্নং বিধায়

দুইজন দূত আসিয়া বলিতে লাগিল। হে ব্রজরাজ! এই এক অপূর্ব্ব বিষয় শ্রবণ করুন।

যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম গায়ত্রীব্রত (উপনয়ন) অবলম্বন করেন, এবং ঐ ব্রতের অনুষ্ঠানজন্য আপনাদিগকে গোপন করিয়া (ক) তৎকালে (গায়ত্রীব্রত ধারণ করিবার পর) বেদাদি অধ্যয়নের নিমিত্ত অবন্তীদেশস্থিত গুরুকুলে গিয়া বাস করেন; এবং যখন সমাবর্ত্তন অর্থাৎ বিদ্যা সমাপ্তি করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ বলরাম সেই অবন্তীপুরে বেদবেদাঙ্গবেত্তা গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে গৃহে আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন, তৎকালে আচার্য্যপত্নী প্রার্থনা করিলেন যে, আমার মৃত পুত্রকে আনিয়া দিতে হইবে। ইহা শুনিয়া

(ক) নন্দাদির অজ্ঞাতসারে মথুরা হইতে অবন্তীপুরে গুরুগৃহে গমন হয়, কারণ, দূরগমন শ্রবণ করিলে তাঁহাদের সমধিক মনোব্যথা হইতে পারে। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

শ্রবসি পর্য্যুপ্তং বিধায় তদিদং মনসি নিধায় চ চিরায় গুপ্তং চকার। কংসকৃতহত্যানি মম ষড়পত্যানি চ আয়ত্যাং সাগ্রজঃ কদাচিদয়ং যাচিতব্য ইতি। সম্প্রতি পুনস্তদনুজং প্রতি-দ্বিধাভাববিধামস্মদ্ব্রজবিশ্বধাত্রী রক্ষাবিধাত্রীসম্বন্ধাদনুসন্ধায় তত্তদপত্যসম্পত্ত্যর্থমপি সম্প্রতিপত্তিমবাপ তৎফলাচয়নায় তস্মিন্নুবাপ চ যাচনা-বীজম্ ॥ ২ ॥

চিরায় চিরকালং গুপ্তং গোপনং চকার। তদেব বর্ণয়তি—কংসকৃতা হত্যা নাশো যেষাং তানি অপত্যানি ষট্ পুত্রান্ আয়ত্যামুত্তরকালে কদাচিৎ সাগ্রজো রামেণ সহিতোঽয়ং কৃষ্ণো যাচিতব্যঃ, সম্প্রতি পুন স্তদনুজং রামানুজং কৃষ্ণং প্রতি দ্বিধাভাববিধাং সন্দেহভাবপ্রকারং কৃষ্ণো মমৈব পুত্র স্তব নেতিরূপাং। যদ্বা দ্বিধাভাববিধাং দ্বিধাসত্তাপ্রকারং কৃষ্ণো মম পুত্রোঽধুনা তবাপীতিপ্রকারাং অস্মদ্ব্রজবিশ্বধাত্রী অস্মাকং ব্রজভূমিঃ তস্যা রক্ষাং বিধাতুং শীলমস্যাঃ সা ব্রজেশ্বরী তস্যাঃ সম্বন্ধাৎ দ্বিধাভাববিধাং অনুসন্ধায় কৃষ্ণে স্বস্যা নিশ্চিতাপত্যজ্ঞানাভাবেন তত্তদপত্যানি কংসেন মারিতানি তান্যেব সম্পত্তয়ঃ তদর্থমপি সংপ্রতিপত্তিং সম্যক্ প্রবৃত্তিমবাপ প্রাপ্তবতী। তৎ ফলা-চয়নায় তেষাং প্রাপ্তিরূপং যৎ ফলং তস্যা সম্যক্ চয়নায় আত্মসাৎকরণায় তস্মিন্ কৃষ্ণে যাচনা-বীজং প্রার্থনারূপং বীজমবাপচ বপনং কৃতবতী ॥ ২ ॥

তাঁহারা দুই জনে যমলোকে গমন করেন এবং যমের নিকট হইতে মৃত পুত্র সংগ্রহ করেন। দেবকীদেবী মৃত গুরুপুত্রের আনয়ন ব্যাপারটি পূর্ব্বে কর্ণে নিমগ্ন করিয়া, এবং এইরূপ মনে করিয়া চিরকাল তাহা গোপন করিয়াছিলেন। কারণ দেবকী ভাবিয়াছিলেন, দুরাত্মা কংস, যে আমার ছয়টি পুত্রকে বধ করিয়াছে, ভবিষ্যতে ঐ মৃত ছয়পুত্রের জন্য কখনও বলরামের সহিত সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করা যাইবে ॥

কিন্তু সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের ব্রজভূমির রক্ষাকারিণী ব্রজেশ্বরীর সম্বন্ধ হইতে "শ্রীকৃষ্ণ আমারই পুত্র, তোমার নহে" ইত্যাকার দুই প্রকারভাব অনুসন্ধান করিয়া কংস-বিনাশিত তত্তৎপুত্ররূপ সম্পত্তির জন্যেও সম্যক্‌রূপে প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সকল পুত্রের প্রাপ্তিরূপ ফল সম্যক্‌রূপে আত্মসাৎ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের উপরে প্রার্থনারূপ বীজবপন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

তদেতদদ্ভূতবচনং শ্রবসি রচয়ন্তঃ সর্ব্বেঽপ্যূচুঃ।—তদেতৎ পূর্ব্বস্মাদপ্যপূর্ব্বং জাতং। যত্তয়োরপি সুততয়াবগতয়োঃ সুতান্তরস্পৃহেতি ॥ ৩ ॥

দূতাবূচতুঃ—সুততাবগতিরেব তাবদনয়োর্ব্বিচার্য্যাপ্রভাবাবলোকাৎ পারমৈশ্বর্য্যাবগতিঃ পরং পর্য্যালোচ্যত ইতি ॥ ৪ ॥

পুনঃ সর্ব্বে প্রোচুঃ ;—

প্রভুতা ব্রজপতি-সূনোর্মৈত্রী সুখমেব বর্দ্ধয়তি।
মরিচং খণ্ডজলড্ডুনি মধুররসং চারু পুষ্ণাতি ॥ ৫ ॥

তদেবং শ্রুত্বা সর্ব্বে এজস্থা যদপৃচ্ছন্ তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতি। শ্রবসি কর্ণে রচয়ন্তঃ কুর্ব্বন্তঃ। পূর্ব্বস্মাৎ ঈশ্বরত্বেন কৃষ্ণে পুত্রভাবাৎ। তয়ো রামকৃষ্ণয়োঃ পুত্রতয়া প্রতীতয়োঃ ॥ ৩ ॥

তত্রোত্তরং। দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—সুততেতিগদ্যেন। সুততাবগতিঃ পুত্রভাববুদ্ধিঃ অনয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ প্রভাবালোকাৎ সর্ব্বাতিমিতেজো দর্শনাৎ পরমৈশ্বর্য্যাবগতিঃ পারমৈশ্বর্য্য-জ্ঞানং পর্য্যালোচ্যতে সন্ততং দৃশ্যতে ॥ ৪ ॥

পুনস্তেষাং সর্ব্বেষাং বচনং বর্ণয়তি—প্রভুতেতি। ব্রজপতিসূনোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রভুতা পারমৈশ্বর্য্যং মৈত্রীসুখং বন্ধুতাসুখং বর্দ্ধয়তি, যথা খণ্ডজলড্ডুনি মৎস্যণ্ডী মিছরীতি খ্যাতা। তেন জাতলড্ডুনি মরিচং কটুরসোঽপি মধুররসং চারু মনোহরং যথা স্যাত্তথা পুষ্ণাতি ॥ ৫ ॥

এইরূপ দূতের বাক্য শ্রবণ গোচর করিয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন। ঈশ্বররূপে যে, শ্রীকৃষ্ণের উপর পুত্রভাব ছিল, তাহা হইতেও এই বিষয়টি অপূর্ব্ব হইয়াছে। কারণ, এই শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম পুত্ররূপে প্রতীত হইলেও অন্য পুত্রের ইচ্ছা হইয়াছিল॥ ৩ ॥

দূতদ্বয় বলিল, এই দুই জনের উপরে যে, পুত্ররূপে বোধ হইয়াছিল, তাহাই এস্থলে বিচার্য্য। সর্ব্ববিজয়ী তেজোদর্শনহেতু এই উভয়ের যে পরম ঐশ্বর্য্য আছে, সেই ঐ ঈশ্বরত্ব জ্ঞান কিন্তু সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইতেছে॥ ৪ ॥

পুনর্ব্বার সকলেই বলিলেন। যেরূপ মৎস্যণ্ডী অর্থাৎ মিছরী হইতে সমুৎপন্ন লড্ডুতে (খাঁড়ের লাড়ুতে) কটুরস অর্থাৎ ঝাল মরিচ ও মনোহররূপে

দূতাবূচতুঃ—লবণাকরন্যায়েন ভবতামিব কস্য বা সর্ব্বমেবৈকরসতামাপ্নোতু ॥ ৬ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—যথা তথা ভবতু, লব্ধকৃষ্ণলব্ধতত্তৃষ্ণয়োর্মহদেবান্তরং। তস্মাদগ্রিমমনুক্রম্যতাম্ ॥ ৭ ॥

তচ্ছ্রুত্বা দূতাবূচতুঃ। তেষাং ভাবস্য বৈবর্ণ্যং বর্ণয়তি—লবণেতিগদ্যেন। লবণাকরন্যায়েন লবণোৎপত্তিস্থলে যৎ দ্রব্যং প্রবিষ্টং ভবতি তদেব লবণং ভবতীতি তন্ন্যায়েন; কস্য বা শ্রীবসুদেবাদেঃ সর্ব্বং ঐশ্বর্য্যং মাধুর্য্যঞ্চ একরসতাং মাধুর্য্যতামাপ্নোতু সঙ্গচ্ছতে ॥ ৬ ॥

তদেবং নিশম্য বিরহস্ফূর্ত্ত্যা ব্রজরাজো যদবদত্তদ্বর্ণয়তি—যথা তথেতিগদ্যেন। লব্ধঃ কৃষ্ণো যৈ স্তে বসুদেবাদয়ঃ, লব্ধা তস্মিন্ কৃষ্ণে তৃষ্ণা যেষাং তে অস্মদাদয়ঃ তয়োর্জনয়োর্মহদেবান্তরং মহান ভেদঃ অস্মাদগ্রিমং লব্ধকৃষ্ণোহনুক্রম্যতাং পরিপাট্যা বর্ণ্যতাম্ ॥ ৭ ॥

মধুররস পরিপুষ্ট করে, সেইরূপ ব্রজরাজতনয়ের পরমেশ্বরত্ব কেবল বন্ধুতার সুখই বৰ্দ্ধিত করিয়া থাকে (ক) ॥ ৫ ॥

দূতদ্বয় বলিল, যে স্থানে লবণ উৎপন্ন হয়, সেইস্থানে সকল দ্রব্যই লবণ হইয়া থাকে; ইহা যেরূপ ঘটনা, এইরূপ নিয়মে আপনাদের মত বসুদেবাদি কোন্ ব্যক্তিরই বা সকল ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য একরূপ রস (কেবল মাধুর্য্য) না প্রাপ্ত হইবে। বসুদেবাদির মধুরমিশ্র ঐশ্বর্য্য নন্দাদির শুদ্ধমাধুর্য্য মিলিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় ॥ ৬ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, যেমন হয়, তেমনই হৌক্ কিন্তু বসুদেবাদি শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন, এবং আমরা তাঁহাকে পাইবার জন্য সতৃষ্ণ হইয়া আছি।

(ক) চূণ, খদির, সুপারী, পান এই ৪টী বস্তু ক্রমে ক্ষার, তিক্ত, কষায়, ঈষৎ ঝাল অথচ এলাচ, কর্পূরাদি উত্তম রসে মিশিয়া অত্যুত্তম সুরস সৃষ্টি করে। ইহাকে প্রপানক রস কহে। সাহিত্যদর্পণের রসপ্রকরণে বিস্তৃত আছে। সেইরূপ ঐশ্বর্য্য ভাবটী পূর্ণমাধুর্য্যে মিশিয়া তাহার পুষ্টি সাধন করে। শ্রীকৃষ্ণ মাটী খাইয়া মুখে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন না করাইলে যশোদার পূর্ণমাধুর্য্য প্রকাশ পাইত না। তিনি ঐশ্বর্য্যকে স্বপ্নদৃষ্ট বিভীষিকা বা দৈবীশক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিয়া বালকের ঐশ্বর্য্যটীকে অশুভ ভাবিয়া অভিষেক করিলেন এবং নানাবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া পুত্রের দীর্ঘজীবন কামনা করিলেন। বোধ হয় ঐরূপ ঐশ্বর্য্য না ঘটিলে এত মধুরবাৎসল্য প্রকটিত হইত না। ইত্যলং বাহুল্যেন।

দূতাবূচতুঃ—অপূর্ব্বান্তরং শ্রূয়তাম্।

ততশ্চ স্থতলমবলম্বমানৌ বল বলানুজনামানৌ বলিনা বলিত-কংসহতবালাবলিনা পূর্ব্বপূর্ব্বসংগৃহীতপরমদিব্যসামগ্রীভিঃ সম্যক্ রীতি পূজয়ামাসাতে। পূজিতৌ চ তৌ সর্ব্বজিতৌ (ক) তান্ ষড়্গর্ভনাম্না সমাম্নাতান্ কংসলব্ধকালান্ বালানাদায় দর্ভস্থলীমাজগ্মতুঃ। যত্র বহুবিধং বলিং লভমানৌ তদ্বলিসদ্ম বলিসদ্যতয়া কলিতবন্তৌ। কিন্তু তত্রাপ্যেবমপূর্ব্বং শ্রূয়তাম্ ॥৮॥

তৎপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—অপূর্ব্বেত্যাদিগদ্যেন। ততশ্চ শ্রীদেবকী-যাচনয়া স্থতলমবলম্বমানৌ রামকৃষ্ণৌ বলিনা বিরোচনপুত্রেণ পূর্ব্বস্মিন্ কালে সংগৃহীতা যাঃ পরমদিব্যসামগ্র্যঃ তাভিঃ সম্যক্ রীতি যথা স্যাৎ তথা পূজয়ামাসাতে পূজিতবন্তৌ। বলিনা কিম্ভূতেন বলিতা আত্মসাৎ কৃতা কংসেন হতা বালানাং আবলিঃ শ্রেণী যেন তেন। ততশ্চ সর্ব্বজিতৌ পূজিতৌ চ তৌ ষড়গর্ভনাম্না সমায়াতান্ বিখ্যাতান্ কংসলব্ধকালান কংসেন লব্ধঃ কালো মৃত্যুর্যৈস্তাং তান্ বালানাদায় গৃহীত্বা দর্ভস্থলীং কুশস্থলীং দ্বারকামাজগ্মতুঃ, যত্র স্থলে বহুবিধং বলিং পূজোপকরণং লভমানৌ তৎ বলিসদ্ম বলিগৃহং বলিসদ্মতয়া পূজোপকরণক্ষেত্রতয়া কলিতবন্তৌ দদর্শতুঃ। তত্রাপি বলিসদ্মন্যপি ॥ ৮ ॥

অতএব তাঁহাদের সহিত আমাদের অত্যন্ত প্রভেদ। এই কারণে, যিনি কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন, সেই বসুদেবের ও দেবকীর বিষয় পরিপাটীপূর্ব্বক বর্ণন কর ॥ ৭ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, অন্য এক প্রকার আশ্চর্য্য শ্রবণ করুন। অনন্তর বলদেব এবং তদীয় কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ স্থতল প্রদেশে গমন করেন। তথায় বিরোচন পুত্র বলিরাজ পূর্ব্বকালে যে সমস্ত স্বর্গীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিল; সেই সমস্ত দ্রব্যদ্বারা যথারীতি কৃষ্ণবলরামের অর্চ্চনা করেন। ঐ বলি কংসনিহত বালকবৃন্দ আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছিল। সর্ব্ববিজয়ী কৃষ্ণবলরাম বলিরাজ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ষড়গর্ভ নামে বিখ্যাত, এবং কংসদ্বারা যাহারা মৃত্যুলাভ করিয়াছিল, সেই সকল বালকদিগকে গ্রহণ করিয়া কুশস্থলী, অর্থাৎ দ্বারকাতে

(ক) সর্ব্বজিতৌ। ইতি বৃন্দাবন পুস্তকে নাস্তি।

যদ্যপি তত্র চ ভগবান্, সাক্ষাদাস্তে বলেঃ সদনে।
তদপি সরামং কৃষ্ণং, পশ্যন্ স তমপি বিসস্মার ॥ ৯ ॥
বিস্মৃত্যাত্মার্পণপদভগবদ্রূপং বলিস্তত্র।
আত্মানং সহনিখিলং তাভ্যাং পুনরর্পয়ামাস ॥ ১০ ॥
বিস্মৃত্যেতি কিমেত-দ্দ্বারস্থিতমপি দদর্শ তং ন বলিঃ।
কৃতমপি তৎপ্রণিধানং দর্শনসংস্কারসাদভূদনয়োঃ ॥ ১১ ॥

তদপূর্ব্বং বর্ণয়তি—যদ্যপীতি। তত্র সুতলে বলেঃ সদনে যদ্যপি ভগবান্ সাক্ষাদাস্তে তদপি তথাপি রামেণ সহ কৃষ্ণং পশ্যন্ স বলি স্তমপি ভগবন্তমপি বিস্মৃতবান্ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, তত্র তস্মিন্ কালে বলিরাত্মার্পণপদভগবদ্রূপং আত্মনোঽর্পণস্থানং ভগবদ্রূপং বিস্মৃত্য সহ নিখিলং নিখিলেন আত্মীয়ে বস্তুজাতেন সহ আত্মানং পুনঃ কৃষ্ণরামাভ্যাং অর্পয়ামাস ॥ ১০ ॥

কিঞ্চ, তাদৃক্ ভগবদ্রূপং বিস্মৃত্যেতি এতৎ কিং ন কিঞ্চিৎ যতো বলিঃ স্বস্য দ্বারস্থমপি তং ভগবন্তং ন দদর্শ দৃষ্টবান্। কিঞ্চ, কথমপি কৃতমপি তস্য প্রণিধানং অনয়োঃ কৃষ্ণরাময়োঃ দর্শনসংস্কারসাৎ দর্শনসংস্কারে নিবিষ্টমভূৎ ॥ ১১ ॥

আগমন করিলেন। ঐ সুতল প্রদেশে তাঁহারা উভয়েই বিবিধ পূজার উপকরণ প্রাপ্ত হইয়া, সেই বলি রাজার গৃহকে পূজোপকরণের ক্ষেত্ররূপে দর্শন করিলেন। কিন্তু সেই বলিরাজার গৃহেও এক অপূর্ব্ব বিষয় সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৮ ॥

যদ্যপি সেই সুতলে, বলির গৃহে ভগবান্ সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন; তথাপি সেই বলিরাজ বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সেই ভগবান্-কেও ভুলিয়া গেলেন ॥ ৯ ॥

সেইকালে আত্মার অর্পণ স্থান স্বরূপ (ক) ভগবানের রূপ বিস্মৃত হইয়া, সেই বলি নিখিল আত্মীয়জনের সহিত পুনর্ব্বার কৃষ্ণ বলরামের উদ্দেশে আত্ম-সমর্পণ করিলেন ॥ ১০ ॥

বলি যে ভগবানের রূপ বিস্মৃত হইয়াছিল, ইহা অকিঞ্চিৎকর বিষয়। কারণ,

(ক) "সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ" বামনরূপী ভগবান্‌কে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। ইহা তদীয় বৃত্তান্তে উক্ত আছে।

দুর্লভমননং কেবলমিহ ন বলেঃ কৃষ্ণরাম-বীক্ষায়াম্।
গদ্গদপুলকস্তম্ভস্বেদাদ্যাবেশিতাপ্যাসীৎ ॥ ইতি ॥ ১২ ॥

অথসর্ব্বেঽপি পপ্রচ্ছুঃ—কুশস্থল্যাগমনসমনন্তরবৃত্ত-মুচ্যতাম্ ॥ ১৩ ॥

দূতাবূচতুঃ—তত্রাপ্যপূর্ব্বং জাতং। যতস্তয়োর্বিদ্যমানয়োরপি দেবক-সুতায়াস্তেষামবলোকনাদস্তোকস্তনক্ষরণং জাতম্। তথাপি তু তস্য তেষামপি ফলকলনায় কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণ ইব তৎ

বাল স্তদা স ভাগ্যভাবোদ্রেকং বর্ণয়তি—দুর্ল্লভেতি। ইহ কৃষ্ণরাময়োর্বীক্ষায়াং দর্শনে বলেঃ কেবলং দুর্ল্লভমননং ন অপিতু গদ্গদপুলকস্তম্ভস্বেদাদ্যাবেশিতাপি আসীৎ। তত্র গদ্গদঃ স্বরভঙ্গঃ, পুলকো রোমাঞ্চঃ,স্তম্ভো জড়তা,স্বেদো ঘর্ম্ম আদিপদেন অশ্রুকম্পাদয় স্তেষু আবেশিতা আক্রান্ততা এতেন তদ্দ্বারস্থভগবদ্রূপাৎ কৃষ্ণরাময়োরুৎকর্ষো ধ্বনিতঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ সর্ব্বে যথা পৃষ্টবন্তঃ তদ্বর্ণয়তি—কুশেতিগদ্যেন। কুশস্থল্যাং দ্বারকায়াং যদাগমনং তস্য সমনন্তরং পশ্চাৎ যদ্বৃত্তং বৃত্তান্তঃ তৎ উচ্যতাম্ ॥ ১৩ ॥

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—তত্রেতিগদ্যেন। তয়োঃ কৃষ্ণরাময়োঃ বিদ্যমানয়োরপি দেবকসুতায়াঃ দেবক্যা স্তেষাং কংসমারিতবালকানাং দর্শনাৎ অস্তোকস্তনক্ষরণং অস্তোকমনল্পঃ

বলি নিজের দ্বারস্থিত সেই ভগবান্‌কেও দর্শন করিতে পারেন নাই। অতিকষ্টে যদিচ তাহার প্রণিধান হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাও শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের দর্শনরূপ সংস্কারে নিমগ্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ তিনি তৎকালে কেবল সকল বস্তুই কৃষ্ণ বলরাম বলিয়া দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

ঐ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে দর্শন করিয়া বলিরাজ কেবল দুর্ল্লভ বস্তু বলিয়া মনন করে নাই, কিন্তু স্বরভঙ্গ, রোমাঞ্চ, জড়তা, ধর্ম্ম এবং অশ্রুপাত ও কম্পাদি-দ্বারা তিনি আক্রান্তও হইয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর সকলেই জিজ্ঞাসা করিল, দ্বারকাতে আসিবার পর যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণন কর ॥ ১৩ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, সেই দ্বারকাতেও এক অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত ঘটিয়াছিল। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম বিদ্যমান থাকিলেও, ঐ সকল বালকদিগকে দর্শন করিয়া দেবকীর বহুল পরিমাণে স্তনদুগ্ধের ক্ষরণ হইয়াছিল। তাহা হইলেও দুগ্ধ

প্রাক্ পীতবান্। পশ্চাদেব নিজাবশেষপানপুণ্যবিশেষং পরিবেশয়ন্ (ক) স্বস্মিন্নেব পুত্রভাবং বিশেষয়ংস্তান্ দিবিষদাং ধ্যেয়ং ধাম গময়ামাস ॥ ১৪ ॥

তদেতদপ্যুপলক্ষণমেব। যস্মিতঃ পূর্ব্বং দেবভাগপূর্ব্বজস্তত্ত্বগ্রামনিরূপণপূর্ব্বকেণ তদীশ্বরতাপ্রতিপত্তিভিরপূর্ব্বেণ পূর্ব্বপক্ষেণ স্বস্য তস্মিন্ পুত্রভাবং প্রক্ষিপ্তবাংস্তমেব স খলু গোকুলস্নেহময়দেহঃ স্বয়মুত্তরপক্ষং কৃতবান্ ॥ ১৫ ॥

স্তন্যক্ষরণং জাতং, তথাপি তেষামেবাবলোকনেনাপি তস্য স্তন্যস্য তেষাং বালানামপি ফলকলনায় দুগ্ধস্য সাফল্যায় তেষাং বৈকুণ্ঠপ্রাপণায় সতৃষ্ণইব সাকাঙ্ক্ষইব কৃষ্ণঃ তৎ স্তন্যং প্রাগগ্রে পীতবান্, নিজাবশেষপানপুণ্যবিশেষং নিজাবশেষস্য স্তন্যস্য পানে যঃ পুণ্যবিশেষঃ বৈকুণ্ঠধামপ্রাপ্তিহেতু স্তং পরিবেশয়ন্ বিশেষয়ন্ তৎ স্তন্যপানেনেতি শেষঃ। দিবিষদাং দেবানাং ধ্যেয়ং ধাম বৈকুণ্ঠং তান্ গময়ামাস প্রাপয়ামাস ॥ ১৪ ॥

তদেবং শ্রীবসুদেবদেবক্যোঃ শ্রীকৃষ্ণে পরমেশ্বরজ্ঞানং স্বভাবসিদ্ধং এতদভিপ্রেত্য বর্ণয়তি— তদেতদিতিগদ্যেন। উপলক্ষণং অন্যেষামাকষকং দেবক্যা ঈশ্বরবুদ্ধ্যা মৃতপুত্রযাচনং ইতঃ পূর্ব্বং দেবভাগপূর্ব্বজঃ শ্রীবসুদেবঃ তত্ত্বগ্রামাণাং তত্ত্বসমূহানাং নিরূপণং পূর্ব্বে যস্য তেন তস্য কৃষ্ণস্য

এবং বালকগণের সফলতা সম্পাদন করিতে (অর্থাৎ বালকদিগকে বৈকুণ্ঠে পাঠাইবার জন্য) শ্রীকৃষ্ণ যেন অভিলাষী হইয়া পূর্ব্বে সেই দুগ্ধ পান করিলেন, এবং পশ্চাৎ আপনার পীতাবশিষ্ট স্তন্যদুগ্ধ পানে পুণ্য বিশেষ (অর্থাৎ যাহা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির কারণ) পরিবেষণ করিয়া, এবং সেই স্তন্যদুগ্ধ পানদ্বারা আপনাতে যে পুত্রভাব বিদ্যমান আছে, তাহারই কেবল উৎকর্ষ সাধন করিয়া, স্বর্গবাসী দেবতাগণও যে স্থান মানস মন্দিরে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই দেবগণের ধ্যান-গম্য বৈকুণ্ঠধামে তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

ইহাও কিন্তু উপলক্ষণ মাত্র। কারণ, দেবভাগ পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ বসুদেব ইতঃপূর্ব্বে "শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর" এইরূপ ভাবে বিবিধ জ্ঞানোদয় হওয়াতে তত্ত্বসমূহের নিরূপণ করিয়া আশ্চর্য্য স্বরূপ পূর্ব্বপক্ষদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপরে আপনার যে পুত্রভাবকে স্থাপন করিয়াছিলেন, এক্ষণে গোকুলের স্নেহময় দেবতাস্বরূপ

(ক) পরিবেক্ষয়ন্। ইতি গৌরানন্দপাঠঃ।

যথা চ সস্মিতমাহ স্ম ।—

"বচো বঃ সমবেতার্থং তাতৈতদুপমন্মহে ।

যন্নঃ পুত্রান্ সমুদ্দিশ্য তত্ত্ব-গ্রাম উদাহৃতঃ" ॥

ভা ১০।৮৫।২২ ইতি ॥ ১৬ ॥

দেবকী-বৃত্তং পশ্যদ্ভিস্তু মুনিভিস্তদিদং গতীম্ ॥ ১৭ ॥

পুত্রান্ কাময়তে স্ম দেবকসুতা যায়ান্ মৃতাংস্তানসা-

বানীয় প্রদদৌ তদর্থবিসৃতং স্তন্যং চ তস্যাঃ পপৌ ।

এবং হন্ত ! মনোরথান্তরমপি প্রাপয্য তস্যাঃ পুনঃ

স্বায়ং শর্ম্ম পরং ররক্ষ বিসৃজেৎ কিং তাং যশোদামপি ॥

ইতি ॥ ১৮ ॥

ঈশ্বরতয়া যা প্রতিপাত্তঃ প্রবোধঃ তাভিঃ অপূর্ব্বেণ আশ্চর্য্যরূপেণ পূর্ব্বপক্ষেণ ঈশ্বাত্মনঃ যং পুত্র-ভাবং প্রক্ষিপ্তবান্ নিরস্তবান্ স, গোকুলস্নেহময়দেহঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তমেব পুত্রভাবং স্বয়মুত্তরপক্ষং সিদ্ধান্তপক্ষং কৃতবান্ ॥ ১৫ ॥

তস্য সস্মিতবাক্যং বর্ণয়তি—বচো ব ইতি শ্রীভাগবতীয়পদ্যেন । হে তাত ! হে পিতঃ ! বো যুষ্মাকং বচো বাক্যং সমবেতার্থং সঙ্গতার্থমেতৎ উপ আধিক্যেন মন্যামহে, যদ্‌যস্মাৎ নোঽস্মান্ পাত্রান্ সমুদ্দিশ্য উপলক্ষ্য তত্ত্বগ্রাম স্তত্ত্বানাং সমূহ উদাহৃতো নিগদিতঃ ॥ ১৬ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—দেবকীতিগদ্যেন । দেবকীবৃত্তং দেবক্যা আচরিতম্ ॥১৭॥

তদ্গীতমনুবদতি—পুত্রানিতি । সা দেবকসুতা দেবকী যান্ মৃতান্ পুত্রান্ কাময়তে স্ম চকমে,

---

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই পুত্রভাবকেই সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ঈশ্বরত্ববুদ্ধিতে বসুদেবের মনে কৃষ্ণের পুত্রত্বভাব যাহা সংশয়িত ছিল তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিত করিলেন ॥ ১৫ ॥

যেরূপভাবে তিনি ঐ কথা মৃদুহাস্যে বলিয়াছিলেন । হে পিতঃ ! আপনাদের বাক্যের অর্থ যে সঙ্গত, তাহা আমি অধিক বলিয়া বিবেচনা করি-তেছি । কারণ, আমরা পুত্র হইলেও আপনারা আমাদের উদ্দেশে তত্ত্বসমূহের উদাহরণ দিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

দেবকীর আচরণ দেখিয়া মুনিগণ এইরূপেই তাহা কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন ॥ ১৭ ॥

দেবকী যে সকল মৃতপুত্র কামনা করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল পুত্র আন-

তদেবং দূত-বচনং লব্ধবর্ণকৃতনির্ণয়রচনং কর্ণেষু সচমানাস্তে সুখ-প্রচয়মবাপুঃ ॥ ১৯ ॥

অথ কথকঃ সমাপনমাহ স্ম।—

যদাগমনবার্ত্তয়া ব্রজপতে ! সুখং যদ্ভবান্
মুহুঃ সমুপলব্ধবাংস্তদধুনা দ্বয়ং ত্বৎপুরঃ।
নবীনঘনসুন্দরং তড়িদভীষুবস্ত্রাঞ্চিতম্
শিখণ্ডরুচিমণ্ডিতং স্ফুরদভেদমুদ্ভ্রাজতে ॥ ২০ ॥

অসৌ কৃষ্ণ স্তান্ আনীয় তস্মৈ প্রদদৌ। তদর্থবিসৃতং তেভ্যঃ মৃতপুত্রেভ্যো নিমিত্তেভ্যো বিসৃতং ক্ষরিতং তস্যাঃ স্তন্যং দুগ্ধং পপৌ পীতবান্। হন্তেতি হর্ষে। এবম্প্রকারেণ তস্যাং মনোরথান্তরমন্যাভিলাষমপি প্রাপয্য পুনঃ স্বীয়ং শর্ম্মসুখং ররক্ষ রক্ষিতবান্। এবং সতি তাং যশোদামপি কিং বিসৃজেৎ ত্যজেদপিতু কদাপি নৈব ॥ ১৮ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। বর্ণকৃতনির্ণয়ং বর্ণেন কৃতো নির্ণয়ো যত্র তদ্রচনং সচমানাঃ সঙ্গতাঃ প্রাপ্তাঃ সুখপ্রচয়মবাপুঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১৯ ॥

অথ কথকঃ প্রসঙ্গস্য সমাপনং যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—যদেতি। হে ব্রজপতে ! যস্যাগমনবার্ত্তয়া ভবান্ যৎ সুখং মুহুঃ সমুপলব্ধবান্ অধুনা তৎ স্বয়ং ত্বৎপুরঃস্তদগ্রে স্ফুরদভেদং পূর্ব্ববদুদ্ভ্রাজতে অধিকং শোভতে। তৎ কিম্ভূতং নবমেঘাদ্রম্যং তড়িদভীষুবস্ত্রাঞ্চিতং তড়িদিব অভীষুঃ কিরণং

য়ন করিয়া তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, এবং মৃতপুত্রগণের উদ্দেশে যে দুগ্ধ ক্ষরণ হইয়াছিল, তিনি জননীর সেই দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন। আহা ! কি আহ্লাদের বিষয় ! এইরূপে তিনি দেবকীর মনে অন্য প্রকার অভিলাষও সংক্রান্ত করিয়া পুনর্ব্বার শীঘ্র সুখ রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন এইরূপ ঘটিয়াছে, তখন শ্রীকৃষ্ণ কি কখন সেই যশোদাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন ॥ ১৮ ॥

পণ্ডিত যেমন বাক্য রচনা করেন সেইরূপ দূতবাক্য এইরূপে কর্ণগোচর করিয়া তাঁহারা সকলেই সুখরাশি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥

অনন্তর কথক সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল। হে ব্রজরাজ ! যাঁহার আগমন সম্বাদ শ্রবণ করিয়া আপনি বারংবার সুখলাভ করিয়াছিলেন ; এক্ষণে সেই সুখ (শ্রীকৃষ্ণরূপ) আপনার সম্মুখে পূর্ব্বের মত সাতিশয় শোভা পাইতেছে।

অথ তদ্দিন এব শ্রীমন্নন্দতনন্দন-সদসি কথান্তরং। যথা মধুকণ্ঠ উবাচ—॥ ২১ ॥

অথ শ্রীদেবক্যা মনোরথং পূরয়িত্বা শ্রীযশোদায়াঃ পূরয়িতুং মুরমথনস্তদিদং চিন্তিতবান্। হন্ত! হন্ত! কুরুক্ষেত্রে ব্রজরাজাদীন্ প্রতি পুরু ব্যঞ্জিতং নাদ্যাপি সঞ্জিতং। যন্মগধপালশিশুপাল-শাল্ব-দন্তবক্রাহ্বয়শক্রারিচক্রমতিক্রামদেব বর্ত্ততে ইতি।

তদেতদ্বিচিন্ত্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তমারভ্য নিত্যং যদ্‌যদভ্যস্তং স তদানীমপি তচ্চকার। যদাদিকং তু তদা দূত-মুখাদ্‌ব্রজরাজঃ শ্রুতমাচচার ॥ ২২ ॥

যস্য এবম্ভূতেন বস্ত্রেণাঞ্চিতং পূজিতং ভূষিতং শিখণ্ডরুচিমণ্ডিতং ময়ূরপিচ্ছানাং শোভয়াভিষঙ্গেন বা মণ্ডিতম্ ॥ ২০ ॥

অথ লীলান্তরং বক্তুং স্বয়ং কবিঃ প্রক্রমতে—অথতদ্দিনেতিগদ্যেন। শ্রীমন্নন্দতৎপুত্রসভায়াং যথা মধুকণ্ঠ উবাচেতি ॥ ২১ ॥

তন্মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। মুরমথনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, হন্ত হন্তেতি খেদে। পুরু বহুলং যৎ ব্যঞ্জিতং অদ্যাপি ন তৎ সঞ্জিতং সমাধাপিতং, যদ্‌যস্মাৎ মগধপালো জরাসন্ধঃ স আদি আহ্বয়ো নাম যস্য তৎ শক্রারিচক্রং ইন্দ্রশক্রমণ্ডলং অতিক্রামদেব অস্মান্ নাদরং কুর্ব্বন্ বর্ত্ততে, নিত্যং কর্ম্মেতিশেষঃ। অভ্যস্তং অনুষ্ঠিতং তন্নিত্যং কর্ম্ম চকার। যদাদিকং উত্থানাদিকং শ্রুতমাচচার শ্রবণং কৃতবান্ ॥ ২২ ॥

এইরূপ মূর্ত্তি নবঘন অপেক্ষাও মনোহর বিদ্যুতের মত প্রভাসম্পন্ন পীতবসনদ্বারা পূজিত বা আচ্ছাদিত, এবং ময়ূর পুচ্ছের শোভাদ্বারা বিভূষিত ॥ ২০ ॥

তৎপরে সেই দিবসেই শ্রীমান্ নন্দভূপতির পুত্রের সভাতে মধুকণ্ঠ অন্য প্রকার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর শ্রীদেবকীর মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া শ্রীযশোদার মনোরথ পূরণ করিতে মুরারি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। হায়! হায়! কুরুক্ষেত্রে ব্রজরাজপ্রভৃতির প্রতি যেরূপ বহুল পারমাণে প্রকাশ করা উচিত, অদ্যাপি তাহা সমাধান করা হয় নাই কারণ জরাসন্ধ, শিশুপাল, শাল্ব এবং দন্তবক্র-প্রভৃতি ইন্দ্রের শত্রুগণ, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়াই বিদ্যমান রহিয়াছে।

যথা ;—

উত্থানাচমনাত্মচিন্তনসরঃস্নানোদকস্থক্রিয়া-
বাসোযুক্‌পরিধানসান্ধ্যবিধিযুগ্‌গায়ত্র্যজপ্ত্যাহুতীঃ।
রব্যর্ঘ্যাগরতর্পণর্ষিসুরপিত্রাত্মীয়বিপ্রার্চ্চনা
বদ্ধাখ্যান্বিতসঙ্খ্যধেনুবিতরানপ্যত্র চক্রে হরিঃ ॥ ২৩ ॥
গোবিপ্রাদিকবন্দনং শুভপদস্পর্শং নিজালঙ্কৃতিম্‌
সর্পির্দর্পণগোসুরদ্বিজসমালোকং জনানন্দনম্‌।

তদ্বর্ণয়তি—উত্থানেতি। অত্র দ্বারকায়াং উত্থানং শয্যায়া নিঃসরণং,আচমনং প্রসিদ্ধং,আত্মচিন্তনং ভগবত্তত্ত্বচিন্তনং, সরঃস্নানং সরোবরে স্নানং, উদকক্রিয়া গাত্রমার্জনাদি, বাসোযুক্‌ পরিধানং, যুগ্মবস্ত্রপরিধানং সান্ধ্যবিধিযুগ্‌ গায়ত্র্যজপ্ত্যাহুতীঃ সন্ধ্যাকালে নির্বৃত্তং সান্ধ্যং তেন যুক্‌ যুক্তো গায়ত্র্যাঃ সমূহঃ গায়ত্র্যং তস্য জপ্ত্যা জাপেন সহ আহুতীঃ হবনক্রিয়াঃ রব্যার্ঘ্যং সূর্য্যার্ঘ্যমমরতর্পণং ঋষির্নারদাদিঃ, সুরো ব্রহ্মাদিঃ, পিতা পিতৃগণঃ, আত্মীয়ঃ কুলবৃদ্ধঃ, বিপ্রো গর্গাদি স্তেষামর্চ্চনা তথা বদ্ধাখ্যান্‌ বদ্ধং চতুরশীত্যগ্রসহস্রাণি ত্রয়োদশেতিবদ্ধলক্ষণং তদাখ্যয়ান্বিতসংখ্যা যাসাং তা ধেনবশ্চেতি তাসাং বিতরান্‌ দানানি সমস্তস্যা সমস্তেন নিত্যাপেক্ষেতিন্যায়াৎ বদ্ধাখ্যান্বিত্যনেন ধেনুবিতরান্বিত্যস্য সম্বন্ধঃ। হরি স্তাঃ ক্রিয়াশ্চকে ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চ, গোবিপ্রাদিকবন্দনং আদিপাদেন দেবতাবৃদ্ধগুরুসর্ব্বভূতানি গৃহ্যন্তে, আত্মবিভূতিত্বা-

অতএব এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত (অরুণোদয়ের প্রাক্‌কাল) আরম্ভ করিয়া যে যে নিত্যকর্ম্ম নিত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎকালে সেই নিত্যকর্ম্মও কেহ করিতে পারে নাই। তৎকালে ব্রজরাজ দূতের মুখে উত্থানপ্রভৃতি কার্য্য শ্রবণ গোচর করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

শয্যা হইতে উত্থান, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচমন, ভগবত্তত্ত্বচিন্তা, সরোবরে স্নান, গাত্রমার্জ্জনাদি, যুগ্মবস্ত্রপরিধান, সন্ধ্যাকালোচিত বিধির সহিত গায়ত্রী-মন্ত্রের জপ, এবং ইহার সঙ্গে অনলে আহুতি-কার্য্য ; সূর্য্যার্ঘ্যদান, দেবতর্পণ, নারদাদি ঋষি, ব্রহ্মাদি দেবতা, পিতৃগণ কুলবৃদ্ধ ব্রাহ্মণপ্রভৃতির অর্চ্চনা, এবং বদ্ধাখ্যাযুক্ত অর্থাৎ ১৩০৮৪ সংখ্যক ধেনুদান, এই সকল কার্য্য তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

গো, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, গুরুজনপ্রভৃতির বন্দনা, মঙ্গলজনক কপিলাদির পদস্পর্শ,

স্রকৃতাম্বূলবিলেপদানমনু তদ্ভোগং বিধায়াজিতঃ
সূতানীতমথারুরোহ সরথং তৎপাণিধৃৎপাণিকঃ(ক) ॥২৪॥
সাত্যক্যুদ্ধবসম্বদ্ধঃ সরথং তমশোভয়ৎ ।
বিষ্বক্সেনসুপর্ণাঢ্যো বিষ্ণুর্ব্বা রবিমণ্ডলম্ ॥ ২৫ ॥
অন্তঃপুরাণাং হৃদ্রত্নান্যপনীয় বহির্ভবন্ ।
তৈর্নেত্রেণাপি নির্ব্বদ্ধঃ স্মেরদৃগ্ নিরগাৎ প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥

স্তেষাং বন্দনং শুভপদস্পর্শং কপিলাদিস্পর্শং নিজালঙ্কৃতিং স্বীয়পীতাম্বরকৌস্তভাদিভির্নিজস্যালঙ্কারঃ সর্পির্দর্পণগোসুরদ্বিজসমালোকং সর্পির্গোঘৃতং, দর্পণমাদর্শং, গৌর্ধেনুঃ, সুরো দেবতা, দ্বিজো বিপ্র স্তেষাং সমালোকং দর্শনং জনানন্দনং অভিলষিতদ্রব্যাদিভিঃ সর্ব্বেষাং জনানামানন্দনং অগ্রে বিপ্রাদিভ্যঃ স্রক্ মালা, তাম্বূলং প্রসিদ্ধং, বিলেপশ্চন্দনাদি স্তেষাং দানং অনু পশ্চাত্তেষাং ভোগং বিধায় অজিতঃ কৃষ্ণঃ সূতেন সারথিনা আনীতং রথং তৎপাণিধৃৎপাণিকঃ সূতস্য পাণিনা হস্তেন ধৃতঃ পাণিঃ হস্তো যস্য স, রথমারুরোহ ॥ ২৪ ॥

কিঞ্চ,সাত্যক্যুদ্ধবাভ্যাং সম্বদ্ধো যুক্তঃ,বিষ্বক্সেনঃ কোষাধ্যক্ষঃ,সুপর্ণো গরুড় স্তাভ্যামাঢ্যো যুক্তঃ তং রথমশোভয়ৎ শোভিতমকরোৎ । বিষ্ণুর্ব্বেতি বাশব্দ উপমার্থঃ, বিষ্ণুর্নারায়ণো যথা রবিমণ্ডলং শোভয়তি তথা ॥ ২৫ ॥

তদান্তঃপুরান্নির্গমনং বর্ণয়তি—অন্তরিতি । অন্তঃপুরাণামিত্যত্র লক্ষণয়া তৎস্থরমণীজনা লক্ষ্যন্তে,

স্বকীয় পীতবসন এবং কৌস্তভাদিদ্বারা নিজের অলঙ্কার; গব্যঘৃত, দর্পণ, ধেনু, দেবতা, এবং ব্রাহ্মণদিগের দর্শন, অভীষ্ট দ্রব্যসমূহ বিতরণ করিয়া লোকদিগকে আনন্দদান, এবং অগ্রে ব্রাহ্মণাদি পূজালোকদিগকে পুষ্পমালা, তাম্বূল, চন্দনাদি দান করিয়া, পশ্চাৎ তত্তৎবস্তুর ভোগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ সারথির আনীত-রথে আরোহণ করিলেন । রথারোহণকালে সারথি নিজ হস্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের হস্তধারণ করিয়াছিল ॥ ২৪ ॥

নারায়ণ যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল শোভিত করেন, সেইরূপ সাত্যকি এবং উদ্ধবের সহিত মিলিত হইয়া, এবং কোষাধ্যক্ষ বিষ্বক্সেন এবং গরুড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই রথকে শোভিত করিলেন ॥ ২৫ ॥

অন্তঃপুরস্থিত রমণীদিগের চিত্তরূপ রত্ন আকর্ষণ করিয়া বাহিরে আসিতে

(ক) তৎপাণিভৃৎপাণিক ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ ।

ততশ্চ ;—

ক্বচিজ্জয়-জয়প্রথা ক্ব চ নমো নমঃসন্ততিঃ
ক্ব চ শ্রুতি-ততিঃ ক্ব চ স্তুতিকথা হরিং পশ্যতাম্।
ইদং তুমুলচর্য্যয়া ন হি বিবিক্তমাসীদ্যদ-
প্যথাপি সুখমাদধে স্বনকুলং বিবিক্তাদপি ॥ ২৭ ॥

তাসাং হৃদ্রত্নানি চিত্তরূপরত্নানি অপনীয় আকৃষ্য বহির্ভবন্ তৈরন্তঃপুরস্থরমণীজনৈঃ প্রেম্না নেত্রেণাপি নির্ব্বদ্ধঃ স্মেরদৃক্ প্রফুল্লনেত্রোঽনেন হাসোঽপি ব্যঞ্জিতঃ। নিরগাৎ নির্যযৌ যতঃ প্রভুঃ স্বতন্ত্রঃ ॥ ২৬ ॥

তস্মান্নির্গমনকালে বৈভবং বর্ণয়তি—ক্বচিদিতি। তদা হরিং পশ্যতাং জনানাং ক্বচিৎ জয় জয় বিস্তারঃ, ক্বচিৎ নমো নমঃসন্ততিবিস্তারঃ, ক্বচ শ্রুতিততি তন্মহিমবেদোচ্চারণং, ক্বচ স্তুতি-কথা স্তবপ্রকাশঃ, তুমুলচর্য্যয়া যদ্যপি ইদং নহি বিবিক্তং পৃথগ্ভূতমাসীত্তথাপি তৎ স্বনকুলং ধ্বনিবৃন্দং বিবিক্তাদেকৈকস্মাদপি সুখমাদধে ॥ ২৭ ॥

লাগিলেন। তৎপরে অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণ দৃষ্টিদ্বারা প্রেমের সহিত তাঁহাকে বন্ধন করিতে লাগিল। তখন সেই স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্ল নয়নে নির্গত হইলেন ॥ ২৬ ॥

অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার সময়ে যে সকল লোক শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে-ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন স্থানে জয় জয় ধ্বনি বিস্তার করিতে লাগিল ; কোথায় বা "নমো নমঃ" এই রূপ শব্দ সকল বিস্তার করিতে লাগিল, কোথায় বা তদীয় মাহাত্ম্যরূপ বেদের উচ্চারণ করিতে লাগিল, কেহ কেহ অন্যস্থানে স্তব প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সমস্ত তুমুল কার্য্যের অনুষ্ঠানে যদ্যপি ইহা পৃথক্রূপে হইতে পারে নাই, তথাপি ঐ সকল ধ্বনি-রাশি পৃথগ্ভূত এক এক বিষয় হইতেও সুখ প্রদান করিয়াছিল ॥ ২৭ ॥

অথ সুধর্ম্মসভাং স্বপথেক্ষকৈ-
র্যদুগণৈর্বিশতি স্ম জনার্দ্দনঃ।
হৃতষড়ূর্ম্মিরিয়ং স্বত এব যা
কিমুত শর্ম্ম-ততিঃ প্রভুণামুনা ॥ ২৮ ॥

শ্যামৈর্গৌরৈরপি রুচিগণৈর্দেহরত্নাম্বরাণা-
মাশা ব্যাপ্তা যদি মুররিপোরস্তু বার্ত্তা সভায়াঃ।
যত্রামী তদ্রুচিচয়চিতাঃ পার্ষদা যাদবাদ্যাঃ
সারূপ্যশ্রীচিতিমিব গতা রাজিবদ্ধা বিরেজুঃ ॥ ২৯ ॥

তদা সভাপ্রবেশং বর্ণয়তি—অথেতি। স্বপথেক্ষকৈঃ স্বাগমনদর্শকৈর্যদুগণৈঃ সহ জনার্দ্দনঃ সুধর্ম্মসভাং বিশতি স্ম প্রবিবেশ। যেয়ং সভা স্বতঃ হৃতষড়ূর্ম্মিঃ হৃতাঃ ষড়ূর্ম্ময়ঃ ক্ষুৎপিপাসাদয়ো যত্র সা অমুনা প্রভুণা শর্ম্মণাং সুখানাং ততিঃ সমূহো যত্র কিমুত হৃতষড়ূর্ম্মিরিতি ॥ ২৮ ॥

তত্রত্যবৃত্তং বর্ণয়তি—শ্যামৈরিতি যদি দেহরত্নাম্বরাণাং শ্যামৈর্গৌরৈরপি রুচিগণৈঃ কান্তিসমূহৈরাশা দিশা ব্যাপ্তা তদা মুররিপোঃ সভায়া বার্ত্তা অস্তু যত্র সভায়াং যাদবাদ্যাঃ পার্ষদা অমী তদ্রুচিচয়চিতাঃ তস্য মুররিপোঃ রুচিচয়ৈঃ কান্তিসমূহৈশ্চিতা ব্যাপ্তাঃ সন্তঃ তস্য সারূপ্যশ্রীচিতিং সারূপ্যশোভয়া চিতিং ব্যাপ্তিমিতা রাজিবদ্ধাঃ শ্রেণীবদ্ধা বিরেজুঃ দিদীপুঃ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিজপথ-প্রদর্শক যদুবংশীয় লোকদিগের সহিত সুধর্ম্মানামক সভাতে প্রবেশ করিলেন। ঐ সভার স্বভাব সিদ্ধ এমন গুণ ছিল যে. উহাতে প্রবেশ করিলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রাগ, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ এই ছয় প্রকার তরঙ্গাঘাতে অভিভূত হইতে হয় না। কিন্তু ঐ মহাপ্রভাবসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রবেশ করিলে, সভার উৎকর্ষের কথা ব্যক্ত করা অসাধ্য॥ ২৮॥

সভার কথা আর কি বলিব, শ্রীকৃষ্ণের দেহ, রত্ন এবং পীতবসনের শ্যামবর্ণ এবং গৌরবর্ণকান্তি-সমূহদ্বারা যখন দিঙ্মণ্ডল পর্য্যন্তও ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন ঐ সভাতে অবস্থিত যাদবপ্রভৃতি পারিষদগণ যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রভা পটলদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া এবং তাঁহার সারূপ্য (সমানরূপতা) শোভাদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দীপ্তি পাইবেন ইহা আর বিচিত্র কি ? ॥ ২৯ ॥

বিপ্রৈর্মাগধসূত-বন্দি-ভরতৈর্বৈহাসিকৈশ্চ প্রতি-
স্বং বিদ্যাচয়চায়কৈর্ব্বলয়িতে রাজাদিভির্ভ্রাজিতে।
তস্মিন্ বিস্মিতিকারিহারিসদসি প্রত্যেকমীক্ষাং নয়ন্
স প্রত্যায্যাখিলেন পশ্যতি হরির্মামেব নান্যানিতি ॥ ৩০ ॥

তদেবং স্থিতে মণিঘটিতলকুটধারী প্রতিহারী হারি তদিদং ব্যাজহার। দেব! কশ্চিদপরুষতাজুষঃ পুরুষঃ সুষমারহিত-মুখতয়া দ্বারি বর্ত্ততে।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—আনীয়তামিতি।

কিঞ্চ, বিস্মিতিকারিহারিসদসি বিস্মিতিমাশ্চর্য্যং কর্ত্তুং শীলমস্য তচ্চ হারি রম্যং সদশ্চেতি তস্মিন্ প্রত্যেকং ঈক্ষাং দর্শনং নয়ন্ প্রাপয়ন্ অখিলেন সম্পূর্ণেন প্রত্যায্য প্রত্যয়ং কারয়িত্বা অবর্ত্ততেতিশেষঃ। কিং প্রত্যায্যেতি তত্রাহ—হরির্মামেব পশ্যতি ন অন্যানিতি। সদসি কিম্ভূতে বিপ্রৈর্ব্রাহ্মণৈর্মাগধৈঃ বংশসংসূচকৈঃ সূতৈঃ পৌরানিকৈর্ব্বন্দিভিঃ স্তুতিকারকৈর্ভরতৈর্নটৈঃ বৈহাসিকৈর্বিদূষকৈঃ প্রতিস্বং প্রত্যেকং বিদ্যাচয়চায়কৈর্বিদ্যাসমূহসংগ্রাহকৈর্বলয়িতে যুক্তে, তথা রাজভির্ভ্রাজিতে দীপ্তে ॥ ৩০ ॥

ততঃ কিং বৃত্তং জাতমিত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। মণিহীরকাদি স্তেন ঘটিতং লকুটং যষ্টিপ্রভেদ স্তং ধর্ত্তুং শীলমস্য স প্রতিহারী দ্বারপালঃ হারি রম্যং তদিদং বাক্যং

ব্রাহ্মণগণ, বংশকীর্ত্তনশীল মাগধগণ, পুরাণবেত্তা সূতসমূহ, স্তবপাঠক-সকল, নটনিচয়, এবং হাস্যকারী বিদূষকগণ, প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিদ্যা প্রদর্শন-পূর্ব্বক ঐ সভায় মিলিত হইয়াছিল; এবং ভূপালবৃন্দদ্বারা ঐ সভা সুশোভিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যজনক অথচ মনোহর, সেই সভাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে দর্শন দিয়া, "শ্রীকৃষ্ণ কেবল আমাকেই দেখিতেছেন, কিন্তু আর কাহাকে দেখি-তেছেন না" সম্পূর্ণরূপে এই বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান ছিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর এইরূপ ব্যাপার ঘটিলে, একজন প্রতীহারী মণিনির্ম্মিত এক যষ্টি ধারণ করিয়া এই প্রকার মনোহর বাক্য বলিতে লাগিল। হে ভগবন্! কোনও একজন পুরুষত্ববিহীন (অর্থাৎ নপুংসক) পুরুষ দ্বারদেশে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার মুখের শোভা এরূপ সুন্দর যে, তাহার তুলনাই হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

ততস্তেনানীতঃ স চাতিবিনীতঃ সাশ্চর্য্যতয়ালোচয়ামাস।
যথা ;—

তাপত্রয়বিনাশায় সোঽয়ং তোয়ধিসপ্রভঃ।
যদুদ্যৎকীর্ত্তিচন্দ্রশ্রীশীতলং পৃথিবীতলম্ ॥ ৩১ ॥

অথ প্রণতসর্ব্বাঙ্গতয়া সাঙ্গং নমস্কৃত্য কৃতকৃত্যম্মন্যঃ স

ব্যাজহার কথিতবান্। দেব ! হে ভগবন্ ! অপুরুষতায়ুষঃ নপুংসকঃ পুরুষঃ সুষময়া শোভয়া রহিতং মুখং যস্য তদ্ভাবতয়া। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য জ্ঞানান্তরং তেন প্রতিহারিণা আনীতঃ সচ পুরুষঃ অতি-বিনীতঃ সন্ সাশ্চর্য্যতয়া সবিস্ময়তয়া আলোচয়ামাস দৃষ্টবান্ ॥

তাদৃগালোচনং বর্ণয়তি—তাপত্রয়েতি। তাপত্রয়াণাং আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকানাং বিনাশায় সোঽয়ং কৃষ্ণ স্তোয়ধিসপ্রভঃ তোয়ধিঃ সমুদ্র স্তস্য সমানা প্রভা দীপ্তির্যস্য সঃ, যদ্‌যস্মাৎ উদ্যান্ যঃ কীর্ত্তিচন্দ্র স্তস্য শ্রিয়া কান্ত্যা শীতলং পৃথিবীতলং অভূদিতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। প্রণতানি সর্ব্বাঙ্গানি যস্য তদ্ভাবতয়া

তাহাকে আনয়ন কর। তৎপরে প্রতীহারী সেই পুরুষকে আনয়ন করিল। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে আশ্চর্য্যের সহিত দর্শন করিলেন যথা :—

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, এবং আধিদৈদিক এই ত্রিবিধ তাপ (ক) নিবারণ করিবার জন্য, এই মহাপুরুষ নবঘন শ্যাম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। কারণ, এই মহাপুরুষের সমুদিত কীর্ত্তিরূপ চন্দ্রমার কান্তিদ্বারা এই মহীতল সুশীতল হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

অনন্তর সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নত করিয়া সম্পূর্ণরূপে অর্থাৎ তিনবার নমস্কার

(ক) আত্মাকে অধিকার করিয়া যে তাপ হয় তাহা আধ্যাত্মিক, ইহা দ্বিবিধ। বাত, পিত্ত,শ্লেষ্মা ঘটিতরূপে শারীরিক,যেমন ক্রোধ লোভ মোহ ভয় ঈর্ষা বিষাদ অভীষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তিরূপ মানসিক। মানব, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবরাদিজনিত তাপই আধিভৌতিক। যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক ও গ্রহাদির আবেশ জনিত তাপই আধিদৈবিক। ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাঙ্খ্যকারি-কার প্রথম কারিকাতে বাচস্পতি মিশ্রকৃত সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী নাম্নী টীকা দ্রষ্টব্য।

ধন্যঃ পুরস্তঃ সমাগচ্ছ স্বচ্ছন্দমিতি পুরঃসরতয়া দত্তযদৃচ্ছামনু-
গচ্ছংস্তদিদমঞ্জলিবলিতং নিবেদয়ন্ পর্য্যালোচয়ামাস ॥ ৩২ ॥

এতে লোকাস্ত্রিভুবনজুষোঽপ্যত্র কৃষ্ণেঽনুরক্তা
দৃশ্যন্তে যৎ পুলককুলযুগ্নেত্রনীরাঃ স্ফুরন্তি।
তস্মাদ্গোপ্যং যদপি তদিদং মাগধানদ্ধভূভৃৎ-
সন্দিষ্টং স্যাত্তদপি সদসি প্রস্ফুটং জল্পিতব্যম্ ॥ ৩৩ ॥

সাঙ্গং সম্পূর্ণং ত্রিবারাদিকং নমস্কৃত্যাত্মানং কৃতার্থং মন্যতে স ধন্যঃ প্রশস্তঃ. ততঃ পুরস্তঃ অগ্রতঃ স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা সমাগচ্ছেত্যুক্ত্যা পুরঃসরতয়া অগ্রগামিতয়া দত্তা যদৃচ্ছা স্বাতন্ত্র্যং যত্র তদ্ভাবতঃ তৎপৃচ্ছামনুগচ্ছন্ অঞ্জলিবলিতং কৃতাঞ্জলিপুটং যথা স্যাত্তথেদং নিবেদয়ন্ পর্য্যালোচয়ামাস মনসি ভাবিতবান্ ॥ ৩২ ॥

তৎপর্য্যালোচনং বর্ণয়তি—এতেতি। ত্রিভুবনজুষঃ ত্রিভুবনসেবিনঃ যদ্যস্মাৎ পুলককুলযুগ্নেত্রনীরাঃ পুলকসমূহেন যুক্তানি নেত্রয়োর্নীরাণি জলানি যেষাং তে স্ফুরন্তি দীপ্যন্তি। তস্মাদ্ধেতোঃ যদপি যদ্যপি তদিদং মাগধানদ্ধভূভৃৎসন্দিষ্টং জরাসন্ধবদ্ধরাজসমূহসন্দিষ্টং গোপ্যং স্যাত্তদপি তথাপি সদসি সভায়াং প্রস্ফুটং সুস্পষ্টং যথা স্যাত্তথা জল্পিতব্যং কথনীয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

করিলেন। তৎপরে ঐ মহৎব্যক্তি আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিল। তৎপরে "তুমি স্বচ্ছন্দক্রমে সম্মুখে আগমন কর" এই কথা বলা হইলে, তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন। তৎপরে স্বাধীনতাদান করা হইলে তিনি তাঁহার প্রশ্নানুসারে তদীয় বাক্য রক্ষা করিয়া কৃতাঞ্জলিভাবে এইরূপ বিষয় নিবেদন করিবার জন্য মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

ত্রিভুবন নিবাসী এই সমস্ত লোকদিগকেই শ্রীকৃষ্ণের উপরে অনুরক্ত দেখিতেছি। কারণ, ইহাঁরা সকলেই রোমাঞ্চিত কলেবরে অশ্রু বর্ষন করিতেছেন। এই কারণে জরাসন্ধ মহীপতি যে সকল ভূপতিদিগকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল ভূপতিগণের আদেশ বাক্য, যদ্যপি গোপন করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেও এই সভাতে স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক ॥ ৩৩ ॥

অথ নিবেদয়ামাস চ।—পূর্ব্বং মথুরারোধনার্থমলব্ধানাং ততশ্চ কৃতদিগ্‌বিজয়নির্ব্বন্ধজরাসন্ধবিহিতবন্ধানাং লব্ধমরণানুবন্ধানাং ভবদেকশরণতানুসন্ধানাং রাজ্ঞাময়ুতে দ্বে যুতে সতী নিবেদয়তঃ॥ ৩৪॥

অগণিতগুণরূপ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!
স্বকশরণাগতপালকস্বভাব!!
বয়মিহ ভবতঃ পুমর্থা (ক)
ইতি ভবমুক্তিকৃতে তবাস্ম ভক্তাঃ॥ ৩৫॥

তন্নিবেদনং বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। যদা মথুরারোধনার্থং যদা তান্ সাহায্যায় নিমন্ত্রিতবান্ তদা তেন অলব্ধানাং ততশ্চ কৃতো দিগ্বিজয়ে নির্ব্বন্ধো যেন সচাসৌ জরাসন্ধশ্চেতি তেন বিহিতো বন্ধঃ কারণাগারে রোধো যেষাং, সম্প্রতি তাদৃশক্লেশেন লব্ধো মরণে অনুবন্ধো যেষাং অতএব ভবান্ একঃ শরণং যেষাং তেষাং ভাবঃ ভবদেকশরণতা তস্যানুসন্ধোঽনুসন্ধানং যেষাং তেষাং রাজ্ঞাং দ্বিযুতে অযুতে বিংশতিসহস্রাণি সতী বিদ্যমানে নিবেদয়তঃ॥ ৩৪॥

তেষাং নিবেদনানি পঞ্চশ্লোকৈর্ব্বর্ণয়তি অগণিতেত্যাদিভিঃ। কৃষ্ণকৃষ্ণেতি সংভ্রমে আদরে বা দ্বিরুক্তং। হে কৃষ্ণ! হে অগণিতে গুণরূপে যস্য হে স, স্বকে স্বস্মিন্ যে স্মরণাগতা স্তেষাং পালকঃ স্বভাবো যস্য হে স, ইহ সংসারে ভবতো ভয়ং পৃথক্ পুমর্থাশ্চতুর্ব্বর্গাদ্ভিন্নাঃ যদ্বা, ইহ সংসারে ভয়ং

অনন্তর আগন্তুক ব্যক্তি নিবেদন করিলেন। পূর্ব্বে জরাসন্ধ মথুরা নগরী রোধ করিতে, সাহায্য প্রার্থনার জন্য ঐ সকল ভূপতিদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তৎকালে জরাসন্ধ, ভূপতিদিগকে প্রাপ্ত হন নাই। তৎপরে মহারাজ জরাসন্ধ দিগ্‌বিজয়ে মনোনিবেশ ভূপতিদিগকে স্বহস্তদ্বারা কারাগারে বদ্ধ করেন। ঐ সকল ভূপতিগণও মরণে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেন। অবশেষে তাঁহারা "আপনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা" এই বিষয় অনুসন্ধান করেন। এইরূপ বিংশতি সহস্র ভূপতি বিদ্যমান থাকিয়া নিবেদন করিয়াছেন॥ ৩৪॥

যথা:—হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার কতগুণ এবং কতরূপ, তাহার ইয়ত্তা নাই।

(ক) ত্বদ্ভক্তিরহিতত্বাৎ পুরুষার্থতয়া জ্ঞাতধর্ম্মার্থকামা ইতি হেতোঃ সংসারদুঃখাৎ ত্রাণার্থং তব ভক্তাঃ স্মঃ শরণাগতাঃ ভবামঃ। যতঃ সংসারদুঃখাদ্বয়ং ভীতা ইতি ধ্বন্যায়াতম্। আ।

বয়মিহ শরণাগতাঃ পরে তু
ত্বয়ি বিমুখা ইতি গর্ব্বিতং দধানাঃ।
তমপি চ নিজভাবমাশ্রয়াখ্যং
মলিনমকুর্ম্মহি হন্ত ! কংসহন্তঃ ! ॥ ৩৬ ॥

বয়মঘমপরং পরং বহাম-
স্ত্বয়ি পরমে যদধাম দোষদৃষ্টিম্।
স্বয়মবতি ভুবং হরৌ কথং ন-
স্তপতি বিকর্ম্মগতিঃ পরেণ নাথ ! ॥ ৩৭ ॥

ভর্বতি ভবতঃ সকাশাৎ পৃথক্ পুমর্থো যেষাং তে বয়ং অতো ভবমুক্তিনিমিত্তায় তব ভক্তাঃ স্ম ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চ, বয়মিতি। ইহ সংসারে বয়ং তব শরণাগতাঃ পরে জরাসন্ধাদয় স্ত্বয়ি বিমুখা অনিষ্টকারিণ ইতিহেতোর্গর্ব্বিতং গর্ব্বং দধানাঃ, হন্তেতিখেদে। হে কংসহন্তঃ ! আশ্রয়াখ্যং তমপিচ নিজভাবং শরণাগতলক্ষণং মলিনমকুর্ম্মহি মলিনং কৃতবন্তঃ ॥ ৩৬ ॥

কিঞ্চ, বয়মঘমিতি। অপরমঘং পাপং বয়ং পরং বহামঃ, যদ্‌যস্মাৎ পরমে পরমেশ্বরে ত্বয়ি দোষ-দৃষ্টিং অধাম ধৃতবন্তঃ। তাং নির্দ্দিশতি—হে নাথ ! ভুবং ধরণীং স্বয়মবতি রক্ষতি হরৌ ত্বয়ি সতি বিকর্ম্মগতিঃ প্রারব্ধফলং পরেণ জরাসন্ধাদিনা নোঽস্মান্ কথং তপতি দহতি ॥ ৩৭ ॥

যে সকল ব্যক্তি আপনার শরণাগত হয়, আপনি তাহাদিগকেই রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহাই আপনার স্বভাব। এই সংসারে আপনা হইতে ভয় এবং চতুর্ব্বর্গ পৃথক্। অথবা এই সংসারে ভয় হয় সত্য, কিন্তু আপনার নিকট হইতে পুরুষার্থ (চতুর্ব্বর্গ) পৃথক্ হইলেও আমরা ভববন্ধন মোচনের নিমিত্ত আপনার ভক্ত হইতেছি ॥ ৩৫ ॥

এই সংসারে আমরা তোমার শরণাগত হইয়াছি, এবং জরাসন্ধপ্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণ তোমার অনিষ্ট করিয়া থাকে। এই কারণে তাহারা অত্যন্ত গর্ব্ব প্রকাশ করে। হায় হে কংসনিধনকারক ! আমরা শরণাগতিরূপ সেই নিজভাবকেও মলিন করিয়াছি ॥ ৩৬ ॥

আমরা অন্য প্রকারে অত্যন্ত পাপ বহন করিয়া থাকি। কারণ, তুমি পরমেশ্বর হইলেও তোমাতে আমরা দোষ দর্শন করিয়াছি। হে নাথ ! তুমি

বয়মিহ ন ভবদ্বিশুদ্ধভক্তা
ন চ শরণাগতিমাগতা ভবৎসু।
পরমিহ নৃপকর্ম্মশর্ম্মলোভা-
দনিশমিতা বত! তত্তদাত্মদম্ভম্ ॥ ৩৮ ॥
বয়মিহ বত! মায়য়া বিমূঢ়া-
স্ত্বমসি নিজাশ্রিতপালকাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ।
ইতি মগধনৃপাহ্বকর্ম্মপাশা-
দপি পরিমোচয় নঃ স্বয়ং পরেশঃ ॥ ইতি ॥ ৩৯ ॥

কিঞ্চ, পুনর্দ্দৈন্যেন বয়মিহেতি। ইহ জন্মনি বয়ং ভবতো বিশুদ্ধভক্তা নিষ্কামভক্তা ন নচ ভবৎসু শরণাগতিমাগতাঃ প্রাপ্তা ইহ সংসারে নৃপকর্ম্মসু রাজ্যেষু যৎ শর্ম্ম সুখং তত্র লোভাৎ পরমনিশং নিরন্তরং তত্তদাত্মদম্ভং আত্মনি কৌটিল্যং গর্ব্বং বা ইতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ৩৮ ॥

কিঞ্চ, বয়মিতি। বতেতি খেদে, ইহ সংসারে বয়ং তব মায়য়া বিমূঢ়াঃ ত্বমসি নিজাশ্রিতানাং পালকমঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য সঃ, ইতিপূর্ব্বোক্তাদ্ধেতোঃ জরাসন্ধাখ্যকর্ম্মপাশাৎ অপিশব্দান্মায়ায়াশ্চ নোঽস্মান্ স্বয়ং পরিমোচয় যত স্ত্বং পরেশঃ সাধ্যাসাধ্যকর্ম্মসু সমর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, তুমি স্বয়ং পৃথিবী রক্ষা করিলে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল, জরাসন্ধপ্রভৃতিদ্বারা কেন আমাদিগকে দগ্ধ করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

আমরা এই জন্মে তোমার বিশুদ্ধ ভক্ত বা নিষ্কাম সেবক নয়। অথচ আমরা তোমার শরণাগত হই নাই। হায়! এই সংসারে সমস্ত রাজ্যসুখের লোভ হেতু আমরা, নিরন্তর কেবল আত্ম কৌটিল্য বা গর্ব্ব ধারণ করিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

হায়! আমরা এই সংসারে তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া রহিয়াছি। অথচ তুমি নিজের পাদপদ্মদ্বারা শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিয়া থাক। এই কারণে তুমি স্বয়ং জরাসন্ধ নামক কর্ম্মপাশ হইতে, এবং* মায়া হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর। যে হেতু তুমি সাধ্য এবং অসাধ্য সকল কর্ম্মেই সমর্থ ॥ ৩৯ ॥

তদেবং তেষাং বাচিকবচনানন্তরং দূতঃ স্বয়মূবাচ।—

দুষ্টক্ষারসমুদ্র-কুম্ভজমুনিঃ শিষ্টান্ধতাকৃত্তমঃ-
সূর্য্যঃ পাপচরিত্রতা-কৃতযুগং দীনার্ত্তি-ধন্বন্তরিঃ।
সোঽয়ং চেৎ পৃথিবী-তলে বত! ভবান্ কৃষ্ণাত্মনা রাজতে
তৃষ্ণা কস্য কথং কথা-বিষয়তাং সিদ্ধিং বিনা যাস্যতি ॥৪০॥

তৃষ্ণা তু তেষাং কেবলকৃষ্ণাকারমাধুরীসারবিষয়া।
লজ্জাতিশয়াদেব হি নাত্মনা ব্যক্তীকৃতা ॥ ৪১ ॥

তদেবং তেষাং বাচিকং নিবেদ্য দূতঃ স্বয়ং যদবোচত্তদ্বর্ণয়তি—দুষ্টেতি। য স্বং দুষ্টক্ষার-সমুদ্রকুম্ভজমুনিঃ দুষ্টরূপো যঃ ক্ষারসমুদ্র স্তত্র কুম্ভজমুনিরগস্ত্যঃ তন্নাশক ইত্যর্থঃ। তথা শিষ্টান্ধতাকৃত্তমঃসূর্য্যঃ শিষ্টানাং ত্বদুপাসকানাং যদন্ধতাকৃত্তমোঽজ্ঞানং তত্র সূর্য্যঃ তস্য হন্ত', পাপচরিত্রতাকৃতযুগং পাপং চরিত্রং যস্য পাপচরিত্রং তস্যভাব পাপচরিত্রতা তত্র সত্যযুগং সত্য-যুগস্যাগতো পাপচরিত্রতানিবৃত্তেঃ। দীনার্ত্তিধন্বন্তরিঃ দীনানাং যা আর্ত্তিঃ পীড়া তস্যাং ধন্বন্তরিঃ তদ্ব্যাধিনিবর্ত্তকঃ। বতেতি হর্ষে। সোঽয়ং ভগবান্ চেদ্যদি পৃথিবীতলে কৃষ্ণাত্মনা কৃষ্ণস্বরূপেণ রাজতে তদা কস্য তৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষাসিদ্ধিং বিনা কথং কথাবিশয়তাং যাস্যতি; অপিতু তস্য সা তৃষ্ণা সিদ্ধিং প্রাপ্স্যত্যেব ॥ ৪০ ॥

ফলিতং বর্ণয়তি—তৃষ্ণেতিগদ্যেন। তেষাং কারাবদ্ধনৃপাণাং তৃষ্ণাতু কেবলং কৃষ্ণাকারে কৃষ্ণমূর্ত্তৌ যো মাধুরীসারঃ স বিষয়ো যস্যাঃ সা, কিন্তু লজ্জাতিশয়াদেব হেতোঃ আত্মনা স্বয়ং ন ব্যক্তীকৃতা ॥ ৪১ ॥

এইরূপ তাহাদের আদেশ বাক্য বলিবার পর, দূত স্বয়ং বলিতে লাগিল। যিনি দুষ্টরূপ লবণসমুদ্রের অগস্ত্য মুনি, অর্থাৎ তাহার নাশক, তোমার উপাসনা-কারী শিষ্টজনগণের অজ্ঞান তিমিরের সূর্য্যস্বরূপ; এবং যিনি পাপচরিত্র ব্যক্তি-গণের সত্যযুগ তুল্য, এবং দীনগণের পীড়া বিষয়ে ধন্বন্তরি; সেই তুমি যখন জগতীতলে কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছ, আহা! কি আহ্লাদের বিষয়! তখন কোন্ ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধি ব্যতীত কিরূপে কথার বিষয়তা প্রাপ্ত হইবে? অর্থাৎ নিশ্চয়ই সেই আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধিলাভ করিবে ॥ ৪০ ॥

সেই সকল কারারুদ্ধ ভূপতিগণের সেই আকাঙ্ক্ষাও কিন্তু কেবল কৃষ্ণ মূর্ত্তির মাধুর্য্যসারে নিমগ্ন রহিয়াছে। কিন্তু সাতিশয় লজ্জাবশতঃ স্বয়ং তাহা ব্যক্ত হইতে পারে নাই ॥ ৪১ ॥

যস্মাদেব তস্মাৎ ।—

(ক) "তেষাং মাগধরুদ্ধানাং ভবদ্বীক্ষণকাঙ্ক্ষিণাম্ ।

তৎপাদপদ্মভক্তানাং দীনানাং শং বিধীয়তাম্" ॥ ৪২ ॥

যতস্ত এবেদং মধ্যে মধ্যে পরস্পরং সাস্র-কম্পসম্পন্নিবে-দয়ন্তি ॥ ৪৩ ॥

যস্মাৎ পূতনিকাপি দিব্যসুরভিস্তদ্দুগ্ধদাবানলা-

দার্থং শুদ্ধসুধাসদৃক্ নগততির্বংশ্যাদিনাদার্দ্রিতা ।

কুব্জা শ্রীমৃদুলা তথা যদুজরদ্বৃন্দং বয়ঃ সুন্দরং

জজ্ঞে তস্য সুগন্ধিতাদিসুগুণাঃ কর্ষন্তি চিত্রং মুহুঃ ॥ ৪৪ ॥

তাং নির্দ্দিশতি—তেষামিতি । ঐহিকপারত্রিকসুখং । অন্যৎ সুগমম্ ॥ ৪২ ॥

ন কেবলমহমেবং বচ্মি তেঽপি তথাক্রুবন্ ইতি নিবেদিতবানিত্যাহ—যত ইতি । অতএব কারাবদ্ধনৃপাএব অস্রেণ কম্পসম্পদ্‌যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা নিবেদিতবন্তঃ ॥ ৪৩ ॥

তন্নিবেদনং বর্ণয়তি—যস্মাদিতি । যস্মাত্ত্বত্তঃ পূতনিকা পূতনাপি দাহে দিব্যসুরভির্জজ্ঞে, তস্যাঃ পূতনিকায়া দুগ্ধমেব দাবানলাদ্যর্থঃ প্রাণনাশকংসশুদ্ধসুধাসদৃক্ তত্তুল্যো জজ্ঞে, নগততিঃ পর্ব্বতসমূহঃ বংশ্যাদিনাদেন ধ্বনিনার্দ্রিতা আর্দ্রং গতা জজ্ঞে, কুব্জা ত্রিবক্রা শ্রিয়া শোভয়া মৃদুলা

যখন এইরূপ ঘটিয়াছে, তখন জরাসন্ধকর্তৃক যাঁহারা কারারুদ্ধ হইয়াছে, যাঁহারা কেবল তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে; এবং যে সকল ভূপতি তোমার পাদপদ্মের ভক্ত; সেই দীনদশাপন্ন ভূপতিগণের তুমি ঐহিক এবং পার-ত্রিক সুখ উৎপাদন কর ॥ ৪২ ॥

কেবল যে আমিই এইরূপ বলিতেছি তাহা নহে, কিন্তু সেই সকল কারারুদ্ধ ভূপতিগণও মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত সজল নয়নে পরস্পর এইরূপ নিবেদন করিয়া-ছেন ॥ ৪৩ ॥

যথা :—কারণ, পূতনাও তাহার দাহসময়ে দিব্য সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়া-

(ক) এবমপি পাঠান্তরং শ্রীভাগবতগ্রন্থান্তরে দৃশ্যতে । যথা—ভাঃ ১০।৭০।৩১

ইতি মাগধসংরুদ্ধা ভবদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ।

প্রপন্নাঃ পাদমূলং তে দীনানাং শং বিধীয়তাম্ ॥

শ্রীব্রজসদস ঊচুঃ—ততস্ততঃ ? ।

দূতৌ সানুতাপাভাসহাসমূচতুঃ ॥ ৪৫ ॥

অথ তত্র প্রতিবিধিমভিধিৎসতি মাধবে সুরমুনিবরঃ শরদ্বারিধর ইব শুভ্রস্তড়িন্নিভকেশান্ বিভ্রন্মহতী ধ্বনিমন্দগর্জ্জমর্জ্জন্ দৃষ্টিতঃ সুখময়বারিধারাবৃষ্টিং কুর্ব্বন্নেবাগচ্ছন্ সর্ব্বং রসান্তরমাসাদয়ামাস। যত্র স্বয়ং কৃষ্ণশ্চ তদীয়ভক্তিতৃষ্ণঃ

কোমলা অর্থাৎ সুরূপা জজ্ঞে, তথা যদুজরদ্বৃন্দং যদূনাং বৃদ্ধসমূহঃ যথাবৎ সুন্দরং বয়ো জজ্ঞে যৌবনং লেভে ইত্যর্থঃ। এবং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সুগন্ধিতাদিসুন্দরগুণা মুহুশ্চিত্তং কষন্তি ॥৪৪॥

ততো ব্রজসদস্যানাং প্রশ্নানন্তরং দূতৌ, সানুতাপাভাসহাসং অনুতাপাভাসেন সহ হাসো যত্র তদ্যথা স্যাৎ তথা উচতুঃ ॥ ৪৫ ॥

তয়োর্বাক্যং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তত্র দূতনিবেদনে প্রতিবিধিং প্রত্যুত্তরং অভিধাতুমিচ্ছাত মাধবে কৃষ্ণে সতি, সুরমুনিবরো নারদ আগচ্ছন্ সর্ব্বং রসান্তরমাসাদয়ামাসেত্যন্বয়ঃ। স কিম্ভূতঃ শরন্মেঘ ইব শুক্লবর্ণঃ তড়িন্নিভকেশান্ বিদ্যুত্তুল্যকেশান্ বিভ্রৎ ধারয়ন্ মহতী বীণাবিশেষঃ অস্যা ধ্বনিরেব মন্দ্রগর্জ্জনং গম্ভীরগর্জ্জনং অর্জ্জয়ন্ সঞ্চয়ন্ দৃষ্টিতো নেত্রাভ্যাং সুখময়-

ছিল; পূতনা তোমাকে বিনাশ করিবার জন্য যে দাবানল তুল্য প্রাণনাশক দুগ্ধ দান করিয়াছিল, তাহাও বিশুদ্ধ অমৃতের তুল্য হইয়াছিল। তুমি বংশীপ্রভৃতির মনোহর শব্দদ্বারা পর্ব্বতদিগকেও আর্দ্র করিয়াছিলে। ত্রিবক্রা কুব্জা রমণীও শোভাদ্বারা কোমলাঙ্গী, অর্থাৎ সুরূপা হইয়াছিল। যদুবংশীয় বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ যথাবিধি সুন্দর যৌবন লাভ করিয়াছিল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের গৌরভপ্রভৃতি সুন্দর গুণ সকল, বারংবার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে ॥ ৪৪ ॥

ব্রজরাজের সভ্যগণ বলিতে লাগিলেন, তারপর তারপর। তারপর দূতদ্বয় যেন অনুতপ্ত হইয়া সহাস্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ।

অনন্তর দূতের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তর দিতে ইচ্ছা করিলে পর, দেবর্ষি নারদ আগমন করিয়া সকলকেই নবরসে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। দেবর্ষি শারদীয় জলধরের মত শুক্লবর্ণ ছিলেন। তিনি বিদ্যুতের তুল্য কেশকলাপ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বীণার শব্দরূপ গম্ভীর গর্জ্জন করিতেছিলেন। অধিক কি, তিনি দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া

সন্নভ্যুত্থায় তং বন্দতে স্ম। অথ সভাজয়িত্বা ভ্রাজয়িত্বা চ তদিদমপি বন্দমানঃ পৃচ্ছতি স্ম ॥ ৪৬ ॥

পর্য্যক্ পর্য্যটতস্তবানুমিলনাদ্বিশ্বং ভবেদ্ভব্যযুক্
তৎ পৃচ্ছামি তু কিং তদদ্য বলতে মৎস্নেহমোহাত্মনঃ।
তচ্চেদস্তি বিশেষতঃ পুনরিদং কুর্ব্বেঽনুযোগাস্পদং
তে কুন্তী-তনয়া মদেকগতয়ঃ কিম্বৃত্তয়ঃ সাম্প্রতম্ ॥ ৪৭ ॥

জলধারাবৃষ্টিং কুর্ব্বন্নেব রসান্তরং দাস্যভাবং প্রাপয়ামাস। যত্র তদ্দর্শনে তদীয়ভক্তৌ তৃষ্ণা কামনা যস্য সঃ, অভ্যুত্থায় গাত্রোত্থানং কৃত্বা সভাজয়িত্বা পূজয়িত্বা ভ্রাজয়িত্বা দীপ্তিং প্রাপষ্য বন্দমানঃ স্তুতিং কুর্ব্বন্ তদিদমপি পপ্রচ্ছ ॥ ৪৬ ॥

ভগবৎপ্রশ্নং বর্ণয়তি—পর্য্যগিতি। পর্য্যক্ সর্ব্বত্র পর্য্যটত স্তব অনুমিলনাৎ সংসর্গাৎ বিশ্বং ভব্যযুক্ কুশলযুক্তং ভবেৎ; তত্তু স্যাৎ পৃচ্ছামি, মৎস্নেহমোহাত্মন স্তব অদ্য কিং বলতে কামাতি, চেদ্‌যদি তৎ কাম্যমস্তি বিশেষতঃ পুনরিদং অনুযোগাস্পদং অনুযোগস্য স্থানং কুর্ব্বে, মদেকমতয় স্তে কুন্তীতনয়াঃ পাণ্ডবাঃ সাম্প্রতং কিম্বৃত্তয়ঃ কস্মিন্ বৃত্তির্বর্ত্তনং যেষাং তথা আসন্ ॥ ৪৭ ॥

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি করিতে কামনা করত গাত্রোত্থান করিয়া দেবর্ষিকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর তাঁহার সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে দীপ্ত করিয়া, স্তব করিতে করিতে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

হে নারদ! তুমি সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া থাক। তোমার সংসর্গে এই বিশ্বসংসারের মঙ্গল হইয়া থাকে! এই কারণে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার স্নেহরূপ মোহে অভিভূত হইয়া অদ্য কোন্ বস্তু কামনা করিতেছি। যদি সেই বাঞ্ছনীয় বিষয় থাকে, তাহা হইলে আমি পুনরায় এই সম্বন্ধে অনুযোগ করিতেছি যে, এক্ষণে মদাসক্তচিত্ত পাণ্ডবেরা সম্প্রতি কোন্ বিষয়ে আসক্ত হইয়াছে? ॥ ৪৭ ॥

অথ দেবর্ষিরুবাচ ;—

তব যশসাজনি শান্তির্জগতি বিনাপি শ্রমেণ বৃষ্ণীশ ! ।
তস্মাৎ কিল মম গীতাৎ পলিতবতীতি প্রিয়াং জনা জহতি ॥৪৮॥

সর্ব্বং ত্বদ্বৈভবং মন্যে যল্লোকস্যাথ যন্মম ।
তস্মাত্ত্বদ্গোচরঃ সর্ব্বং তথাপ্যাজ্ঞাং করোমি তে ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থমহেন্দ্রঃ স ত্বামেব মখপুরুষং মত্বা রাজসূয়নাম্না মখেন্দ্রেণ যষ্টুমিচ্ছতি ॥ ৫০ ॥

অত্র দেবর্ষিবাক্যং, বিশ্বং ভবেত্তব্যযুগিত্যাদ্যোত্তরত্বেন বর্ণয়তি—তবেতি। হে বৃষ্ণীশ ! বিনাপি শ্রমেণ শ্রমং বিনা তব যশসা জগতি শান্তিরজনি জাতা। কিল বার্ত্তায়াং। তস্মাৎ গীতাৎ তৎ কর্ণদ্বারা প্রাপ্য জনাঃ কামিনরাঃ প্রিয়াং রমণীং পলিতবতী জরাগ্রস্তেতি জহতি ত্যজন্তি তব যশঃ-শ্রবণস্য তাদৃক্শক্তিরিতিভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরং বর্ণয়তি—সর্ব্বমিতি। লোকস্য বৈভবং ঐশ্বর্য্যগৌরবাদিকং মমচ বৈভবং সর্ব্বজ্ঞাদিমহিত্বং এতৎ সর্ব্বং ত্বদ্বৈভবং ত্বদীয়ৈশ্বর্য্যাদিকমেব তস্মাদ্ধেতোঃ সর্ব্বং ত্বদ্গোচরঃ জ্ঞানবিষয়মস্তি, তথাপি তে আজ্ঞাং করোমি, তবাজ্ঞালঙ্ঘনে দোষাপাতাদিতি ॥৪৯॥

তান্বিশেষয়তি—ইন্দ্রেতি। স যুধিষ্ঠির ত্বামেব যজ্ঞপুরুষং বুদ্ধা ত্বাং যষ্টুং কাময়তে ॥ ৫০ ॥

অনন্তর দেবর্ষি নারদ বলিতে লাগিলেন। হে যদুকুল-প্রদীপ ! বিনা পরিশ্রমে আপনার কীর্ত্তিদ্বারা জগতে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। সত্যই আমার সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কামী মানবগণ নিজের প্রিয়তমা রমণীকে জরাগ্রস্ত ভাবিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে। আপনার যশের এইরূপই শক্তি, এবং একবার যশঃশ্রবণ করিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

সাধারণ লোকের ঐশ্বর্য্য গৌরবাদি এবং বৈভব আমারও সর্ব্বজ্ঞতাপ্রভৃতির মহিমাই বৈভব। কিন্তু এই সমস্ত বৈভবই ভবদীয় ঐশ্বর্য্য বলিয়া পরিগণিত। এই হেতু সকল বিষয়ই আপনার জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। তাহা হইলেও আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব। কারণ আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে দোষের সম্ভাবনা ॥ ৪৯ ॥

দেবর্ষি নারদ তখন বিশেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন। এক্ষণে ইন্দ্র-প্রস্থের

শ্রীকৃষ্ণঃ সহাসমুবাচ ;—

মামন্তরীণপ্রেম্ণাং পরমসুখস্থেম্না জয়তএবাসৌ কিং রাজসূয়েন ?।

দেবর্ষিরুবাচ—তেনাসৌ পারমেষ্ঠ্যশ্রিয়ং কাময়তে।

শ্রীকৃষ্ণঃ পুনঃ সহাসমাহ।—তর্হি সকামকর্ম্মা কিমসৌ ব্রহ্মণঃ সালোক্যমভীপ্সতি ?।

দেবর্ষিরুবাচ—ন হি ন হি কিন্তু তব।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—পরমেষ্ঠিত্বম্ মম কয়া বাচা প্রতিষ্ঠিতম্ ?।

দেবর্ষিরুবাচ;—

"তাবচ্ছ্রীর্জগৃহে হস্তং তৎপরা পরমেষ্ঠিন"

ইতি পৃথুকতণ্ডুলাখ্যানে পণ্ডিতবচনপ্রসিদ্ধ্যা॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণদেবর্ষ্যোর্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—তত্র শ্রীকৃষ্ণআহ—আন্তরীণপ্রেম্নাং অন্তবর্ত্তি-প্রেম্নাং পরমসুখস্থেম্না পরমসুখস্থিরভাবেন মাং যজত এব যুধিষ্ঠিরঃ। দেবর্ষিরাহ-তেন রাজসূয়েনাসৌ যুধিষ্ঠিরঃ। শ্রীকৃষ্ণআহ—সকামকর্ম্মা কামেন সহ কর্ম্ম যস্য সঃ ব্রহ্মণঃ সালোক্যং সত্যলোকমভীপ্সতি অভ্যাগন্তুমিচ্ছতি। দেবর্ষিরাহ—কিন্তু তব সালোক্যং। শ্রীকৃষ্ণআহ—কয়া বাচা প্রতিষ্ঠিতং কেন প্রমাণেন নিষ্পন্নং। দেবর্ষিরাহ—পণ্ডিতবচনস্য শ্রীশুকদেববাক্যস্য প্রসিদ্ধ্যা। শ্রীকৃষ্ণআহ—সকাম এবাসৌ

ভূপতি যুধিষ্ঠির, আপনাকেই যজ্ঞপুরুষ বিবেচনা করিয়া. যজ্ঞের রাজা যে "রাজসূয়" নামে যজ্ঞ তাহাই করিতে ইচ্ছা করিতেছেন॥ ৫০॥

শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে বলিলেন ; রাজা যুধিষ্ঠের কি আন্তরিক প্রেমের সহিত এবং স্থিরতর পরমসুখের সহিত আমাকে রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা অর্চ্চনা করিতেছেন ?। দেবর্ষি কহিলেন, যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা ব্রহ্মার ঐশ্বর্য্য কামনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার সহাস্যে বলিতে লাগিলেন, তাহা হইলে সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা যুধিষ্ঠির কি ব্রহ্মার সালোক্য পাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন ?। দেবর্ষি কহিলেন, তাহা নহে তাহা নহে। কিন্তু আপনার সালোক্য পাইতে ইচ্ছা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমি যে পরমেষ্ঠী অর্থাৎ আমার যে পরমেষ্ঠিত্ব আছে তাহা কোন্

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—তর্হি চ সকাম এবাসৌ ?।

দেবর্ষিরুবাচ—ন হি নহি ? কিন্তু সমবলোকিততাদৃশ-ভবদ্বিভবঃ স্বগৃহমাগমনেনানুগৃহীতবতি ভবতি লজ্জতে কৃচ্ছ্র-মপি সজ্জতে। ন ভবাদৃগ্‌যোগ্যং ভোগ্যমস্তীতি।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—তেন বিভবেন কথং রাজসূয়াদ্ভূয়েত। রাজসূয়মপি মহারাজসমাজযাজকতাসাধনমিতি দুঃসাধনমেব দ্বয়ম্।

মৎসালোক্যাভিলাষাৎ। দেবর্ষিরাহ—সমবলোকিত স্তাদৃশো ভবদ্বিভবো যেন সঃ, স্বগৃহং নিজালয়' আগত্যা অনুগৃহীতবতি অনুগ্রহবিশিষ্টে ভবতি লজ্জতে, ততঃ কৃচ্ছ্রং কষ্টমপি সজ্জতে, ন ভবাদৃগ্‌যোগ্যং তস্য ভোগ্যমস্তীতি। শ্রীকৃষ্ণআহ—রাজসূয়াৎ অতসাতত্যাগমনে ভাবে ক্বিপ্। রাজসূয়ে গমনং কথং তেন বিভবেন ভূয়েত। স বিভবো ভূয়াদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ মহারাজানাং যঃ সমাজঃ সমূহঃ যাজকো যজ্ঞ-

---

প্রমাণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইল ?। দেবর্ষি কহিলেন, অবন্তী নগরবাসী দরিদ্র শ্রীদামানামক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দ্বারকায় আসিলে কৃষ্ণ তাহার জীর্ণ বসন হইতে এক মুষ্টি চিপিটকচূর্ণ ভোজন করেন। দ্বিতীয় মুষ্টি লইতে উদ্যত হইলে রুক্মিণী তাহার হাত ধরিয়া নিষেধ করেন অর্থাৎ কুখাদ্য লইতে নিবারণ করেন এই স্থলে "তৎপরা পরমেষ্ঠিনঃ" (ভা ১০।৮১।৮) এই শ্লোকে কৃষ্ণকে পরমেষ্ঠী বলা হইয়াছে। সুতরাং এই শ্রীদাম ব্রাহ্মণের পৃথুক তণ্ডুলোপাখ্যানে মহাপণ্ডিত শ্রীশুকদেবের বাক্যদ্বারা আপনার পরমেষ্ঠিত্ব প্রসিদ্ধ হইয়াছে (ক) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তাহা হইলে আমার সালোক্য ইচ্ছা করাতে নিশ্চয়ই—যুধিষ্ঠির সকাম। দেবর্ষি কহিলেন, তাহা নহে, তাহা নহে। তিনি আপনার তাদৃশ অমানবীয় ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াছেন। আপনি আগমনদ্বারা তাহার ভবনে অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে, তিনি লজ্জিত হইয়া থাকেন, এবং তাহাতে কষ্টও পাইয়া থাকেন। কারণ, ভবাদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত কোন

(ক) পরমেষ্ঠি-শব্দে উক্ত স্থলে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন বুঝায় না। এবং তোষণীতেও ইহাই উক্ত হইয়াছে। "পরমেশ্বরস্য" এই অর্থ করা হইয়াছে। চম্পূর ঐ তোষণীব্যাখ্যাই এখানে আদর্শ বোধ হয়।

দেবর্ষিরুবাচ—ভবাংস্তাবদনুমোদতাং, তদা সর্ব্বমেব প্রমোদপদতাং প্রযাস্যতি ॥ ৫১ ॥

যতঃ ;—

(ক) যত্রানুমোদস্তব কৃষ্ণ ! তত্র
সমাগমঃ স্যাদিতি বিজ্ঞ-গীতিঃ ।
সমাগমো যত্র চ তত্র সর্ব্বে
সিদ্ধিপ্রদাঃ স্যুস্তব বীক্ষণায় ॥ ৫২ ॥

তদেবং দেবর্ষিবর্ণিতমাকর্ণয়তি সর্ব্বান্নির্ব্বর্ণয়তি চ দামোদরে

সাধকো যত্র তস্য ভাব স্তয়া সাধনং যত্র তৎ ইতি হেতোঃ দুঃসাধনমেব দ্বয়ং তাদৃশবৈভবং রাজসূয়ঞ্চ। দেবর্ষিরাহ—সর্ব্বং দুঃসাধনং প্রমোদপদতাং সুখাশ্রয়তাং প্রযাস্যতি ॥ ৫১ ॥

তত্র হেতুং যং স্যবেদয়ন্তঃ বর্ণয়তি—যত্রেতি। হে কৃষ্ণ ! যত্র কার্য্যে তবানুমোদঃ স্যাত্তত্র ভবতঃ সমাগমঃ স্যাৎ, যত্রচ সমাগমঃ স্যাত্তত্র তব বীক্ষণায় তব বীক্ষণমভিপ্রেত্য সর্ব্বে সিদ্ধিপ্রদাঃ স্যুঃ ॥ ৫২ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। আকর্ণয়তি শৃণ্বতি ; সর্ব্বান্ জনান্ নির্ব্বর্ণয়তি—পশ্যতি সতি তদনুমোদরহিতান্ রাজসূয়যজ্ঞায় গমনে অনুমোদমকুর্ব্বতঃ কিন্তু জরাসন্ধবধে

ভোগ্য বস্তু তথায় দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তবে কি প্রকারে রাজসূয়-যজ্ঞ হইতে ঐরূপ বৈভব ঘটিতে পারে ?। কারণ ; মহারাজগণই রাজসূয়-যজ্ঞের যজ্ঞ সাধক। অতএব তাদৃশ বৈভব এবং রাজসূয়-যজ্ঞ এই উভয়ই দুঃসাধ্য। দেবর্ষি কহিলেন, আপনি কেবল অনুমোদন করুন। তাহা হইলে সমস্ত অসাধ্য বিষয় আনন্দের আস্পদ স্বরূপ বলিয়া গণ্য হইবে ॥ ৫১ ॥

কারণ, হে শ্রীকৃষ্ণ ! যেস্থানে আপনার অনুমোদন আছে, সেই স্থানেই আপনার সমাগম হইয়া থাকে ; ইহাই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। এবং যে-স্থানে আপনার সমাগম, সেই স্থানে (আপনাকে দেখিতে পাইবে বলিয়া) সমস্ত ব্যাপার সিদ্ধিপ্রদ হয় অর্থাৎ সিদ্ধি দান করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিলে, এবং সমস্ত লোকদিগকে

(ক) যদানুমোদ ইতি ক্বাওপাঠঃ ।

তদনুমোদরহিতান্ জরাসন্ধবধনির্ব্বন্ধসহিতান্ স্বসম্বন্ধসহিতান্ স্বহিতান্ প্রাশ্নিকান্ বীক্ষ্য শ্রীনারদং চ দ্বারকাগতং নিজবিভবসারং দ্রষ্টুং প্রতিষ্ঠমানং নিরীক্ষ্য সহসা স্বয়মাসনাদুত্থিতঃ সুধীঃ সধীসচিবান্ বিনা প্রায়িসঃ পরেষাং স্বস্ব গৃহগমনং প্রতীক্ষ্য পুনরুদ্ধবং ষট্প্রজ্ঞম(ক)পি তৎপুরস্তাদজ্ঞমিব স্থিতং সুখনির্ম্মাণেঙ্গিতভঙ্গিবীক্ষ্যমাণে তস্মিন্ সোঽয়মঞ্জলিং ববন্ধ। বদ্ধাঞ্জলিমপি তমেনং কঞ্জাক্ষঃ সঞ্জিতাদরতয়া সর্ব্বসমাঞ্জসং জগাদ ॥ ৫৩ ॥

যো নির্ব্বন্ধস্তেন সহিতান্ স্বসম্বন্ধসহিতান্ স্বেন সহ স্বসম্বন্ধে মিলিতান্ স্বহিতান্ নিজানুকূলান্ প্রাশ্নিকান্ সভ্যান্ বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা দ্বারকাসম্বন্ধি-নিজবিভবস্য সারং শ্রেষ্ঠাংশং প্রতিষ্ঠমানং আগচ্ছন্তং নিরীক্ষ্য সধীসচিবান্ সমানা বুদ্ধি র্যেষাং তেচ তে সচিবা মন্ত্রিণশ্চেতি তান্ বিনা পরেষাং সাধারণানাং প্রতীক্ষ্য ষট্প্রজ্ঞং চতুর্ব্বর্গবেদিতারমপি সুখনির্ম্মাণেঙ্গিতভঙ্গিবীক্ষমাণে সুখস্য নির্ম্মাণং সম্ভবো যস্মাদেবম্ভুতা যা ইঙ্গিতভঙ্গিঃ সঙ্কেতকৌটিল্যং তয়া বীক্ষ্যমাণে তস্মিন্ কৃষ্ণে সতি সোঽয়মুদ্ধবোঽঞ্জলিং ববন্ধ কৃতাঞ্জলির্বভূব। তমেনমুদ্ধবং কঞ্জাক্ষঃ সঞ্জিতাদরতয়া সঞ্জিত আদরো যস্য তস্য ভাবস্তয়া সর্ব্বসমঞ্জসং সর্ব্বেষাং সমঞ্জসঃ সম্মতিঃ তদ্‌যথা স্যাত্তথা জগাদ ॥ ৫৩ ॥

দর্শন করিলে পর, রাজসূয়-যজ্ঞে গমন করিতে কেহই অনুমোদন করিল না। কিন্তু জরাসন্ধের বধে সকলেই আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে নিজের সম্বন্ধে সমাগত, আপনার অনুকূল সভ্যদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া এবং দ্বারকাস্থিত নিজ বৈভবের শ্রেষ্ঠ অংশ দেখিতে দেবর্ষি নারদ আগমন করিতেছেন জানিতে পারিয়া সুধীবর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সহসা আসন হইতে উত্থিত হইলেন। সমান বুদ্ধিসম্পন্ন অমাত্যগণ ব্যতীত প্রায়ই সাধারণ লোকগণের স্ব স্ব ভবনে গমন হইয়া থাকে, ইহা প্রতীক্ষা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ সুখজনক ইঙ্গিত-ভঙ্গীদ্বারা উদ্ধবকে দেখিতে লাগিলেন। অথচ উদ্ধব চতুর্ব্বর্গ বেত্তা হইলেও শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে যেন মূর্খের মত বসিয়া ছিলেন। তখন উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃতাঞ্জলি হইলেন। উদ্ধব কৃতাঞ্জলি হইলে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ পরম সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক, অথচ সকলের সম্মতি ক্রমে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

(ক) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু লোকশাস্ত্রার্থয়োরপি। ষট্‌সু প্রজ্ঞা ভবেদ্‌যস্য স ষট্প্রজ্ঞা ইতি স্মৃতঃ। ইত্যানন্দটীকা, বৃ, টী।

সর্ব্বেষাং দ্বিদ্বিচক্ষুর্ব্বিলসিতবপুষাং নস্ত্বমেকং সুচক্ষু-
স্তস্মাত্ত্বামেব নিত্যং বয়মিহ নিখিলাঃ শ্রদ্দধানা ভজামঃ।
সম্প্রত্যেতচ্চ বর্ত্মদ্বয়মথ স ভবান্ গম্যমস্মিন্নগম্যং
স্যাদীদৃক্তারতম্যাৎ প্রথয়তু সুমতে! মা তু সঙ্কোচমত্র ॥৫৪॥

তদেবম্—

নিখিলবিদপি কৃষ্ণঃ স্বীয়ভক্তং মহিম্না
কলয়িতুমুভয়েচ্ছাং জাতপৃচ্ছাঞ্চকার।

ততশ্চ—

তদখিলমহিমজ্ঞোঽপ্যুদ্ধবস্তন্নিদেশং
শিরসি দধদিবাসৌ নির্ম্মমে তদ্বিনম্রম্ ॥৫৫॥

তদ্বাক্যং বর্ণয়তি—সর্ব্বেষামিতি। বিলসিতবপুষাং যথাবত্তনূনাং সর্ব্বেষাং দ্বিদ্বিচক্ষুর্দ্বয়োর্দ্বয়োশ্চক্ষুষোঃ সমাহারঃ দ্বিনেত্রমিত্যর্থঃ। কিন্তু নোঽস্মাকং ত্বমেকং সুচক্ষু স্তেনৈকেন সর্ব্বালোকসিদ্ধেঃ। তস্মাদ্ধেতোরিহ মন্ত্রণাবিষয়ে নিখিলা বয়ং শ্রদ্ধধানাঃ সন্তো নিত্যং ত্বামেব ভজামঃ, বর্ত্মদ্বয়ং মার্গদ্বয়ং লক্ষ্যতে, অথাতো হেতোঃ স সুচক্ষূরূপো ভবান্ অস্মিন্ প্রশ্নে এতৎ বর্ত্মগম্যং স্যাদেতন্ন গম্যং স্যাৎ ঈদৃক্তারতম্যাৎ, হে সুমতে! প্রশস্তবুদ্ধে! প্রথয়তু বিস্তারয়তু অত্র মন্ত্রণায়াং মা সঙ্কোচ সঙ্কোচনাং ন কুরু ॥ ৫৪ ॥

তাদৃক্‌প্রশ্নে কারণং বর্ণয়তি—নিখিলেতি। নিখিলবিৎ সর্ব্বজ্ঞোঽপি স্বীয়ভক্তমুদ্ধবং মহিম্না কলয়িতুং বর্দ্ধয়িতুং উভয়েচ্ছাং উভয়স্মিন্ বর্ত্মদ্বয়ে যা ইচ্ছা তাং জাতপৃচ্ছাং জাতা পৃচ্ছা

দেখ, শরীরধারী সকল লোকেরই দুই দুই চক্ষু আছে। আমাদিগের তুমিই একমাত্র সুন্দর চক্ষু। এই কারণে এই মন্ত্রণাবিষয়ে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা সহকারে কেবল তোমারই সেবা করিয়া থাকি। সম্প্রতি কিন্তু দুইটি পথ লক্ষিত হইতেছে। এই প্রশ্নে এই পথে যাইতে হইবে, এই পথে যাইতে হইবে না; এইরূপ তারতম্য থাকাতে, হে সুবোধ! তুমি ইহাই বিস্তার কর, এই মন্ত্রণায় তুমি কিছুই সঙ্কোচ করিও না ॥ ৫৪ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সকল বিষয় অবগত হইলেও স্বকীয় ভক্ত উদ্ধবের মহিমা

বিচারয়াঞ্চকার চান্তস্তাদিদম্ ॥

তত্তন্মতং তত্তদভীপ্সিতপ্রদং হরের্ম্মতং সর্ব্বসুখায় কল্পতে।
ততো যথা সর্ব্বসুখং সুখং ভবেদেবং বিচারং রচয়ামি
বচ্মি চ ॥৫৬—৫৭॥

বক্তি স্ম চ ব্যক্তমিদম্—

ভূম্যাদিপ্রকৃতি(ক)স্রষ্ট্রী যস্য প্রকৃতিরুচ্যতে
তস্য প্রকৃতি(খ)সিদ্ধ্যর্থং প্রকৃতির্ন প্রতীক্ষ্যতে ॥৫৮॥

যত্র তাং চকার। ততো হেতো স্তস্য কৃষ্ণস্যাখিলমহিমানং জানাতি যঃ সোঽপি সএব শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞাং শিরসি ধারয়ন্নিব ইবেবাক্যালঙ্কারে অনাবুদ্ধবো বিনম্রং যথা স্যাত্তথা তন্মন্ত্রণং নির্ম্মমে ॥ ৫৫ ॥

তন্মন্ত্রণং চিত্তে যচ্চিন্তিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—বিচারেতি ॥

তচ্চিন্তনং বর্ণয়তি—তদিতি। হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মতং সর্ব্বেষাং সুখায় কল্পতে, যত স্তৎ তন্মতং তেষাং জরাসন্ধবদ্ধনৃপাণাং তেষাং যুধিষ্ঠিরাদীনাঞ্চ অভীপ্সিতস্য প্রদং ভবতি। ততো হেতোঃ যথা যথাবৎ সুখং যস্মাৎ তত্তেষাং সুখং ভবেদেবং বিচারং রচয়ামি করোমি বচ্মি বদামি চ ॥ ৫৬—৫৭ ॥

তস্য ব্যক্তবাক্যং বর্ণয়তি—ভূম্যাদীতি। যস্য প্রকৃতির্নাম্নী শক্তির্ভূম্যাদিপ্রকৃতিঃ

যাড়াইবার জন্য দুই পথের ইচ্ছাতেই প্রশ্ন করিলেন। তৎপরে উদ্ধব তদীয় নিখিল মাহাত্ম্য জানিতে পারিলেও, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা যেন মস্তকে ধারণ করিয়া নতভাবে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

প্রথমে তিনি মনে এইরূপ মন্ত্রণা চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মত সকলেরই সুখের জন্য কল্পিত হইতেছে। কারণ, সেই শ্রীকৃষ্ণের মত, জরাসন্ধ-কর্তৃক বদ্ধ ভূপতিগণের এবং যুধিষ্ঠিরাদি আত্মীয়গণের অভীষ্ট-প্রদ হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে যথাবিধি সকলের সুখ হয়, তাহাই তাহাদের সুখ; আমি এই প্রকার বিচার করিতেছি এবং ইহাই বলিব ॥ ৫৬—৫৭ ॥

পরে উদ্ধব স্পষ্ট করিয়া এইরূপ বিষয় ব্যক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন।

ক ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধেতি শ্রীগীতাতঃ। আ, বৃ।

খ স্বাম্যমাত্যসুহৃৎকোষরাষ্ট্রদুর্গবলানি চ। রাজ্যাঙ্গানি প্রকৃতয়ঃ পৌরাণাং শ্রেণয়োঽপিচ। আ, বৃ।

সামাদিজ্ঞৈর্নৃপঃ কৈশ্চিৎ সেব্যঃ কৈশ্চিদ্ভবানপি
পরমর্থবিদঃ পূর্ব্বে পরমার্থাবিদঃ পরে ॥৫৯॥
তবাধীনশ্চতুর্ব্বর্গঃ কিং ত্রিবর্গস্য নীতিভিঃ
বৃদ্ধিক্ষয়স্থানরূপঃ স ভূপানাং পরা গতিঃ ॥৬০॥
অনন্তাঃ শক্তয়স্তাশ্চেত্তিস্রঃ কাঃ শক্তয়স্ত্বয়ি
তথাপি কুতুকান্নাথ ! নাথসে মান্ত্রণামপি ॥৬১॥

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধে"তি শ্রীগীতোক্ত্যা তস্যাঃ স্রষ্ট্রী। তস্য তব প্রকৃতিসিদ্ধ্যর্থং শক্তিসিদ্ধয়ে প্রকৃতিরমাত্যো ন প্রতীক্ষ্যতে ॥ ৫৮ ॥

কিঞ্চ, সামাদিজ্ঞৈঃ সামদানভেদদণ্ডজ্ঞাতৃভিঃ কৈশ্চিজ্জনৈর্নৃপো রাজা সেব্যঃ স্যাৎ। কৈশ্চিজ্জনৈর্ভবানপি সেব্যঃ স্যাৎ, তান্ পরিচায়তি—পূর্ব্বে পরং কেবলমর্থবিদঃ ধনাদিবেত্তারঃ, পরে পরমার্থস্য তব ভক্তিরূপস্য বেত্তারঃ ॥ ৫৯ ॥

তেষাং পরেষাং কারণং বর্ণয়তি—তবেতি। চতুর্ব্বর্গঃ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ স্তবাধীনঃ পরতন্ত্রঃ ভূপানাং ত্রিবর্গস্য ধর্ম্মার্থকামরূপস্য নীতিভির্নীতিশাস্ত্রৈঃ কিং যতঃ স বৃদ্ধিক্ষয়স্থানরূপ তাশ্রয়রূপঃ স চতুর্ব্বর্গঃ পরা গতিঃ ॥ ৬০ ॥

লোকবল্লীলেতি ন্যায়েন তদেতজ্জিজ্ঞাসনমিতি বর্ণয়তি—অনন্তা ইতি দ্বয়েন। ত্বয়ি অনন্তাঃ

যাঁহার প্রকৃতি নামে শক্তি পৃথিবী, জল অনল, পবন আকাশ, মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, প্রকৃতির সৃষ্টিকারিণী তাঁহার প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি-সিদ্ধির নিমিত্ত, প্রকৃতি অর্থাৎ অমাত্যের প্রতীক্ষা করিতে হয় না ॥ ৫৮ ॥

কেহ কেহ সাম, দান, ভেদ. দণ্ড এই চারি প্রকার উপায় জানিয়া রাজাকে সেবা করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ ঐরূপ সাম দানাদি জানিতে পারিয়া আপনাকেও সেবা করিয়া থাকে। তবে পূর্ব্ববর্ত্তিব্যক্তিগণ কেবল অর্থজ্ঞ, এবং শেষোক্ত ব্যক্তিগণ পরমার্থ বিষয়ের, অর্থাৎ আপনার ভক্তি বেত্তা ॥ ৫৯॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ, আপনারই অধীন। অতএব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ সাধনের নীতি শাস্ত্র প্রয়োজন কি ? যেহেতু বৃদ্ধি, ক্ষয়, এবং স্থিতি স্বরূপ সেই চতুর্ব্বর্গ ভূপতিদিগের পরম গতি ॥ ৬০ ॥

হে প্রভো ! আপনাতে অনন্ত শক্তি বিদ্যমান আছে। অতএব সৃষ্টি, স্থিতি,

নিত্যং যত্রাস্তি ষাড়্গুণ্যং ষাড়্গুণ্যং তত্র কিং পরম্।
অথাপীচ্ছল্লোঁক রীতিং নীতিং গোবিন্দ! বিন্দসি ॥৬২॥
নৃপাণাং তাপনির্ব্বাণং নির্ম্মাণং তস্য চ ক্রতোঃ।
দ্বয়মেতৎ পুরা কার্য্যং কার্য্যং নানা বিহায় চ ॥৬৩॥
জরাসন্ধবধাদেব দেব! স্যাদ্দ্বয়মেব নঃ।
রাজ্ঞাং মুক্তিস্তথা যুক্তির্দ্দিগ্‌জয়াদ্‌যজ্ঞনির্ম্মিতৌ ॥৬৪॥

শক্তয়ঃ সাস্ত; তত্র তিস্রঃ শক্তয়ঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপাঃ কা গণ্যাঃ, তথাপি হে নাথ! কুতুকাৎ, মন্ত্রিণাং কর্ম্মণি ষষ্ঠী। মন্ত্রিণোঽপি নাথসে প্রার্থয়সি ॥ ৬১ ॥

কিঞ্চ,যত্র ত্বয়ি নিত্যং ষাড়্গুণ্যং"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগমিতীঙ্গনে"ত্যুক্তং। দ্বিতীয়ং ষাড়্গুণ্যং যথা "সন্ধির্না বিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়ঃ। ষড়্গুণা" ইতি। হে গোবিন্দ! অথাপি তথাপি লোকরীতিমিচ্ছন্ স্থাপয়ন্ নীতিং বিন্দসি লভসে ॥ ৬২ ॥

অধুনা মন্ত্রণাং নির্ণয়তি—নৃপাণামিতি। নৃপাণাং জরাসন্ধকারাগাররুদ্ধানাং তাপনির্ব্বাণং রোধনমোচনেন দুঃখখণ্ডনং তস্য রাজসূয়স্য নির্ম্মাণং রচনং নানা কার্য্যং বিহায় পুরা অগ্রে এতদ্দ্বয়ং কার্য্যম্ ॥ ৬৩ ॥

তত্র ফলিতং বর্ণয়তি—জরেতি। হে দেব! জরাসন্ধবধাদেব নোঽস্মাকং দ্বয়মেব স্যাৎ। তদ্দ্বয়ং পরিচায়য়তি—রাজ্ঞামিতি। যজ্ঞনির্ম্মিতৌ তথা দিগ্‌জয়া যস্যাঃ সা যুক্তিঃ ॥ ৬৪ ॥

ও প্রলয় রূপা এই তিনটি শক্তি আপনাতে গণ্য হইতে পারে না। তথাপি কৌতুক করিয়া আপনি অমাত্যদিগকে প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ছয় প্রকার গুণ (ঐশ্বর্য্য) নিয়তই—আপনাতে বিদ্যমান আছে। অতএব আপনাতে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ এবং আশ্রয় এই ষড়্গুণ থাকাতে কি আর উৎকর্ষ বাড়িয়াছে। হে শ্রীকৃষ্ণ! তথাপি আপনি লৌকিক রীতি স্থাপন করিতে এইরূপ নীতি অবলম্বন করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

অগ্রে আমি সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া জরাসন্ধ-বদ্ধ ভূপতিদিগের কারা মোচনপূর্ব্বক দুঃখখণ্ডন এবং রাজসূয়-যজ্ঞের নির্ম্মাণ, এই দুই কার্য্য করিব ॥ ৬৩ ॥

হে নাথ! এক জরাসন্ধকে বধ করিতে পারিলেই আমাদের দুই কার্য্য

যথা দোষাকরস্যেন্দোশ্ছিন্দন্ পক্ষদ্বয়ং মুহুঃ ।
ছিনত্ত্যতিক্রমং ভাস্বান্মাগধস্য ভবাংস্তথা ॥৬৫॥
ব্যক্তং স্বেন মুহুস্ত্যক্তং নহ্যমানং প্রসহ্য তম্ ।
হন্ত ! হন্তব্যতাং নেতুং ভবান্ যায়ান্ন যোগ্যতাম্ ॥৬৬॥
স যজ্ঞো জিতদিক্‌চক্রদিক্‌চক্রজয়িনাং ক্রিয়া ।
যিযক্ষূন্ পাণ্ডবানেব দেব ! তত্তত্র বর্ত্তয় ॥৬৭॥
তেষাং ভীমঃ সদেহাস্তি হাস্তিনাযুতশক্তিকঃ ।
জিগীষেদ্দ্বৈরথেনৈব নৈব সৈন্যেন যশ্চ তম্ ॥৬৮॥

কিঞ্চ, ভাস্বান্ সূর্য্যঃ যথা দোষাকরস্য রাত্রিজনকস্য চন্দ্রস্য পক্ষদ্বয়ং মুহুঃ ছিন্দন্ শুক্লকৃষ্ণ-ভেদেন দ্বিধা কুর্ব্বন্ অতিক্রমং প্রভাবং ছিনত্তি, তথা ভবান্ দোষাকরস্য মাগধস্য জরাসন্ধস্যাতি-ক্রমং প্রভাবং ছিনত্তি ॥ ৬৫ ॥

কিঞ্চ, স্বেন ভবতা মুহুস্ত্যক্তং প্রসহ্য বলাৎকারেণ নহ্যমানং বধ্যমানং তং জরাসন্ধং ভবান্ হন্তব্যতাং নেতুং প্রাপয়িতুং যোগ্যতাং ন যায়াৎ ন প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৬ ॥

কিঞ্চ, হে জিতদিক্‌চক্র ! স যজ্ঞো রাজসূয়ঃ দিক্‌চক্রজয়িনাং ক্রিয়া ; তত্তস্মাৎ হে দেব ! যিযক্ষূন্ যষ্টুমিচ্ছন্ পাণ্ডবান্ তত্র রাজসূয়ে বর্ত্তয় প্রবর্ত্তান্ কুরু ॥ ৬৭ ॥

কিঞ্চ, ইহ বিষয়ে তেষাং পাণ্ডবানাং মধ্যে হাস্তিনাযুতশক্তিকঃ হস্তিনাং সমূহো হাস্তিন স্তস্য

সিদ্ধ হইবে। প্রথম, জরাসন্ধের বিনাশে কারারুদ্ধ ভূপতিগণের কারা মোচন, দ্বিতীয়, তাহা হইলে রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দিগ্‌বিজয়ের যুক্তি ॥ ৬৪ ॥

যেরূপ ভগবান্ সূর্য্য দোষাকার, অর্থাৎ রাত্রি জনক চন্দ্রের শুক্ল এবং কৃষ্ণ ভেদে দুইপক্ষ বারংবার দ্বিধা করিয়া প্রভাব ছেদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি দোষাকর, অর্থাৎ দোষের আস্পদ স্বরূপ মগধ দেশাধিপতি জরাসন্ধের প্রভাব ছেদন করিবেন ॥ ৬৫ ॥

অপিচ, আপনি যাহাকে বারংবার প্রকাশ্যে পরিত্যাগ করিয়াছেন, হায় ! এখন কিছুতেই আপনি তাহাকে বধ করিতে পারিবেন না ॥ ৬৬ ॥

হে প্রভো ! আপনি দিঙ্‌মণ্ডল জয় করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা দিঙ্-মণ্ডল জয় করেন, রাজসূয় যজ্ঞ তাঁহাদেরই কার্য্য। হে দেব ! এই কারণে যোগাভিলাষী পাণ্ডবদিগকে আপনি প্রবর্ত্তিত করুন ॥ ৬৭ ॥

এই বিষয়ে পাণ্ডবদিগের মধ্যে যে ভীম আছেন, তিনি সর্ব্বদাই দশ সহস্র

(ক) ভাগবতীয়দশমে এক সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ দ্রষ্টব্যঃ।

অক্ষৌহিণীশতযুজা তেন যুদ্ধে তু তদ্‌যুজাম্ ।
রাজসূয়ং রাজনাশান্নাশাবদ্ধং চ সিধ্যতি ॥৬৯॥

যদযুতং দশসহস্রং তস্য শক্তিরিব শক্তির্যস্য স সদা অস্তি দ্বৈরথেনৈব একাকিনৈব জিগীষেৎ জেতুমিচ্ছাং করোতু, নৈব সৈন্যেন সেনাসমূহেন শ্রীভাগবতানুসারাৎ অক্ষৌহিণীশতে-নেত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

তদেব দর্শয়তি—অক্ষৌহিণীতি। যুদ্ধে অক্ষৌহিণীশতযুজা তেন সৈন্যেন যুজং যুক্তং তস্মাদ্রাজসূয়ং রাজনাশাৎ সিধ্যতি ন কেবলমাশয়া বদ্ধঃ সিধ্যতি ॥ ৬৯ ॥

হস্তি সমূহের শক্তি ধারণ করিয়া থাকেন। অথচ ভীম একাকীই সেই জরাসন্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয় করিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। ভীমসেনের সৈন্যদ্বারা জয়াভিলাষী হইবার প্রয়োজন করে না ॥ ৬৮ ॥

অতএব শত অক্ষৌহিণী (ক) যুক্ত সৈন্যদ্বারা সেই রাজাকে বিনাশ করিলেই শত অক্ষৌহিণীযুক্ত রাজসূয়-যজ্ঞ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু আশাদ্বারা বদ্ধ রাজসূয়-যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না ॥ ৬৯ ॥

(ক) অক্ষৌহিণী—

একেভৈকরথা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা।
পত্ত্যঙ্গৈস্ত্রিগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরম্।
সেনামুখং গুল্মগণৌ বাহিনী পৃতনা চমূঃ।
অনীকিনী দশানীকিন্যক্ষৌহিণ্যথ সম্পদি। (অমরঃ)

পদাতি—		অশ্ব—		হস্তী—		রথ—
৫	×	৩	×	১	×	১ = পত্তি
১৫	×	৯	×	৩	×	৩ = সেনামুখ
৪৫	×	২৭	×	৯	×	৯ = গুল্ম
১৩৫	×	৮১	×	২৭	×	২৭ = গণ
৪০৫	×	২৪৩	×	৮১	×	৮১ = বাহিনী
১২১৫	×	৭২৯	×	২৪৩	×	২৪৩ = পৃতনা
৩৬৪৫	×	২১৮৭	×	৭২৯	×	৭২৯ = চমূ
১০৯৩৫	×	৬৫৬১	×	২১৮৭	×	২১৮৭ = ১০ অনীকিনী
১০৯৩৫০	×	৬৫৬১০	×	২১৮৭০	×	২১৮৭০ = অক্ষৌহিণী

জরাসন্ধবধো ধীমন্ ! ভীমসেনেন সিধ্যতি ।
কিন্তু ত্বৎপ্রেরণাতন্ত্রো মন্ত্রোঽয়ং ময়কা যথা ॥৭০॥
বলবান্ ভীমসেনঃ স্যান্মন্ত্রবান্ পুনরুদ্ধবঃ ।
ইতিপ্রসিদ্ধতাদম্ভাত্তত্তদারম্ভতা তব ॥৭১॥
ত্বাং বিনা কোটিকটকান্মন্ত্রতন্ত্রায়ুধাদপি । (ক) ।
স নান্যতন্ত্রঃ স্যাদ্‌যদ্বদাত্মা যন্তারমন্তরা ॥৭২॥

তত্র জরাসন্ধস্য সর্ব্বভূজাং প্রধানত্বাৎ তস্য নাশেন তৎ সিদ্ধ্যেদিত্যভিপ্রেত্যাহ—জরেতি । হে ধীমন্নিতি স্নেহেন সম্বোধনং । নতু ভগবদ্বুদ্ধ্যা, কিন্তু মন্ত্রোঽয়ং ত্বৎপ্রেরণাতন্ত্রঃ তব প্রেরণাধীনঃ যথা যথাবৎ ময়কা নিবেদিত ইতি শেষঃ ॥ ৭০ ॥

সাম্প্রতি ভবেয়ং প্রার্থনা এতদর্থমিতি নিবেদয়তি—বলবানিতি। ইতিপ্রসিদ্ধতাদম্ভাৎ প্রসিদ্ধতায়াং যৎ ছলং তৎ প্রাপ্য তব তত্তদারম্ভতা মন্ত্রণাদিরূপা ॥ ৭১ ॥

তত্তৎ ত্বদীচ্ছয়ৈব সিদ্ধ্যেন্নান্যপ্রকারেণেতি বর্ণয়তি—ত্বাং বিনেতি। কোটিকটকাৎ কোটিসৈন্যাৎ মন্ত্রতন্ত্রাভ্যামায়ুধাদস্ত্রাদপি স অন্য তন্ত্রো হেতুযত্র জরাসন্ধবধো ন স্যাৎ যদ্বৎ আত্মা দেহো যন্তারমন্তর্যামিণমন্তরা বিনা ন স্যাৎ ন চেষ্টাবান্ ভবতি ॥ ৭২ ॥

উদ্ধব স্নেহপূর্ব্বক (কিন্তু ভগবদ্বুদ্ধিতে নহে) সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ধীমন্ ! ভীমসেনদ্বারাই জরাসন্ধের বধ সম্পন্ন হইতেছে। কিন্তু আমি আপনাদের আজ্ঞানুসারে (অর্থাৎ আপনি যেরূপ মন্ত্রণা করিতে প্রেরণ করিয়াছেন) এইরূপ মন্ত্রণা নিবেদন করিয়াছি ॥ ৭০ ॥

ভীমসেন বলবান্, এবং উদ্ধব মন্ত্রণা বিষয়ে দক্ষ। এইরূপ প্রসিদ্ধ ভাবের ছল করিয়া আপনি এইরূপ মন্ত্রণাদির উপক্রম করিয়াছেন ॥ ৭১ ॥

যেরূপ দেহের নিয়ন্তা অন্তর্যামী ব্যতীত দেহ চেষ্টা করিতে পারে না, সেইরূপ আপনি ব্যতীত কোটি কোটি সৈন্য হইতে, মন্ত্রণা হইতে, শাস্ত্র হইতে ও অস্ত্র হইতে এবং অন্য কোন রূপেই জরাসন্ধের বধ সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৭২ ॥

(ক) তন্ত্রায়ুতাদপি। ইতি গৌরানন্দবৃন্দাবনপাঠঃ।

সদম্ভমপি হন্তব্যা হন্তব্যা ইতি নীতিমৎ (ক)।
তস্মাদন্যোঽপি দম্ভঃ স্যাত্তদারম্ভকৃতে কৃতে ॥৭৩॥
যস্মাদ্ব্রহ্মণ্যদেবক্রুগ্ধত্তে ব্রহ্মণ্যতামিষম্।
তস্মাদস্মাকমপি স ব্রহ্মতামিষমর্হতি ॥৭৪॥
রামাত্মনোরেব যুদ্ধং মত্বা স ত্বাপি সেনয়া।
অরুন্ধদ্দ্বন্দ্বযুদ্ধং তন্ন বুদ্ধং তস্য দুর্ম্মতেঃ ॥৭৫॥

তত্রান্যোঽপি মন্ত্রোঽস্তি তং নিশময়েত্যাহ—সদম্ভমিতি। হন্তব্যাঃ শত্রবঃ সদম্ভং সকপটং যথা স্যাত্তথা হন্তব্যা ইতি বাক্যং নীতিমৎ নয়যুক্তং, তস্মাৎ হন্তব্যা ইতি হেতোঃ তদারম্ভকৃতে জরাসন্ধবধার্থং কৃতে বিহিতে কার্য্যে অন্যোঽপি দম্ভঃ স্যাৎ বিদ্যতে ॥ ৭৩ ॥

দম্ভপরিপাটীং দর্শয়তি—যস্মাদিতি। ব্রহ্মণ্যদেব ত্বাং দ্রুহ্যতি অতঃ জরাসন্ধো ব্রহ্মণ্যতায়া মিষং ছলং ধত্তে তস্মাদস্মাকমপি স দম্ভো ব্রহ্মণ্যতামিষং বিপ্রতারূপং ছলমর্হতি ॥ ৭৪ ॥

কিঞ্চ, রামাত্মনোঃ রামস্য বলভদ্রস্য আত্মন স্তবচ সম্বন্ধে স জরাসন্ধো যুদ্ধং মত্বা সেনয়া ত্বা ত্বামপি অরুন্ধৎ মথুরায়াং রোধয়ামাস, তত্তস্মাৎ তস্য দুর্ম্মতের্দ্বন্দ্বযুদ্ধং ন বুদ্ধং ন জ্ঞাতং। দ্বন্দ্বযুদ্ধজ্ঞানসত্ত্বে ন রুদ্ধবানিতি ভাবঃ ॥ ৭৫ ॥

বধযোগ্য শত্রুদিগকে ছল করিয়া বিনাশ করিবে। এইরূপ বাক্য নীতি-গর্ভ বলিয়া বিখ্যাত। যদি শত্রুদিগকে বধ করাই উচিত হইল, তখন জরাসন্ধের বধের নিমিত্ত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে অন্য প্রকারও ছল আছে ॥ ৭৩ ॥

যখন সেই জরাসন্ধ ব্রহ্মণ্যদেবের (অর্থাৎ আপনার) উপরে হিংসা করিয়া ব্রহ্মণ্যভাবের ছল প্রকাশ করিতেছে, তখন আমাদিগেরও সেই ছল, ব্রাহ্মণ-ভাবের ছল গ্রহণ করিতে উপযুক্ত ॥ ৭৪ ॥

কৃষ্ণ এবং বলরামের সহিত যুদ্ধ করা উচিত বিবেচনা করিয়া জরাসন্ধ, সেনা সমভিব্যাহারে আপনাকেও রোধ করিয়াছিল, অর্থাৎ আপনার মথুরাপুরী আক্রমণ করিয়াছিল। অতএব সেই দুর্ম্মতির দ্বন্দ্বযুদ্ধ জ্ঞান ছিল না বলিতে হইবে। যদি সে দ্বন্দ্বযুদ্ধ জানিতে পারিত, তাহা হইলে কখনো দুরাত্মা মথুরা আক্রমণ করিত না ॥ ৭৫ ॥

(ক) নীতিমতাং ঈদৃক্ শব্দঃ প্রাদুর্ভূতঃ। ইতি শব্দঃ প্রাদুর্ভাবার্থেঽব্যয়া ভাবঃ। শব্দা-প্রাদুর্ভাবাভাবযোগপদ্যেষ্বনেকধা। ইতি বোপদেবঃ। আ।

যদ্যসৌ সত্যতাতত্যাদ্দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রপদ্যতে।
সত্যতাং বিপ্রতাগত্যা বিপ্রলব্ধিং তদার্হতি ॥৭৬॥
তস্মাদমুং বিপ্রলব্ধং কুরুতাদ্বিপ্রতামিষাৎ।
ভীমং ভীমং বিধায়াগ্রে জিষ্ণুস্ত্বং জিষ্ণুনা সহ ॥ ইতি ॥৭৭॥
কিম্বহুনা ? সর্ব্ব এব যোদ্ধারো বোদ্ধারো বা ত্বামন্বেবেতি লীলামাত্রং তত্তদিতি ॥৭৮॥

কিঞ্চ, অসৌ জরাসন্ধো যদি সত্যতাততত্যাৎ সত্যতায়া আততত্যাৎ লোকে প্রকাশনাৎ দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রপদ্যতে, তদা বিপ্রতামত্যা অস্মাকং বিপ্রতাবুদ্ধ্যা সত্যতাং সত্যস্য ভাবো যত্র তাং বিপ্রলব্ধিং প্রতারণাং অর্হতি॥ ৭৬ ॥

নিগময়তি—তস্মাদিতি। দম্ভতাস্বীকারস্য যোগ্যত্বাৎ বিপ্রতামিষাৎ বিপ্রত্বচ্ছলাদমুং জরাসন্ধং বিপ্রলব্ধং প্রতারিতং কুরুতাৎ। ভীমং শত্রূণাং ভয়ঙ্করং ভীমং অগ্রে বিধায় জিষ্ণুনা অর্জ্জুনেন সহ ত্বং জিষ্ণুর্জয়শীলো ভব ইতি ॥ ৭৭ ॥

মন্ত্রণাং সমাপয়তি—কিং বহুনেতি। বোদ্ধারো মন্ত্রবিদঃ ত্বামনু ত্বামাশ্রিত্যৈব বর্ত্তন্তে ইতি হেতো স্তত্তৎলীলামাত্রমিতি ॥ ৭৮ ॥

যদ্যপি জরাসন্ধ, এই সত্যঘটনা জগতে প্রকাশিত হইবে বলিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিত, তাহা হইলে বিপ্রতাবোধে আমাদের নিকট হইতে সত্যভাবপূর্ণ প্রতারণা প্রাপ্ত হইত ॥ ৭৬ ॥

অতএব এক্ষণে কপটতা স্বীকার করা আমাদের উপযুক্ত হইয়াছে। তাহার পর ব্রাহ্মণের ছল অর্থাৎ বেশ ধারণ করিয়া আপনি জরাসন্ধকে বঞ্চিত করুন। শত্রুদিগের ভয়ঙ্কর ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া, আপনি অর্জ্জুনের সহিত জয়ী হৌন ॥ ৭৭ ॥

অধিক আর কি বলিব, সমস্ত যোদ্ধা এবং সমস্ত মন্ত্রকুশল তত্ত্বংবিজ্ঞগণ আপনাকে অবলম্বন করিয়াই বিদ্যমান আছেন। অতএব তত্তৎবিষয় কেবল মাত্র লীলার পরিচয় ॥ ৭৮ ॥

শ্রীব্রজরাজ উবাচ।—ততস্তত: ?॥

দূতাবূচতুঃ—

তে সর্ব্বে সর্ব্বতোভদ্রমুদ্ধবস্য মতং তদা।

আনর্চ্চুর্ব্বেদভণিতং যথা ধর্ম্মাদিতৎপরাঃ॥ ইতি ॥৭৯॥

অথ ব্রজস্থেষু ভিন্নমর্ম্মণা কৃষ্ণকরণীয়তাদৃশদুষ্করকর্ম্মণা লব্ধচিন্তাবস্থেষু সান্ত্বনার্থমাগন্তুকঃ কশ্চিদ্বিপশ্চিদুবাচ—সেয়ং স্বপ্রভোর্ভাবং প্রভাবমপি বিজ্ঞাতুস্তস্য মন্ত্রজ্ঞতাতদ্বিজ্ঞানাং শ্লাঘামেব দ্রাঘীয়সীং করোতি ॥৮০॥

অত: শ্রীব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ—তে ইতি। সর্ব্বে সভ্যা উদ্ধবস্য সর্ব্বতো ভদ্রং মতমানর্চ্চুঃ অর্চ্চিতবন্তঃ; যথা ধর্ম্মাদিতৎপরা বেদেন ভণিতং কথিতং সম্মানয়ন্তি ॥ ৭৯ ॥

তদেবং নিশম্য ব্রজস্থানাং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিপদ্যেন। ভিন্নং মর্ম্ম যেন তেন কৃষ্ণকরণীয়তাদৃশদুষ্করকর্ম্মণা। কৃষ্ণেন করণীয়ং কৃষ্ণকরণীয়ন্তচ্চ তৎ তাদৃশদুষ্করকর্ম্মচেতি তেন লব্ধা চিন্তাবস্থা যেষাং তেষু আগন্তুকঃ বিপশ্চিৎ জ্ঞানী উবাচ। স্বপ্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবং প্রভাবমপি বিজ্ঞাতুস্তস্যোদ্ধবস্য সেয়ং মন্ত্রজ্ঞতাতদ্বিজ্ঞানাং ভাবপ্রভাববিজ্ঞানাং শ্লাঘামেব দ্রাঘীয়সীং দীর্ঘতরাং করোতি অত স্তত্র চিন্তা ন কর্ত্তব্যেতি ॥ ৮০ ॥

শ্রীব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, তারপর, যেরূপ ধর্ম্ম কর্ম্মাদির অনুষ্ঠাতা মহাত্মাগণ বেদোক্ত বিষয়ের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ তৎকালে সেই সমস্ত সভাগণ,উদ্ধবের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলজনক মতের প্রশংসা করিয়াছিলেন ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যে, ঐরূপ দুষ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা নিতান্ত মর্ম্মভেদী। এই কর্ম্মদ্বারা ব্রজবাসিব্যক্তিগণ চিন্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলে আগন্তুক কোন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন। উদ্ধবই কেবল নিজপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের ভাব এবং প্রভাব অবগত আছেন। সুতরাং উদ্ধবের এইরূপ মন্ত্রজ্ঞতা শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্তি এবং ঐশ্বর্য্য-বেত্তা ব্যক্তিদিগের প্রশংসা কেবল সাতিশয় দীর্ঘ করিতেছে। অতএব সেই বিষয়ে আপনারা চিন্তা করিবেন না ॥ ৮০ ॥

ব্রজরাজ উবাচ।—ততস্ততঃ ? ॥

দূতাবূচতুঃ।—

তদেতৎপর্য্যন্তং পর্য্যালোচ্য ভাবিনমর্থং সব্যামোহমনুশোচ্য তাবেতাবাজগ্মিব। অন্যৌ তু শেষং বিশেষবৃত্তমাদায়াগচ্ছন্তাবেব স্তঃ ॥৮১॥

তদেবং সমাপ্য মধুকণ্ঠ উবাচ।—

পূর্ব্বং যদ্বিরহেণ গোপনৃপতে! পুত্রস্য যূয়ং গতা
দূনত্বং স্মৃতিসঙ্গতেঽপ্যনুপদং তত্রাহনুতপ্যামহে।
তদ্দূরেঽস্ত্বধুনা নবাম্বুদরুচিঃ পীতাংশুকশ্চন্দ্রকী
বংশীপাণিরুদেতি হন্ত! তদপি ত্বং তেন সন্তপ্যসে
ইতি ॥৮২॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ—তদেতদিতিগদ্যেন। ভাবিনমর্থং জরাসন্ধবধায় তত্র গমনং সব্যামোহং সব্যাকুলমনুশোচ্য তাবেব দূতৌ আজগ্মিব আগতবন্তৌ অন্যৌ দূতৌ আদায় গৃহীত্বা আগতাবেব ॥ ৮১ ॥

তদেবং সমাপ্য মধুকণ্ঠো যদবোচত্তদ্বর্ণয়তি—পূর্ব্বমিতি। হে গোপনৃপতে! যৎ পূর্ব্বং পুত্রস্য বিরহেণ যূয়ং দূনত্বং গতাঃ তত্র স্মৃতিসঙ্গতেঽপি অনুপদং প্রতিক্ষণং বয়মনুতপ্যামহে অধুনা তৎ অনুতপনং দূরেঽস্তু, যতো চন্দ্রকী ময়ূরপিচ্ছবিশিষ্ট এবম্ভূতঃ শ্রীকৃষ্ণ উদেতি প্রাকট্যং প্রাপ্নোতি। হন্তেতি খেদে। তদপি তথাপি তেন বিরহেণ ত্বং সন্তপ্যসে সন্তপ্তো ভবসি ইতি এতৎ কিমিতি ॥ ৮২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিল, এই পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া, ব্যাকুলতার সহিত ভাবী অর্থ, অর্থাৎ জরাসন্ধকে বধ করিতে তথায় যাইবার জন্য অনুতাপ করিয়া এই দূতদ্বয় আগমন করিয়াছে অন্য দুই জন দূত অবশিষ্ট বিশেষ সম্বাদ লইয়া এই আগমন করিতেছে ॥ ৮১ ॥

এইরূপে বাক্য সমাপন করিয়া মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিল। হে গোপরাজ! পূর্ব্বে আপনারা পুত্রের বিরহে যে সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বিরহ স্মৃতিপথে উদিত হইলেও আমরা অনুক্ষণ অনুতপ্ত হইয়া থাকি, সে অনুতাপ এখন

তদেবং ব্রজদেবং প্রতি সুখমাধায় শ্রীরাধামাধব-সভায়ামপি তদিদং ভাসয়ামাস ॥৮৩॥

ভক্তা বঃ পূর্ব্বমাসন্ বৃষরবিদুহিতস্তে ভবিষ্যন্তি চান্যে
সন্ত্যেকে চ স্ফুটন্তু স্ফুরতি পরমসাবুদ্ধবঃ সর্ব্ববুদ্ধঃ।
সোঽয়ং তত্রাপি যুষ্মান্ যদুবর-সদসি স্মারয়ন্ যাদবেন্দ্রং
গায়ন্তীত্যাদিপদ্যং কিল ভবদভিধাযুক্তমুক্তঞ্চকার ॥৮৪॥

তদেবং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। সুখমাধায় স্থাপয়িত্বা তদিদং পরত্র বক্তব্যং কথিতবান্ ॥ ৮৩ ॥

তত্র স যদবদত্তদ্বর্ণয়তি—ভক্তা ইতি। হে বৃষরবিদুহিতঃ! শ্রীরাধিকে! পূর্ব্বং বো যুষ্মাকং তে প্রসিদ্ধাঃ প্রহ্লাদাদয়ঃ ভক্তা আসন্, অন্যে যে ভবিষ্যন্তি জয়দেবাদয়ঃ একে কৌন্তেয়াঃ সন্তি স্ফুটন্তু অসৌ উদ্ধবঃ সর্ব্ববুদ্ধঃ সর্ব্বেভ্যঃ বুদ্ধো জ্ঞাতঃ পরমতিশয়ং স্ফুরতি। তত্র হেতুর্যোঽয়মুদ্ধব স্তত্রাপি দ্বারকায়াং যদুসভায়াং যাদবেন্দ্রং শ্রীকৃষ্ণং যুষ্মান্ স্মারয়ন্ গায়ন্তীত্যাদিপদ্যং ভবতীনামভিধা নাম তয়া যুক্তং উক্তং কর্ণগোচরঞ্চকার ॥ ৮৪ ॥

দূরে থাক। নবঘনকান্তি, পীতাম্বর, ময়ূরপুচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণ বংশী হস্তে করিয়া প্রকাশিত হইতেছেন; হায়! তথাপি আপনি সন্তপ্ত হইতেছেন ॥ ৮২ ॥

এই প্রকারে ব্রজদেশের উদ্দেশে সুখ উৎপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকার সভাতেও এইরূপ কথা বলিতে লাগিল ॥ ৮৩ ॥

হে বৃষভানুনন্দিনি! পুরাকালে আপনাদের (ধ্রুব প্রহ্লাদপ্রভৃতি) বিখ্যাত ভক্ত ছিল। ভবিষ্যতে (জয়দেবাদি) ভক্তগণ জন্মগ্রহণ করিবেন। এবং এক্ষণে কুন্তীতনয় পাণ্ডবেরা ভক্ত হইয়া বিদ্যমান আছেন। কিন্তু ঐ উদ্ধব স্পষ্টই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক জ্ঞানবান্ হইয়া নিতান্ত বিরাজ করিতেছেন। তদ্বিষয়ে কারণ এই যে,—এই উদ্ধব দ্বারকাপুরীতে, যদুসভার মধ্যে তোমাদের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে স্মরণ করাইয়া, তোমাদের নাম চিহ্নিত "গায়ন্তি" ইত্যাদি শ্লোক কর্ণগোচর করিয়াছিলেন ॥ ৮৪ ॥

তথাহি।—

"গায়ন্তি তে বিশদকর্ম্ম গৃহেষু দেব্যো
রাজ্ঞাং স্বশত্রুবধমাত্মবিমোক্ষণঞ্চ।
গোপ্যশ্চ কুঞ্জরপতের্জ্জনকাত্মজায়াঃ
পিত্রোশ্চ লব্ধশরণা মুনয়ো বয়ঞ্চ" ॥

অস্যার্থঃ।—

সর্ব্বে ভক্তাস্তাবত্তব সর্ব্বক্ষণং দুষ্টহননভক্তরক্ষালক্ষণং বিশদকর্ম্ম গায়ন্তি তত্র প্রস্তুতমবধীয়তামিত্যাহ।—

গায়ন্তীতিপদামুত্থাপ্য স্বয়ং ব্যাখ্যাতি—অস্যার্থ ইতি। বিশদং নির্ম্মলং কর্ম্ম অবধীয়তাং চিত্তে স্থিরীক্রিয়তাং। দেব্যঃ কৃতাভিষেকা মহিষ্যঃ শত্রুজীবনমোক্ষং শত্রোঃ সকাশাৎ জীবনস্য মোক্ষং বিরহাৎ আত্মমোক্ষণঞ্চ তচ্চ দ্বিবিধমোক্ষণঞ্চ। তত্রচ সামান্যতাং ত্রাণকারিতাং আরোপ্য গোপ্যন্তরাণি শ্রীরাধাদীনি গোপ্যশ্চ গতক্ষণগতমপি গতঃ ক্ষণকালমানং যস্য তচ্চ তৎ গতঞ্চেতি

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত দশমস্কন্ধীয় ৭১ অধ্যায়ে ৯ম সংখ্যক "গায়ন্তি তে" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা রাজপত্নীগণ নিজ গৃহে আপনার বিশদ কর্ম্ম গান করিতেছেন। অর্থাৎ নিজ শত্রুর বধ ও তাহা হইতে আত্ম মোচন। অপিচ গোপীগণ ও কুম্ভীর হইতে গজেন্দ্রের এবং রাবণ হইতে সীতার মুক্তি গান করিতেছেন। শরণাপন্ন মুনিগণ এবং আমরা (উদ্ধবাদি) কংস হইতে বসুদেব দেবকীর মোক্ষ গান করিতেছি। এক্ষণে গ্রন্থকার উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য নিজেই "অস্যার্থঃ" (ইহার অর্থ) বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যথা—

সমস্ত ভক্তগণ আপনার দুষ্ট দমন এবং শিষ্ট পালনরূপ নির্ম্মল কর্ম্মের গান করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে প্রকৃত বিষয় চিত্তে স্থির করুন,—কৃতাভিষেকা মহিষীগণ, গৃহে অবস্থান করিয়াও আপনার উদ্দেশে দৈন্য প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা শত্রুর নিকট হইতে স্ব স্ব পতিদিগের জীবনের উদ্ধার এবং বিরহ হেতু আত্মমোচন, এই দ্বিবিধ মুক্তিরই গান করিয়া থাকেন। তাহাও যেন দৃষ্টান্ত করিয়া, তদ্বিষয়ে সামান্য ভাব অর্থাৎ ত্রাণ করিবার ভাব

গৃহেম্বৰস্থিত্বাপি স্বাস্মদ্দিশ্য দৈন্যমাবিশ্য চার্থয়মানা দেব্যঃ স্বপতীনাং নৃপতীনাং স্বশত্রুজীবনমোক্ষং চ গায়ন্তি, তত্র দৃষ্টান্তমিব কুর্ব্বংস্তত্রেচ সামান্যতামারোপ্য গোপান্তরাণি সঙ্গোপ্য বিশিষ্টমপি নিজাভীষ্টং বিজ্ঞাপয়তি। গোপ্যশ্চ স্বশত্রোঃ শঙ্খচূড়স্য বধং তদ্ধস্তাদাত্মবিমোক্ষণং চ গতক্ষণগতমপি সম্প্রতি ভবদুদ্ভবভবদ্বিরহশত্রুবধাদ্যাশাবিধানবাধয়া গায়ন্তি। অথ তদ্দ্বয়রক্ষামেব দ্রঢ়য়তি—“কুঞ্জরপতেরিত্যাদিনা”। তব জন্মাদি (ক) তেষাং তয়োর্দ্বয়ং বয়ং গায়ামঃ,তাসাং তাসাং পুনর্জন্মপ্রকাশায়ামেব তত্তদাশায়াং গাস্যাম ইত্যতঃ পূর্ব্বাসামিব পরাসামপি সা তদ্বিধা বিধাতব্যেতি। যথা চ গজেন্দ্রস্য লক্ষ্মীরণা জনা

চিরকালীনমপি ভবতঃ সকাশাৎ উদ্ভবো যো বিরহ স এব শত্রুঃ তস্য বধাদি যৎ আশাবিধানং তস্য বাধয়া গায়ন্তি তদ্দ্বয়রক্ষাং দেবীনাং রাজ্ঞাংচ রক্ষাং তব জন্মাদী [illegible] ব্যাকারঃ। তেষাং তয়োর্দ্বয়ং শত্রুহননং রক্ষণঞ্চ তাসাং তাসাং দেবীনাং গোপীনাং পুনর্জন্মাদেজ্জন্মাদিলীলায়াঃ লব্ধঃ প্রকাশো যস্যা সুস্থা তত্তদাশায়ামেব সত্যাং গাস্যামঃ, অধুনা তত্তদাশয়া অনিষ্কারিতিভাবঃ। অতো হেতোঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বাসাং দেবীনামিব পরাসাং গোপীনামপি তাদ্বশা [illegible]-

আরোপিত করত, রাধিকাপ্রভৃতি অন্যান্য গোপীদিগকে গোপনপূর্ব্বক বিশেষ গুণযুক্ত হইলেও নিজেরা অভীষ্ট বিষয় বিজ্ঞাপিত করিতেছেন।

গোপীগণও সম্প্রতি আপনা হইতে সমুদ্ভূত বিরহরূপ শত্রুর বিনাশাদি আশাকে বাধা দিয়া নিজশত্রু শঙ্খচূড়ের বধ, তাহার পরে ইদানীন্তন এবং চিরকালের জন্য হইলেও আত্মমোচনের গান করিয়া থাকেন। অনন্তর শ্লোকস্থিত “কুঞ্জর-পতি” এই পদদ্বারা দেবীদিগের রক্ষা এবং ভূপতিগণের রক্ষা, এই দ্বিবিধ রক্ষাই দৃঢ়রূপে সমর্থন করিতেন। তাহারা তোমার বিভিন্ন জন্মের কথাও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাহাদের সেই দুইটি অর্থাৎ শত্রুবধ এবং রক্ষা, আমরা গান করিয়া থাকি। সেই সকল রাজমহিষী এবং গোপীদিগের পুনর্ব্বার জন্মাদিলীলা হইতে তত্তৎবিষয়ের আশা প্রকাশিত হইলে আমরা গান করিব। কারণ

(ক) জন্মান্তরজন্মাদি। ইতি গৌড়ীয়পুস্তকপাঠঃ।

জনকাত্মজায়াশ্চ মুনয়ঃ স্বশত্রুবধাদিকং গায়ন্তি, পিত্রোঃ শ্রী-দেবকীবসুদেবয়োস্তত্তচ্চ বয়ং যদবো গায়ামস্তথেতি ॥ ৮৫ ॥

অথ মধুকণ্ঠঃ সমাপনমাহ স্ম—॥ ৮৬ ॥

তদেতৎ প্রাচীনং কথিতামহ বৃত্তং মুরারিপো-
রভূদ্দুঃখং যস্মিন্ বিরহময়মাভীরসুদৃশাম্ ।
ইদং পশ্যাদ্য শ্বঃ প্রকটমিব ভাতি স্ফুটমথা-
প্যমুং সম্ভোগাখ্যপ্রমদমথ পুষ্ণদ্বিলসতি ॥ ৮৭ ॥

বিধাতব্যা কর্ত্তব্যেতি। লব্ধশরণাঃ লব্ধং শরণং যৈ স্তে, জনকাত্মজায়াঃ শ্রীসীতায়াঃ তত্তচ্চ স্বশত্রুবধাদিকং কারাগারান্মোচনঞ্চ ॥ ৮৫ ॥

প্রসঙ্গং সমাধত্তে—অথেতিগদ্যেন ॥ ৮৬ ॥

তৎ সমাপনবাক্যং বর্ণয়তি—তদেতদিতি। মুরারিপোস্তদেতৎ প্রাচীনং বৃত্তং, ইহ সময়ে কথিতং যস্মিন্ বৃত্তে আভীরসুদৃশাং গোপীনাং বিরহময়ং দুঃখমভূৎ। ইদং পশ্য, অদ্য শ্বঃ স্ফুটং প্রকটমিব দুঃখং ভাতি। অথাপি তথাপীদং সম্ভোগাখ্যপ্রমদং পুষ্ণৎ বিলসতি, "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে" ইতি রসশাস্ত্রাৎ ॥ ৮৭ ॥

এই, এক্ষণে তত্তৎবিষয়ের আশা অসদ্ধ। এই হেতু পূর্ব্বে রাজমহিষীদিগের ন্যায় গোপীদিগেরও ঐরূপ দুঃখ-শান্তি করিতে হইবে। যথা:—শরণাপন্ন লোকগন গন্ধেন্দ্রের মুনিগণ জানকীর নিজশত্রুবধাদির বিষয় গান করিয়া থাকেন। বসুদেব এবং দেবকী এই জনক জননীর তত্তৎশত্রুবধাদির বিষয় (কংসবধাদি) আমরা (অর্থাৎ উদ্ধবাদি যদুবংশীয়গণ) সেইরূপ গান করিতেছি ॥ ৮৫ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল। আমি এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ প্রাচীন ইতিহাস বলিয়াছি। এই ইতিহাসে গোপীদিগের বিরহপূর্ণ দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দেখুন, অদ্য হৌক আর পরদিনে হৌক, এই দুঃখ যেন, প্রকাশ্যে বিরাজ করিতেছে। তথাপি ঐ বিরহজনিত দুঃখ "সম্ভোগ-সুখ" নামক আনন্দকে পরিপুষ্ট করিয়া বিলসিত হইতেছে ॥ ৮৬—৮৭ ॥

তদেবং বৃত্তে বৃত্তে সর্ব্বেণ সহ কথকদ্বয়ে চ গৃহবর্ত্মানু-বৃত্তে শ্রীরাধা-গোবিন্দাবানন্দমন্দিরং বিন্দমানাবাত্মলীলামেবানু-বন্দতঃ স্ম ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু শুদ্ধসম্বিদুদ্ধব-মন্ত্রণাতন্ত্রং নাম পঞ্চবিংশং পূরণম্ ॥ ২৫ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রকরণং সমাধত্তে—তদেবমিতিগদ্যেন। বৃত্তে বৃত্তান্তে বৃত্তে গতে সতি, গৃহবর্ত্ম গৃহমার্গমনুবৃত্তে অনুগতে সতি, আত্মলীলাং সম্ভোগলীলাং অনুবিন্দতঃ স্ম লেভাতে। ৮৮ ॥

শুদ্ধসম্বিদুদ্ধবমন্ত্রণাতন্ত্রং শুদ্ধা সম্বিৎ জ্ঞানং যস্য সচাসাবুদ্ধবশ্চেতি মন্ত্রণাতন্ত্রং সিদ্ধান্তমিতি-কর্ত্তব্যতাং বা ॥

ইতি পঞ্চবিংশং পূরণম্ ॥ ০ ॥ ০ ॥

এইরূপ ঘটনা ঘটিবার পর, কথকদ্বয়, সকল লোকের সহিত গৃহপথের অনুসরণ করিলে, শ্রীরাধিকা এবং গোবিন্দ আনন্দ-মন্দির প্রাপ্ত হইয়া, কেবল-মাত্র সম্ভোগ-লীলা লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূকাব্যে বিশুদ্ধ-জ্ঞানী উদ্ধবের মন্ত্রণা-প্রয়োগ নামক পঞ্চবিংশ পূরণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশং পূরণম্

রাজসূয়ার্থমিন্দ্রপ্রস্থযাত্রা, যজ্ঞসূচনম্,
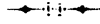
জরাসন্ধবধরাজন্যমোচনঞ্চ ।

অথ প্রাতর্ব্রজরাজযুবরাজবিরাজমানপারিষদি স্নিগ্ধকণ্ঠঃ প্রাহ স্ম ॥ ১ ॥

অপরৌ সন্দেশহরৌ সমাগম্য তদেতদবাদিষ্টাং । শ্রীব্রজরাজ ! শ্রূয়তামুদ্ধবমন্ত্রণাপরতন্ত্রতয়া নিযন্ত্রিতায়ামন্যেষাং

শ্রীমদুত্তরগোপালচম্প্বাং ষড়্‌বিংশপূরণে ।
জরাসন্ধবদ্ধরাজবৃন্দমোচনমীর্য্যতে ॥ ० ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গান্তরং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন । পারিষৎ সভা তস্যাম্ ॥ ১ ॥

তৎ স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—অপরাবিতিগদ্যেন । সন্দেশহরৌ দূতৌ অবাদিষ্টামকথয়তাং । উদ্ধবস্য যা মন্ত্রণা তস্যাঃ পরতন্ত্রয়া অধীনতয়া অন্যেষাং স্বতন্ত্রতায়াং নিযন্ত্রিতায়াং সঙ্কুচিতায়াং তত্রানুমোদমানঃ তত্রোদ্ধবমন্ত্রণায়াং অনুমোদমান আসক্তচিত্তঃ পরিকরেণ সহ বর্ত্তমানঃ সপরি-

---

ষড়্‌বিংশ পূরণে জরাসন্ধ, যে সকল ভূপতিদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ভূপতিদিগের কারামোচন বর্ণিত হইবে ॥

অনন্তর প্রভাতকালে ব্রজ-যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণদ্বারা বিরাজিত রাজসভায় স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥

তখন অন্য দুই জন বার্ত্তাবহ আগমন করিয়া এইরূপ বলিয়াছিল । হে শ্রীমন্ ! ব্রজরাজ ! আপনি শ্রবণ করুন । উদ্ধবের মন্ত্রণার অধীনতা বহন করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিগণের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইয়া আসিলে, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের মন্ত্রণায়

স্বতন্ত্রতায়াং তত্রানুমোদমানঃ শ্রীদামোদরঃ সপরিকরস্বযাত্রো-কৃতে মাত্রা নিক্রময়িতুমনুক্রময়ামাস ॥ ২ ॥

যস্য প্রথমতঃ পুরূনপি গুরূন্ প্রতি স্বমনুজ্ঞাপয়ামাস। যত্র চ নৃপতিমুগ্রসেনং কামপালকামসহায়তয়া পুরমনু স্থাপয়ন্ উগ্রসেনতয়া স্থাপয়ামাস।

ব্রহ্মসূনুমুনিং সুনিহিতপূজাসমুদায়ং বিহায়সা গচ্ছন্তং বিহায় গৃহায় নিবৃত্য প্রস্থানকৃত্যং চাতস্থে ॥ ৩ ॥

ততশ্চ—পরিচ্ছদপরিকরপরিষৎসু নির্গমকৃৎসু তদীয়-

করঃ স চাসৌ স্বশ্চেতি তস্য যাত্রাকৃতে ইন্দ্রপ্রস্থগমনায় পরিচ্ছদান্ মাত্রা নিক্রময়িতুং বহির্ভাবনায় অনুক্রময়ামাস পরিপাটীং রচয়ামাস ॥ ২ ॥

যস্য ক্রমস্য পুরূনপি গুরূন্ ভূয়িষ্ঠান্ গুরুবর্গান্ স্বমনুজ্ঞাপয়ামাস আত্মানমনুজ্ঞাপিতবান্। কামপালো বলভদ্রঃ, কামঃ প্রদ্যুম্নঃ, তৌ সহায়ৌ যস্য তদ্ভাবতয়া পুরং দ্বারকাং লক্ষীকৃত্য স্থাপয়ন্ উগ্রসেনতয়া উগ্রা অধর্ষণীয়া সেনা যস্য তদ্ভাবতয়া সংরক্ষয়ামাস। ব্রহ্মসূনুমুনিং নারদং সুনিহিতপূজাসমুদায়ং সুষ্ঠু নিহিতঃ পূজাসমুদায়ো যত্র তং বিহায়সা আকাশমার্গেণ গচ্ছন্তং বিহায় প্রেষ্য গৃহায় নিবৃত্য গৃহং পরাবৃত্য প্রস্থানকৃত্যং প্রস্থানে যৎ কার্য্যং তৎ আতস্থে আলম্বয়ামাস ॥ ৩ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতি। পরিচ্ছদা হস্তিঘোটকপতাকাদয়ঃ, পরিকরাঃ সেনা-

---

আসক্ত চিত্ত হইয়া, পরিজনবর্গের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে স্বয়ং যাত্রা করিবার জন্য, পরিচ্ছদ সকল বাহির করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ প্রণালীর প্রথমেই বহুল গুরুজনের প্রতি অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঐরূপ নিয়মে তিনি বলরাম এবং প্রদ্যুম্নের সাহায্যে ভূপতি উগ্রসেনকে দ্বারকাপুরী রক্ষণার্থ স্থাপন করিয়া ভীষণ সেনাগণের সহিত তাঁহাকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পরে ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ আকাশ পথে সমাগত হইলে তাঁহাকে উত্তমরূপে যথাবিধি পূজা করা হইল। এবং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গমনের উপযুক্ত কার্য্য অবলম্বন করিলেন ॥ ৩ ॥

অনন্তর হস্তী, ঘোটক এবং পতাকাদি পরিচ্ছদ সকল, সেনাপ্রভৃতি পরিকর

সমৃদ্ধিকলকলবৃদ্ধিভ্যাং (ক) বার্দ্ধিরপি নিহতর্দ্ধিতাং মূকতাং চ প্রাপঞ্চ। যত্র বৈজয়ন্তিকাভিচরপুরঃসরাঃ সর্ব্ব এব জঙ্ঘালা দৃষ্টা ন তু মন্থরাঃ। যত্র বন্দিজনসন্দিতা ভোগাবলয়ঃ পথি ভোগাবলয় ইব সর্ব্বেষাং মুদং দদিরে ॥ ৪ ॥

যত্র কাণ্ডীরশাক্তীকযাষ্টীকমুখশাস্ত্রিণঃ।
নৈস্ত্রিংশিকৈস্তথা পারশ্বধিকৈরন্বিতা যযুঃ ॥ ৫ ॥

দয়ঃ, পরিষদঃ সাত্যক্যাদয় স্তেষু নির্গমং কুর্ব্বৎসু তদীয়সমৃদ্ধিকলকলবৃদ্ধিভ্যাং তদীয়ানাং পরিচ্ছদাদীনাং সমৃদ্ধিকোলাহলবৃদ্ধিভ্যাং বার্দ্ধিঃ সমুদ্রোঽপি নিহতর্দ্ধিতাং নিহতা ঋদ্ধির্যস্য তদ্ভাবতাং মূকতাং স্তব্ধতাং প্রাপঞ্চ প্রাযযৌ। যত্র সমৃদ্ধৌ বৈজয়ন্তিকাভিচরপুরঃসরাঃ বৈজয়ন্তিকা ধ্বজঃ পতাকাতি তয়া সহাভিচরো গতির্যেষাং তে এব পুরঃসরা অগ্রেসরা যেষাং তে জঙ্ঘালা অতিবেগবন্তো দৃষ্টা ন তু মন্থরা মন্দগামিনঃ বন্দিজনেন সন্দিতা বদ্ধা আভোগানাং গীতপূর্ণতানাং আবলয়ঃ শ্রেণয়ো যত্র তে, যথা ভোগানাং বিভববিশেষাণাং শ্রেণয় ইব মুদং দদিরে দদুঃ ॥ ৪ ॥

তেষাং গমনে বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—কাণ্ডীরেতি কাণ্ডীরো ধনুর্দ্ধরঃ শরবিশিষ্টো বা, শাক্তীকঃ শক্তিরস্ত্রবিশেষঃ স প্রহরণমস্য সঃ। এবং যাষ্টীকঃ যষ্টির্লগুড়ঃ তন্মুখশাস্ত্রিণঃ তদাদিশস্ত্রধারিণঃ,

---

সকল, এবং সাত্যকিপ্রভৃতি পারিষদবর্গ নির্গত হইলে, পরিচ্ছদাদির ঐশ্বর্য্য এবং কলকলশব্দের বৃদ্ধিদ্বারা জলনিধিরও সমৃদ্ধি বিনষ্ট হওয়ায়, শেষে ঐ জলনিধিও মৌনাবলম্বন করিল। ঐরূপ ঐশ্বর্য্যে যে সকল লোক পতাকা লইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল, তাহাদের সকলকেই বেগগামী বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু কাহাকেও মৃদুগামী দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ ঐরূপ সমৃদ্ধি বিষয়ে, স্তবপাঠকগণ যে পরিপূর্ণভাবে সঙ্গীতের আলাপ করিতেছিল, সেই সমস্ত অত্যুচ্চ এবং তানলয় পূর্ণগম্ভীর সঙ্গীতসমূহ, পথে বৈভব শ্রেণীর মত সকলকেই আনন্দ দান করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

ঐরূপ সমারোহে ধনুর্দ্ধারী, শক্তিধারী, এবং যষ্টিধারী বীরপুরুষগণ, খড়্গধারী এবং কুঠারধারী যোদ্ধাদিগের সহিত মিলিত হইয়া গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

(ক) বারি জলং ধীয়ন্তেঽস্মিন্ বার্দ্ধিঃ সমুদ্রঃ। অনুপ্রাসপ্রসক্ততয়া বৃদ্ধিঋদ্ধিশব্দ সাহচর্য্যেণ বার্শব্দনিষ্পন্নঃ বার্দ্ধিশব্দং স্বীকৃতবান্। আপঃ স্ত্রী ভূম্নি বার্ব্বারি ইত্যমরাৎ।

বাদিত্র ধ্বজ-পত্তি-কুঞ্জর-রথ-স্ত্রীরত্ন-যানান্যন -
ক্ষুদ্রানঃ শিবিকাস্তথার্থভরভাগুষ্ট্রাদয়শ্চক্রমুঃ।
যেভ্যো দূরগতানভিন্নমবিদুঃ পূরং মহাবারিধে-
র্যেষন্তঃপতিতাস্তথা ন বিবিদুর্নির্ণীতিরুচ্চৈঃ কুতঃ॥

ততশ্চ,—

যস্মিন্ পৈতৃষ্বসেয়াঃ কুরুকুলজবরাঃ প্রীতিযাত্রানিদানং
যস্মিন্ দেবর্ষিবর্য্যা দিবি ভুবি বিদিতা বাচিকানাং নিধানম্।
প্রস্থাতুং সম্ভ্রমেঽস্মিন্ যদুকুলকলিতে কোঽহমিত্থং বিদূরে
বৃত্তং তং রাজদূতং নিকটমুপনয়ংস্তন্টুবে যস্তমীড়ে॥ ৬॥

নিস্ত্রিংশঃ খড়্গঃ তেন ব্যবহরন্তি যে তৈঃ, পরশুঃ কুঠারবিশেষঃ। তেন ব্যবহরন্তীতি তৈরন্বিতা মিলিতা গতবন্তঃ॥ ৫॥

কিঞ্চ, বাদিত্রেতি। বাদিত্রং বাদ্যং বাদিত্রঞ্চ ধ্বজশ্চ পত্তিঃ পদাতিশ্চ কুঞ্জরো হস্তীচ রথশ্চ স্ত্রীরত্নযানানিচ অনঃ শকটঞ্চ, ক্ষুদ্রানঃ ক্ষুদ্রশকটঞ্চ, শিবিকাচ অর্থভরং ভজন্তে যে উষ্ট্রাদয়ঃ তে চক্রমুঃ, যেভ্যো বাদিত্রাদিভ্যো দূরগতা জনা মহাবারিধেঃ সমুদ্রস্য পূরং প্রবাহং লক্ষীকৃত্য ভিন্নং ন বিদুঃ, তথা যেষু বাদিত্রাদিষু অন্তঃপতিতা মধ্যনিবিষ্টা ভিন্নং ন বিবিদুঃ ন জ্ঞাতবন্তঃ, অতঃ কুতঃ উচ্চৈরধিকরূপেণ নির্ণীতিঃ নির্ণয়ো ভবেৎ॥

কিঞ্চ, যস্মিন্ ইন্দ্রপ্রস্থযানে কুরুকুলজাতানাং বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পৈতৃষ্বসেয়াঃ পিতৃভগ্নীপুত্রা যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ প্রীতিযাত্রানিদানং প্রীত্যাখ্যা যাত্রা সৈব নিদানং কারণং। তথা যস্মিন্ যানে স্বর্গমর্ত্ত্যবিদিতা দেবর্ষিবর্য্যাঃ শ্রীনারদাদয়ঃ বাচিকানাং যুধিষ্ঠিরাভিপ্রায়বেদকানাং

নানাবিধ বাদ্য, পতাকা, পদাতি, হস্তী, রথ, স্ত্রীরত্ন, নানাবিধ যান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শকট শ্রেণী, শিবিকা সকল (ক), এবম্বিবিধ অর্থযুক্ত উষ্ট্রাদি সকল, দ্বারকা হইতে নির্গত হইয়াছিল। দূরবর্ত্তিজনগণ ঐ সকল বাদ্যাদি হইতে, মহাপ্রবাহের প্রবাহকেও, ভিন্ন বলিয়া জানিতে পারে নাই, এবং বাদ্যাদির মধ্যস্থিত ব্যক্তিগণও মহাসমুদ্রের প্রবাহ হইতে উহাদিগকে ভিন্ন বলিয়া জানিতে পারে নাই। অতএব কিরূপে অধিক পরিমাণে ঐ সকল বিষয়ের নির্ণয় হইতে পারিবে? ঐ ইন্দ্রপ্রস্থ

(ক) এই যাত্রায় রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণও নিজ নিজ পরিবার লইয়া গমন করেন। সুতরাং শিবিকাদির বর্ণন দৃষ্ট হয়।

যথাহি ;—

"রাজ-দূতমুবাচেদং ভগবান্ প্রীণয়ন্ গিরা ।

মা ভৈষ্ট দূত ! ভদ্রং বো ঘাতয়িষ্যামি মাগধম্" ॥

ভা ১০।৭২।১৯ ইতি ॥ ৭ ॥

বিবিধজনপদং ততঃ সমন্তা-

ন্নিজমহসা পরিষিচ্য কৃষ্ণচন্দ্রঃ ।

দ্রুতমভজত তাতভাগিনেয়-

ক্ষিতিপ-সবায় কুরুক্ষিতীশ-দেশম্ ॥ ৮ ॥

নিধানং আশ্রয়াঃ। যদুকুলকলিতে যদুকুলানাং কলিতং মিলিতং যত্র অস্মিন্ ইন্দ্রপ্রস্থগমনে প্রস্থাতুং সম্ভ্রমে অহং ক ইথং বৃত্তং বৃত্তান্তো বিদূরেঽবর্ত্তত ইতি শেষঃ। যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তং রাজদূতং নিকটমুপনয়ন্ প্রাপয়ন্ তুষ্টুবে সপ্রণয়মুবাচ তং কৃষ্ণমীড়ে স্তৌমি ॥ ৬ ॥

তৎ শ্রীভাগবতীয়পদ্যেন নির্দ্দিশতি—রাজদূতমিতি। সুগমম্ ॥ ৭ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইন্দ্রপ্রস্থপ্রবেশং বর্ণয়তি—ততঃ সর্ব্বেষাং নির্গমনানন্তরং কৃষ্ণরূপশ্চন্দ্রঃ নিজমহসা স্বীয়কিরণেন বিবিধজনপদং দেশং সমন্তাৎ পরিষিচ্য দ্রুতং শীঘ্রং তাতস্য পিতুর্যো ভাগিনেয়ো ভগিন্যাঃ কুন্ত্যাঃ পুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ তস্য সবায় যজ্ঞায় কুরুক্ষিতীশঃ সএব তস্য দেশমভজত সেবিতবান্ ॥ ৮ ॥

গমনে কৌরবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পিতৃস্বসার পুত্র (পিশতুত ভাই) যুধিষ্ঠিরাদি প্রীতিপ্রার্থনাযাত্রার কারণ হইয়াছিল ; এবং ঐ ইন্দ্রপ্রস্থ গমনে স্বর্গও মর্ত্ত্যলোকে বিখ্যাত নারদপ্রভৃতি দেবর্ষিগণ, যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায়সূচক সংবাদপ্রভৃতির মূল কারণ হইয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রাকালে যদুবংশীয়গণ একত্র মিলিত হওয়াতে, গমনের ত্বরায় "আমি কে" এইরূপ বৃত্তান্ত দূরে থাক, যে শ্রীকৃষ্ণ রাজদূতকে নিকটে আনিয়া প্রীতিপূর্ণ বাক্যে স্তব করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

যথা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাক্যদ্বারা প্রীত করিয়া রাজদূতকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—(ভাগবত ১০।৭১।১৯)। "হে দূত ! তোমাদের ভয় নাই। তোমাদের মঙ্গল হৌক। আমি মগধেশ্বর জরাসন্ধকে বধ করিব" ॥ ৭ ॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্রমা নিজের কিরণদ্বারা নানাবিধ দেশকে সম্যক্

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?।

দূতাবূচতুঃ—ততস্তমনুজ্ঞাপ্য ভবৎপদপদ্মপদমাবাভ্যামাপ্যতেস্ম। অন্যত্তু দূতদ্বয়ং তদীয়সরণ্যনুগতমাগতপ্রায়ং বর্ত্ততে ইতি ॥ ৯—১০ ॥

অথ তৎকথনানন্তরমেব তাবপি প্রথমানতদনুবন্ধাবূচতুঃ—॥ ১১ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থামুপাগাদ্বিধুরথ বিকিরন্ যদা কিরণম্।
তং বারিধিবৎ ফুল্লং তর্হ্যুপবব্রাজ তন্নগরম্ ॥ ১২ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতুস্তদ্বর্ণয়তি—তত ইতি গদ্যেন। তত স্তদ্দেশপ্রাপ্ত্যনন্তরং শ্রীকৃষ্ণমনুজ্ঞাপ্য অনুমতিং দাপয়িত্বা আপ্যতে স্ম প্রাপ্তম্ ॥

কিঞ্চ, তদীয়সরণ্যনুগতং শ্রীকৃষ্ণস্য সরণী পন্থাঃ তস্মিন্নুগতম ॥ ৯—১০ ॥

অথেতি গদ্যানন্তরং তাবপি দূতৌ প্রথমানতদনুবন্ধৌ প্রথমানঃ বিস্তারিত স্তস্য কৃষ্ণস্যানুবন্ধো বার্ত্তান্তরং যাভ্যাং তৌ দূতৌ উক্তবন্তৌ ॥ ১১ ॥

তৎপ্রবেশপরিপাটীং বর্ণয়তি—ইন্দ্রেতি। যদা কিরণং স্বকান্তিং বিকিরন, বিধুঃ কৃষ্ণঃ ইন্দ্রপ্রস্থমুপাগত স্তর্হি তদা তং কিরণং প্রাপ্য তন্নগরং ইন্দ্রপ্রস্থাখ্যপুরং ফুল্লং বিকাশমুপবব্রাজ উপজগাম, বারিধিবৎ সমুদ্রো যথা অন্যচন্দ্রকিরণং প্রাপ্য বিকাশং প্রাপ্নোতি ॥ ১২ ॥

অভিষিক্ত করিয়া, পিতার ভগিনী কুন্তীর পুত্র, অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে গমন করিতে কৌরবরাজের দেশে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮ ॥

ব্রজরাজ বলিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিল, তারপর শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া আমরা দুইজনে আপনার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু দুইজন দূত শ্রীকৃষ্ণের পথ অনুসরণ করিয়া আগত প্রায় হইতেছে ॥ ৯—১০ ॥

অনন্তর এইরূপ কথা শেষ হইবার পরেই সেই দুই জন দূতও শ্রীকৃষ্ণের অন্য প্রকার সম্বাদ বিস্তারিত করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

সমুদ্র যেমন চন্দ্রের কিরণ পাইয়া উচ্ছলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ যদি শ্রীকৃষ্ণরূপ শশধর নিজকান্তি বিকিরণ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তৎকালে সেই ইন্দ্রপ্রস্থ নগরও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

নগরং তমুপাত্রাজাদিতি কিং বাচ্যং স তস্য রাজাপি।
রাজা তমুপাত্রাজীদিতি কিং বাচ্যং জগচ্চ তৎ কুতুকম্ ॥ ১৩ ॥
পাণ্ডুজ-বৃষ্ণিজ-কটকং, নিকটং নিকটং মিথো গচ্ছৎ।
সুবহলজলপূরাভং, তদ্দ্বয়মাসীদ্ব্যতিস্ফাতম্ ॥ ১৪ ॥
পাণ্ডুষু ধর্ম্মসুতাদ্যা, বৃষ্ণিষু কৃষ্ণঃ স্বয়ং তত্র
অভজন্নিমেষলোপং, তদ্রূপং তদাপ্তেষ্টুম্ ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ, তন্নগরং তং কিরণমুপাত্রাজীদুপগতমিতি কিং বাচ্যং, তস্য নগরস্য স রাজা যুধিষ্ঠিরোঽপি তমুপাত্রাজীৎ, তেন জগচ্চ তৎ প্রসিদ্ধং কুতুকং হর্ষবিশেষমুপাত্রাজীৎ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, পাণ্ডুজবৃষ্ণিজকটকং পাণ্ডবানাং বৃষ্ণিবংশানাঞ্চ কটকং সেনা মিথঃ পরস্পরং নিকটং নিকটমগচ্ছৎ। তদ্দ্বয়ং কটকদ্বয়ং সুবহলজলপূরাভং সুপ্রচুরজলতরঙ্গতুল্যং ব্যতি পরস্পরং স্ফীতমাসীৎ ॥ ১৪ ॥

তেষাং পরস্পরমিলনে প্রীত্যুদ্রেকং বর্ণয়তি—পাণ্ডুষ্বিতি। তিলেষু তৈলমিতিবৎ জন্যজনকভাবসপ্তমী। ধর্ম্মসুতাদ্যাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ, বৃষ্ণিষিত্যত্র পূর্ব্ববৎ সপ্তমী। তদ মিলনকালে তস্য তেষাঞ্চ রূপমপ্তেষ্টুমনুভবিতুং নিমেষলোপমভজন্ সোৎকণ্ঠঃ; দেবতাবৎ স্থিরনেত্রা অভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

সেই ইন্দ্রপ্রস্থ নগর শ্রীকৃষ্ণের কিরণ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা আর কি বলিব। সেই নগরের মহারাজ যুধিষ্ঠিরও সেই কিরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কারণে জগৎও সেই বিখ্যাত হর্ষ বিশেষ লাভ করিয়াছিল ॥ ১৩ ॥

পাণ্ডব এবং যাদবদিগের সেনা পরস্পর নিকটে নিকটে গমন করিয়াছিল। তৎকালে উভয় পক্ষের সেনা, অতি বহুল জলতরঙ্গের তুল্য পরস্পর স্ফীত হইয়াছিল (ক) ॥ ১৪ ॥

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি, বৃষ্ণিবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মিলনকালে নিজের এবং পাণ্ডবদিগের রূপ অনুভব বা দর্শন করিবার জন্য দেবতাদিগের ন্যায় নির্নিমেষ চক্ষু হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

(ক) মাঘকৃত শিশুপাল বধ মহাকাব্যে শ্রীকৃষ্ণের সসৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থযাত্রা অতীব বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। চম্পূর বর্ণনে উক্ত মহাকাব্যের অনেক ছায়া লক্ষ্য হইতেছে।

প্রেমা জনয়তি সঙ্গং, সহৃদয়জনয়োর্মিথঃ পরিতঃ।
হরিপার্থ-ব্যতিমিলনং, স্তম্ভাশ্রুভ্যামতস্তম্ভৎ (ক)॥ ১৬॥
প্রেমা হরিসঞ্জনকৃদ্বিঘ্নদশায়ামপি ধ্রুবং পশ্য।
হর্ষং স্তম্ভিকমিতি যৎ কর্ষকমৌৎসুক্যমার্পিপত্তেষু॥ ১৭॥
উভয়ং প্রেমণি সাস্রং, তাদৃক্ পশ্যন্ জনঃ স্নিগ্ধঃ।
উভয়ং প্রণয়জযুক্ত্যা, বাক্যিতুমুক্ত্যা প্রভুং মিথশ্চক্রে॥ ১৮॥

কিঞ্চ, সমানং হৃদয়ং যয়োস্তৌ চ তৌ জনৌ চেতি তয়োর্মিথঃ পরস্পরং সঙ্গং প্রেমা পরিতঃ সর্ব্বতোভাবেন জনয়তি, অতএব হরেঃ পার্থানাঞ্চ ব্যতিমিলনং পরস্পরমিলনং স প্রেমা স্তম্ভাশ্রুভ্যাং দ্বারা অতস্তম্ভৎ স্তম্ভিতমকরোৎ॥ ১৬॥

কিঞ্চ, বিঘ্নদশায়ামপি তেষাং হরিসঞ্জনকৃৎ হরিমিলনকারী প্রেমা রাজতে, ধ্রুব উৎপ্রেক্ষ্যতে পশ্য, হর্ষং স্তম্ভকমতি যৎ অতিক্রামৎ কর্ষকং হরিসঞ্জনজনকমৌৎসুক্যং তেষু পাণ্ডবেষু আর্পিপৎ অর্পয়ামাস॥ ১৭॥

তেষাং প্রণয়কার্য্যং বর্ণয়তি—উভয়মিতি। তাদৃক্ স্নিগ্ধো জনঃ প্রেমণি সতি উভয়ং সাস্রং পশ্যন্ প্রণয়জযুক্ত্যা প্রণয়েন জাতা যুক্তির্যত্র এবম্ভূতয়া উক্ত্যা বাচা মিথ উভয়ং প্রভুং সমর্থং চক্রে॥ ১৮॥

যাহাদের হৃদয় পরস্পর সমান, এইরূপ উভয় লোকের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে কেবল প্রেমদ্বারাই ঘটিয়া থাকে। এই কারণে, শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদিগের পরস্পর মিলনে, সেই প্রেম সকলকে জড়ভাব এবং অশ্রুপাতদ্বারা স্তম্ভিত করিয়াছিল॥ ১৬॥

তাঁহাদের কৃষ্ণ মিলনকারী প্রেম বিঘ্নদশাতেও নিশ্চয়ই বিরাজ করিতেছে। দেখুন, কৃষ্ণমিলনকারী প্রেম, হর্ষ এবং জড়ভাবকে অতিক্রম করিয়া পাণ্ডবদিগের উপরে ঔৎসুক্য অর্পণ করিয়াছিল॥ ১৭॥

পরতন্ত্র লোক, উভয়পক্ষকে তাদৃশ প্রেমে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া, প্রেমজনিত যুক্তিপূর্ণ উক্তিদ্বারা নির্জ্জনে উভয়কেই সমর্থ করিয়াছিল॥ ১৮॥

(ক) অতস্তম্ভয়দিতি মাণ্ডপাঠঃ॥

(ক) দ্রবতাং সমভজদজিতঃ প্রণতাবস্থামজাতশত্রুস্তু।
স কথমিমং প্রতি ন মিলেদকলি তথা যজ্জলস্থলয়োঃ ॥ ১৯ ॥
প্রতিপাণ্ডব-মিলনং, তদ্‌যদ্যপি জাতং হরেস্তদপি।
জয়তাদর্জ্জুনসঙ্গঃ, পুলকয়তি স্মাখিলং যস্তু ॥ ২০ ॥
হরিণা পাণ্ডুষু মিলনং, মনসি ন নঃ স্যাদিহাতিচিত্রায়।
তেষামনুষঙ্গিষ্বপি, তদ্‌যদ্বিবিধং তদা দৃষ্টম্‌ ॥ ২১ ॥

কিঞ্চ, অজিতঃ কৃষ্ণঃ দ্রবতাং তৎপ্রেম্না আর্দ্রতাং সমভজৎ, অজাতশত্রুর্যুধিষ্ঠিরস্তু প্রকর্ষেণ নতাবস্থাং নিম্নাবস্থাং সমভজৎ। অতঃ সোহজিতঃ কথমিমং অজাতশত্রুং প্রতি ন মিলেৎ, যদ্‌যস্মাৎ জলস্থলয়োস্তথা মিলনমকলি দৃষ্টং দ্রবরূপস্য জলস্য নিম্নস্থলে সুতরাং মিলনং ভবেদিতি ॥ ১৯ ॥

তত্র সখ্যুরর্জ্জুনস্য মিলনে বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—প্রতীতি। তত্তদা যদ্যপি হরেঃ প্রতি পাণ্ডবমিলনং জাতং তদপি অর্জ্জুনসঙ্গো জয়তাৎ, যস্তু অর্জ্জুনসঙ্গঃ অখিলং জনং পুলকয়তি স্ম পুলকবিশিষ্টং কারয়ামাস ॥ ২০ ॥

তদেবং পাণ্ডবমিলনং বর্ণয়িত্বা তদনুষঙ্গিষু হরের্মিলনং বর্ণয়তি—হরিণেতি। হরিণা কর্ত্তৃণা পাণ্ডুষু পাণ্ডবেষু মিলনং নোহস্মাকং মনসি অতিচিত্রায় সুবিস্ময়ায় ন স্যাৎ। তেষাং

শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমে আদ্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং অজাত-শত্রু যুধিষ্ঠির উৎকৃষ্টরূপে নতভাব ভজনা করিয়াছিলেন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের সহিত কেন না মিলিত হইবেন। যেহেতু জলে এবং স্থলে ঐরূপ প্রকার মিলন দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, নিম্নস্থলেই দ্রবরূপ জলের মিলন ঘটিয়া থাকে, এই জন্যই অবনত ধর্ম্মরাজের নিকট শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

তৎকালে যদাপি প্রত্যেক পাণ্ডু-তনয়ের সহিত, শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইয়াছিল; তথাপি যে অর্জ্জুনের সঙ্গ সকলকে রোমাঞ্চিত করিয়াছিল, সুতরাং সেই অর্জ্জুনের সঙ্গই উৎকর্ষ লাভ করুক ॥ ২০ ॥

পাণ্ডবদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে, মিলন ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমাদের মনে অত্যন্ত বিস্ময় হইতে পারে না। কারণ, পাণ্ডবদিগের অনুচর বিদুরপ্রভৃতি ব্যক্তিগণের উপরেও ঐরূপ যথাবিধি মিলন, নানাবিধরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল।

(ক) সমভবদজিতঃ। ইতি মাণ্ডপাঠঃ।

বিনয়াদ্বিপ্রাদিভ্যঃ সূতাদিভ্যস্তদা নয়াৎ কৃষ্ণঃ।
অচিনোদাশীর্ব্বাদানাশীর্দাতাপ্যসৌ সমস্তেভ্যঃ ॥ ২২ ॥

প্রবিশতি নগরং হরৌ স রাজা
অকৃত মঙ্গলি তস্য মঙ্গলায়।
সদভবদুত তৎপ্রবেশলক্ষ্ম্যা
নিজমপু মাঙ্গলিকং তথা জগচ্চ ॥ ২৩ ॥

পাণ্ডুনাং অনুবন্ধস্য বিদুরাদিনাপি তন্মিলনং, ইত্যতো যথা যথাবৎ বিবিধং তদা দৃষ্টং। অতঃ পাণ্ডবেষু তদনির্ব্বচনীয়া কৃপাস্তীতি প্রত্যেতব্যং ॥ ২১ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণস্য সদ্গুণাং বর্ণয়তি—বিনয়াদিতি। তদা কৃষ্ণো বিনয়াদ্ধেতোর্বিপ্রাদিভ্যঃ সকাশাৎ তথা নয়াৎ নীত্যনুসারাদ্ধেতোঃ স্তুতিপাঠকাদিভ্যঃ সকাশাৎ আশীর্ব্বাদান্ জয় জয়েত্যাদি-প্রকারান্ অচিনোৎ সঞ্চিচায়, অসৌ কৃষ্ণঃ সমস্তেভ্য আশীর্দাতাপীতি সদ্গুণাং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২২ ॥

যুধিষ্ঠিরস্য বাৎসল্যাধিক্যাত্ত্বরা তৎ কৃত্যং বর্ণয়তি—প্রবিশতীতি। হরৌ নগরং প্রবিশতি সতি, স রাজা তস্য হরের্মঙ্গলায় অৎ মঙ্গলি মঙ্গলবিশিষ্টং কৃত্যং কৃতবান্। উত ভোঃ তস্য হরেঃ প্রবেশসম্পত্ত্যা নিজমত্র যং লক্ষীকৃত্য মাঙ্গলিকং মঙ্গলসমূহোঽভবৎ, তথা জগচ্চ মাঙ্গলিকং মঙ্গলার্হং অভবৎ ॥ ২৩ ॥

অতএব জানিতে হইবে যে, পাণ্ডবদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয়া কৃপা ছিল ॥ ২১ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ বিনয়বশতঃ ব্রাহ্মণাদির নিকট হইতে, এবং নীত্যনুসারে স্তুতি-পাঠকাদির নিকট হইতে "জয়, জয়" ইত্যাদি নানাবিধ আশীর্ব্বাদ সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণ সকল লোকদিগকেই আশীর্ব্বাদ দান করিয়া ছিলেন। ইহা অপেক্ষা আর কি তাঁহার সদ্গুণ হইতে পারে ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলে, সেই ভূপতি যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে ব্রজরাজ! শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশরূপ ঐশ্বর্য্যদ্বারা আপনাকে লক্ষ্য করিয়া তাহাই মঙ্গলরাশি হইয়াছিল, তাহাতে জগৎ পর্য্যন্ত মঙ্গললাভে উপযুক্ত পাত্র হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

যদেন্দ্রপ্রস্থাখ্যং নগরমাবিশৎ কংসবিজয়ী
তদান্যেষাং বৃত্তং নিখিলমপি দূরে বিজয়তাম্।
অসূর্য্যম্পশ্যাস্তা যদি সপদি লোকাদপি হ্রিয়ং
ন জগ্মুঃ সঙ্কোচং ক কিল কতমং কঃ কলয়তু ॥ ২৪ ॥

যদাবরোধং প্রবিবেশ কেশবঃ
ক্ষিতীশ-পত্নীভিরিতং তদা বয়ম্।
বহিশ্চ বৃত্তাঃ শৃণুমঃ স্ম তদ্বচঃ
প্রত্যেকমল্পং চ বহূক্তমিত্যতঃ ॥ ২৫ ॥

তস্য নগরপ্রবেশে নগরস্থানাং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—যদেতি। যদা কংসবিজয়ী কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থাখ্যং নগরং আবিশৎ প্রবিষ্টঃ, তদা অন্যেষাং নরাণাং নিখিলং বৃত্তং বর্ত্তনমপি দূরে বিজয়তাম্ ॥

তত্র কৈমুত্যং বর্ণয়তি—অসূর্য্যেতি। তাঃ অসূর্য্যম্পশ্যাঃ সূর্য্যস্যাগোচরা অপি স্ত্রিয়ো যদি লোকাদপি হ্রিয়ং লজ্জাং ন জগ্মুঃ, তদা কো জনঃ কিল বার্ত্তায়াং। ক কুত্র কতমং সঙ্কোচং কলয়তু গৃহ্নাতু ॥ ২৪ ॥

হরেঃ রাজ্ঞঃ অন্তঃপুরপ্রবেশে যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—যদেতি। ক্ষিতীশপত্নীভির্দ্রৌপদ্যাদিভিঃ

যৎকালে কংসবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে প্রবেশ করেন, তৎকালে অন্যান্য মানবগণের কার্য্যও দূরে থাক। দেখুন, অসূর্য্যম্পশ্যা এই সমস্ত সুন্দরী নারীগণও যদি তৎকালে লোকলজ্জা না করিল, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি, কোথায় কিরূপ প্রকার আর সঙ্কোচ গ্রহণ করিতে পারিবে ? ॥ ২৪ ॥

যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীপ্রভৃতি রাজমহিষীগণদ্বারা পরিবেষ্টিত অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করেন, তৎকালে আমরা অন্তঃপুরের বহির্ভাগে অবস্থান করিয়া রাজমহিষীদিগের অল্প অল্প কথিত হইলেও সেই বাক্য উচ্চভাবে শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ২৫ ॥

পশ্য পশ্যেতি পশ্য ত্বমহমশ্রুপরাহতা।
বর্ষবর্ষেতি বর্ষাণি পুষ্পলাজাদিমঙ্গলৈঃ ॥ ইতি ॥২৬॥

প্রেম্না বিমুগ্ধেষু সুতেষু শূরজা
ভ্রাতুস্তনূজস্য চকার লালনম্।
তস্যাস্তদাজ্ঞামুপলভ্য তদ্বধূ-
র্বধূরুপাসেবত দেবতা ইব ॥ ২৭ ॥

ইত্থং সঙ্গমিতমবরোধমন্তঃপুরং কেশবঃ প্রবিবেশ। তদা বহির্বৃত্ত্যা অবরোধাৎ বাহ্যস্থানগতা বয়ং তদ্বচঃ ক্ষিতীশপত্নীনাং বচঃ প্রত্যেকং অল্পমুক্তং বহূক্তং চ শৃণুমঃ স্ম শ্রুতবন্তঃ ॥ ২৫ ॥

তাসাং তত্তদ্বাক্যং বর্ণয়তি—পশ্যেতি। ত্বং শ্রীকৃষ্ণং পশ্য পশ্য পশ্যেতি, অহমশ্রুপরাহতা অতো দ্রষ্টুং ন শক্নোমীতিভাবঃ। পুষ্পলাজাদিভির্মঙ্গলৈর্মঙ্গলদ্রব্যৈ রূপলক্ষিতানি বর্ষাণি ত্বং বর্ষ বর্ষেতি, মমতু স্তম্ভান্ন তত্র শক্তিরিতিভাবঃ ॥ ২৬ ॥

তদা কুন্ত্যাঃ প্রেমকার্য্যং বর্ণয়তি—প্রেম্নেতি। প্রেম্না বিমুগ্ধেষু স্তব্ধপ্রায়েষু তেষু যুধিষ্ঠিরাদিষু সৎসু শূরজা শূরকন্যা কুন্তী ভ্রাতুর্বসুদেবস্য তনুজস্য কৃষ্ণস্য লালনং পুত্রোচিতং ব্যাপারং চকার। তদাচ তস্যাঃ কুন্ত্যা আজ্ঞামুপলভ্য বিবুধ্য তদ্বধূর্দ্রৌপদী বধূঃ রুক্মিণীপ্রভৃতীরুপাসেবত শুশ্রূষাম-করোৎ, যথা দেবতা উপাসেবতে ॥ ২৭ ॥

তাঁহাদের এইরূপ কথা হইতে লাগিল। তুমি শ্রীকৃষ্ণকে দেখ--দেখ—দেখ। আমার চক্ষু অশ্রুজল প্লাবিত হইয়াছে। এই কারণে আমি দেখিতে সক্ষম নহি। পুষ্প এবং লাজ (খই) প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহদ্বারা বৃষ্টির মত তুমি বর্ষণ কর—বর্ষণ কর। জড়ভাব উপস্থিত হওয়াতে আমার পুষ্পাদি বর্ষণে ক্ষমতা নাই ॥ ২৬ ॥

যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি নিজ পুত্রগণ প্রেমে মুগ্ধ হইলে, শূরকন্যা কুন্তী ভ্রাতা বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের লালন পালন, অর্থাৎ পুত্রোচিত কার্য্য করিতে লাগি-লেন। তৎকালে কুন্তীর আজ্ঞা জানিতে পারিয়া তদীয় বধূ দ্রৌপদী দেবতাদিগের ন্যায় রুক্মিণীপ্রভৃতি কৃষ্ণকামিনীদিগের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

তদেতদন্তর্ব্বংশিকানাং শংসিতং কর্ণাবতংসিতং বিধায় তদ্দ্বারা তদনুজ্ঞামাদায় চ শীঘ্রমাগচ্ছাব ইতি তয়োর্দূতয়োঃ কথা ॥ ২৮ ॥

অথ দূতান্তরয়োঃ ;—

তদেবং নিত্যমেব শ্রদ্ধাবদ্ধার্চ্চিততয়া নূতনাগতিকৃতীব সতি দিনানি কতিচিদ্বসতি চ তত্র বিষ্টরশ্রবসি কদাচিদুপবিষ্টতয়া তেষাং শিষ্টসমুদয়বিশিষ্টাং সভাং ভাসয়ন্ ভ্রাতৃভির্বেষ্টিতঃ সুভগচেষ্টিতঃ স্থিরঃ স তু যুধিষ্ঠিরস্তদিদং নিবেদয়ামাস ॥ ২৯ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতিগদ্যেন। অন্তর্ব্বংশিকানাং অন্তঃপুরাধ্যক্ষাণাং শংসিতং কথিতং কর্ণাবতংসিতং কর্ণভূষিতং বিধায়, তদ্দ্বারা অন্তর্ব্বংশিকদ্বারা তদনুজ্ঞাং শ্রীকৃষ্ণানুমতিং আদায় গৃহীত্বাচ শীঘ্রমাবামাগচ্ছাব ইতি ॥ ২৮ ॥

অথ দূতান্তরয়োঃ কথাং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। শ্রদ্ধাবদ্ধার্চ্চিতয়া শ্রদ্ধয়া বদ্ধমর্চ্চিতং অর্চ্চনং যত্র তদ্ভাবতয়া নূতনা যা আগতিরাগমনং তদিব সতি কিয়ন্তি দিবসানি বসতি সতি বিষ্টরশ্রবসি শ্রীকৃষ্ণে তত্র কদাচিদুপবিষ্টতয়া তেষাং সখ্যানাং মধ্যে সতু যুধিষ্ঠির স্তদিদং নিবেদয়ামাসেত্যন্বয়ঃ। স কিম্ভূতঃ শিষ্টসমুদয়েন বিশিষ্টাং সভাং প্রকাশয়ন্ ভ্রাতৃভির্ভীমাদিভির্বেষ্টিতঃ সন্

অন্তঃপুরের অধ্যক্ষদিগের এইরূপ কথা কর্ণাভরণ করিয়া (অর্থাৎ শুনিয়া) এবং অন্তঃপুরাধ্যক্ষ-লোকদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া আমরা দুইজনে শীঘ্র আসিতেছি। ইহাই উক্ত দূতদ্বয়ের কথা জানিবেন ॥ ২৮ ॥

অতঃপর অন্য দূতদ্বয়ের কথা বর্ণিত হইতেছে। অতএব এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই শ্রদ্ধানিবদ্ধ অর্চ্চনা-পূর্ব্বক, যেন নূতন সমাগমকারী ব্যক্তির মত কতিপয় দিবস ঐ স্থানে বাস করিলে,একদা তিনি উপবেশন করিয়া পাণ্ডবদিগের সাধুজন-সম্বলিত সভাকে পরিশোভিত করিলেন। তৎপরে সুন্দরচরিত্র এবং ধীরপ্রকৃতি সেই যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পরিবেষ্টিত হইয়া এইরূপ বিষয় নিবেদন করিলেন ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বাভিপ্রায়বেষ্ট্যমানপারমেষ্ঠ্যকামনাং তু ন বচসি রচয়ামাস ॥ ৩০ ॥

নিবেদনং যথা ;—

সর্ব্বতাপ-প্রালেয় ! শ্রীমন্মাতুলেয় ! কিমপি চাপলমবলম্বিতুমাজ্ঞা-বলং বলয়িতুমিচ্ছামি ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—কামমাজ্ঞাপ্যতাম্।

যুধিষ্ঠির উবাচ ;—

বিভূতিস্তব দেবাদ্যা মম কুর্ব্বর্দ্ধমাত্রজা।
তথাপি তাং যিযক্ষামি তৎ সম্পাদয় মে প্রভো ! ॥ ৩২ ॥

সুভগচেষ্টিতঃ শোভনাচরিতঃ স্থিরঃ চাঞ্চল্যরহিতঃ। পূর্ব্বাভিপ্রায়েণ বেষ্ট্যমানং অভিলষিতং পারমেষ্ঠ্যং তস্য কামতাং তৃষ্ণতাং বচসি ন রচয়ামাস উদ্ঘাটিতবান্ ॥ ২৯—৩০ ।

তন্নিবেদনং বর্ণয়তি—সর্ব্বতাপেতিগদ্যেন। সর্ব্বতাপপ্রালেয় ! সর্ব্বতাপশীতলকারক ! হে মাতুলপুত্র ! কিমপি চাপলং চাঞ্চল্যং অবলম্বিতুমাশ্রয়িতুং তব আজ্ঞাবলং বলয়িতুং গ্রহীতুং কাময়ে ॥ ৩১ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরয়োর্ব্বাকো বাক্যং বর্ণয়তি। তত্র শ্রীকৃষ্ণবাক্যানন্তরং যুধিষ্ঠির উবাচ—দেবাদ্যাঃ সর্ব্বে তব বিভূতিঃ, মম কুরূণাং অর্দ্ধমাত্রজা বিভূতিঃ যিযক্ষামি যষ্টুমিচ্ছামি,হে প্রভো ! তৎ যজনং মে মম সংপাদয় ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বের অভিপ্রায়সম্বলিত পরমেষ্ঠিভাবের বাসনা, কিন্তু বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা নাই ॥ ৩০ ॥

নিবেদন যথা—হে সর্ব্বতাপশীতলকারক ! হে মাতুল-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ! আমি কোনরূপ চাপল্য অবলম্বন করিয়া তোমার অনুমতির বল লইতে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যদৃচ্ছাক্রমে আজ্ঞা করুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবতা প্রভৃতি সমস্তই তোমার বৈভব স্বরূপ। আমার এবং কৌরবদিগের কেবল অর্দ্ধমাত্র বৈভব। তথাপি আমি তোমাকেই "যজ্ঞেশ্বর" করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে প্রভো ! তুমি আমার তাহা সম্পাদন কর ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—ধর্ম্মসুতস্য তব সর্ব্বমিচ্ছামর্ম্ম শর্ম্মণা সম্পৎস্যত এব! কিন্তু কতমেন সাধকতমেন তন্নিরূপ্যতাম্ ॥ ৩৩ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ;—

প্রীণাতি রাজসূয়েন ত্রিলোকীতি সতাং মতম্।
যদস্য ক্রতুরাজত্বমপি বেদেন গীয়তে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ সস্মিতমুবাচ—রাজন্! বেদবিনাশকান্ বিনা বিশ্বেঽপি মৎপ্রীতিমন্তঃ পরামৃশ্যন্তে। মত্তর্পণাদেব (ক) দেবতাদয়স্তে লব্ধবিস্মৃত্যা তৃপ্ত্যা স্পৃশ্যন্তে চ। তস্মান্নিত্যং মত্তৃপ্তিং কুর্ব্বতাং ভবতাং তত্তৃপ্তির্নাপূর্ব্বতামর্হতি। তথাপি যদি রাজসূয়েন চ সা তত্র ভবদ্ভিরিষ্যতে তদা তেনাপি সম্ভ-

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—সর্ব্বমিচ্ছামর্ম্ম ইচ্ছাতাৎপর্য্যং শর্ম্মণা সুখেন সম্পৎস্যত এব ;কতমেন যজনেন ॥ ৩৩ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ—প্রীণাতীতি, সুগমম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—বেদবিনাশকান্ পাষণ্ডপ্রায়ান্ বিশ্বে সর্ব্বেঽপি জীবাঃ লব্ধবিস্মৃত্যা তৃপ্ত্যা স্পৃশ্যন্তে সা তেষাং তৃপ্তিঃ তত্রভবদ্ভিঃ পূজ্যৈরিষ্যতে,তেনাপি রাজসূয়েনাপি সম্ভূয়েত সিদ্ধ্যেৎ,তথাপি অনেকসমৃদ্ধ্যাপেক্ষত্বেঽপি সুসিদ্ধঙ্করং সুষ্ঠু সিদ্ধং করোতীতি তৎ ভবিতা, অন্যেনমহারাজেন ইব ন দুঃসিদ্ধাঙ্করং ভবিতা, কিন্তু সুখান্তরমপি ভবিতা তত্র রাজসূয়ে মাং সুখাকুর্ব্বীত আনুকূল্যেন মাং

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। আপনার ইচ্ছার তাৎপর্য্য, পরম সুখেই সম্পন্ন হইবে। কিন্তু কিরূপ প্রকার যজন কার্য্যদ্বারা সম্পন্ন হইবে ইহাই নিরূপণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৩ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজসূয়-যজ্ঞদ্বারা ত্রিভুবন সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই পণ্ডিতদিগের মত। কারণ, রাজসূয়-যজ্ঞ যে, যজ্ঞের রাজা, ইহাও বেদে কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মন্দ হাস্যে বলিতে লাগিলেন। মহারাজ! বেদবিনাশকারিজনগণ

(ক) মৎসন্তর্পণাদেব। ইতি মাণ্ডপাঠঃ।

য়তে। (ক) তথাপি সুসিদ্ধঙ্করং ভবিতা নান্যেনেব দুঃসিদ্ধঙ্করং। কিন্তু সুখান্তরমপি তত্র মাং সুখাকুর্ব্বীত। যস্মাদেব চ ত্রিলোকীমপি তব কীর্ত্তিচন্দ্রিকা ত্যক্ততন্দ্রিকা নন্দয়িষ্যতি।

তদুপকরণং চ ভবদন্তঃকরণানুরূপমেব(খ)তুপতামাপ্স্যতি। প্রৌঢ়িমপি ব্যূঢ়ীকরোমি ॥ ৩৫ ॥

ভবান্ সুখয়তু। ত্যক্ততন্দ্রিকা ত্যক্তা তন্দ্রিগ্লানির্যস্তাং সা কীর্ত্তিচন্দ্রিকা ত্রিলোকীমপি আনন্দয়িষ্যতি কিমুত মাং, ভবতো যদন্তঃকরণমভিপ্রায় স্তদনুরূপমেব তুপতাং রাশিরূপতাং প্রাপ্স্যতি। যত্রোপকরণে প্রৌঢ়িং উৎসাহং অধ্যবসায়ম্বা ব্যূঢ়ীকরোমি অতিসমৃদ্ধাং করোমি ॥ ৩৫ ॥

ব্যতিরেকে আর সমস্ত জীবই আমার প্রিয়পাত্র বলিয়া কথিত। আমাকে সন্তুষ্ট করিলেই সেই সমস্ত দেবতাগণ সবিস্তারে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব আপনারা নিত্যই আমাকে তৃপ্ত করেন বলিয়া, আপনাদের সেই তৃপ্তি কখনই অপূর্ব্বভাব ধারণ করিতে পারে না (গ)। তাহা হইলেও যদি পূজ্যপাদ মহোদয়গণ রাজসূয়-যজ্ঞদ্বারা আমার তৃপ্তি সাধন করেন, তাহা হইলে রাজসূয়-দ্বারাই সেই তৃপ্তি সিদ্ধ হইবে। যদিচ এই যজ্ঞে প্রচুর সম্পত্তির আবশ্যকতা আছে। তথাপি ইহা আমাদের সুসম্পন্ন হইবে অন্যান্য মহারাজের যেরূপ এই রাজ-সূয়-যজ্ঞ করিতে কষ্ট পাইতে হয়, আপনার পক্ষে সেইরূপ দুঃসাধ্য (কষ্টসাধ্য) হইবে না। কিন্তু এই যজ্ঞে অন্য প্রকার সুখও ঘটিবে। রাজসূয়-যজ্ঞে সেই সুখবিশেষদ্বারা আনুকূল্যের সহিত আমারও সুখ ঘটিবে। কারণ, আপনার গ্লানি শূন্য কীর্ত্তিরূপ কৌমুদী ত্রিভুবন পর্য্যন্ত আনন্দিত করিবে। সুতরাং আমাকে যে আনন্দিত করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। যজ্ঞের উপকরণও আপ-নাদের অন্তঃকরণের অনুরূপভাবে রাশীকৃত হইবে। ঐরূপ উপকরণে আমি উৎসাহ অথবা অধ্যবসায় অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

(ক) তদপি। ইত্যানন্দ বৃন্দাবন গৌর পাঠঃ।

(খ) স্তূপতামিতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

(গ) কৃষ্ণের তৃপ্তি সাধনেই দেবগণের তৃপ্তি, সুতরাং পূর্ব্বে যে দেবগণের তৃপ্তি হয় নাই এমত বলা যাইতে পারে না।

দ্বিষঃ ক্ষয্যা নৃপা জয্যাঃ সর্ব্বে ক্রয্যাস্তবাভবন্।
অলং ভাবয় সম্ভারানারম্ভান্ কুরুতাৎ ক্রতোঃ ॥
ইতি ॥ ৩৬ ॥

তদেবং রাজানং নিজতেজসা প্রাজ্যং বিরাজ্য পুনরেতে তে ভ্রাতরো লোকালোকাধিপতিমূর্দ্ধয় ইতি বাগর্থময়েন চ তেন তদ্ভ্রাতৄন্ সমর্দ্ধয়ামাস ॥ ৩৭ ॥

অথ রাজাপি হরেস্তেন তেজসা ফুল্লমুখকমলস্তল্লক্ষণেন সহজবর্গেণ সহ সহসা সমুল্লসন্ জগৎকমলালয়ামেবাত্মনি বাসয়ল্লক্ষ্যতে স্ম। তথা লক্ষ্যমাণেন চ তেন তে নিজ-সহজা

তৎ সুসিদ্ধঙ্করত্বং বর্ণয়তি—দ্বিষ ইতি। দ্বিষঃ শত্রবঃ ক্ষয্যা নাশবিষয়া স্তবাভবন্ এবং নৃপা রাজানো জয্যা জয়বিষয়া অন্যে সর্ব্বে ক্রয্যা বশ্যা অভবন্ অতঃ সম্ভারান্ অলমতিশয়েন ভাবয় সম্পাদয় ক্রতোরারম্ভান্ কুরুতাৎ আশিষি লোট্ ॥ ৩৬ ॥

তত্রোপায়ান্তরং যদ্বিহিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। প্রাজ্যং শ্রেষ্ঠং বিরাজ্য বিশেষেণ ভ্রাজয়িত্বা এতে ভীমাদয়ঃ লোকা জনা লোকাধিপতিমূর্ত্তয়ঃ লোকাধিপতীনাং বায়্বিন্দ্রাদীনাং মূর্ত্তয় ইতি বাগর্থময়েন বাচোঽর্থস্য কার্য্যস্য প্রাচুর্য্যং যেন তেন নিজতেজসা সমর্দ্ধয়ামাস বর্দ্ধিতবান্ ॥ ৩৭ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। রাজা যুধিষ্ঠিরোঽপি ফুল্লং মুখকমলং যস্য সঃ তল্লক্ষণেন তস্য হরে স্তেজসো লক্ষণং চিহ্নং যত্র তেন সহজবর্গেণ ভ্রাতৃসমূহেন সহ সহসা ঝটিতি সমুল্লসন্ জগৎকমলালয়াং জগল্লক্ষ্মীং আত্মনি বাসয়ন্নেব জনৈর্লক্ষ্যতে স্ম দৃষ্টা বভূব ॥

এই যজ্ঞে আপনি সমস্ত শত্রু ধ্বংস করিতে পারিবেন, সমস্ত ভূপতিদিগকে জয় করিতে পারিবেন ; এবং অপরাপর সকলকেই বশীভূত করিতে পারিবেন ; অতএব আপনি সম্পূর্ণরূপে উদ্যোগ করুন, এবং যজ্ঞের আয়োজন করুন ॥ ৩৬ ॥

অতএব এইরূপে তিনি সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ ভূপতি যুধিষ্ঠিরকে নিজতেজদ্বারা বিশেষরূপে বিরাজিত করিলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার ভীমাদি ভ্রাতৃগণ ইন্দ্র বায়ু-প্রভৃতি লোকপালের নতন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ প্রচুর বাক্য এবং কার্য্যযুক্ত স্বকীয় দীপ্তিদ্বারা ঐ সকল ভ্রাতৃদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের তেজোদ্বারা ভূপতি যুধিষ্ঠিরেরও মুখপদ্ম প্রফুল্ল হইয়া

দিগ্বিজয়ায় নিযুজ্যন্তে স্ম। নিযুজ্যমানাশ্চ তে তদানুকূল্যা-গ্রহৈঃ স্বয়ং শান্তবিগ্রহৈস্তত্তদ্দিগধিপগ্রহৈরপি প্রাক্ পূজ্যন্তে স্ম।

কিমুত তত্তদধিপনরৈঃ। তদেবং স্থিতে দ্রুতমাবয়োঃ প্রস্থিতে ন জাতমিতি ॥ ৩৮ ॥

অথান্যাবাগত্য কথাবশেষমূচতুঃ—॥ ৩৯ ॥

দিগ্‌জয়ায় গতা যে তু যুধিষ্ঠিরজঘন্যজাঃ।
আগম্য জ্যায়সে তস্মৈ তে তং তৎকথয়ার্পয়ন্ ॥ ৪০ ॥

তথা লক্ষ্যমাণেন জগলক্ষ্ম্যা বাসতয়া দৃশ্যমানেন তেন রাজ্ঞা তে নিজভ্রাতরো নিযোজিতাঃ, তদানু-কূল্যাগ্রহৈঃ তস্য রাজ্ঞ আনুকূল্যে আগ্রহো যেষাং তৈঃ,স্বয়ং শান্তবিগ্রহৈঃ জনৈ স্তথা তত্তদ্দিগধিপ-গ্রহৈরিন্দ্রাদিভিরপি প্রাক্ পূজিতাঃ তত্তদধিপনরৈস্তত্তদ্দিশাং স্বামিভিঃ। দ্রুতং শীঘ্রং আবয়োঃ প্রস্থিতেন ভাবে প্রত্যয়ঃ। প্রস্থানং জাতম্ ॥ ৩৮ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতি গদ্যেন, সুগমম্ ॥ ৩৯ ॥

তয়োর্বাক্যং বর্ণয়তি—দিগ্‌জয়ায়েতি। যুধিষ্ঠিরস্য জঘন্যজাঃ কনিষ্ঠাঃ জ্যায়সে জ্যেষ্ঠায় তস্মৈ তৎকথয়া যুদ্ধাদিকথয়া সহ তং দিগ্‌জয়লব্ধমর্থমার্পয়ন্ দদুঃ ॥ ৪০ ॥

উঠিল। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের দীপ্তি-চিহ্নিত ভ্রাতৃবর্গের সহিত সহসা উল্লাসিত হইয়া, অধিক কি, জগল্লক্ষ্মীকেও আপনাতে বাস করাইলেন। সকল লোকও তাহা দেখিতে লাগিল। যখন সকলেই লক্ষ্য করিল যে, তাঁহাতে জগল্লক্ষ্মী বাস করিতেছে, তখন তিনি দিগ্‌বিজয়ের জন্য নিজ ভ্রাতাদিগকে নিযুক্ত করি-লেন। ভ্রাতৃগণ দিগ্‌বিজয়ে নিযুক্ত হইলে, রাজার আনুকূল্য করিতে যাঁহাদের আগ্রহ ছিল, অথচ স্বয়ং শান্তমূর্ত্তি, সেই ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ, পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে (ভীমাদিকে) পূজা করিলেন। ইন্দ্র, বহ্নি, যমপ্রভৃতি দিক্‌পালগণ যাঁহাদিগকে পূজা করিলেন, তত্তৎদিকের অধিপতি মানবগণ যে তাঁহাদের পূজা করিবেন, তদ্‌বিষয়ে আর অধিক কি বলিব। এইরূপ ঘটনা ঘটিবার পরই আমরা দুইজনে শীঘ্র আসিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

তৎপর আর দুইজন দূত আসিয়া কথার অবশিষ্ট বিষয় বলিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

যুধিষ্ঠিরের যে সকল কনিষ্ঠ-ভ্রাতা দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহারা

তত্রাত্মশিক্ষয়া দূরাৎ ত্যক্তে কৃষ্ণস্তু মাগধে।
তেনোদ্ধবস্য মন্ত্রেণ নৃপস্যোদ্ধবমাচরৎ ॥ ৪১ ॥
নৃপতিরপ্যসাবুদ্ধববদ্বুদ্ধতৎপ্রভাব ইতি ॥ ৪২ ॥
ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?।
দূতাবূচতুঃ—ততঃ কথয়িতুং লজ্জাবহে শঙ্কাবহে চ ॥ ৪৩ ॥

তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—তত্রেতি। তত্র দিগ্‌জয়ে আত্মশিক্ষয়া মাগধে: জরাসন্ধে দূরাৎ ত্যক্তে সতি কৃষ্ণ উদ্ধবস্য তেন মন্ত্রণেন উদ্ধবং হর্ষমাচরৎ ॥ ৪১ ॥

নন্থ, তেন তন্মন্ত্রশ্রবণেনৈব রাজ্ঞঃ কথং হর্ষো জাতঃ। তত্রাহ—নৃপতিরিতিগদ্যেন ॥ অসৌ রাজাপি উদ্ধববৎ বুদ্ধো জ্ঞাত স্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রভাবো যেন সঃ, অত স্তদ্বাচা হর্ষো জাত ইতি ॥ ৪২ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ। তদ্দূতবাক্যং বর্ণয়তি—তত ইতি। তত স্তদনন্তরং লজ্জাবহে শঙ্কাবহে, লজ্জাং শঙ্কাঞ্চ ধারয়াবঃ ॥ ৪৩ ॥

সকলে আসিয়া, যুদ্ধাদিঘটনার উল্লেখপূর্ব্বক, দিগ্‌বিজয়-লব্ধধন সেই জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৪০ ॥

সেই দিগ্‌বিজয় উপলক্ষে নিজের শিক্ষাহেতু মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধকে দুর হইতে পরিত্যাগ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের সেই মন্ত্রণাদ্বারা ভূপতির উৎসব করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

উদ্ধব যেরূপ কৃষ্ণমাহাত্ম্য অবগত ছিলেন, সেইরূপ রাজা যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণের মাহাত্ম্য অবগত হইয়াছিলেন। এইহেতু তাঁহার বাক্যে নিজের আনন্দ জন্মিয়াছিল ॥ ৪২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর! দূতদ্বয় বলিল, তারপর আমরা দুই জনে বলিতে লজ্জিত এবং সঙ্কিত হইতেছি ॥ ৪৩ ॥

যতঃ ;—

ভীমসেনোঽর্জ্জুনঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মবেষধরাস্ত্রয়ঃ (ক)।

জগ্মুর্গিরি-ব্রজং তাত! বৃহদ্রথ-সুতো যতঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্রজরাজঃ সভয়মুবাচ—ততস্ততঃ ?।

দূতাবূচতুঃ—তত আবামাগতাবেব ॥ ৪৫ ॥

তদেবং লব্ধপ্রথয়া তৎকথয়া কতিপয়েষু সময়চয়েষু বিসরদ্ভয়েষু পুনরন্যাবাগত্য কথয়ামাসতুঃ।—শ্রীমদ্ব্রজরাজ! মা স্ম যূয়মুদ্বিজধ্বং। জরাসন্ধঃ খলু ধ্বংসমাযযাবিতি। সর্ব্বে প্রোচুঃ—কথ্যতাং তথ্যং কথ্যতাম্ ॥ ৪৬ ॥

তৎ কারণং যত্তদ্বর্ণয়তি—ভীমেতি। এতত্তু শ্রীভাগবতীয়পদ্যং। তাত! হে পরিক্ষিৎ! গিরিব্রজং তদ্বাসস্থানং যতো যত্র বৃহদ্রথসুতো জরাসন্ধ আসীৎ ॥ ৪৪ ॥

ততো ব্রজরাজস্য সভয়প্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ—তত আবামিতি ॥ ৪৫ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। লব্ধপ্রথয়া লব্ধা প্রথা বিস্তারো যস্যা স্তয়া তস্য তাদৃক্ হৃত্য কৃষ্ণস্য কথয়া বিসরদ্ভয়েষু বিসরৎ সঙ্গচ্ছমানং ভয়ং যত্র তেষু সৎসু, পুনরন্যৌ দূতাবূচতুঃ— উদ্বিজধ্বং উদ্বেগং ন কুরুত ॥ ৪৬ ॥

এই স্থানে ভাগবতের (১০।৭২।১৬) শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—"হে তাত! পরীক্ষিৎ! যে স্থানে বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ বিদ্যমান ছিল, ভীম, অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ এই তিনজনে ব্রাহ্মণের বেশ ও চিহ্নাদি ধারণ করিয়া সেই গিরিব্রজনামক জরাসন্ধের বাসস্থানে গমন করিয়া ছিলেন ॥ ৪৪ ॥

ব্রজরাজ সভয়ে বলিতে লাগিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিল, তার পরেই আমরা দুই জনে আসিয়াছি ॥ ৪৫ ॥

অতএব এইরূপে শ্রীকৃষ্ণসংক্রান্ত বিস্তারিত কথাদ্বারা ভয়ের সহিত কিয়ৎকাল অতীত হইলে, পুনর্ব্বার অন্য দুইজন দূত আসিয়া বলিতে লাগিল। হে শ্রীমন্! ব্রজরাজ! আপনারা উদ্বিগ্ন হইবেন না। জরাসন্ধ নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। সকলে বলিতে লাগিল, সত্য ঘটনা বল, সত্য বিষয় বল ॥ ৪৬ ॥

(ক) ব্রহ্মলিঙ্গধরাঃ। ইতি ভাগবতপাঠান্তরং দৃশ্যতে।

দূতাবূচতুঃ ;—

যদা যযুর্ব্রাহ্মণানাং বেষেণামী তদা জনৈঃ ।
পর্ব্বতব্রজদেশস্থৈঃ শীলেনাপি তথা মতাঃ ॥ ৪৭ ॥

যথা ;—

ধৃত্বাগ্র্যং যজ্ঞসূত্রং পৃথুশুচিরুচিভাগূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুধৌত-
শ্বেতাভং বস্ত্রযুগ্মং লঘুলিপিবলিতং পুস্তমর্ভং চ দর্ভং ।
গচ্ছন্তস্তত্র তত্র প্রসরদুপনিষন্মুখ্যবেদাগ্রজিহ্বাঃ
কৃষ্ণচ্ছাত্রদ্বিকা স্তে ত্রিতয়নরবরালোকপূজামবাপুঃ ॥ ৪৮ ॥

ততঃ সর্ব্বেষাং প্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ—যদেতি। অমী ভীমাদয়ো ব্রাহ্মণবেষেন যদা আযযু স্তদা গিরিব্রজদেশস্থৈর্জনৈঃ শীলেন স্বভাবেনাপি তথা ব্রাহ্মণা মতাঃ বুদ্ধাঃ ॥ ৪৭ ॥

তথাত্বং বর্ণয়তি—ধৃত্বেতি। অগ্র্যং যজ্ঞসূত্রং ধৃত্বা তথা পৃথু স্থূলং শুচিঃ শুদ্ধং তীর্থমৃত্তিকা-রচিতং রুচিভাক্ কান্তিযুক্তং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ধৃত্বা তথা সুধৌতশুক্লবর্ণং বস্ত্রযুগ্মং ধৃত্বা তথা লঘুলিপি-বলিতং সূক্ষ্মাক্ষরকল্পিতং পুস্তকং ধৃত্বা তথা অর্ভং নবীনং দর্ভং অর্থাৎ কুশাঙ্গুরীং ধৃত্বা তত্র তত্র গিরিব্রজনগরে গচ্ছন্তঃ। প্রসরদুপনিষন্মুখ্যবেদাগ্রজিহ্বাঃ প্রসরন্তঃ ক্ষরন্ত উপনিষন্মুখ্যা বেদা অগ্রে যাসাং এবম্ভূতা জিহ্বা যেষাং তে কৃষ্ণচ্ছাত্রদ্বিকাঃ কৃষ্ণস্য দ্বৌ ভীমার্জ্জুনৌ যত্র তে ত্রিতয়নর-বরণাং এয়াণাং পুরকা নরশ্রেষ্ঠা লোকানাং পূজামবাপুঃ ॥ ৪৮ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, যৎকালে ভীম, অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের বেশে গিরিব্রজে গমন করেন ; তৎকালে গিরিব্রজবাসিমানবগণ (বেশের কথা কি বলিব) স্বভাবেও তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

তাঁহারা তিন জনে উৎকৃষ্ট যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্থূল এবং তীর্থমৃত্তিকা-নির্ম্মিত, সুন্দর উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়াছিলেন। তাহারা ধৌত এবং শ্বেতবর্ণ বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়াছিলেন। তিন জনেরই হস্তে সূক্ষ্ম অক্ষরযুক্ত পুস্তক বিদ্যমান ছিল। তিন জনেই কুশাঙ্গুরী ধারণ করিয়াছিলেন। গিরিব্রজ-নগরের যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই তাঁহাদের রসনা হইতে উপনিষৎপ্রধান বেদ সকল নির্গলিত হইতে লাগিল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ গুরু হইলেন, ভীম এবং অর্জ্জুন উভয়েই তাঁহার ছাত্র হইল। এইরূপে তিন জন, নরশ্রেষ্ঠ জনগণের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

ব্রজসদসঃ সহাসং পপ্রচ্ছুঃ—ভীমস্য ভক্ষ্যন্তু বহ্বেব লক্ষ্যতে। তৎকথং সম্পন্নং তাবদন্নম্ ॥ ৪৯ ॥

দূতৌ চ হসন্তৌ শশংসতুঃ—তস্য দেহমেব তদর্থং দাতৃষু তদেহমানমিবাসীৎ। তদ্বিবরণকৌতুকমাস্তাম্ ॥ ৫০ ॥

তে তু ক্রমগত্যা মাগধান্ গত্বা তু গিরিব্রজনাগরজনলব্ধ-সত্তাঃ স্রক্‌চন্দনাদিমত্ত্বাদত্যপূর্ব্ববেশধরা বিদ্যাধরা ইব তত্র বিহরন্তি স্ম ॥ ৫১ ॥

লোকপূজামবাপুরিত্যনেন ভোজনং প্রাপ্তং তত্র সন্দিহ্যমানা ব্রজসভ্যাঃ সহাসং যৎ পপ্রচ্ছুস্তদ্বর্ণয়তি—ব্রজেতিগদ্যেন। অত্র গিরিব্রজগৃহস্থেষু তাবৎ সম্পন্নম্ । ৪৯ ॥

ততো দূতাবূচতুঃ—তস্য ভীমস্য দেহমেব তদর্থং বহুভক্ষলাভার্থং দাতৃষু তদা ঈহমানং চেষ্টাকৃদিব আসীৎ। তস্য বৃহদ্দেহানুসারেণ তে ভক্ষ্যং দদুঃ। তস্য বিবরণকৌতুকমাস্তাং তিষ্ঠতু ॥ ৫০ ॥

তেতু ব্রাহ্মণবেশধরাঃ ক্রমগমনেন মাগধান্ দেশান্ গত্বা গিরিব্রজে যে নগরজনা স্তৈর্লব্ধং পূজা যাঃ সত্ত্বং বিদ্যমানতা যেষাং তে তথা স্রক্‌চন্দনাদিমত্ত্বাৎ স্রক্ পুষ্পমালা সাচ চন্দনাদিশ্চ তাভ্যাং বিশিষ্টত্বাৎ সুচিত্রবেশবিশিষ্টাঃ ॥ ৫১ ॥

ব্রজরাজের সভাসদ্‌গণ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, ভীমের খাদ্য সর্ব্বত্রই প্রচুর লক্ষিত হইয়া থাকে। তবে কিরূপে তাঁহার খাদ্য সম্পন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

দূতদ্বয় হাসিতে হাসিতে বলিল, বহু খাদ্য পাইবার জন্য তাঁহার দেহই তৎকালে খাদ্যদাতাদিগের নিকটে যেন চেষ্টা করিয়াছিল। অর্থাৎ তাঁহার বৃহদ্দেহের অনুসারেই তাঁহারা খাদ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে খাদ্য বিবরণের কৌতুকে কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৫০ ॥

ব্রাহ্মণবেশধারী সেই তিন জনেই ক্রমান্বয়ে গমন করিয়া মগধদেশবাসি-লোক-দিগের কাছে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে গিরিব্রজে যে সকল নগরবাসী লোকছিল, তাঁহাদের নিকট পূজালাভ করিয়া, এবং স্রক্‌চন্দনাদির ধারণে অপূর্ব্ব বেশধারী বিদ্যাধরের মত, তাঁহারা তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

অথাতিথ্যকালে ধৃতব্রহ্মবেষাঃ
প্রভাবেণ বিধ্বস্তপৌরাদ্যশেষাঃ ।
নৃপান্তঃপুরান্তস্তদারাদপূর্ব্বা
নৃপস্যাগ্রতস্তেঽভবন্ কৃষ্ণপূর্ব্বাঃ ॥ ৫২ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ? ।

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ মগধাধিপস্তানবধায় ব্রহ্মণ্যতাগর্ব্ববান্-গর্ব্বম্মন্যঃ প্রণনাম । তেচান্তর্দ্বেষা বহিরাশিষা তং বর্দ্ধয়ন্ত ইব বর্দ্ধয়ামাসুঃ ॥ ৫৩ ॥

যদর্থং তত্তদ্দ্বেষাদিকং দধ্রুস্তদ্বর্ণয়তি—অথেতি । আতিথ্যকালে অতিথিসেবাসময়ে প্রভাবেণ বিধ্বস্তাঃ পৌরাদ্যশেষাঃ পুরভবা জনাদিসমগ্রা যৈঃ, এতেন দ্বারপালৈরপি ন নিবারিতা ইতি ব্যজ্যতে । তদা আরাৎ শীঘ্রং নৃপস্য জরাসন্ধস্য অন্তঃপুরান্তঃ অন্তঃপুরমধ্যে অপূর্ব্বাঃ কদাপ্যদৃষ্টাঃ কৃষ্ণং পূর্ব্বে সংমুখে যেষাং তে তস্য নৃপস্যাগ্রতোঽগ্রদেশে অভবন্ ॥ ৫২ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ—ততশ্চেতিগদ্যেন । মগধাধিপো জরাসন্ধ স্তান্ বিপ্রান্ অবধায় বিবুদ্ধ্য প্রণনাম । স কিম্ভূতঃ ব্রহ্মণ্যতাগর্ব্ববান্ ব্রাহ্মণসেবকতায়াং যো গর্ব্বোঽহমেব ব্রাহ্মণসেবকো নান্য ইতি তদ্বিশিষ্টঃ, গর্ব্বম্মন্যঃ আত্মানং গর্ব্ববিশিষ্টং মন্যতে যঃ সঃ । তেচ কৃষ্ণ-পূর্ব্বা অন্তর্দ্বিষা হার্দ্দদ্বেষেণ বহিশ্চ আশিষা তং জরাসন্ধং বর্দ্ধয়ন্ত ইব বর্দ্ধয়ামাসুঃ বৃদ্ধিং প্রাপিত-বন্তঃ ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর অতিথি-সেবাসময়ে ব্রাহ্মণবেশধারী সেই তিনজনে আপনাদের প্রতাপে পুরবাসী সমস্ত লোকদিগকে বিনাশ করেন। তাঁহাদের এরূপ ক্ষমতা ছিল যে, দ্বারপালগণ, তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে নাই। তৎকালে তাঁহারা শীঘ্রই রাজার অন্তঃপুরের মধ্যে,(যেন পূর্ব্বে কেহ কখন তাঁহাদিগকে দেখে নাই) এইরূপ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, কৃষ্ণকে অগ্রসর করিয়া, সেই রাজা জরাসন্ধের সম্মুখে আগমন করিলেন ॥ ৫২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিল, তারপর মগধপতি জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারিয়া (আমিই একমাত্র ব্রাহ্মণের সেবক, আমার মত ব্রাহ্মণের সেবক আর নাই) এইরূপ গর্ব্ব ধারণপূর্ব্বক আপনাকে গর্ব্বিত বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল। কৃষ্ণপ্রভৃতি

· যথা ;—

শ্বেতপত্রগসংসক্ত গদাভৃদ্ভীমতেজসা।
সর্ব্বেষু বন্ধুবর্গেষু ত্বং সুখায়স্ব মাগধ ! ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্বে সহাসমূচুঃ—ততস্ততঃ ?।

দূতাবূচতুঃ—তদেবমাকর্ণ্য নির্ব্বর্ণ্য চ মাগধস্তেষাং দেহং সন্দেহমনৈষীৎ। এষু ক্ষাত্রগাত্রমাত্রতাতদুচিতগম্ভীরবীর-স্বরপাত্রতা চ দৃশ্যতে, বিপ্রতা তু বিপ্রলপিতা মৃশ্যতে।

তৎ কূটাশীর্ব্বাক্যং বর্ণয়তি—শ্বেতেতি। হে মাগধ ! শ্বেতপত্রগসংসক্তা শ্বেতপত্রো হংস স্তেন গো গতির্যস্য এবম্ভূতা যা গদা তাং বিভর্ত্তীতি তথা সন্ ভীমতেজসা অন্যেষামসহ্যতেজসা উপলক্ষিতঃ সর্ব্বেষু বন্ধুবর্গেষু মধ্যে ত্বং সুখায়স্ব আত্মনঃ সুখমনুভব। ছলপক্ষে গদাভৃদ্ভীমতেজসা হে শ্বেতপত্রগসংসক্ত ! শ্বেতপত্রো হংসঃ, হংস ইতি জীবাত্মনো নামাস্তি তস্য বেগমানং বহির্নিঃসরণে সংসক্ত, অন্যৎ সমানং। সুখায়স্ব ভীমহস্তেন মরণাৎ মোক্ষপ্রাপ্তেঃ আত্মসুখং অনুভব। বর্ত্তমানে লোট্ ॥ ৫৪ ॥

ততঃ সর্ব্বেষাং সহ সপ্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ—তদেবেতিগদ্যেন। স মাগধ স্তদেবং বাক্যমাকর্ণ্য শ্রুত্বা তেষাং দেহং নির্ব্বর্ণ্য দৃষ্টাচ সন্দেহং অনৈষীৎ প্রাপ্তঃ। তৎসন্দেহপ্রকারং বর্ণয়তি—এষ্বিতি। এষু ত্রয়েষু ক্ষাত্রগাত্রমাত্রতা ক্ষত্রিয়াণামপত্যং ক্ষাত্রং তস্যেব গাত্রমাত্রং যেষাং তস্য ভাবঃ

সেই নিতজন আন্তরিক দ্বেষপূর্ব্বক, অথচ বাহ্য আশীর্ব্বাদের সহিত যেন তাঁহাকে বাড়াইতে সম্বর্দ্ধনা করিলেন॥ ৫৩॥

হে মগধরাজ। শ্বেতপত্রহংসদ্বারা যিনি গমন করেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মা। সেই ব্রহ্মা অস্ত্রেরমত যাহাতে সংলগ্ন আছেন, এরূপ ভীষণ গদা তুমি ধারণ করিয়া থাক। অতএব অপরের অসহ্য তেজোধারণপূর্ব্বক তুমি সমস্ত বন্ধু-বর্গের মধ্যে আত্মসুখ অনুভব কর। পক্ষান্তরে হে মগধরাজ! জীবাত্মার একটি নাম হংস। সেই জীবাত্মার কতক্ষণে বহির্গমন হইবে, অর্থাৎ কতক্ষণে তোমার মৃত্যু হইবে, তুমি তদ্বিষয়ে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছ। অথচ তুমি ভীষণ গদাধারী। এক্ষণে তুমি সমস্ত বন্ধুবর্গের মধ্যে (ভীমের হস্তে মরিলেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে বলিয়া) আত্মসুখ অনুভব কর॥ ৫৪ ॥

সকলে হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিতে-

বিপ্রতিপত্তাবস্যাং ন কেবলং তত্তত্তামবলম্বামহে। কিন্তু কলিতাবলোকলোকতামপীতি ॥ ৫৫ ॥

অথ বিচারান্তরমপ্যন্তশ্চরমাচচার।
ব্রাহ্মণাশ্চেৎ ক্ষত্রিয়া বা মায়িনঃ স্যুরমী ময়া।
অবশ্যমুপগন্তব্যা ধর্ম্মং শৌর্য্যং চ বাঞ্ছতা ॥ ইতি ॥৫৬॥

ক্ষাত্রগাত্রমাত্রতা তদুচিতগম্ভীরবীরস্বরপাত্রতা তস্মিন্ ক্ষাত্রে উচিতো যো গম্ভীরো বীরঃ স তেজস্বো যঃ স্বরঃ ষড়্জাদি স্তস্য পাত্রতা আধারতা চ দৃশ্যতে বিপ্রলপিতা বিরোধজনিকা মৃষ্যতে অনুসন্ধীয়তে তস্যাং বিপ্রতিপত্তৌ কেবলং তত্তত্তাং ক্ষত্রিয়তাং নাবলম্বামহে, কিন্তু কলিতাবলোকতাং কলিতো দৃষ্টোঽবলোকো যস্য তদ্ভাবতাং লোকতামাকারতামপি ॥ ৫৫ ॥

তদেবং মীমাংসায়াং কৃতায়াং স্বকর্ত্তব্যতানিশ্চয়ায় যদাচরিতং তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। অন্তর্হৃদয়ে চরতীতি তৎ আচচার বিদধৌ ॥

তদ্বিচারান্তরং বর্ণয়তি—ব্রাহ্মণা ইতি। অমী মায়িনঃ কাপটিকা বা স্যুঃ। তথাপি ধর্ম্মং শৌর্য্যঞ্চ বাঞ্ছতা ইচ্ছতা ময়া অমী অবশ্যমুপগন্তব্যা আদরণীয়াঃ ॥ ৫৬ ॥

লাগিল, এই প্রকারে মগধপতি তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া এবং তাঁহাদের দেহ নিরীক্ষণ করিয়া সন্দিহান হইলেন। ক্ষত্রিয়বংশে জন্মিলে যেরূপ শরীর হওয়া আবশ্যক, এই তিন জনের কেবল ক্ষত্রিয়োচিত শরীর দর্শন করিতেছি। অথচ ক্ষত্রিয়বংশজাত ব্যক্তিগণের যেরূপ গম্ভীর অথচ তেজস্বী ষড়্জাদি স্বর থাকা আবশ্যক. তাহাও এই তিন জনের স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং এই তিন জনের ব্রাহ্মণভাব কেবল প্রতারণা মাত্র। এইরূপ বিরুদ্ধ বিসম্বাদ-পূর্ণ বিষয়ে কেবল যে, তত্তৎক্ষত্রিয়োচিত ভাব আমরা অবলম্বন করিতেছিনা, তাহা নহে, কিন্তু এই তিন জনের লৌকিক আকারও অবলোকন করিয়াছি ॥৫৫॥

অনন্তর মগধপতি মনের মধ্যে অন্যপ্রকার বিচারও করিতে লাগিলেন। এই তিন জন ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয় হউন, অথবা কপট-বেশী লোকই হউন। আমি ধর্ম্ম এবং বীরত্ব কামনা করিয়া অবশ্য ইহাঁদিগকে সমাদর করিব ॥ ৫৬ ॥

অথ দিৎসন্মিৎসংশ্চ স্পষ্টমাচষ্ট।—কে ভবন্তঃ কথং বিপ্রলিঙ্গানুসারিতায়ামপি বহির্ম্মাল্যাদিধারিতেতি ॥ ৫৭ ॥

তত্র তু;—

রূপাদিনাবিবুধ্যাপি যৎ পৃষ্টং তৎকথা বৃথা।
ইতি ব্যঞ্জন্ হরিঃ প্রোচে বয়মভ্যাগতা ॥ ইতি ॥ ৫৮ ॥

কিঞ্চ—

দূষণং নাপি বিন্দেত বহির্ম্মাল্যাদিভূষণম্।
পুংসাং লক্ষ্মীনিবাসানাং তদ্ধি লক্ষ্মীরিতীর্য্যতে ॥৫৯॥

ততঃ স যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। দিৎসন্ বিপ্রতাং খণ্ডয়িতুমিচ্ছন্ মিৎসন্ তেষাং স্বরূপং মাতুং নিশ্চেতুমিচ্ছন্ আচষ্ট জগাদ। বিপ্রস্য লিঙ্গং চিহ্নং অনুসরিতুং শীলং যেষাং তেষাং ভাবঃ বিপ্রলিঙ্গানুসারিতা তস্যাং কথং বহির্ম্মাল্যাদিধারিতেতি ॥ ৫৭ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণো যৎ প্রত্যুত্তরং দদৌ তদ্বর্ণয়তি—রূপাদিনেতি। আদিপদেন গাত্রং স্বরশ্চ। তৎকথা পরিচয়কথা, অভ্যাগতা অতিথয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

তত্র বহির্ম্মাল্যাদিধারণং যৎ কটাক্ষিতং তত্রোত্তরয়তি—দূষণমিতি। বহির্ম্মাল্যাদিভূষণং নাপি দূষণং দোষং বিন্দেত লভেৎ। কিন্তু লক্ষ্মীনিবাসানাং ভূষণাদিশোভয়া বিরহিতানাং তৎ-মাল্যাদিভূষণং লক্ষ্মীঃ শোভেতি জনৈরীর্য্যতে ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর তিনি তাঁহাদের বিপ্রভাব খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করিয়া এবং তাঁহাদের স্বরূপ নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করিয়া, স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিলেন। আপনারা কে? এবং ব্রাহ্মণচিহ্ন অনুসরণ করিয়াও কেন বাহ্যমাল্যচন্দনাদি ধারণ করিয়াছেন? ॥ ৫৭ ॥

তন্মধ্যে রূপাদি জানিয়া যে বিষয়, জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, সেই কথা নিষ্প্রয়োজন। ইহা সূচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, আমরা অতিথি ॥ ৫৮ ॥

দ্বিতীয়তঃ বাহ্যমাল্যচন্দনাদি অলঙ্কার ধারণ করিলে, কখন দোষ হইতে পারে না। তবে যে সকল পুরুষ লক্ষ্মীর নিবাস বা আধার তাঁহাদের মাল্য-চন্দনাদি ধারণে লক্ষ্মী ঘটে, ইহাই সর্ব্বসাধারণে বলিয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

স তু প্রাহ—ভবতু ভোজনা ভোজনাদিসামগ্রী-সমগ্রমেভ্যো দীয়তাম্ ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

বয়মভ্যাগতাঃ কিন্তু নান্নমাত্রাভিকাঙ্ক্ষিণঃ।
কস্ত্বাং তত্র চ দূরস্থং তন্মাত্রার্থমভিব্রজেৎ ॥ ৬১ ॥
হরিশ্চন্দ্রাদয়োঽপ্যাসংস্তাদৃশং সত্ত্বমাশ্রিতাঃ।
কিং পুনস্ত্বং জরাসন্ধস্তন্নির্ব্বন্ধঃ স্বয়ং ভবান্ ॥ ৬২ ॥

তৎ শ্রুত্বা জরাসন্ধো যথাবদত্তদ্বর্ণয়তি—সন্দিতিগদ্যেন। ভবতু তথা ভোজনাঃ পরিচারকাঃ এভ্যো ভোজনাদিসামগ্রীসমগ্রং দীয়তাম্ ॥ ৬০ ॥

তন্নিশম্য শ্রীকৃষ্ণো যদবোচত্তদ্বর্ণয়তি—বয়মিতি। নান্নমাত্রাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ন অন্নমাত্রং অভিকাঙ্ক্ষিতুমভিলাষিতুং শীলমেষাং তে যত স্তন্মাত্রার্থং অন্নমাত্রকামার্থং কো জনো দূরস্থং ত্বামভিব্রজেদভিগচ্ছেৎ ॥ ৬১ ॥

স্বেষাং বাঞ্ছিতসিদ্ধ্যর্থং যথা তং প্রোৎসাহয়ত্তদ্বর্ণয়তি—হরিশ্চন্দ্রাদয় ইতি। হরিশ্চন্দ্রাদয়ো রাজানঃ সর্ব্বস্বাদিদানং কৃত্বাপি তাদৃশং পূর্ব্বরূপং সত্ত্বং ধৈর্য্যমাশ্রিতা আসন্, তন্নির্ব্বন্ধঃ দানাদৌ নির্ব্বন্ধো যস্য স স্বয়ং ভবান্ কিং পুনঃ অপ্রার্থিতায় দানশীলঃ কিমুত প্রার্থিতায়েতিভাবঃ ॥ ৬২ ॥

তাহা শুনিয়া জরাসন্ধ বলিলেন, আচ্ছা আপনাদের কথা সত্য। হে পরিচারকগণ! তোমরা ইহাদিগকে ভোজনপ্রভৃতি সমস্ত বস্তু দান কর ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমরা অতিথি। আমরা কিন্তু কেবল অন্নমাত্র ইচ্ছা করিনা। তাহার কারণ এই, কেবল মাত্র অন্নের জন্য কোন্ ব্যক্তি দূরস্থ তোমার নিকটে আগমন করিয়া থাকে? ॥ ৬১ ॥

হরিশ্চন্দ্রপ্রভৃতি ভূপতিগণ সর্ব্বস্ব দান করিয়াও পূর্ব্বেরমত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। হে জরাসন্ধ! তোমার কথা আর কি বলিব, কারণ, তুমি দানাদি বিষয়ে স্বয়ং এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ ॥ ৬২ ॥

ভবতঃ সমিতিং দ্রষ্টুমেব তস্মাদিহাগতাঃ।
পিত্রাদিক্রমতঃ সা হি বিত্রাসা পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ৬৩ ॥

তদেবমাকর্ণ্য যাচমানতায়ামপি সস্মিতং ভাষমাণস্য কৃষ্ণস্য স্বপ্রাণপর্য্যন্তপর্য্যেষণাং পর্য্যালোচ্য চাননুশোচ্য তেষাং বিপ্রেতরতামভিপ্রেত্য চ তামভ্যুপেত্য ব্রহ্মণ্যদেবদ্বিষদগ্রগণ্যঃ স খলু ব্রহ্মণ্যম্মন্যস্তদিদং জগাদ ॥ ৬৪ ॥

অথ বাঞ্ছিতং বর্ণয়তি—ভবত ইতি। ভবতঃ সমিতিং যুদ্ধং দ্রষ্টুমেব তস্মাৎ স্ববাসাৎ ইহ গিরিব্রজে বয়মাগতাঃ। সাহি সমিতিঃ তব পিত্রাদিক্রমতো বিত্রাসা বিগত স্ত্রাসো ভীতির্যত্র সা পরিকীর্ত্ত্যতে, মহাবীরস্য তব কুতস্ত্রাসশঙ্কা ॥ ৬৩ ॥

তদেতৎ শ্রুত্বা কিমকরোদিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তদ্বৃত্তং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন আকর্ণ্য শ্রুত্বা স খলু ব্রহ্মণ্যম্মন্য স্তদিদং জগাদেত্যন্বয়ঃ। স কিম্ভূতঃ যাচমানতায়াং ভিক্ষমাণত্বেঽপি সস্মিতং মন্দহাসসহিতং যথা স্যাত্তথা, মিতং স্বল্পাক্ষরেণ বাঞ্ছিতং ভাষমাণস্য কৃষ্ণস্য স্বপ্রাণপর্য্যন্তস্য পর্য্যেষণাং দানং পর্য্যালোচ্য অননুশোচ্য শোকমকৃত্বা বিপ্রেতরতাং ক্ষত্রিয়তামভিপ্রেত্য নির্ণীয়চ তাং স্বপ্রাণপর্য্যন্তঃপর্য্যেষণামভ্যুপেত্য স্বীকৃত্য ব্রহ্মণ্যদেবদ্বিষদগ্রগণ্যঃ ব্রহ্মণ্যদেবঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্য দ্বিষতাং শত্রূণামগ্রগণ্যঃ মুখ্যঃ ব্রহ্মণ্যম্মন্য আত্মানং ব্রহ্মণ্যং মন্যতে যঃ সতু ॥ ৬৪ ॥

তোমার যুদ্ধ দেখিবার জন্যই আমরা স্ব স্ব গৃহ হইতে এই গিরিব্রজে আগমন করিয়াছি। তোমার পিতৃপিতামহাদিক্রমে যুদ্ধভয় বিরহিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

এইরূপ বাক্য শুনিয়া, শ্রীকৃষ্ণ, যখন মন্দহাস্যে ইহা প্রার্থনা করিয়াও বলিতে লাগিলেন, তখন জরাসন্ধ পর্য্যালোচনা করিলেন, ইহাকে নিজ প্রাণপর্য্যন্ত দানকরা যাইতে পারে। অথচ কোন বিষয়ে শোক না করিয়া, এবং তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ভাব নির্ণয় করিয়া, এবং নিজ প্রাণপর্য্যন্ত দানকরা কর্ত্তব্য ভাবিয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিখিল বিপক্ষের অগ্রগণ্য সেই জরাসন্ধ, আপনাকে ব্রাহ্মণ মানিয়া, এইরূপ কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

"হে বিপ্রা! ব্রিয়তাং কামো দদাম্যাত্ম-শিরোঽপি বঃ"
॥ ইতি ॥ ৬৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্তু তদ্বধতৃষ্ণস্তদ্বচনমেব নিজশুভরচনশকুনমবধার্য্য নিজকার্য্যমুবাচ—

"ত্রকেনৈকেন যুধ্যস্ব স্বয়ং ত্বং যদি মন্যসে" ॥ ইতি ॥৬৬॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ? ॥

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ জরাসন্ধে সস্মিতং সবিস্মিতঞ্চ কৃত-লোচনসন্ধে স পুনরুবাচ।—কিং সবৈলক্ষ্যং লক্ষয়সি? অস্মাস্থ বিপ্রতাং মাভিপ্রগাঃ। যস্মাদন্নমাত্রকাঙ্ক্ষিণ এত ইত্যবলম্বমানঃ

তদ্বাক্যং বর্ণয়তি—হে বিপ্রা ইতি। কামোঽভিলাষো বো যুষ্মাকং সম্বন্ধে নিজমস্তকমপি দদামি ॥ ৬৫ ॥

তচ্ছ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণো যদাচরত্তদ্বর্ণয়তি—কৃষ্ণস্থিতিগদ্যেন। তদ্বধতৃষ্ণ শুস্ত জরাসন্ধস্থ বধে তৃষ্ণা যস্ত সঃ, নিজশুভরচনশকুনং নিজশুভরচনস্থ জরাসন্ধবধরূপস্থ শকুনং সূচকং একেনৈকেন ত্রয়াণামস্মাকং মধ্যে অভীষ্টেনৈকেন ॥ ৬৬ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ। সস্মিতং মন্দহাসসহিতং যথা স্যাৎ সবিস্মিতং বিস্ময়েন সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাত্তথা কৃতো লোচনাভ্যাং সন্ধঃ সন্ধানং যেন তস্মিন্ সতি,স শ্রীকৃষ্ণঃ পুনরুবাচ; সবৈলক্ষ্যং সবিস্ময়ং পশ্যসি, বিপ্রতাং ব্রাহ্মণত্বং মাভিপ্রগাঃ অভিপ্রায়ং মাকুরু। যস্মাৎ এতে অন্নমাত্রলুব্ধা ইত্যবলম্বমান আতিষ্ঠন্ শিরসোঽপি দানং উদ্দিশসি স্বস্য ব্রাহ্মণ্যখ্যাপনায়েতি শেষঃ। তদপি শিরসোঽপি দানমপি ত্বত্তঃ সকাশাৎ গৃহ্লীমঃ, তত্তদ্গ্রহণং যুদ্ধস্য শিক্ষয়া কৌশলেন

"হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা অভীষ্ট-বিষয় প্রার্থনা করুন। আমি আমার মস্তক পর্য্যন্ত আপনাদিগকে দান করিতে প্রস্তুত আছি" (ভা, ১০।৭২।২৭) ॥৬৫॥

শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের বধাভিলাষী হইয়া তাহার বাক্যকেই নিজমঙ্গল-ঘটনার চিহ্ন নির্ণয় করিয়া আপনার কার্য্য বলিতে লাগিলেন। "যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাদের তিন জনের মধ্যে একএক জনের সঙ্গে স্বয়ং যুদ্ধ কর" ॥ ৬৬ ॥

এই কথা শুনিয়া ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিল, তারপর জরাসন্ধ মন্দহাস্য এবং বিস্ময়ের সহিত, উভয়চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে, পুনর্ব্বার

শিরসোঽপি দানমুদ্দিশসি ? বয়ন্তু ক্ষত্রিয়া যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণ ইতি তদপি ত্বত্তো গৃহ্ণীমস্তচ্চ যুদ্ধশিক্ষয়া নতু ভিক্ষয়া কদাচিদপীতি ॥

পুনশ্চ সচিত্রং দ্বিত্রবারং বীক্ষমাণে মাগধমহীক্ষিতি শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—কিং সন্দিগ্ধমীক্ষসে ? পরিচিতিনিদিগ্ধমীক্ষস্ব। অয়ং খলু ভীম ইবাহঙ্কারধাম(ক) পরাগ্ব্যত্যস্তপ্রত্যক্পুরুষঃ শ্রীভীমঃ। অসৌ চার্জ্জুন ইব কৃতবীর্য্যপ্রসবস্তৎসহোদরঃ শ্রীমানর্জ্জুনঃ। অহন্তু হরিরিব সর্ব্বদা নবনাগহারিকর্ম্মান-য়োর্ম্মাতুলজন্মা স্বয়ং হরিরিতি ॥৬৭ ॥

সচিত্রং সাশ্চর্য্যং যথা স্যাত্তথা জরাসন্ধে সতি, শ্রীকৃষ্ণো যদবদত্তদ্বর্ণয়তি—কিমিত্যাদিনা। পরিচিতিনিদিগ্ধং পরিচয়সংশ্লিষ্টং পশ্য। ভীমো ভয়ঙ্করঃ অহঙ্কারস্য আশ্রয়ঃ। যদ্বা অহঙ্কার এব মূর্ত্তিযস্য নত্বহঙ্কারো ন দৃশ্যতে তত্রাহ,পরাগ্ব্যত্যস্তপ্রত্যক্পুরুষঃ প্রতিলোমগমনাশ্রয়াৎ ব্যত্যস্তং ব্যতিক্রমো যস্য স প্রত্যক্ পশ্চাৎ যস্মাৎ সচাসৌ পুরুষশ্চেতি বলিষ্ঠানাং মুখ্য ইত্যর্থঃ। কৃতবীর্য্যাৎ প্রসবো জন্ম যস্য সোঽর্জ্জন ইব তৎসহোদরঃ ভীমস্যানুজঃ। হরিঃ সিংহ ইব নবনাগহারিকর্ম্মা নবো যুবা যো নাগো হস্তী তং হর্ত্তুং বিনাশয়িতুং শীলং যস্য এবম্ভূতং কর্ম্ম যস্য সঃ অনয়োর্ভীমার্জ্জুনয়ো-র্মাতুলাৎ শ্রীবসুদেবাজ্জন্ম যস্য স স্বয়ং হরিঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতি ॥ ৬৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, কেন তুমি বিস্ময়-সহকারে নিরীক্ষণ করিতেছ ? আমরা যে ব্রাহ্মণ, তুমি এইরূপ অভিপ্রায় করিওনা। কারণ, ইহারা কেবলমাত্র অন্নাভিলাষী, এইরূপ আস্থা করিয়া নিজের মস্তক দান করিতেও ইচ্ছা করিয়াছিলে। আমরা কিন্তু ক্ষত্রিয়, কেবল যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া থাকি, সেই মস্তকদানও তোমার নিকট হইতে গ্রহণ করিব। তত্তৎবিষয়ের গ্রহণ কেবল যুদ্ধের কৌশলহেতু, কিন্তু কদাপি ভিক্ষাহেতু হইবেনা।

এই কথা শুনিয়া, মগধরাজ আশ্চর্য্যের সহিত দুই তিনবার নিরীক্ষণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন। কেন তুমি সন্দিগ্ধভাবে দর্শন করিতেছ। পরিচিতভাবে দর্শন কর। এই ব্যক্তি মূর্তিমান্ অহঙ্কারের মত ভয়ঙ্কর। যত বলিষ্ঠ

(ক) ইবাহঙ্কারধামা ইতি মাণ্ডবৃন্দাবনপাঠঃ।

জরাসন্ধস্তু কৃতহাসপ্রবন্ধঃ স্বস্মিন্নভীতিং তেষু চানীতিং ব্যঞ্জয়ামাস কথয়ামাস চ। ন ত্বয়া ময়া কৃতচয়াদ্ভয়ান্মকরালয়ান্তর্ব্বলিতালয়াত্মনা যুদ্ধমুদ্বুদ্ধমিষ্যতে। ন চ নির্ব্বলতয়া বলিতধনুরবলম্বনেন ফল্গুগুণেন ফাল্গুনেন। (ক)সর্ব্বত্র লম্ভিতদরে তদীয়সহোদরে বৃকোদরে তু দরেবাদরেণ মম মনঃ সমরীয়তি ॥ ৬৮ ॥

তদেবং নিশম্য জরাসন্ধো যথাবদত্তদ্বর্ণয়তি—জরাসন্ধস্ত্বিতিগদ্যেন। কৃতঃ হাসস্য প্রবন্ধো রচনা যেন সঃ, অভীতিং ভয়াভাবং তেষুচ কৃষ্ণাদিষু অনীতিং কাপট্যং ব্যঞ্জিতবান্ কথিতবাংশ্চ। ত্বয়া সহ ময়া যুদ্ধমুদ্বুদ্ধং জাগরিতং নেষ্যতে, ত্বয়া কিম্ভূতেন ময়া কৃতচয়াৎ ভয়াৎ ময়া কৃতং যচ্চয়নং যস্য এবম্ভূতাৎ ভয়াদ্ধেতোর্ম্মকরালয়ঃ সমুদ্র স্তস্যান্তর্ম্মধ্যে বলিতঃ পরিকল্পিতঃ আলয়ো বাসো যস্য তেন আত্মনা স্বরূপেণ, যদ্বা মকরালয়মধ্যে পরিকল্পিতো য আলয় স্তস্মিন্ আত্মা যত্নো যস্য তেন। নচ ফাল্গুনেন অর্জ্জুনেন তেন কিম্ভূতেন নির্ব্বলতয়া বলরাহিত্যেন হেতুনা বলিতং স্বীকৃতং ধনুষোঽবলম্বনং যেন ফল্গু স্তুচ্ছো গুণো যস্য তেন। কিন্তু বৃকোদরে ভীমে দরেবাদরেণ দর অল্পমিব য আদর স্তেন মম মনঃ সমরীয়তি সাদরং যুদ্ধমিচ্ছতি বৃকোদরে কিম্ভূতে সর্ব্বত্র লম্ভিতদরে লম্ভিতো দরো ভয়ং যস্য তস্মিন্ তদীয়সহোদরে অর্জ্জুনজ্যেষ্ঠে ॥ ৬৮ ॥

পুরুষ আছে, ইনি তাহাদের অগ্রগণ্য। ইহাঁরই নাম শ্রীভীমসেন। কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের মত এই ব্যক্তি বলরাশি বিস্তার করিয়া থাকে। ইনি ভীমসেনের সহোদর, ইহারই নাম শ্রীমান্ অর্জ্জুন। আর সিংহেরমত আমার কার্য্যে হস্তিযুবক বিনষ্ট হইয়া যায়। এই ভীম এবং অর্জ্জুনের মাতুল বসুদেব হইতে আমার উৎপত্তি হইয়াছে। আমারই নাম স্বয়ং হরি ॥ ৬৭ ॥

তখন জরাসন্ধ হাস্যপ্রকাশ করিয়া আপনার নির্ভীকতা এবং অভ্যাগত ব্যক্তিগণের উপর (অনীতি) কপটতা প্রকটিত করিয়া বলিতে লাগিলেন। তোমার সহিত আমার যুদ্ধ প্রকাশিত হয়, ইহা তোমার অভিপ্রেত নহে। কারণ, তুমি আমার নিকট হইতে ভয়রাশি সংগ্রহ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে নিজবাসস্থান কল্পিত করিয়া ছিলে। বিশেষতঃ বলহীন বলিয়া যিনি সর্ব্বদা ধনুকমাত্র অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই তুচ্ছ গুণযুক্ত ফাল্গুন অর্থাৎ অর্জ্জুনও আমার সহিত প্রকাশ্যে যুদ্ধ করিতে প্রার্থী নহেন। কিন্তু যিনি সকল স্থানে নির্ভীক,

(ক) সর্ব্বত্রালম্ভিতাদরে। ইতি মাগুপাঠঃ।

শ্রীকৃষ্ণঃ সহর্ষমুবাচ—

যোঽয়মস্মদুরীকারস্তমুরীকৃতবান্ ভবান্।
দৃষ্ট্বাপি ভীমতেজো যৎ পুরস্তাদন্ধকায়তে ॥ ৬৯ ॥

তদেবং স্থিতে স তু শূরম্মন্যঃ স্ব-মুখোদ্যমমৃষোদ্যমং কর্ত্তুমনন্যঃ সম্মদাদ্গদাদ্বয়মানায্য তত্র যথা তদিচ্ছামেকাং ভীমহস্তে প্রণায্য রঙ্গমঙ্গনমঙ্গতি স্ম (ক) ॥৭০॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণো যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—যোঽয়মিতি। যোঽয়মস্মাকমুরীকারঃ স্বীকার্য্যঃ ভবান্ তমুরীকৃতবান্ স্বীচকার। যদ্যস্মাৎ পুরস্তাদগ্রে ভীমতেজো দৃষ্ট্বাপি অন্ধকায়তে অন্ধক ইব আচরতি ॥ ৬৯ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। স জরাসন্ধঃ স আত্মানং শূরং মন্যতে শূরম্মন্যঃ স্বসুখোদ্যমমৃষোদ্যমং স্বসুখস্য উদ্যমঃ অতিশয়পরিবেষণং যস্মাৎ স চাসৌ মৃষোদ্যমশ্চেতি তং কর্ত্তুং অনন্যঃ একলঃ সম্মদাৎ হর্ষাৎ গদাদ্বয়মানায্য নিকটং প্রাপয্য তত্র মধ্যে যথা তদিচ্ছাং ভীমস্য ইচ্ছা যত্র তাং প্রণায্য প্রকর্ষেণ নিবেশয়িত্বা রঙ্গমঙ্গনং রণভূমিং অঙ্গতি স্ম জগাম ॥ ৭০ ॥

সেই অর্জ্জুনের জ্যেষ্ঠসহোদর ভীমের সহিত সামান্য আদরপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আমার মন ইচ্ছুক হইতেছে ॥ ৬৮ ॥

তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে বলিতে লাগিলেন। আমাদের যাহা স্বীকর্ত্তব্য, তুমি তাহা স্বীকার করিয়াছ। কারণ অগ্রে ভীমের তেজ দর্শন করিয়াও তুমি যেন অন্ধ হইতেছ ॥ ৬৯ ॥

এইরূপ অবস্থা ঘটিবার পর, বীরাভিমানী সেই জরাসন্ধ, আত্মসুখের উদ্যমযুক্ত বৃথা চেষ্টা করিবার নিমিত্ত, একাকী সহর্ষে দুইটি গদা আনাইলেন। তন্মধ্যে ভীমের ইচ্ছানুসারে একটি গদা ভীমের হস্তে উত্তম রূপে সন্নিবেশিত করিয়া তিনি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৭০ ॥

(ক) রঙ্গমনঙ্গমঙ্গতিস্ম। ইতি গৌরপাঠঃ।

ততশ্চ গদাদণ্ডাভ্যাং পরস্পরং খণ্ডয়ন্তৌ তৌ বীরাখণ্ডলতয়া বজ্রাভ্যামিব দৃষ্টৌ। চটচটায়মানাভ্যামচ্যবমানাভ্যাং তাভ্যাং প্রহরন্তৌ পুরুষকুঞ্জরতয়া দন্তাভ্যামিব।

তথা গদাযুদ্ধোচিতমণ্ডলৈশ্চ ভ্রমন্তৌ রঙ্গশোভিতয়া তাণ্ডবৈরিবেতি তৎপ্রকারে পরাকৃস্থিতে মুষ্টিপ্রহারে চ বৈয়র্থ্যায় সংস্থিতে পরস্পরজয়ায় চিরায় দ্বয়েঽপ্যনবস্থিতে দিবস(বি)প্রসরে চ প্রস্থিতে কৃষ্ণদৃশা ভৃশাপ্তবলসীমাপি ভীমাভিধ-

তদা তয়োর্যুদ্ধপরিপাটীং বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। গদারূপৌ যৌ দণ্ডৌ লগুড়ৌ তাভ্যাং পরস্পরং খণ্ডয়ন্তৌ পীড়য়ন্তৌ তৌ ভীমজরাসন্ধৌ বীরাখণ্ডলতয়া বীরাণাং মধ্যে আখণ্ডল ইন্দ্র স্তদ্ভাবতয়া বজ্রাভ্যাং খণ্ডয়ন্তাবিব দৃষ্টৌ চটচটমব্যক্তশব্দং কুর্ব্বদ্ভ্যাং অথচ অচ্যবমানাভ্যাং পাতশূন্যাভ্যাং তাভ্যাং গদাদণ্ডাভ্যাং প্রহরন্তৌ পুরুষকুঞ্জরতয়া পুরুষেষু শ্রেষ্ঠতয়া, যদ্বা পুরুষএব কুঞ্জরো হস্তী তদ্ভাবতয়া দন্তাভ্যামিব গদাযুদ্ধে উচিতানি যানি মণ্ডলানি তৈঃ রঙ্গশোভিতয়া রঙ্গস্থলে শোভিতুং শীলমস্য তদ্ভাবতয়া তাণ্ডবৈ নৃ ত্যৈরিব। তৎপ্রকারে পরাকৃস্থিতে প্রতিলোমগমনাশ্রয়রূপেণ স্থিতে বৈয়র্থ্যায় বিফলায় দ্বয়ে ভামজরাসন্ধরূপে অনবস্থিতে অতিচঞ্চলে দিবসপ্রসরে দিবসস্য প্রকর্ষেণ সঞ্চারে প্রস্থিতে সতি, কৃষ্ণদৃশা কৃষ্ণস্য দৃষ্ট্যা ভৃশেনাতিশয়েনাপ্তঃ প্রাপ্তো বলস্য সীমা পরাকাষ্ঠা যেন স ভীমনামা তদ্বিধমানায় তস্য জরাসন্ধস্য নাশনায় তদ্বিধং

তৎপরে গদারূপ দুইটি দণ্ডদ্বারা পরস্পর পীড়ন করিতে লাগিল। ভীম এবং জরাসন্ধ এই উভয়েই বীরগণের মধ্যে ইন্দ্রতুল্য। এই কারণে সকলেই দেখিতে পাইল যেন, তাঁহারা দুই জনে দুইটি বজ্রদ্বারা পরস্পর পীড়ন করিতেছে। তাহারা দুইজনে যখন গদাদণ্ডদ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল, তখন দুই জনের গদা হইতে "চটচট" করিয়া অব্যক্ত শব্দ হইতেছিল, এবং কাহারও হস্ত হইতে সেই গদাদণ্ড পতিত হয় নাই। উভয়েই নরকুঞ্জর বা নরশ্রেষ্ঠ বলিয়া, অথবা পুরুষরূপ হস্তী বলিয়া যেন দণ্ডদ্বয়দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। গদাযুদ্ধের সমুচিত মণ্ডলাকারে উভয়েই এমন করিতে লাগিলেন। তাহাতে বোধ হইল যেন, দুই জনে রঙ্গস্থল শোভিত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এইরূপ প্রকারে কিয়ৎক্ষণ উভয়েই বিপরীতভাবে ঘূর্ণন করিলে এবং উভয়ের মুষ্টিপ্রহার বৃথা হইলে, পরস্পরের জয়ের জন্য উভয়েই বহুক্ষণ চঞ্চল হইয়া

স্তদ্বিধমানায় তদ্বিধং নোপায়মহ্নায় জ্ঞাতবানিতি কৃষ্ণঘটিত-বিটপ-বিপাটনসংজ্ঞালব্ধাবধারণঃ সপরবলপ্রবলশৈবলবার-দুর্ব্বারবারণস্তং তথা বিচকার স্বজনানাং সুজনানামপি সুখং চকার ॥ ৭১ ॥

যথা —

পূর্ব্বং পূর্ব্বমিবাত্র পাতনবশাদুর্ব্বে তমূর্ব্বীগতং
কুর্ব্বন্নর্জ্জুনপূর্ব্বজঃ স সহসা ধূর্ব্বংস্তদূর্ব্বোস্তটম্ ।
কঠ্যন্তাদথ পাট্যমাশু ঘটয়ন্ পুষ্ণন্নটাচার্য্যতাং
ঘাটাগ্রং নিটিলং তথা ব্যঘটয়দ্‌যদ্বৎ পটং বায়কঃ ॥
বিঘটয়ংস্তদিদমুদ্‌ঘাটয়ামাস চ ॥ ৭২ ॥

তস্য বিধানং যস্মাদেবমুপায়মদ্ধা সাক্ষাৎ ন জ্ঞাতবান্ ইতিহেতোঃ কৃষ্ণেন ঘটিতং চেষ্টিতং বৎ বিটপস্য বৃক্ষশাখায়া বিঘাটনং বিদারণং তদেব সঙ্গা ইঙ্গিতং তেন লব্ধমবধারণং এবং কর্ত্তব্যমিতি যেন স ভীমঃ পরবলং জরাসন্ধস্য বলমেব প্রবলশৈবলবার উৎফুল্লশৈবলসমূহ স্তত্র দুর্ব্বারোঽনিবার্য্যো বারণো হস্তী তং জরাসন্ধং তথা বিচকার শাখাবিদারণবৎ চকার স্বজনানাং কৃষ্ণাদীনাং সুজনানাং সাধূনাং সুখং চকার ॥ ৭১ ॥

তথা বিদারণং বর্ণয়তি—পূর্ব্বমিতি। সোঽর্জ্জুনপূর্ব্বজো ভীম স্তং তথা ব্যঘটয়ৎ বিদারিত-বানিত্যন্বয়ঃ। অত্র উর্ব্বে হিংসার্থং উর্ব্বহিংসায়াং ধাতুঃ। ক্রিয়াহেতোঃ কর্ম্মযুক্তাদিতি সপ্তমী। তত্র পাতনবশাৎ উর্ব্বীগতং ভূমিগতং কুর্ব্বন্ সহসা হঠাৎ উর্ব্বোর্জঙ্ঘয়ো স্তটং ধূর্ব্বন্ হিংসয়ন্ ইদং বক্তব্যমুদ্‌ঘাটয়ামাস প্রকাশয়ামাস ॥ ৭২ ॥

উঠিল, এবং এইরূপে মধ্যাহ্ন-কাল উত্তীর্ণ হইলে, শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপাতে ভীমসেন, বলের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। তথাপি তিনি জরাসন্ধকে বধ করিবার নিমিত্ত তদ্রূপ উপায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানিতে পারিলেন না। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া বৃক্ষের-শাখা বিদারণ করিতে বলিলেন। সেই ইঙ্গিতে ভীমসেন কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিলেন। তখন, জরাসন্ধের শক্তিরূপ উৎফুল্ল শৈবালরাশির উপরে অনিবার্য্য মাতঙ্গের ন্যায় বৃকোদর জরাসন্ধকে, শাখাবিদারণের মত সেইরূপ নিঃক্ষিপ্ত করিলেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতি আত্মীয়দিগের এবং সাধু-গণের সুখ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৭১ ॥

অর্জ্জুনের জ্যেষ্ঠ সেই বৃকোদর পূর্ব্বপূর্ব্বের মত তাহাকে ফেলিয়া দিবার

নাহং কৃষ্ণাগ্রজঃ কৃষ্ণশ্চাস্মি কৃষ্ণাগ্রজঃ পরম্।
কথং ক্ষমায়াং রক্ষেয়ং ত্বাং ক্ষমায়াং চ মাগধঃ! ॥
ইতি ॥ ৭৩ ॥

অথাসুরা হা জরাসন্ধেতি (ক) তথা সুরা হা জরাসন্ধমিতি বন্দতঃ সর্ব্বং হাহাকারস্যাধারতাং ধারয়ামাসুঃ ॥ ৭৪ ॥

তদ্‌যথা ;—নাহমিতি। অহং কৃষ্ণাগ্রজো রামো ন পরং, কিন্তু কৃষ্ণাগ্রজঃ অর্জ্জুনাগ্রজঃ রামকৃষ্ণৌ ত্বাং ক্ষমামকুরুতাং, অহন্তু ন তথা দয়াবান্ অতো হে মাগধ! কথং ক্ষমায়ামপরাধসহিষ্ণুতা-বিষয়ে ক্ষমায়াং পৃথিব্যাং ত্বাং রক্ষেয়ং ; শ্রীকৃষ্ণশত্রুত্বাৎ ত্বাং হনিষ্যামীতিভাবঃ ॥ ৭৩ ॥

ততো যদ্‌বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। অথ তদ্বধানন্তরং অসুরা হা জরাসন্ধেতি, অত্র হাশব্দঃ শোকার্থে, তথা সুরা দেবা হা জরাসন্ধমিতি অত্র হাশব্দো নিন্দার্থে, হাহাকারস্য আধারতামাশ্রয়তাং ধৃতবন্তঃ ॥ ৭৪ ॥

জন্য, ঐ রূপ হিংসাকার্য্যে তাহাকে ভূমিশায়ী করিলেন। পরে, সহসা তাহার উরুদ্বয় পীড়ন করিয়া, তৎপরে কটিদেশের অন্ত হইতে শীঘ্র উৎপাটনীয় স্থান সকল উৎপাটন করিলেন। অবশেষে নটের আচার্য্যের মত ভাব ধারণ করিয়া তন্তুবায় যেরূপ বস্ত্র বিদারণ করে, সেই মত তিনি ঘাড়ের অগ্রভাগ এবং সমস্ত বিদারণ করিলেন। বিদারণ করিতে করিতে তিনি এইরূপ প্রকার প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৭২ ॥

আমি কৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম নহি, কিন্তু আমি কৃষ্ণাগ্রজ অর্থাৎ অর্জ্জুনের জ্যেষ্ঠ। কৃষ্ণ এবং বলরাম তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। আমি কিন্তু সেরূপ দয়ালু নহি। অতএব হে মগধ রাজ! ক্ষমাগুণে আমি তোমাকে ক্ষমাতে অর্থাৎ পৃথিবীতে রাখিতে চাহি না। শ্রীকৃষ্ণের শত্রু বলিয়া আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বধ করিব ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর অসুরগণ হা জরাসন্ধ! এবং সুরগণ হায়! ধিক্ জরাসন্ধ! এইরূপ বলিতে লাগিলেন। এইরূপে তৎকালে সকলেই হাহাকাররবের আধার হইয়া উঠিল। হাহাকার ভিন্ন আর কাহার মুখে কোন রব নাই ॥ ৭৪ ॥

(ক) হা বিষাদশুগর্ত্তিষ্বিত্যত্র নানার্থবর্গে নিন্দায়াঞ্চেতি ক্ষারঃ। তত্র চ বিষাদাদিষু হা প্রিয়ে! জনকরাজপুত্রীত্যাদিকমুদাহৃত্য নিন্দায়ামেব দ্বিতীয়ামুদাজহার। হা শ্রোত্রিয়ান্ হৃদয়ানিতি। ইতি বৃ। প্রথমে বিষাদার্থহাশব্দযোগে ন দ্বিতীয়া। পরত্র নিন্দার্থত্বেন হাশব্দ-যোগে দ্বিতীয়া। অ।

যত্র বিজয়াচ্যুতৌ চাত্মানৌ বিজয়াচ্যুতৌ মন্বানৌ তং পূজয়ামাসতুঃ ॥ ৭৫ ॥

ততশ্চ বিপক্ষজনাতিক্রান্তিভ্রান্তিমিব সম্ভৃত্য তদন্তঃপুরপথস্থিতমশ্বশস্ত্রাদিশস্তং কঞ্চন মণিকাঞ্চনরথং বলাদাত্মসাৎকৃত্য ভীমার্জ্জুনাভ্যাং সমমধিকরণীকৃত্য চ শ্রীমাধবঃ সাবধানতয়াবতস্থে যত্রতু রথে গরুড়শ্চ তদা ধ্বজতয়ারূঢ়ঃ।

যঃ খল্বসৌ রথঃ শক্রাদুপরিচরবসুনালব্ধঃ ক্রমাজ্জরাসন্ধপিত্রা যস্মাল্লব্ধাদ্বৃহদ্রথতয়া প্রথনা লব্ধেতি ॥ ৭৬ ॥

তদেবং মহাহর্ষেণ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ যথা কুরুতাং তদ্বর্ণয়তি—যত্রেতিগদ্যেন। বিজয়াচ্যুতৌ অর্জ্জুনকৃষ্ণৌ, বিজয়াচ্যুতৌ বিশেষেণ জয়ো যস্য স বিজয়ঃ ন ভবতি সঙ্কল্পাৎ চ্যুতং ক্ষরণং যস্য সোঽচ্যুতঃ তথাভূতৌ মন্বানৌ তং ভীমম্ ॥ ৭৫ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণো যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। বিপক্ষজনানাং যঃ অতিক্রান্তিঃ অতিক্রমঃ রণে অভীতিপূর্ব্বকগমনং তস্যাং ভ্রান্তিঃ চিত্তাস্থিরতাং সম্ভৃত্য ধারয়িত্বা তস্য জরাসন্ধস্য অন্তঃপুরস্য পথে স্থিতং অশ্বঃ ঘোটকঃ শস্ত্রাণি বাণধনুঃখড়্গাদীনি তৈঃ শস্তমুৎকৃষ্টং মণিসুবর্ণরচিতং রথং সমং সহ অধিকরণীকৃত্য অনধিকরণং অধিকরণমাশ্রয়ং কৃত্বা সাবধানতয়া অবধানেন বিপক্ষজনানামনুসন্ধানেন সহ বর্ত্তমান স্তদ্ভাবতয়া অবতস্থে উবাস। তথা ধ্বজতয়া যথা শ্রীকৃষ্ণস্য রথে স্বরূপেণ বিরাজতে, শক্রাদিন্দ্রাৎ যস্মাল্লব্ধাদ্ধেতোর্বৃহদ্রথতয়া বৃহন্মহান্ রথো যস্য তদ্ভাবতয়া প্রথনা খ্যাতির্লব্ধেতি ॥ ৭৬ ॥

ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন পরস্পর ভাবিতে লাগিলেন, আমাদের দুই জনের বিশেষরূপে জয় হইয়াছে, এবং আমরা কখন সঙ্কল্প হইতে পরিচ্যুত নহি। এইরূপে তখন তাঁহারা দুই জনে ভীমসেনের পূজা করিলেন ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর শত্রুদিগের যুদ্ধে নির্ভয়ে আগমন এবং তদ্বিষয়ে যেন চিত্তের অস্থিরতা ধারণ করিয়া, জরাসন্ধের অন্তঃপুরস্থিত পথে অশ্ব, বাণ, ধনুক এবং খড়্গাদিদ্বারা উৎকৃষ্ট, কোন এক মণি-কাঞ্চন-নির্ম্মিত রথ, বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া, এবং ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত তাহার উপরে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সাবধানপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। যেরথে শ্রীকৃষ্ণ আরোহণ করিলেন, সেই রথে গরুড় ধ্বজাকারে আরোহণ করিয়া রহিল আকাশসঞ্চারী কোন একজন

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?।

দূতাবূচতুঃ ;—

ততশ্চ সমবলোকিতশোকানাং তদীয়লোকানাং বিশোক-কৃতে তৎপুত্রং সহদেবং স শ্রীযদুদেবং সহভীমার্জ্জুনঃ সমভি-ষিষেচ ॥ ৭৭ ॥

অথ জরাসন্ধকৃতবন্ধানাং রাজ্ঞাং কৃতানুসন্ধঃ সত্যসন্ধঃ স দয়াসিন্ধুর্দ্দিনবন্ধুর্গিরিদরীসন্ধিতবন্ধগৃহমেব বিন্দমানস্তান্ নিষ্কালয়ামাস। নিষ্কাল্য চ নিভাল্য চিরং সাস্রগদ্গদতয়া ন কিঞ্চিদ্‌গদতি স্ম ॥ ৭৮ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ——ততশ্চেতিগদ্যেন। সমবলোকিতঃ সম্যগ্‌দৃষ্টঃ শোকো যেষাং, বিশোককৃতে শোকরাহিত্যায় তৎপুত্রং জরাসন্ধসুতং ভীমার্জ্জুনাভ্যাং সহ বর্ত্তমানঃ সমভিষিষেচ রাজ্যে অভিষিক্তবান্ ॥ ৭৭ ॥

বিশেষেণ যদর্থং তত্র শ্রীকৃষ্ণ আজগাম তদ্‌যথা বিহিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। জরাসন্ধেন কৃতো বন্ধো যেষাং তেষাং, কৃতোঽনুসন্ধো অনুসন্ধানং যেন সঃ, সত্যসন্ধঃ সত্যে "রাজদূতমুবাচেদং ভগবান্ প্রীণয়ন্ গিরা। মাভৈষ্ট দূতভদ্রং বো ঘাতয়িষ্যামি মাগধমিতি রূপে সন্ধো নিয়মো যস্য সঃ, গিরিদরীসন্ধিতবন্ধগৃহং পর্ব্বতগুহায়াং সন্ধিতং মিলিতং তেষাং রাজ্ঞাং বন্ধগৃহং বিন্দমানো লভমানঃ নিষ্কালয়ামাস তস্মাদ্বহির্নিনায়। নিভাল্য সম্যগ্‌দৃষ্ট্বা অস্রেণ সহ গদ্গদো বাগ্‌যস্য তদ্ভাবতয়া.ন গদতি স্ম ন জগাদ ॥ ৭৮ ॥

বসু ইন্দ্রের নিকট হইতে ঐ রথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে জরাসন্ধের পিতা রথলাভ করাতে বৃহদ্রথনামে (বৃহৎ অর্থাৎ মহৎ হইয়াছে রথ যাহার) এইরূপে খ্যাতি লাভ করেন ॥ ৭৬ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূত কহিল, তারপর, যে সমস্ত লোকের শোক সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই সকল জরাসন্ধের আত্মীয় লোক-দিগের শোক নিবারণ করিতে যদুবংশধর শ্রীকৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জ্জুনের সহিত তদীয়পুত্র সহদেবকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং দয়াসাগর শ্রীকৃষ্ণ, যে সকল রাজাদিগকে জরাসন্ধ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সকল ভূপতিগণের অনুসন্ধান করিয়া,

যথা ;—

ম্লানান্ ম্লানপটান্ ক্ষুধাতিবিকটান্ শুষ্কাননান্ যন্ত্রিতাং-
স্তান্ পশ্যন্ হরিরস্রগস্রবদসৌ পুত্রান্ পিতেবৌরসান্।
এষা তস্য শুভক্রিয়া নতু পরং তেষু স্ফুটং সার্দ্রতাং
দধ্রে কিং ত্বপরেষু চ প্রতিযুগং সর্ব্বত্র চ স্থায়িষু ॥ ৭৯ ॥

তদেবং তেষাং তৎকৃচ্ছ্রমেব তস্য করুণাম্পৃচ্ছৎ কৃচ্ছ্র-কোটিমপি জিগায় ॥ ৮০ ॥

তেষু প্রীত্যা তস্য যাবস্থাভূত্তদ্বর্ণয়তি—ম্লানানিতি। অসৌ হরি স্তান্ রাজ্ঞঃ পশ্যন্ অস্রং নেত্র-জলং অস্রবৎ মুমোচ। তান্ কিম্ভূতান্ ম্লানান্ কান্তিরহিতান্ ম্লানপটান্ মলিনবস্ত্রান্ ক্ষুধাতিবিকটান্ ক্ষুধাব্যাকুলান্ শুষ্কাননান্ স্নেহশূন্যমুখান্ যন্ত্রিতান্ যন্ত্রণাবিশিষ্টান্ যথা পিতা ঔরসান্ পুত্রান্ যথা দৃষ্ট্বা অস্রং মুঞ্চতি তথা,নন্বেবং তেষু শ্রীকৃষ্ণস্যাপূর্ব্বাকৃতিরভূত্তা তত্রাহ—এষেতি। তস্য কৃষ্ণস্য এষা শুভা ক্রিয়া ভক্তস্নেহবিধায়িকা ন তু তেষু রাজসু পরং কেবলং সার্দ্রতাং স্নেহতাং দধ্রে, কিন্তু প্রতিযুগং সর্ব্বত্র স্থায়িষু অপরেষু প্রহ্লাদকর্দ্দমগুহকাদিষ্বপি সার্দ্রতাং দধ্রে, তস্মৈ যা স্বাভাবিকশুভক্রিয়া ॥ ৭৯ ॥

তেন যৎ ফলিতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তৎ কৃচ্ছ্রং রোধাদিনিমিত্তকষ্টং তস্য কৃষ্ণস্য দয়াং প্রাপ্নুবৎ সৎ কষ্টকোটিমপি জিতবান্ ॥ ৮০ ॥

গিরি-গহ্বরাস্থিত রাজাদের বন্ধনাগারে গমন করিলেন। তথায় তিনি তাহা-দিগকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন। তাহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া এবং সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করিয়া বহুক্ষণ সজলনয়নে এবং কণ্ঠরুদ্ধস্বরে কিছুই বলিতে পারেন নাই ॥ ৭৮ ॥

পিতা যেরূপ ঔরসপুত্রদিগকে দেখিয়া অশ্রু মোচন করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ কান্তিবিরহিত, মলিন বসনধারী, ক্ষুধার্ত্ত, শুষ্কমুখ এবং যন্ত্রণা-যুক্ত ভূপতিদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের উপর স্নেহপ্রদ এইরূপ শুভকার্য্য কেবল যে, ঐ সমস্ত রাজাদের নিকটে আর্দ্রভাব ধারণ করিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু প্রত্যেক যুগে সর্ব্বত্র স্থায়ী অপরাপর প্রহ্লাদ, কর্দ্দম, গুহকাদির উপরেও সেই শুভ-কার্য্য, আর্দ্র-ভাব ধারণ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ শুভকার্য্য স্বভাব সিদ্ধ ॥ ৭৯ ॥

এই প্রকারে কারারুদ্ধ নৃপতিগণের কারারোধ-জনিত কষ্ট, শ্রীকৃষ্ণের করুণা প্রাপ্ত হইয়া কোটি কোটি কষ্ট, জয় করিয়াছিল ॥ ৮০ ॥

ততশ্চ ;—

দৃগ্‌ভ্যাং রূপং ত্বচাংশুপ্রথনমথ নসোর্ঘ্রাকেনেষ্টগন্ধং
কর্ণাভ্যাং বাগ্বিলাসং তমপি রসনয়া লেহ্যবন্মিষ্টমিষ্টম্।
কংসারাতেঃ স্পৃশন্তঃ ক্রমথমপজহুস্তে জরাসন্ধবদ্ধাঃ
শ্রদ্ধানদ্ধাস্তথাসন্নপি সপদি যথা সস্মরুর্নাত্মবন্ধম্ ॥ ৮১ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতু—ততশ্চ করুণবরুণালয়ঃ স খলু কমলালয়-স্তান্ সমলান্ সপরিমলস্নপনাদিনা লালয়িতুং পরিজনান্ নিজতরঙ্গানিব প্রেরয়ামাস ॥ ৮২ ॥

তেষাং প্রেমোদ্রেকং বর্ণয়তি—দৃগ্‌ভ্যামিতি। কংসারাতেঃ কৃষ্ণস্য রূপং দৃগ্‌ভ্যাং নেত্রাভ্যাং স্পৃশন্তঃ এবং স্বস্য ত্বচা তস্য অংশুপ্রথনং শীতলকান্তিবলনং তথা নাসাদ্বয়েন গাত্রস্যেষ্টগন্ধং তথা শ্রোত্রাভ্যাং বাগ্বিলাসং প্রিয়বাঙ্মাধুর্য্যং তথা মিষ্টমিষ্টং যথা স্যাত্তথা লেহ্যবদাস্বাদ্যবৎ তং জিহ্বয়া স্পৃশন্তঃ ক্রমথং গ্লানিমপজহুস্ত্যক্তবন্তঃ। তথা শ্রদ্ধানদ্ধা শ্রদ্ধয়া বদ্ধা আসন্, যথা আত্মবন্ধং ন সস্মরুঃ ন চিন্তয়ামাসুঃ ॥ ৮১ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ—ততশ্চেতি গদ্যেন। কৃপাসাগরো লক্ষ্ম্যালয়শ্চ সমলান্ মলসম্বলিতান্ সপরিমলস্নপনাদিনা সুগন্ধদ্রব্যেণ সহ যৎ স্নপনং স্নানীয়জলাদিনা লালয়িতুং শুশ্রূষাং কারয়িতুং নিজতরঙ্গান্ নিজলহরীরিব পরিজনান্ দাসাদীন্ প্রেরয়ামাস নিযুক্তবান্ ॥ ৮২ ॥

তৎপরে জরাসন্ধকর্তৃক কারারুদ্ধ ঐসকল ভূপতিগণ কংস-বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণের রূপ দুই চক্ষে দেখিয়া, তদীয় শীতল-কান্তির স্পর্শ, স্ব স্ব গাত্র-চর্ম্মদ্বারা অনুভব করিয়া দুই নাসা-যুগলদ্বারা তদীয়গাত্রের ইষ্ট গন্ধ ঘ্রাণ লইয়া দুই কর্ণদ্বারা তাঁহার প্রিয়বাক্যের মাধুরী শ্রবণ করিয়া, এবং অত্যন্ত সুমিষ্ট ভাবে চিন্তা-দ্বারা আস্বাদনীয় বস্তুর মত কর্ণদ্বারা সেই প্রিয়বাক্যের মাধুরী আস্বাদ লইয়া গ্লানি পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পরে তাঁহারা এইরূপ শ্রদ্ধানিবদ্ধ হইয়া ছিলেন যে, সহসা আত্মবন্ধন (কারাগারজনিত দুঃখ) ভুলিয়া গেলেন ॥ ৮১ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তারপর করুণার

তেতু ;—

নয়নসলিলধারাস্নানভাজঃ প্রমোদ-
চ্ছবিবিলসিতবস্ত্রারোমহর্ষাঙ্গভূষাঃ।
মগধনৃপতি-বদ্ধাঃ পার্থিবা লব্ধকৃষ্ণা
গতপরিকৃততৃষ্ণাস্তুষ্টুবুঃ সুষ্টু কৃষ্ণম্ ॥ ৮৩ ॥

তদা চ তদাজ্ঞাবশম্বদা লব্ধসম্মদা জ্ঞাতাধিকতদীয়দয়া রাজ্ঞাং সমুদয়াঃ স্নপনাদিসমাসাধিতরোচনয়া ভোজনযোজনয়া(ক)

তদা তেষাং লালনস্ত পিষ্টপেষো জাতঃ, যতঃ প্রেম্ণা তত্তদুদয়াৎ তথাচ নয়নেতি। তে পার্থিবা রাজানো নয়নজলধারাভিঃ স্নানং ভজন্তে, তে তথা প্রমোদচ্ছবিবিলসিতবস্ত্রাঃ প্রমোদস্য হর্ষস্য ছবিঃ প্রতিমূর্ত্তিঃ সৈব বিলসিতং দীপ্তং বস্ত্রং যেষাং তে, তথা রোমহর্ষোঽঙ্গভূষা যেষাং তে, লব্ধঃ কৃষ্ণো যেষাং তে, গতা পরিকৃতস্য পরিবারস্য তৃষ্ণা যেষাং তে কৃষ্ণং সুষ্টু তুষ্টুবুঃ ॥ ৮৩ ॥

তত স্তেষাং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদাচেতিগদ্যেন। তে রাজ্ঞাং সমুদয়া সমূহাঃ তেন কৃষ্ণেন বিহাপিতং অর্পিতং যচ্চ তুরঙ্গসেনাদি রথাশ্বহস্তিপদাতিরূপং তৎসঙ্গি যেষাং তদ্ভাবতয়া গৃহায় বিহাপয়ামাসিরে যাপিতা ভূতবন্তঃ, কিম্ভূতা স্তদাজ্ঞায়া বশম্বদা বশীভূতাঃ, লব্ধঃ সম্মদো হর্ষো যৈ স্তে, জ্ঞাতাধিকতদীয়দয়া জ্ঞাতা অধিকরূপেণ তদীয়া দয়া যেষু তে, স্নপনাদিনা সমাসাদিতা

সাগর এবং লক্ষ্মীর আবাসভূমি সেই শ্রীকৃষ্ণ, সুগন্ধদ্রব্যসহ স্নানীয় জলাদি-দ্বারা মালিন্যযুক্ত ঐ সমস্ত ভূপতিদিগের সেবা করাইবার নিমিত্ত নিজলহরী-রাশির মত (অর্থাৎ সমুদ্র যেরূপ নিজতরঙ্গদিগকে নিযুক্ত করে) সেইরূপ দাস দাসীপ্রভৃতি পরিজনবর্গকে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৮২ ॥

জরাসন্ধদ্বারা কারা-নিবদ্ধ ভূপতিগণ আনন্দজনিত নয়নজলের প্রবাহে স্নান করিয়া, আনন্দের প্রতিমূর্ত্তিই তাহাদের উজ্জ্বল বস্ত্র হইল, রোমাঞ্চই তাহাদের অঙ্গ ভূষণ হইল ; এবং তৎকালে তাহারা কৃষ্ণকে পাইয়া পরিবার বর্গের দর্শন বাসনা পরিত্যাগ করিল। এইরূপে ভূপতিগণ সুন্দররূপে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল ॥ ৮৩ ॥

তৎকালে ভূপতিগণ, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বশীভূত হইয়া হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাদের উপরে যে শ্রীকৃষ্ণের সমধিক করুণা আছে, তাহাও জানিতে

(ক) তেন শ্রীকৃষ্ণেন যোঽঙ্গীকার স্তেন হেতুনা সঙ্গীকৃতঃ সঙ্গমীকৃতঃ চিত্তোন্নতি মঙ্গল-বেশাদির্যৈঃ। অ।

রাজদুদয়াস্তদঙ্গীকারসাঙ্গীকৃতাভ্যুদয়াস্তেন বিহাপিতচতুরঙ্গ-সেনাদিসঙ্গিতয়া গৃহায় বিহাপয়ামাসিরে ॥ ৮৪ ॥

যথাপূর্ব্ববৈভবাদপূর্ব্বতয়া পশ্যদ্ভিস্তেষাং পরিষদি নিবসদ্ভি-রন্যৈরপি সদ্ভিশ্চিরাদেব পরিচিচিক্যিরে। শ্রীগোবিন্দাল্লব্ধ-কৃপাণাং নৃপাণাং তেষাং মুখাদেব তদীয়সুখাস্বাদমাসাদয়দ্ভিস্তৈ-স্তৈর্মৈত্রীমদ্ভিঃ সমুদ্ভবদদ্ভুতভাগ্যতয়া মেনিরে চ ॥ ৮৫ ॥

প্রাপ্তা রোচনা শোভা যৈ স্তে তথা ভোজনস্য যা যোজনা সঙ্ঘটনা তয়া রাজন্ উদয়ঃ প্রকাশো যেষাং তে, তথা তদঙ্গীকারসঙ্গীকৃতাভ্যুদয়া স্তেন কৃষ্ণেন যোঽঙ্গীকার আত্মীয়ত্বেন স্বীকার স্তেন সাঙ্গীকৃতঃ সম্পূর্ণীকৃতোঽভ্যুদয়ঃ কল্যাণং বৃদ্ধির্ব্বা যেষাং তে ॥ ৮৪ ॥

তত স্তেষাং গৃহপ্রাপ্ত্যনন্তরং যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—যথেতিগদ্যেন: যথা পূর্ব্ববৈভবাৎ অপূর্ব্বতয়া আশ্চর্য্যতয়া পশ্যদ্ভিঃ তেষাং পরিষদি সভায়াং নিবসদ্ভির্বন্ধুভি স্তথান্যৈঃ সদ্ভিরপি চিরাদেব পরিচিচিক্যিরে পরিচিতা ভূতাঃ, তদীয়সুখাস্বাদং শ্রীকৃষ্ণদর্শনাত্সুখং যৎ সুখং তস্যাস্বাদং আস্বাদয়দ্ভিঃ প্রাপ্নুবদ্ভিঃ মৈত্রীমদ্ভিঃ মিত্রতাবদ্ভিঃ সমুদ্ভবদদ্ভুতভাগ্যতয়া সমুদ্ভবদদ্ভুতং ভাগ্যং যেষাং তদ্ভাবতয়া মেনিরে বুদ্ধাঃ ॥ ৮৫ ॥

পারিল। দাস দাসীগণ তাঁহাদিগকে স্নান করাইয়া দিলে, তাঁহারা শোভা-বিশেষ প্রাপ্ত হইলেন। পরে খাদ্য বস্তু উপনীত হইলে, তাহা ভোজন করিয়া তাঁহাদের দীপ্তি প্রকাশিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাতে নৃপতিগণের সম্পূর্ণরূপে অভ্যুদয় বা কল্যাণ সাধিত হইয়া-ছিল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি এই চতুরঙ্গিনী সেনার সহিত তাঁহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া স্ব স্ব গৃহের উদ্দেশে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৮৪ ॥ তাঁহারা গৃহে আসিলে, পূর্ব্বমত বৈভব থাকাতে ভূপালবৃন্দের সভাস্থিত ব্যক্তিগণ এবং অন্যান্য সাধুগণ আশ্চর্য্যভাবে অবলোকন করিয়া বহুক্ষণের পর তাঁহাদের পরিচয় পাইলেন। ঐ সকল মহীপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এইরূপ করুণা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই মুখ হইতে এই মধুর রসের আস্বাদ পাইয়া, বন্ধুত্ব-প্রার্থী ঐ সমস্ত আত্মীয়গণ আপনাদের অপূর্ব্বভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে জানিতে পারিলেন ॥ ৮৫ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ইতঃ পরং পরং তেষাং কৃতব্রাহ্মণ-বেষাণাং কুরুষু পুরু(ষু) প্রবেশভব্যং কব্যতাম্ ॥ ৮৬ ॥

দূতাবূচতুঃ—অথ তে পথি বিসৃষ্টান্ নিজান্ পরিচ্ছদান্ সহদেবেন ভক্ত্যুৎসৃষ্টানপ্যন্যান্ সংসৃষ্টান্ বিধায় শক্রপ্রস্থায় প্রস্থানমাসেদুঃ ॥ ৮৭ ॥

আসদ্য প্রিয়-সদনং ত এবমিন্দ্র-
প্রস্থাখ্যং স্ফুটমধমন্ প্রতি স্বশঙ্খান্।
যেষু দ্বৌ নিজনিজমাশ্রয়ং তমেকং
বিভ্রাণৌ জগতি (ক) বিবভ্রতুঃ শ্রবাংসি ॥ ৮৮ ॥

ততো ব্রজরাজো যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—ইত ইতিগদ্যেন। কৃতো ব্রাহ্মণবেষো যৈ স্তেষাং কুরুষু পুরুষু কুরুবংশসমূহেষু পরং কেবলং প্রবেশভব্যং প্রবেশমঙ্গলং কব্যতাং বর্ণ্যতাং, কথ্যতা-মিতিপাঠে সএবার্থঃ ॥ ৮৬ ॥

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—অথ তে ইতি গদ্যেন। নিজান্ ব্রাহ্মণবেষোপচিতান্ পরিচ্ছদান্ পৃথুশুচিযজ্ঞসূত্রাদীনি পথি বিসৃষ্টান্ ত্যাজিতান্ বিধায় সহদেবেন জরাসন্ধপুত্রেণ ভক্ত্যা উৎসৃষ্টান্ দত্তানপি অন্যান্ মহারাজোচিতান্ সংসৃষ্টান্ মিলিতান্ বিধায় ইন্দ্রপ্রস্থায় ইন্দ্রপ্রস্থং হৃদয়ে কৃত্বা প্রস্থানং আসেদুঃ প্রাপুঃ ॥ ৮৭ ॥

তেষাং তত্র প্রবেশং বর্ণয়তি—আসদ্যেতি। তে ইন্দ্রপ্রস্থাখ্যং প্রিয়সদনং প্রাপ্য প্রতি প্রত্যেকং স্বশঙ্খান্ বাদয়ামাসুঃ। যেষু ত্রয়েষু মধ্যে দ্বৌ ভীমার্জ্জুনৌ তমেকং কৃষ্ণং বিভ্রাণৌ ধারয়ন্তৌ আশ্রয়মানৌ সন্তৌ জগতি ভুবনে শ্রবাংসি যশাংসি বিবভ্রতুঃ বিশেষেণ পুপুষতুঃ ॥ ৮৮ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, অতঃপর ব্রাহ্মণ-বেশধারী সেই তিন জনের কৌরবনগরে প্রবেশের মঙ্গল-বার্ত্তা বর্ণনা কর ॥ ৮৬ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, অনন্তর তাঁহারা তিন জনে পথমধ্যে ব্রাহ্মণোচিত বেশের উপযুক্ত পরিচ্ছদ সকল (অর্থাৎ স্থূলতীর্থমৃত্তিকা-নির্ম্মিত উদ্ধপুণ্ড্রাদি ও যজ্ঞসূত্রাদি) পরিত্যাগ করিয়া, এবং জরাসন্ধের পুত্র সহদেব ভক্তিসহকারে অন্যান্য যে সকল মহারাজোচিত বস্ত্র সকল দান করিয়াছিল, সেই সকল পরিধান করিয়া, ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন ॥ ৮৭ ॥

এইরূপে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থের প্রিয়ভবন প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে প্রকাশ্যে শঙ্খ

(ক) নিবভ্রতুরিতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

অথাগতৈর্ম্মুররিপু-ভীম-জিষ্ণুভিঃ
স্ফুটং জরাতনয়নৃপাসুজিষ্ণুভিঃ।
নিজাগতিশ্রবণজশর্ম্মপূরিতা
নৃপত্ব্যুপাব্রজনমবাপ্য পূরিতা ॥ ৮৯ ॥

গাম্ভীর্য্যে ধর্ম্মসূনোরঘরিপুরচিতাং শৃণ্বতস্তত্র মৈত্রীং
তস্যাঃ শ্লাঘামথাবৃণ্বতি বরবলবানাবৃণোদ্বাষ্পপূরঃ।
পূর্ব্বং সাধারণানাং গুণগণগণনামাবিশেদুত্তরস্তৎ-
প্রেমপ্রাবল্যভাজামথ কথমনয়োঃ সাম্যমৃচ্ছেদবাম্যম্ ॥ ৯০ ॥

কিঞ্চ, আগতৈর্জ্জরাসন্ধপ্রাণস্য জিষ্ণুভির্জ্জয়শীলৈঃ কৃষ্ণভীমার্জ্জুনৈঃ নৃপত্ব্যুপাব্রজনং যুধিষ্ঠিরস্য সমীপে আগমনং অবাপ্য অব অসাকল্যে কিঞ্চিৎ দূরে স্থিত্বাপি নিজানাং যা আগতি স্তস্যাঃ শ্রবণজং যৎ শর্ম্ম সুখং তেন পূরিতা পুঃ পুরী ইতা প্রাপ্তা ॥ ৮৯ ॥

তেষাং মুখদ্বারা জরাসন্ধজয়ং তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য মৈত্রীং শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরস্য যদ্বৃত্তান্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—গাম্ভীর্য্যেতি। তত্র জরাসন্ধজয়ে অঘরিপুরচিতাং মৈত্রীং শৃণ্বতো ধর্ম্মসূনোর্যুধিষ্ঠিরস্য গাম্ভীর্য্যে গুণে তস্যা মৈত্র্যাঃ শ্লাঘাং আবৃণ্বতি আচ্ছাদনং কুর্ব্বতি সতি, বরবলবান্ তস্য বাষ্পপূর স্তৎগাম্ভীর্য্যমাবৃণোৎ, তত্র ফলিতং বর্ণয়তি—পূর্ব্বং গাম্ভীর্য্যং সাধারণানাং জনানাং গুণগণগণনাং আবিশেৎ অতো ন চলিতং ভবেৎ, উত্তরো বাষ্পপূরঃ প্রেমপ্রাবল্যভাজাং পরমাত্মীয়ানাং গুণগণগণনাং আবিশেৎ, অতঃ প্রকাশতে, অথ অতঃ কথং অনয়োর্গাম্ভীর্য্যবাষ্পপূরয়োঃ সাম্যং সমতা অবাম্যং সরলতাং ঋচ্ছেৎ প্রাপ্নুয়াৎ, ন কথঞ্চিত্তুল্যতা ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

বাজাইতে লাগিলেন। তিন জনের মধ্যে দুই জন (অর্থাৎ ভীম এবং অর্জ্জুন) একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিয়া জগতে বিশেষ যশোরাশি বিস্তার করিলেন ॥ ৮৮ ॥

অনন্তর প্রকাশ্যে জরাসন্ধজীবনজয়ী সেই শ্রীকৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জ্জুন এই তিন জনে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে আগমন করিলেন। তাঁহারা কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়াই তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সুখপূর্ণ নগরী প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮৯ ॥

সেই জরাসন্ধ-বিজয়ে শ্রীকৃষ্ণকৃত মিত্রতা (সাহায্য), শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠিরের গাম্ভীর্য্য গুণ, সেই মৈত্রীর প্রশংসা আচ্ছাদন করিলে, তাঁহার অত্যন্ত বলবান্ বাষ্পপ্রবাহ সেই গাম্ভীর্য্য আবরণ করিয়া ফেলিল। সিদ্ধান্ত এই যে,

ব্রজরাজ উবাচ—কেন যথা মগধান্ পথন্তি স্ম তে? ॥৯১॥

দূতাবূচতুঃ—অন্তর্ব্বেদিমধ্যমধ্যাসীনেন দূরসম্বধ্যেন। যস্মান্নিত্যস্থিতয় এব ভবতাং স্থানায়াপ্রস্থাতব্যং তেন ॥ ৯২ ॥

তেষামিন্দ্রপ্রস্থান্মগধদেশগমনে মথুরায়ামভিগমঃ সম্ভাব্যতে ইত্যনুস্মৃত্য ব্রজরাজো যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—কেনেতিগদ্যেন। তে কৃষ্ণাদয়ঃ পথন্তি স্ম পথগতো জগ্মুঃ ॥ ৯১ ॥

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—অন্তর্ব্বেদীতিগদ্যেন। অন্তর্ব্বেদির্গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যবর্ত্তিভূমিস্তস্যা মধ্যং অধ্যাসীনেন কৃতাধিবেশনেন দূরসম্বন্ধেন যস্মাৎ পথো হেতোর্নিত্যস্থিতিনিমিত্তায় ভবতাং স্থানায় ব্রজায় তেন কৃষ্ণেন আ সর্ব্বতোভাবেন প্রস্থাতব্যং প্রস্থানং করিষ্যতে ॥ ৯২ ॥

পূর্ব্বে গাম্ভীর্য্য, সাধারণ লোকদিগের গুণরাশির গণনা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; এই কারণে চলিত হয় নাই। তৎপরে বাষ্পপ্রবাহ, প্রেমের প্রাধান্যযুক্ত পরম আত্মীয়লোকদিগের গুণরাশি গণনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; তাহাতেই প্রকাশ পাইতেছে। অতএব এই গাম্ভীর্য্য এবং বাষ্পপ্রবাহের সাদৃশ্য, কি সরলতা প্রাপ্ত হইতে পারে? কিছুতেই সাদৃশ্য ঘটিতে পারে না ॥ ৯০ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে মগধদেশে যাইতে হইলে মথুরায় আসিতে পারা যায়। তবে তাঁহারা কোন পথ দিয়া মগধদেশে গমন করিয়াছিলেন (ক)? ॥ ৯১ ॥

দূতদ্বয় বলিল, শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী যে ভূমিতে অধিবেশন করিয়াছিলেন। তথা হইতে আপনাদিগের সম্বন্ধ দূর। (এজন্য তিনি বৃন্দাবনে আসিতে পারেন নাই) অথচ আপনারা যথায় নিত্যই অবস্থিতি করিতেছেন, সেই ব্রজের উদ্দেশে (ইতঃ পর তাঁহাকে) সর্ব্বতোভাবেই প্রস্থান করিতে হইবে ॥ ৯২ ॥

(ক) ইন্দ্রপ্রস্থ বর্ত্তমান দিল্লি। তাহা বৃন্দাবনের পশ্চিম। মগধ বর্ত্তমান পাটনা, মুঙ্গের প্রভৃতি বিহার প্রদেশ। তাহা বৃন্দাবনের পূর্ব্বে এজন্য দিল্লি হইতে মগধ আসিতে হইলে বৃন্দাবন দিয়া আগমন সম্ভব।

অত্র চ গাস্যন্তি ;—
উডুম্বরে কৃমিস্তাবন্নিজাড়ম্বরগর্ব্বিতঃ।
যাবন্ন দন্তিদন্তানামন্তঃ পততি তৎফলম্ ॥ ২৪১ ॥

কৃষ্ণ উবাচ—অদ্যাপি কতিবিলম্বা ব্রজভূগতিঃ ॥ ২৪২ ॥

ঋষিরুবাচ—আয়তাবেবায়াতা শ্রূয়তাং। তদেতৎ প্রোচ্য মহর্ষিণা মনসি প্রোচ্যতে স্ম—এষা চ কলিলোকৈর্ব্বিরলৈরেবাবকলয়িষ্যতে ॥

অস্যা হি বহির্ম্মুখান্ প্রত্যবগুণ্ঠয়িতুমন্তর্ম্মুখাংস্তূৎকণ্ঠয়িতুং মহর্ষিভিঃ পরোক্ষ-প্রায়ীকৃতায়াঃ খল্বস্মদাদি-সম্বাদময্যাঃ শ্রীভাগবত-ভারত-পাদ্মাদীনামেকবাক্যতাকরণত এব শক্যা প্রতীতিরিতি। তদিদঞ্চ কিঞ্চন মদুপদেশনিদিগ্ধং

তাদৃশসৌভনাশে কবয়ো গাস্যন্তি। যথা উড়ুম্বরে ইতিপদ্যেন। উড়ুম্বরে কৃমিঃ কীটো নিজাড়ম্বরগর্ব্বিতো নিজস্য আটোপেন গর্ব্বিত স্তাবদ্বর্ত্ততে। যাবত্তৎফলং দন্তিদন্তানাং অন্তঃ হস্তিনাং দন্তমধ্যে ন পততি ॥ ২৪১ ॥

কৃষ্ণ উবাচ। অদ্যাপি ব্রজভুবি গতিঃ কতি বিলম্বা যত্র ॥ ২৪২ ॥

ঋষিরুবাচ। আয়তৌ উত্তরকালে এব আয়াতা শ্রূয়তাং। মহর্ষিণা নারদেন। এষা চ ব্রজভূগতিঃ কলিলোকৈঃ কলিকালজাতলোকৈ বিরলৈঃ নতু সাধারণৈরবলোকয়িষ্যতে। অস্যা হি প্রতীতিঃ শক্যেবেত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতায়া বহির্ম্মুখান্ প্রতি অবগুণ্ঠয়িতুং গোপয়িতুং অন্তর্ম্মুখান্ তদুপাসকাংস্তু উৎকণ্ঠয়িতুং মহর্ষিভিঃ পরাশরাদিভিঃ পরোক্ষপ্রায়ীকৃতায়াঃ অপরোক্ষপ্রায়া পরোক্ষপ্রায়া কৃতা পরোক্ষপ্রায়ী কৃতা, তস্যাঃ অস্মাদাদীনাং যঃ সম্বাদস্তস্য প্রাচুর্য্যং যত্র তস্যাঃ, একবাক্যতাকরণত এবেতি। তদিদং ব্রজভূগমনং কিঞ্চন মদুপদেশনিদিগ্ধং ময়া য উপদেশ স্তেন

কবিগণ সৌভপুর-নাশ সম্বন্ধে এইরূপ কীর্ত্তন করিবেন। যে পর্য্যন্ত হস্তীর দন্তমধ্যে উডুম্বরের ফল না পতিত হয়, সেই পর্য্যন্ত উডুম্বরস্থিত কীট; আপনার অহঙ্কারে গর্ব্বিত হইয়া থাকে ॥ ২৪১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অদ্যাপি ব্রজভূমে গমন করিতে কত বিলম্ব আছে? ॥২৪২॥

ঋষি কহিলেন 'উত্তর কালেই আগমন করিবে, শ্রবণ কর'। এইরূপ বলিয়া দেবর্ষি নারদ মনে মনে বলিতে লাগিলেন। কলিকালসম্ভূত অত্যল্প লোকগণই (কিন্তু সাধারণ লোক নহে) এই ব্রজভূমির গতি (অবস্থা) অবলোকন করিতে

মধুকণ্ঠ-স্নিগ্ধকণ্ঠাভ্যাং প্রাপ্তকৃষ্ণোপকণ্ঠাভ্যাং ক্ষীরকণ্ঠাভ্যামপি স্বকণ্ঠাদেব চম্পূদ্বয়মপূর্ব্বরচনয়া সম্পূর্ণং কুর্ব্বদ্ভ্যামুত্তরচম্পূত্তরভাগমঞ্চদ্ভ্যাং তত্তচ্ছাস্ত্রমতবিস্তারণয়া প্রস্তোষ্যতে তদেব সমস্য বিচার্য্যতে ॥ ২৪৩—২৪৪ ॥

নিদিগ্ধং স্থলিপ্তমিব মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠাভ্যাং তত্তচ্ছাস্ত্রমতবিস্তারণয়া প্রস্তোষ্যতে প্রস্তুতং করিষ্যতে ইত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতাভ্যাং প্রাপ্তকৃষ্ণোপকণ্ঠাভ্যাং প্রাপ্তঃ কৃষ্ণস্য উপকণ্ঠঃ সমীপং যাভ্যাং ক্ষীরকণ্ঠাভ্যাং ক্ষীরং দুগ্ধং কণ্ঠে যয়োঃ তৎদ্বিশেষণং কণ্ঠস্য মাধুর্য্যদ্যোতনার্থং অতঃ স্বকণ্ঠাদেব অপূর্ব্বরচনয়া বিচিত্রবর্ণনেন উত্তরচম্পূত্তরভাগং উত্তরচম্পূা য উত্তরভাগস্তং অঞ্চদ্ভ্যাং গচ্ছদ্ভ্যাং ॥ ২৪৩ ॥

তদেব ব্রজগমনং সমস্য সংক্ষিপ্য বিচার্য্যতে ॥ ২৪৪ ॥

পারিবে। এ ব্রজভূমির গতি, প্রায়ই অপ্রত্যক্ষের মত কৃত হইয়াছে। নিশ্চয়ই আমাদের বহুতর সম্বাদ হেতু পরাশর প্রভৃতি মহর্ষিগণ, বহির্মুখ উপাসকদিগকে গোপন করিতে * এবং অন্তর্মুখ উপাসকদিগকে উৎকণ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত, মহাভারত এবং পদ্মপুরাণাদির একবাক্যতাকরণ হেতুই ইহার প্রতীতি করিতে পারিবেন। আর এই ব্রজভূমি-গমন-সম্বন্ধে আমি যেরূপ উপদেশ দিয়াছি তাহাই শ্রবণ করিয়া মধুকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ, তত্তৎ শাস্ত্র সমূহের মত সকল বিস্তার করিয়া সেইরূপভাবে প্রস্তাব করিবে। কারণ, ইহারা দুইজনে কৃষ্ণের সমীপে † অবস্থান করিতেছে, এবং দুগ্ধের মত কোমলকণ্ঠ হইলেও স্বকীয় কণ্ঠ হইতে অপূর্ব্ব রচনাদ্বারা চম্পূদ্বয় সম্পূর্ণ করিয়া পরিশেষে উত্তরচম্পূর উত্তরভাগ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাই সংক্ষেপে করিয়া বিচার করা যাইতেছে ॥ ২৪৩ ॥ ২৪৪ ॥

---

* চিন্ময় ধাম বৃন্দাবনকে জীবের প্রতি করুণা করিয়া ভগবান্ প্রাকৃত আকারে দেখাইতেছেন। সেই প্রাকৃত আচরণ ভেদ করিয়া দেখা ভক্তিনেত্রের কার্য্য। কিন্তু চিন্ময় বস্তুর প্রতিরূপ বলিয়াই প্রাকৃতধাম পবিত্র ও আরাধ্য। চর্ম্মচক্ষে জড় বস্তুর মত দৃষ্ট হন কিন্তু প্রেমনেত্রে তাহার স্বরূপ বৈভব দৃষ্ট হয়। ইহাই শ্রীগোস্বামিপাদসম্মত সিদ্ধান্ত।

† ভগবান্ নারদের কৃপারূপ-অভিশাপে নলকূবর-মণিগ্রীব যমলার্জ্জুন বৃক্ষ হইয়া ব্রজমণ্ডলে বালকরূপী ভগবানের স্পর্শলাভে দিব্যদেহ ধারণ করত মুক্ত হইয়া যান, তাহারাই মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ। ইহারা ভগবানের চিরদাস এ কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

যদা শাল্বযুদ্ধমুদ্বুদ্ধং তদা পাণ্ডবানাং দুরোদরদণ্ড ইতি বনপর্ব্ব-কথা। শাল্বস্য তু প্রাণান্ দণ্ডয়িত্বা মধুপুর(পুর)দ্বারি বক্রতাচণ্ডঃ সবিদূরথদন্তবক্রঃ খণ্ডখণ্ডশঃ খণ্ডিতশ্চ তেনানেন ভবিতেতি পাদ্মোত্তরখণ্ড-প্রথা। তদনন্তরঞ্চ পুনর্ব্রজাগমনস্য মহাদেব-দেব্যোঃ সম্বাদরহস্যময়ে তত্রৈব স্পষ্টং নিষ্টঙ্ক্যতে। যৎ খলু সত্যসঙ্কল্পতয়ানল্পসমজ্ঞাবিজ্ঞাতানাং।

তং বিচারং নির্দিশতি—যদেত্যাদিগদ্যেন। উদ্বুদ্ধং উদিতং দুরোদরদণ্ডঃ দুরোদরঃ পাশকক্রীড়া তস্মিন্ দণ্ডো রাজ্যাদিচ্যুতিবনবাসঃ। বক্রতাচণ্ডঃ বক্রতায়ামতিশয়তীক্ষ্ণঃ বিদূরথেন সহ সবিদূরথঃ স চাসৌ দন্তবক্রশ্চেতি সঃ খণ্ডখণ্ডভাবেন খণ্ডিতো বিদীর্ণশ্চ তেন কৃষ্ণেন ভবিতা ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডে বিস্তারঃ। মহাদেবদেব্যো হরপার্ব্বত্যোঃ সম্বাদকৌতুকে

যৎকালে শাল্বের সহিত যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তৎকালে পাণ্ডবদিগের পাশ ক্রীড়ার দণ্ড, অর্থাৎ রাজ্যাদিনাশ ও বনবাস হইয়াছিল। ইহাই মহাভারতীয় বনপর্ব্বের কথা।

শাল্বের প্রাণদণ্ড করিয়া কুটিলতাবিষয়ে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দন্তবক্র মথুরার দ্বারদেশে বিদূরথের সহিত শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক খণ্ড খণ্ডভাবে ছিন্ন হইবে। ইহাও পদ্ম পুরাণের উত্তরখণ্ডের কথার বিস্তার।

অনন্তর উক্ত পদ্মপুরাণেই হরপার্ব্বতীর রহস্য-সম্বাদপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় ব্রজে আগমন স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। "আমি আসিব" ইত্যাদি বাক্য এবং দূত বাক্যে সংবাদ দিলেন যে "আমি শীঘ্র আসিব" সত্যসঙ্কল্পতা বশতঃ বহুল কীর্ত্তি বিখ্যাত ভগবানেরও ভগবদ্ভক্ত উদ্ধব প্রভৃতির ইত্যাদি বহুতর প্রতিজ্ঞা বাক্যের অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেও যে ব্রজাগমন নিশ্চিতভাবে প্রকটিত হইয়াছে কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞাই নহে, তাহাকে ব্রজাগমনের প্রতীতির উপযুক্ত ও করা হইয়াছে (ক) অপিচ তাঁহার আগমনও অন্যত্র অবগত হওয়া গিয়াছে।

(ক) শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাইবার সময়ে বিরহাতুর গোপীগণকে বলিয়াছিলেন "আয়াস্যে ইতি দৌত্যকৈঃ" অর্থাৎ আমি অবশ্যই আসিব এই কথা স্বয়ং না বলিয়া দূতমুখে ঘোষণা করিয়াছিলেন অর্থাৎ আমার বিরহে কাতর হইও না আমি শীঘ্র আসিব, কেহ কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণের এ কথা মিথ্যা, কারণ তিনি পুনর্ব্বার ব্রজে আগমন করেন নাই, এবং ভাগবতেও পুরলীলার পর পুনশ্চ ব্রজাগমন

"আয়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ," "আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ" ইত্যাদি-বহুতরাদ্ভগবদ্ভাগবতানাং প্রতিজ্ঞানুসারাৎ শ্রীমদ্ভাগবতেনাপ্যুদ্ভাবিতং। ন কেবলং প্রতিজ্ঞামাত্রং তত্র প্রতীতিপাত্রীকৃতং কিন্তু তদাগতিরপ্যধিগতীকৃতা ॥

তত্রৈব পাদ্মোত্তরখণ্ড এব নিষ্টঙ্ক্যতে লক্ষ্যতে। যৎ ব্রজাগমনং সত্যসংকল্পতয়া সত্যঃ সংকল্পো যেষাং তত্তয়া অনল্পসমজ্ঞাবিজ্ঞাতানাং বহুলযশঃখ্যাতানাং ইত্যাদি বহুতরাৎ প্রচুরাৎ ভগবতো ভাগবতানামুদ্ধবাদীনাং প্রতিজ্ঞানুসারাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যানুবর্ত্তনাৎ উদ্ভাবিতং প্রকটিতং তৎ-

---

তদ্বিষয়ে প্রথমতঃ দ্বারকাবাসী প্রজাবর্গের বাক্যেই দেখুন। তাহারা বলিলেন "হে কমললোচন! যৎকালে তুমি বন্ধুদিগের দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া কৌরব অথবা মধুপুরবাসীদিগের নিকটে গমন করিয়াছিলে" এই সকল বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন উত্তরগোপন প্রত্যক্ষ লক্ষিত হইতেছে। সেই ব্রজাগমন কিন্তু কালান্তরে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করেন, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যই ব্রজাগমনের কাল বলিয়া দিতেছে। সেই বাক্য যথা :—

"দেখ হে সখিগণ? আত্মীয়দিগের প্রয়োজন-সাধন করিবার জন্য ইচ্ছা

সুস্পষ্ট বর্ণিত হয় নাই সুতরাং এ স্থলে অনেকেরই সন্দেহ হইতে পারে। ইহার সিদ্ধান্ত এইরূপ যথা :—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে ব্রজে আসিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধাদি প্রেয়সীবর্গকে সর্ব্বসমক্ষে সুস্পষ্টভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু ব্রজে আসিয়া তিনি যে লীলা করিবেন তাহা ভাগবতের পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১০ম স্কন্ধের প্রথম হইতে ৪০ অধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। সুতরাং পুনর্ব্বার ব্রজে আসিয়া তাঁহাকে সেই সেই পূর্ব্বোক্ত লীলাই করিতে হইবে সুতরাং বেদব্যাস তাহার পুন বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকে পুনরুক্তি দোষদূষিত করেন নাই তবে "কুরূন্ মধূন্ বাথ, সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া" ইত্যাদি নানাস্থানের আভাসে সামান্যমাত্র বুঝিতে পারা যায়, অর্থাৎ কুরুদেশ মধুদেশ অর্থাৎ মথুরা খণ্ড, এবং সুহৃদ্বর্গের দর্শন বাসনায় আসিয়াছিলেন এস্থলে মথুরাখণ্ডও সুহৃদ্বর্গ বলিতে ব্রজবাসী আত্মীয় ভিন্ন অপরকে বুঝায় না। পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে এই পুনশ্চ ব্রজাগমন সুপস্পষ্টই উল্লিখিত আছে। তাহা এই গোপালচম্পূর আলোচনাতেই বিশেষ অবগত হওয়া যায়। বঙ্গদেশ ভাগবতপ্রধান সেই ভাগবতের আভাসমাত্র সূচনা দ্বারা সাধারণের সম্যক জ্ঞান হইতে পারে না তবে সর্ব্বপুরাণদর্শীর কথা পৃথক্! ভাগবতভক্ত বঙ্গদেশে ঐ ধারণা অর্থাৎ পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসেন নাই এই ভ্রান্ত বিশ্বাস তাদৃশ দোষাবহ নহে।

তথাহি প্রথমে দ্বারকাপ্রজা-বচনে—

"যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো! ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া,"

ইতি প্রত্যক্ষং লক্ষ্যতে। ন চ তত্তু কালান্তরগতং। কুরুক্ষেত্র-যাত্রায়াং হি স্ফুটমস্য বচনং তস্য তৎকালতামেব রচয়তি ॥

তথা হি ;—"অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া।
গতাংশ্চিরায়িতাঞ্ছত্রু-পক্ষ-ক্ষপণচেতসঃ" ॥ ইতি ॥

বিদূরথান্তশত্রুবধমেবাবধিমত্র করোতি নান্যদিতি। তদেবং স্থিতে তদনন্তরং চ লব্ধান্তরতয়া তেনানেন তেষাং প্রকৃতিজাগোচরপ্রকৃতিস্বপদাবির্ভাবনঞ্চ তত্র পাদ্ম এবোদ্ভাবিতম্। (ক) তদপি ব্রহ্মহ্রদমজ্জন-তদুন্মজ্জনাদনন্তরং

প্রতীতিপাত্রীকৃতং ব্রজাগমনপ্রতীতিযোগ্যীকৃতং অধিগতীকৃতা গোচরীকৃতা সাহি যথা তথাহীত্যাদিনা তত্তু ব্রজাগমনং অস্য কৃষ্ণস্য তস্য ব্রজাগমনস্য অপি স্মরথেতি অত্র স্মরথেতি বর্ত্তমানকালনির্দেশেন তৎকালতামেব রচয়তি প্রকাশয়তি নোঽস্মান্। বিদূরথেতি বিদূরথোঽন্তঃ

করিয়া আমরা যখন গমন করি, শত্রুপক্ষদিগকে বিনাশ করিতে আমাদের হৃদয় যখন উৎসুক হয়, এবং আমরা তাহাতে বিলম্ব করিলে তোমরা কি আমাদিগকে স্মরণ করিবে?" এই বাক্যে প্রমাণ হইতেছে যে বিদূরথ পর্য্যন্ত শেষ শত্রুদিগের বধই করাই এ বিষয়ে সীমা হইয়াছে, অন্য আর কিছুই নহে।

এইরূপ ঘটনা ঘটিবার পর, বিদূরথের বধের পর অবকাশ প্রাপ্ত হওয়াতে ঐ শ্রীকৃষ্ণ, সুহৃদ্ গোপগণের নিকটে প্রকৃতিজ অর্থাৎ মায়িক ব্যক্তিগণের অগোচর স্বরূপশক্তি দ্বারা নিজধামে আবির্ভাব করেন। এ বিষয় পদ্মপুরাণেই প্রকটিত আছে। ব্রহ্মহ্রদে মজ্জন ও উন্মজ্জন কার্য্যের পর যিনি এই বিষয় প্রদর্শন করাইয়াছেন সেই ভগবান ও তাহার আত্মীয় জনগণের অভিপ্রায়ানুসারে

(ক) তদাপীত্যতঃ অভিপ্রেতমিত্যন্তঃ পাঠো মাগুপুস্তকে নাস্তি

তদ্দর্শিতবত এতস্য চৈতদীয়ানাঞ্চাভিপ্রায়েণ শ্রীমদ্ভাগবতে-নাভিপ্রেতম্॥ (১০।২৮।১১।১৩।১৪)

"অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মা"মিতি "ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রম"ন্নিতি। "গোপানাং স্বং লোক"মিতি। "কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মান"মিত্যনেন॥

অতএব স্কান্দে—

"বৎসৈর্ব্বৎসতরাভিশ্চ সরামো বালকৈর্বৃতঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ॥ ২৪৫ ॥

শেষো যেষাং শত্রূণাং বধমেব অবধিং সীমানং করোতি নান্যৎ শত্রুপক্ষক্ষপণং তদা তেষামভাবাৎ। তদনন্তরং বিদূরথবধানন্তরং লব্ধান্তরতয়া লব্ধমন্তরমবকাশো যস্য তত্তয়া তেন কৃষ্ণেন ভৃষাং সুহৃদাং গোপানাং। প্রকৃতিজেতি প্রকৃতিজানাং মায়িকানাং অগোচরা যা প্রকৃতিঃ স্বরূপশক্তি স্তয়া স্বপদস্য নিজধাম্ন আবির্ভাবনং চ উদ্ভাবিতং প্রকটিতং অপি ন ইত্যাদি সদা ক্রীড়তি মাধব ইত্যন্তেন ॥ ২৪৫ ॥

ভগবতেও ইহা প্রকটিত আছে, যথা:—আমাদের সূক্ষ্ম স্বকীয়গতি লাভ করাইবেন ইত্যাদি। "নানা গতিতে ভ্রমণ করিয়া স্বকীয় গতি জানিতে পারিলেন না" ইত্যাদি। "গোপদিগের স্বীয় লোক, অর্থাৎ গোলোক" ইত্যাদি তাহারা দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণও তৎকালে গোপালতাপান্যাদি শ্রুতি দ্বারা স্তুত হইতে লাগিলেন" এই পর্য্যন্ত ভাগবতী কথা (ক) এই হেতু স্কন্দ পুরাণেও সুস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যথা:—শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, বলরামের সমভিব্যাহারে, বৃন্দাবনের মধ্যে অবস্থান করিয়া (সদা সর্ব্বদা), বৎস এবং বৎসতরীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ২৪৫ ॥

(ক) গোপালচম্পূর মূলে অতি সংক্ষেপে সিদ্ধান্ত উক্ত থাকায় সাধারণে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইতে পারেন এজন্য বৈষ্ণবতোষণী ও ক্রমসন্দর্ভের অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রকরণের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ দেওয়া গেল।

নন্দমহারাজ একাদশীব্রত করিয়া পারণকাল অতীত হইল ভাবিয়া রাত্রি থাকিতেই যমুনায় স্নানার্থে গমন করেন। রাত্রিতে জলাবগাহন ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ; এজন্য জলদেবতা

বরুণের ভৃত্য এক অসুর নন্দমহারাজকে বরুণ লোকে লইয়া যান। এদিকে গোপগণ নন্দ-বিরহে বিলাপ করিতে থাকিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত ঘটনা শুনিয়া বরুণলোকে গমন করিলেন বরুণরাজ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে নিজভাগ্যের প্রশংসা পূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করতঃ কৃষ্ণপিতা নন্দকে প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে লইয়া আসিয়া গোপগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। নন্দমহারাজ, কৃষ্ণের প্রতি বরুণাদি দেবগণের ভক্তি স্তুতি ও তথাকার মহৈশ্বর্য্য সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই সমস্ত বরুণলোকের ঐশ্বর্য্য জ্ঞাতিগণের নিকট সম্যক্ বর্ণনা করিলেন।

গোপগণ ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পরিকর হইলেও প্রেমাধিক্যে বিবশ হইয়া নিজকে শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় বলিয়াই মনে করিতেন সুতরাং তাঁহাদের মনে বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিল। অর্থাৎ লোকপাল বরুণের এবং আমাদের এই অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের না জানি কত ঐশ্বর্য্য কত বৈভব এইরূপে গোপগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবিলেন যে আমাদের অধীশ্বর অবশ্যই আমাদিগকে দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মগতি লাভ করাইবেন।

এ স্থলে স্বর্গতি লাভের ইচ্ছাও প্রেমবশতঃ জানিতে হইবে এবং কৃষ্ণকে অধীশ্বর বলাতে স্বাভাবিক বাৎসল্যময় পুত্রভাবের অবমাননা করা হয় নাই, কারণ পূতনাদি নানা বিপদে উদ্ধার দেখিয়া এবং গর্গের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের কোন অচিন্ত্য সামর্থ্য আছে, এ ধারণা তাঁহাদিগের চিরদিনই ছিল। উক্ত ব্রহ্মগতি-লাভ-বাসনাও ঔৎসুক্যেরই ফল। বস্তুতঃ তাহা আন্তরিক নহে। ব্রজস্থিত মধুরভাবে কৃষ্ণবিষয়ক ঐশ্বর্য্যটী নিগীর্ণ অর্থাৎ আচ্ছন্ন, তাহা বিপদ ও বিরহাদিতে কোন কোন সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। দ্বারকাদি লীলাতে মাধুর্য্যটী নিগীর্ণ, তাহা কখন কখন প্রকাশিত হইলেও ক্ষণস্থায়ী হয়, ঐশ্বর্য্যপ্রাবল্যে তাহা স্থির থাকিতে পারে না, যেমন যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মুখে মৃত্তিকা ভক্ষণকালে ব্রহ্মাণ্ডদর্শন করিয়াও তাহাকে সত্য বলিয়া মানিলেন না, কিন্তু ইহা স্বপ্ন, অথবা দৈবমায়া হইবে এইরূপই বিবেচনা করিয়াছিলেন। এইরূপেই এখানে ব্রজলীলাতে ঐশ্বর্য্য ভাবটীকে নিগীর্ণ বুঝিতে হইবে। অন্যদিকে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জ্জুন মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের দেহে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার ক্ষণস্থায়ী মাধুর্য্য লোপ পাইয়াছিল অর্থাৎ "হে প্রভো আমি যে আপনাকে সখা ও যাদব প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিয়াছি তাহা আমার অপরাধ, তোমার মহিমা না জানিয়াই এরূপ বলিয়াছি, অতএব অসাবধানতা বশতঃ অথবা প্রণয়বশতঃ যে কার্য্য করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন।"

যাহা হৌক গোপগণের উক্ত সঙ্কল্প ভাবিয়া অন্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিলেন "এই লোক সকল আমার লীলাতে এতই আবিষ্ট হইয়াছে যে ইহারা নিজেকেও অনুসন্ধানে রাখিতে পারেন না।

ইহাই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। আমার জন্য ইহাঁরা কতই বাসনা করেন ইহাই কাম। এবং আমার প্রীতির জন্য ইহারা কতই কার্য্য করেন ইহাই কর্ম্ম। এই ত্রিবিধ অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম দ্বারা ইহারা নিয়ত ভ্রাম্যমাণ অর্থাৎ পরমগোলকে (বৃন্দাবনে) ভ্রমণ করিয়াও নিজের স্থান নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। তাৎপর্য্য এই যে, বরুণাদি দেবলোক সুখৈশ্বর্য্যময়, ভূলোক মানবাদি প্রাণীর দুঃখও অনৈশ্বর্য্যময়, ইত্যাদি নানাবিধ মায়িক গতিতে অথবা কৃষ্ণ

সদা স্থিতিপ্রয়োগশ্চাত্র বৈকুণ্ঠনাথস্য ধ্রুবগজেন্দ্রাদ্যর্থমন্যত্র গমনেন বৈকুণ্ঠে ইব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনস্য মথুরাদিগমনেন সদা বৃন্দাবনরমণমপি ন বাধ্যতে (ক) ॥ ২৪৬ ॥

সদাস্থিতি মাধব ইত্যত্র সদাশব্দপ্রয়োগতাৎপর্য্যং বিবৃণোতি সদেত্যাদিগদ্যেন। অন্যত্র মথুরাক্ষীরসাগরাদৌ গমনেন বৈকুণ্ঠে সদাবিহার ইব সদা বৃন্দাবনরমণমপি ন বাধ্যতে ॥ ২৪৬ ॥

এই উক্ত শ্লোকে যে 'সদা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ বৈকুণ্ঠপতি ধ্রুব এবং গজেন্দ্র প্রভৃতির জন্য মথুরা এবং ক্ষীর সাগরাদি স্থানে গমন করিলেও যেমন তাঁহার বৈকুণ্ঠে সদাবিহার হইয়া থাকে তাহাতে নিত্য বৈকুণ্ঠ বিহারের ব্যাঘাত হয় না, সেইরূপ শ্রীমান্ ব্রজরাজ কুমারের মথুরা দ্বারকা প্রভৃতি স্থলে গমন হইলেও নিত্য বৃন্দাবনবিহারের বাধা হইতে পারে না ॥ ২৪৬ ॥

বিষয়ক প্রেমের বেগে নরলীলোচিত সংসারিক বুদ্ধিবশতঃ অনাদিসিদ্ধ ও পরম গোলোকরূপ নিজগতি (বৃন্দাবন) বর্ত্তমান থাকিতেও তাহা বিস্মরণ পূর্ব্বক জানিতে পারিতেছেন না। এই জন্যই মায়াময় বরুণলোক দেখিয়া চিন্ময় বৃন্দাবনকেও তদপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করিতেছেন।

মহাকারুণিক বিভু শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবিয়া তাঁহাদিগকে তমোগুণের পরেও তাঁহাদের নিজ লোক অর্থাৎ মহাগোলোকরূপ বৈকুণ্ঠ দর্শন করাইলেন। মুনিগণ এই স্থানকেই সমাধি দ্বারা প্রকৃতি হইতে অতীত হইয়া সত্য জ্ঞান অনন্ত ও সনাতন পরমজ্যোতি ব্রহ্ম বলিয়া দর্শন করিয়া থাকেন। অতঃপর অপ্রাকৃত ব্রহ্মরূপ হ্রদে বা অক্রূরতীর্থে গোপগণকে মগ্ন করিয়া পুনশ্চ উদ্ধৃত করিলেন। পূর্ব্বে অক্রূর কংসের যে স্থান দর্শন করিয়াছিলেন গোপগণও নরাকৃতি পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সেই লোক চর্ম্মচক্ষুতেই দর্শন করিলেন এবং নন্দাদি গোপগণ তদ্দর্শনে পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। অপিচ গোপালতাপনী প্রভৃতি শ্রুতিগণ মূর্ত্তিমান হইয়া কৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন কিংবা দেবগণ উক্ত শ্রুতিদ্বারা কৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন ইহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এস্থলে ব্রহ্মমগ্ন ব্যক্তির পুনশ্চ উদ্ধারও লোক দর্শন কার্য্যটী অবিতর্ক্য মহৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ভগবানের নিকট অসম্ভব হইতে পারে না। (বিস্তৃত ব্যাখ্যা আকরে দ্রষ্টব্য। ভাগবত ১০।২৮। তোষণী ও ক্রম সন্দর্ভ) অলং বাহুল্যেন।

(ক) বৈকুণ্ঠনাথস্য যথা ধ্রুবাদিসমীপে মধুবনে গতস্যাপি নিত্যবৈকুণ্ঠবাসহানির্ন, তথা ব্রজনাথস্য মথুরাদ্বারকাদিগমনেঽপি নিত্যব্রজবাসহানির্ন ভবতি। তেষামঙ্গরূপত্বাৎ।

অত্রেদং বিচারয়ামঃ।

জননীবেশসম্বন্ধাভাসাৎ পূতনিকাপি সা।
জননী-গতিমব্রাজীদিতি কৈমুত্যযোগতঃ॥
উপকৃষ্ণং কৃষ্ণঘোষঃ স্বগোগোপং তদাপ্স্যতি।
অতিদুঃখং দুষ্প্রতীপং তদ্গোলোকং সশর্ম্ম চ॥ ২৪৭॥

কিঞ্চ,—

সাঙ্গং যাবদ্বৈভবং চ ব্রজঃ কৃষ্ণং ব্রজিষ্যতি।
সকৃষ্ণমনুকৃষ্ণং যো ধাস্যতে চ সরামকম্॥ ২৪৮॥

গোপানাং স্বং লোকমিত্যুক্তং তত্রেদং নির্ণয়ামঃ। তত্ত্ব পদ্যত্রয়েণাহ—জননীত্যাদিনা। জননী ধাত্রী তস্যা বেশস্য যঃ সম্বন্ধঃ সংসর্গ স্তস্যাভাসাৎ কপটস্নেহপ্রকাশাৎ, সা পূতনিকাপি জননীগতিঃ মাতৃবাসস্থানমব্রাজীৎ প্রাপ ইতি কৈমুত্যযোগতঃ কৈমুত্যবলাৎ কৃষ্ণঘোষঃ কৃষ্ণব্রজ উপকৃষ্ণং কৃষ্ণস্য সমীপং স্বগোগোপং গোগোপানাং সমৃদ্ধিং আপ্স্যতি গমিষ্যতি। তৎ কিম্ভূতং অতিদুঃখং দুঃখাত্যয়ং দুষ্প্রতীপং প্রতীপানাং প্রতিকূলানাং ঋদ্ধের্বিগমং, সশর্ম্ম সম্পন্নং শর্ম্ম সুখং সাকল্যার্থে অব্যয়ীভাবঃ॥ ২৪৭॥

সাঙ্গমিতি। ব্রজঃ সাঙ্গং যাবদ্বৈভবং কৃষ্ণঞ্চ ব্রজিষ্যতি গমিষ্যতি, যো ব্রজঃ স কৃষ্ণং কৃষ্ণস্য সাদৃশ্যেন অনুকৃষ্ণং, কৃষ্ণস্য যোগ্যং সরামকং রামেণ সহ ধাস্যতে পোষিষ্যতি॥ ২৪৮॥

এই বিষয়ে আমরা এইরূপ বিচার করিতেছি। যখন ধাত্রীর বেশ করিয়া সেই বেশ-সম্পর্কের আভাসে বা কপট স্নেহ প্রকাশহেতু সেই পূতনা রাক্ষসী ও মাতৃগতি (মাতার স্থান) পাইয়াছিল; তখন কৃষ্ণের ব্রজ, কৃষ্ণের সমীপে গো এবং গোপগণের যে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহা আর কি বলিব? এবং সেই গোলোকের যে দুঃখ নাশ হইবে, শত্রুগণের সমৃদ্ধি নাশ হইবে, এবং সম্পূর্ণরূপে সুখ সম্পন্ন হইবে, তাহা আর কি বলিব? ॥ ২৪৭॥

অপিচ, ঐ ব্রজ সম্পূর্ণ অঙ্গের সহিত, যতদূর বৈভব থাকিতে হয়, সেইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবে। ঐ ব্রজ কৃষ্ণের সাদৃশ্যে, কৃষ্ণের যোগ্য বিষয়, বলরামের সহিত পোষণ করিবে॥ ২৪৮॥

সদ্বাদশস্কন্ধমেবং শ্রীভাগবতমীক্ষতে।
যথাশক্তিবুধোঽন্যস্য শক্তিপ্রতি ন বিদ্যতে॥
তদেবং বিমৃষ্য তু শ্রীদেবর্ষিঃ স্পষ্টমাচষ্ট ॥২৪৯—২৫০॥

যদা ত্বং রাজসূয়তঃ সুখং সম্ভূয় স্বালয়চলনারম্ভং সম্ভাবয়িষ্যসি। তদা বক্রভাবচক্রতঃ শক্রমপি জিগীষুর্দন্তবক্রস্ত্বাং কেবলং সর্ব্বচংক্রমণচক্রবলং বিতর্কয়ন্ বলেন বলেন চ বিনাভূতেন ত্বয়া কেবলেন গদাযুদ্ধমধ্বন্যম্বিচ্ছন্ মধুপুরীমাগন্তুমূরীকরিষ্যতি। তামাগত্য চ গত্যন্তরং চিন্তয়ন্মন্মুখতস্তব দ্বারকাসম্মুখপ্রস্থানং শাল্বসংস্থাপনঞ্চাস্থায় সদ্যস্ত্বাং প্রত্যেব দুঃস্থাত্মতয়া প্রস্থাস্যতে ॥ ২৫১ ॥

সদ্বাদশস্কন্ধং দ্বাদশস্কন্ধপর্য্যন্তং যথাশক্তিবুধঃ যথাশক্তি বুৎ বোধো যস্য অন্যস্য শক্তিপ্রতি শক্তিলেশোঽপীত্যর্থঃ ॥ ২৪৯ ॥

এবং মনসি বিচার্য্য যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন ॥ ২৫০ ॥

তৎ স্পষ্টবাক্যং বর্ণয়তি যদা ত্বমিত্যাদিগদ্যেন। সম্ভূয় সংপ্রাপ্য স্বালয়ং স্বগৃহং তত্র চলনারম্ভং সম্ভাবয়িষ্যসি অধ্যবসাস্যতি বক্রভাবচক্রতঃ বক্রতাসমূহতঃ শক্রমিন্দ্রং সর্ব্বচংক্রমণচক্রবলং সর্ব্বেষাং চংক্রমণং পুনঃপুনরাক্রমণং যেন, তচ্চ তচ্চক্রং সুদর্শনং তদেব বলং যস্য তৎ, বলেন বলেন চ সেনয়া চ রামেণ চ বিনাভূতেন রহিতেন ত্বয়া অধ্বনি পথি উরীকরিষ্যতি স্বীকরিষ্যতি। তাং মধুপুরীং গত্যন্তরং কথং কৃষ্ণমিলনং ভবিষ্যতীতি মন্মুখতঃ মম বাক্যতঃ শাল্বসংস্থাপনং আস্থায় আলম্ব্য দুঃস্থাত্মতয়া দুঃস্থঃ সকষ্ট আত্মা যস্য তত্তয়া প্রস্থাস্যতে প্রস্থানং করিষ্যতে ॥ ২৫১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত এইরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহার যেরূপ শক্তি, সে সেই পর্য্যন্তই জানিতে পারে। অপরের শক্তিলেশ ও বিদ্যমান নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবর্ষি নারদ স্পষ্ট বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪৯ ॥ ২৫০ ॥

যৎকালে তুমি রাজসূয় যজ্ঞ হইতে সুখে মিলিত হইয়া নিজালয়ে গমন করিতে আরম্ভ করিবে, তৎকালে নানাবিধ কুটিলতা করিয়া যে ইন্দ্রকেও জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, সেই দন্তবক্র, মনে মনে তর্ক করিবে যে, কেবল তোমার সুদর্শন চক্রের বল দ্বারা সকলেই অভিভূত হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া

তদৈব চ মনোজূতিবিভূতিময়েন ময়া কথনয়া নিজব্রজ-গমনায় তদেবাস্পদমাস্পদং কুর্ব্বল্লব্ধমনোরথস্তাদৃশদিব্যরথশ্চ ত্বং তৎক্ষণমেব মথুরাপুর-দ্বারি প্রাপ্তগতিপ্রথস্তং গদাবন্তং নিষ্ক্রামন্তং দ্রক্ষ্যসি স্রক্ষ্যসি চ ত্বাং প্রতি ক্রামন্তং তং প্রতি গদাং স্রক্ষ্যন্তে চ প্রত্যস্ত্রাণীব ত্বদাভিমুখ্যেন করূষমুখ্যেন তেন চৈদ্যেনৈব সাত্মজ্যোতিষ্কা নিষ্কাস্য প্রাণাঃ ॥ ২৫২ ॥

তদা যথা তস্য কৃষ্ণমিলনং ভবিষ্যতি তদ্বর্ণয়তি—তদৈবচেত্যাদিগদ্যেন। মনোজূতিবিভূতি-ময়েন মনসইব জূতে র্বেগস্য বৈভবপ্রাচুর্য্যং যস্য তেন ময়া। যদ্বা মন ইব জূতি র্বেগো যস্যা এবং ভূতা যা বিভূতিঃ সিদ্ধি স্তন্ময়েন তদ্বিশিষ্টেন ময়া কথনয়া বাচা আস্পদং কৃত্যং প্রভুত্বং বা আস্পদং আধারং কুর্ব্বন্ তাদৃশদিব্যরথঃ মনোজূতিবিভূতিময়ো রথো যস্য স ত্বং তৎক্ষণমেব যদৈব দন্তবক্রস্তত্রাগত স্তৎক্ষণমেব প্রাপ্তগতিপ্রথঃ প্রাপ্তগতিবিস্তারঃ তং দন্তবক্রং দ্রক্ষ্যসি। ত্বাং প্রতি ক্রামন্তং তং দন্তবক্রং প্রতি গদাং স্রক্ষ্যসি বিসর্জ্জনং কর্ত্তাসি, তেন দন্তবক্রেণ প্রত্যস্ত্রাণীব নিষ্কাস্য দেহাৎ বহিঃ কৃত্বা প্রাণাঃ স্রক্ষ্যন্তে চ তেন কিম্ভূতেন ত্বয়ি আভিমুখ্যং যস্য করূষমুখ্যেন তদ্দেশশ্রেষ্ঠেন চৈদ্যেন চেদিবংশজাতত্বা চৈদ্য স্তেন, প্রাণাঃ কিম্ভূতাঃ স্বাত্মজ্যোতিষ্কাঃ স্বাত্মনা স্বরূপেণ জ্যোতি দীপ্তিযেষাং তে ॥ ২৫২ ॥

তোমার সঙ্গে যখন কোন সৈন্য থাকিবেন না এবং বলরামও নিকটে থাকিবেন না, কেবল তুমি একাকী থাকিবে, তখন সে তোমার সহিত পথিমধ্যে গদাযুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া মধুপুরী আগমন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। মধুপুরীতে আগমন করিয়া উপায়ান্তর চিন্তা করিয়া আমার মুখ হইতে তোমার দ্বারকায় প্রস্থান এবং শাল্বের নিধনবার্ত্তা অবলম্বন করিয়া তৎক্ষণাৎ তোমার উদ্দেশেই দুঃখিত চিত্তে প্রস্থান করিবে ॥ ২৫১ ॥

সেই সময়েই মানসিক বেগের প্রাচুর্য্যে ঐশ্বর্য্য ধারণ করিয়া আমি যাহা বলিব, সেই কথানুসারে নিজ ব্রজে গমন করিবার জন্য তাদৃশ প্রভুত্বকেই আধার স্বরূপ ভাবিয়া ও মনোরথ লাভ করিয়া এবং তাদৃশ দিব্যরথ গ্রহণপূর্ব্বক তুমি তৎক্ষণাৎ মথুরাপুরীর দ্বারে গতি বিস্তার করিবে। তাহাকে গদাধারণ করিয়া নির্গত হইতে দর্শন করিবে। তোমার প্রতি ধাবমান সেই দন্তবক্রের উদ্দেশে তুমি গদা পরিত্যাগ করিবে। সেই দেশের শ্রেষ্ঠ চেদিবংশজাত শিশুপালের

অত্র চ শ্লোকঃ খল্বয়ং ;—

ভীমস্যাহং তুল্যসম্বিদ্গদায়া

দ্বন্দ্বাঘাতে মাধবং মাগধাভম্।

জিত্বা রাজ্যং মাথুরং সাধয়িষ্যা-

ম্যেবং নঙ্ক্ষত্যেষ কো দন্তবক্রঃ ॥ ২৫৩—২৫৪ ॥

ততশ্চ ;—

দন্তবক্র-চিতাবহ্নিপ্রায়ে ক্রোধে তব স্বয়ম্।

বিদূরথশ্চ (ক)ভবিতা দূরতঃ ক্রূরকীটবৎ ॥ ২৫৫ ॥

তদেবং দন্তবক্রং বিদূরথমপি বিদূরতস্তদা গদাচক্রঘাতং

অত্রচ দন্তবক্রনাশে অয়ং শ্লোকো যশোদ্যোতকঃ ॥

তং নির্দিশতি—ভীমস্যাহমিত্যাদিপদ্যেন। গদায়া দ্বন্দ্বাঘাতে ভীমস্য তুল্যা সম্বিৎ যুদ্ধাচারোঽহং। মাধবং মধুবংশোদ্ভবং জরাসন্ধতুল্যং জিত্বা মাথুরং রাজ্যং সাধয়িষ্যামীত্যেবং ভূত্বা কো নঙ্ক্ষ্যতি এষ দন্তবক্রঃ ॥ ২৫৩—২৫৪ ॥

তদৈব তু বিদূরথবধং সূচয়তি—দন্তেত্যাদিপদ্যেন। দন্তবক্রচিতাবহ্নিপ্রায়ে দন্তবক্রস্য চিতাবহ্নিঃ দাহানল স্তস্য প্রায়ে তব ক্রোধে অদূরতঃ তৎকালে ক্রূরকীট ইব ভবিতা ॥ ২৫৫ ॥

অথাধুনা শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজাগমনং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। দন্তবক্রং বিদূরথং

ন্যায় সেই দন্তবক্র, তোমার অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক আত্মস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় প্রাণ সকল দেহ হইতে নিষ্কাসিত করিয়া প্রতি অস্ত্রের মত পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৫২ ॥

এই বিষয়ে নিশ্চয়ই এইরূপ শ্লোক আছে। গদাযুগলের আঘাতে আমার আচরণ ভীমের তুল্য। মধুবংশোদ্ভব তাহাকে জরাসন্ধের তুল্য জয় করিয়া আমি মথুরা রাজ্য লাভ করিব। এইরূপেই ঐ দন্তবক্র বিনষ্ট হইবে ॥ ২৫৩॥২৫৪॥

তাহার পর তোমার ক্রোধ, দন্তবক্রের চিতানলের তুল্য প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, অদূরে বিদূরথ ও নিজে ক্রূর ক্রীটের মত সেই অনলে দগ্ধ হইবে ॥ ২৫৫॥

এইরূপে তৎকালে তুমি দূর হইতে গদা দ্বারা দন্তবক্রকে এবং চক্র দ্বারা

(ক) পতিতা ইতি গৌর-বৃন্দাবন পাঠঃ।

ঘাতয়িত্বা স্ববচনসত্যঙ্কারঃ স্বজনহৃদ্রুজামগদঙ্কারঃ (ক) স্বীয়-মুখানামস্তুঙ্কারঃ শ্রীমদ্‌ব্রজবিরাজমানরাজকুমারঃ স্বকব্রজ-কুলমেব ভবান্মথুরাভবাননুযোক্ষ্যতে। তত্তু সর্ব্বং প্রগাঢ়ভাব-মবগাঢ়ং কুরুক্ষেত্রাদাগতেরর্ব্বাগ্‌ভবদাগমনমর্য্যাদাভ্যন্তরীণকালং কালমিব চালয়িতুং পুনরপি বিধেঃ সুদিনায়মানতাং প্রতি-পালয়িতুং সম্প্রতি যমুনাপারীণং জাতমিত্যবকলয্যানুকামীনেন

গদাচক্রঘাতং ঘাতয়িত্বা তত্র দন্তবক্রং গদয়া বিদূরথং চক্রেণ চ ঘাতয়িত্বা স্ববচনসত্যঙ্কারঃ 'আয়াস্যে' ইতি স্ববাক্যং সত্যং করোতীতি সঃ, স্বজনেতি ব্রজজনানাং মনঃপীড়ানাং অগদঙ্কারশ্চিকিৎসকঃ অস্তুঙ্কারঃ রক্ষকঃ মথুরাভবান্ মথুরায়াং ভবো জন্ম যেষাং তান্ অনু লক্ষীকৃত্য স্বকব্রজকুলং নিজব্রজবৃন্দং অনুয়োক্ষ্যতে প্রশ্নবিষয়ীকরিষ্যতি। তত্তু সর্ব্বং স্বকব্রজকুলং প্রগাঢ়ভাবং অবগাঢ়ং সমাশ্লিষ্যৎ সৎ সম্প্রতি যমুনাপারীণং যমুনাপারগতং জাতমিত্যন্বয়ঃ। তৎ কথং তত্রাহ—কুরুক্ষেত্রাদাগতেরর্ব্বাক্ অধঃ ভবদাগমনমর্য্যাদায়া অভ্যন্তরীণকালং মধ্যবর্ত্তিকালং কালং প্রাতরাদিরাত্র্যন্তসময়মিব চালয়িতুং ক্ষেপয়িতুং বিধেঃ সুদিনায়মানতাং সুদিনং করোতীত্যর্থে আয় তত্তাং প্রতিপালয়িতুমিতি অবকলয্য বোধবিষয়ীকৃত্য অনুকামীনেন অনুসহার্থঃ সহকামানু-

বিদূরথকে বিনাশ করিয়া 'আমি আসিব' আপনার এই বাক্য সত্য করিবে; ব্রজবাসী আত্মীয় জনগণের মানসিক পীড়ার চিকিৎসক হইবে; এবং স্বীয় সুখ সকল রক্ষা করিবে। এইরূপে শ্রীমান্ ব্রজরাজ বিরাজিতরাজকুমার (অর্থাৎ তুমি) মথুরাবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিজ ব্রজবাসী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। কিন্তু সেই সমস্ত ব্রজবাসী লোকগণ প্রগাঢ়ভাব অবলম্বন করিয়া সম্প্রতি যমুনার পারে বিদ্যমান আছে। তাহার কারণ এই কুরুক্ষেত্র হইতে আগমনের পর, তোমার আগমন মর্য্যাদার মধ্যবর্ত্তী কাল, প্রাতঃকালাদির মত নিক্ষেপ করিবার জন্য, এবং এবং পুনরায় বিধাতা যেন শুভদিন করিতেছেন, ইহা প্রতিপালন করিতে যেন তথায় অবস্থান করিতেছে। ইহা জানিতে পারিয়া নিজবাসানুরূপ নিজ দিব্য

(ক) অগদসত্যাস্তুনাং মন্ কারে। ইতি সূত্রেণ নিষ্পন্নং পদত্রয়ম্।

নিজদিব্যবিমানেন সমুত্তীর্য্য দিবিষদ্ভিঃ কুসুমৈরবকীর্য্যমাণঃ সহসা তদ্বাসঞ্চাসত্তুমুদ্যোক্ষ্যতে ॥ ২৫৬ ॥

উত্তীর্ণে চ ত্বয়ি সর্ব্বতঃ কীর্ণেন নিন্দিতাশেষেণ রথঘর্ঘরিত-বিশেষেণ ত্বদাগমনমেব মন্বানাস্ত্বৎপরিমলবলনেন তু নিশ্চিন্বানাঃ সর্ব্ববিধা এব ত্বদেকাধ্বানতঃ প্রধাবনমেব তন্বানাঃ শ্রীমন্নন্দা-দ্যভিধানাঃ সন্নিধানং বিনাপি শিখণ্ডিমণ্ডলবদমী মার্ত্তণ্ডমণ্ডলস্থ-মেঘখণ্ডমিব দিব্যরথারূঢ়ং ত্বামগূঢ়ং নিশাম্য সম্যগূঢ়প্রমদবহল-কোলাহলং কলয়িষ্যন্তি ॥ ২৫৭ ॥

রূপিণা স্বদিব্যরথেন সমুত্তীর্য্য দিবিষদ্ভির্দ্দেবৈঃ কুসুমৈঃ পুষ্পৈরবকীর্য্যমাণ আচ্ছাদ্যমানঃ সহসা বেগেন তদ্বাসং গোপবাসং আসত্তুং প্রাপ্তুমুদ্যোক্ষ্যতে উদ্যোগং করিষ্যতি ॥ ২৫৬ ॥

ততো ভবন্মিলনার্থং শ্রীনন্দাদীনাং ভাবিবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—উত্তীর্ণেচেত্যাদিগদ্যেন। কীর্ণেন বিক্ষিপ্তেন নিন্দিতাশেষেণ নিন্দিতঃ অশেষো যেন, রথস্য যঃ ঘর্ঘরিতঃ শব্দ স্তস্য বিশেষেণ তবাগমনমেব মন্বানাঃ তত্রাপি ত্বৎপরিমলবলনেন তবানির্ব্বচনীয়গাত্রসুগন্ধমিলনেনতু নিশ্চিন্বানা নিশ্চয়ং কুর্ব্বাণাঃ সর্ব্বানবধানাঃ সর্ব্বেষু দেহাদিষ্বপি অবধানরহিতাঃ ত্বদেকাব-ধানতঃ ত্বয্যেব যদেকাবধানং তস্মাৎ প্রধাবনং প্রকর্ষেণ গমনমেব তন্বানা বিস্তৃন্বন্তঃ সন্নিধানং নৈকট্যং বিনাপি দিব্যরথারূঢ়ং অগূঢ়ং সুপ্রকাশং ত্বাং নিশাম্য নিরীক্ষ্য সম্যগিতি সম্যক্ ঊঢ়ঃ প্রাপিতো যঃ প্রমদো হর্ষস্তেন বহলং প্রচুরং কোলাহলং কলয়িষ্যন্তি বিধাস্যন্তি শিখণ্ডিমণ্ডলবৎ যথা ময়ূরসন্দোহঃ সূর্য্যমণ্ডলস্থমেঘখণ্ডং নিশাম্য। সম্যগিত্যাদি দার্ষ্টান্তে ময়ূরতুল্যা নন্দাদয়ঃ মার্ত্তণ্ডমণ্ডলরূপো রথঃ মেঘখণ্ডমিব ত্বমিতি অদ্ভুতোপমা ॥ ২৫৭ ॥

বিমান দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গবাসী দেবতাগণ পুষ্পরাশি দ্বারা তোমাকে ব্যাপ্ত করিবে, এবং তুমিও সহসা গোপাবাস প্রাপ্ত হইবার জন্য উদ্যোগ করিবে ॥ ২৫৬ ॥

এইরূপে তুমি উত্তীর্ণ হইলে সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্ব-বিনিন্দিত রথের ঘর্ঘর শব্দ বিশেষ দ্বারা শ্রীমান্ নন্দ প্রভৃতি সকলেই তোমার আগমন বোধ করিবে, তোমার গাত্রের সুগন্ধ সম্পর্কে নিশ্চয় করিবে; সকলেই একমাত্র তোমার উপর প্রাণ সমর্পণ করাতে ধাবমান হইবে; এবং তোমার নৈকট্য না ঘটিলেও ময়ূরবৃন্দ যেরূপ সূর্য্য মণ্ডলস্থিত মেঘখণ্ড দর্শন করে, সেইরূপ উহারা তোমাকে প্রকাশ্যে

কলয়ন্তশ্চ স্তম্ভ-স্বেদ-রোমোদ্ভেদ-স্বরভেদ-রোদন-বিভেদ-প্রলয়ময়তয়া স্পন্দনমপ্যবিন্দমানাঃ স্যন্দনাদ্দূরতস্তত্তদবস্থা এব স্থাস্যন্তি ॥ ২৫৮ ॥

ত্বং পুনঃ সহসা রথাদবতীর্য্য তেষাং পথা যথাবীর্য্যং ধাবন্ সকলগীর্ব্বাণবিকীর্য্যমাণকুসুমাদিবাদিতবাদিত্রাদিকৃতমানঃ সর্ব্বথাপ্যসম্ভাবিতসমানঃ পরমাসক্ত্যা সর্ব্বানপি তাননর্ব্বাচীনশক্ত্যা চ পৃথক্ পৃথগেব চ যুগপদেব চ সঙ্গচ্ছন্ সমালিঙ্গংস্তত্তদঙ্গসঙ্গতং স্বাঙ্গমপি ন ততো ভিন্নমঙ্গীকরিষ্যসি ॥

তাদৃশভবদ্দর্শনে তেষাং সাত্ত্বিকভাবা উদেষ্যন্তীতি বর্ণয়তি—কলয়ন্তশ্চেত্যাদিগদ্যেন। স্তম্ভেত্যাদি স্তম্ভাদীনাং প্রাচুর্য্যতয়া স্পন্দনং শরীরচালনমপি অবিন্দমানাঃ অলভমানা স্যন্দনাৎ রথাৎ তত্তদবস্থাঃ সা সা স্তম্ভাদিরূপা অবস্থা যেষাং তে ॥ ২৫৮ ॥

ততো ভবান্ যৎ করিষ্যতি তৎ শৃণোত্বিতি বর্ণয়তি—ত্বং পুনরিত্যাদিগদ্যেন। সহসা বেগেন যথাবীর্য্যং যথাশক্তি পথা তেষাং তানবেগেন ধাবন্ সন্, সকলেতি সর্ব্বদেবৈ বিকীর্য্যমাণ কুসুমাদিচ বাদিত্রাদিচ তাভ্যাং কৃতং মানং পূজা যস্য সঃ, সর্ব্বথাপি ন সম্ভাবিতঃ স্বস্য মানো গর্ব্বো যস্য অহং সর্ব্বেশ্বর ইত্যাকারঃ অনর্ব্বাচীনশক্ত্যা অনাদিসিদ্ধ শক্ত্যা যুগপৎ একদা তত্তদঙ্গসঙ্গতং তেষাং তেষামঙ্গৈঃ সঙ্গতং শ্লিষ্টং স্বাঙ্গং নিজাঙ্গমপি তত স্তত্তদঙ্গেভ্যো ভিন্নং ন করিষ্যতি অভিন্নতাং প্রাপয়িষ্যসি। তেচ নন্দাদয়ো যথা

দিব্যরথে আরোহণ করিতে দেখিয়া সম্যক্‌রূপে আনন্দপূর্ণ বহুতর কোলাহল করিবে ॥ ২৫৭ ॥

কোলাহল করিয়া তাহাদের স্তম্ভ, ঘর্ম্ম, স্বরভঙ্গ, রোদন ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি বহুতর দশা ঘটাতে তাহারা শারীরিক গতি বুঝিতে পারিবে না, এবং রথের দূরে তত্তৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিবে ॥ ২৫৮ ॥

তুমি কিন্তু সহসা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যথাশক্তি তাহাদের পথ দিয়া ধাবমান হহবে। যদিচ তৎকালে সকল দেবতাগণ পুষ্পরাশি নিক্ষেপে এবং বাদ্যাদি দ্বারা তোমার পূজা করিবেন বটে, কিন্তু তথাপি তোমার 'আমি সর্ব্বেশ্বর' ইত্যাকার অভিমান থাকিবে না। তখন তুমি পরম আসক্তি এবং অনাদিসিদ্ধ অনির্ব্বচনীয় শক্তি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে এককালেই সেই সমস্ত ব্রজবাসীদের

তে চ তথা শোকাপনুদং দত্তমুদং ত্বাং লভমানাঃ সর্ব্বে জন্যব স্ত্বদনন্যম্মন্যা ভবিষ্যন্তি ॥ ২৫৯ ॥

তথা চ গাস্যতে,—

যদা যাতঃ কৃষ্ণঃ পুনরপি যদূনাং নগরত-
স্তদা গোপাঃ সোঽপি প্রতিনিজমধুর্ম্মোদনিবহম্ ।
ব্যতিশ্লিষ্টা যর্হি প্রতিজনমিদং নাজনি মনা-
গয়ং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কিমহমিতি তর্হি স্ফুটতরম্ ॥ ২৬০ ॥

যতঃ ;—

যদ্বৎকল্যন্তিমানাং সুকৃতবিরহিণাং সত্যধর্ম্মাবতারঃ
পৃথ্বাস্থানাং মহাবগ্রহ-হতবপুষাং বর্ষুকাব্দপ্রচারঃ ।

যথাবৎ শোকাপনুদং শোকখণ্ডকং দত্তমুদং দত্তানন্দং ত্বাং জন্যবঃ প্রাণিনঃ ত্বদনন্যম্মন্যাঃ ত্বত্তোঽনন্যং আত্মানং মন্যন্তে ত্বদভেদং বুদ্ধ্যমানা ভবিষ্যন্তি ॥ ২৫৯ ॥

ব্রজাগমনং কবিভির্যথা গাস্যতে তদ্বর্ণয়তি—যদেত্যাদিপদ্যেন। কৃষ্ণো যদূনাং নগরতঃ পুনর্ব্রজং যদা আযাতঃ তদা গোপাঃ স কৃষ্ণোঽপি প্রতিনিজং প্রত্যেকং মোদনিবহং সুখসন্দোহং অধুঃ ধৃতবন্তঃ, যর্হি প্রতিজনং ব্যতিশ্লিষ্টাঃ পরস্পরমালিঙ্গিতাঃ তদা অয়ং কৃষ্ণঃ কিমহং কৃষ্ণ ইতি স্ফুটতরং ন অজনি ন জাতং ॥ ২৬০ ॥

কিঞ্চ যদ্বদিতি। কল্যন্তিমানাং কলিযুগানুভবানাং সুকৃতবিরহিণাং পুণ্যরহিতানাং যদ্বৎ

নিকটে সঙ্গত হইবে এবং আলিঙ্গন করিয়া তত্তৎ অঙ্গ মিলিত স্বীয়দেহ ও তত্তৎ অঙ্গ হইতে ভিন্ন করিবে না। নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসী সকল জীবগণ তোমাকে শোকনাশক এবং আনন্দদায়ক লাভ করিয়া তোমা হইতে আপনাদিগকে অভিন্ন বোধ করিবে ॥ ২৫৯ ॥

কবিগণ ব্রজাগমন সম্বন্ধে এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশীয়দিগের নগর হইতে পুনরায় আগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে গোপগণ এবং সেই কৃষ্ণও প্রত্যেক আনন্দরাশি ধারণ করিয়াছিলেন। যৎকালে প্রত্যেকেই পরস্পর আলিঙ্গন করিল, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ 'আমি কি কৃষ্ণ' ইহা কিছুই স্পষ্ট জানিতে পারিলেন না ॥ ২৬০ ॥

যথা :—যেরূপ কলিযুগের শেষ সময়ে সমুৎপন্ন ও পুণ্যবিরহিত ব্যক্তিগণের

আকূপারহ্রদানাং মুনিহৃতপয়সাং নব্যগঙ্গাপ্রসার-
স্তদ্বদ্গোষ্ঠস্থিতানাং তব বিরহরুজাং
হন্ত ! তে সঙ্গসারঃ ॥ ২৬১ ॥

অথ চিরায় প্রতিমাবৎ প্রতিস্বং লব্ধত্বৎপরিষ্বক্তিষু ব্রজজন-ব্যক্তিষু পূর্ব্বমব্যক্তীভাবমাপন্না মধুমঙ্গলপূর্ণাভ্যর্ণা পৌর্ণমাসী সবৃন্দা বৃন্দা চ সমমপ্রচ্ছন্নতাং গচ্ছন্তী তু সুখসম্মূর্চ্ছনাম্মূর্চ্ছামিব গতাভ্যস্তাভ্যঃ সাভ্যসূয়মিব ক্রমাদ্বহির্বৃত্তিং যচ্ছন্তী (ক) তদ্বনি-কায়াং তন্নিকায়মুপবেশয়িষ্যতি। তথা চ কথয়িষ্যন্তি ॥২৬২॥

পুণ্যজনকঃ। পৃথ্বীস্থানাং মহাবগ্রহহতবপুষাং মহান্ অবগ্রহো বৃষ্টিপ্রতিবন্ধ স্তেন হতশরীরাণাং, বর্ষুকাব্দপ্রচারঃ জলবর্ষুকমেঘসদৃশঃ, আকূপারহ্রদানামাসমুদ্রসরোবরাণাং, মুনিহৃতপয়সাং মুনয়োঽগস্ত্যাদয়ঃ তৈ হৃতং পয়ো যেষাং, নব্যগঙ্গাপ্রসারঃ তেষাং পূরকঃ গোষ্ঠস্থিতানাং তব বিরহরুজাং তদ্বত্তে সঙ্গসারঃ সঙ্গরূপরসায়নম্ ॥ ২৬১ ॥

ততো যদ্বৃত্তং ভবিষ্যতি তৎ সূচয়তি—অথ চিরায়েত্যাদিগদ্যেন। চিরায় চিরকালং ব্যাপ্য প্রতিমা প্রতিচ্ছবিবৎ প্রতিস্বং প্রত্যেকং লব্ধত্বৎপরিষ্বক্তিষু লব্ধা তব পরিষ্বক্তিবৎ রালিঙ্গনং যাভি স্তাসু ব্রজজনব্যক্তিষু সতীষু পূর্ব্বং অব্যক্তীভাবং প্রাকট্যাভাবমাপন্না মধুমঙ্গলেন পূর্ণমভ্যর্ণং নিকটং যস্যা অর্থাত্তৎসহিতা পৌর্ণমাসী, তথা সবৃন্দা বৃন্দং যথং তেন সহ বর্ত্তমানা বৃন্দা চ, সমমপ্রচ্ছন্নতাং সম্যক্প্রকাশতাং গচ্ছন্তী সুখসংমূর্চ্ছনাৎ সংমূর্চ্ছনমভিব্যাপ্তি স্তস্মাৎ মূর্চ্ছামিব গতাভ্য স্তাভ্যঃ ব্রজজনব্যক্তিভ্যঃ সাভ্যসূয়ং গুণেষু

সত্যধর্ম্মের প্রচার পুণ্যজনক, অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হইলে যাহাদের দেহ নিহত হয়, সেই সকল পৃথিবীস্থিত ব্যক্তিগণের জলবর্ষী মেঘের প্রচার যেরূপ সুখ কর; অগস্ত্য মুনি যাহাদের জলপান করিয়া শোষণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সমুদ্র হইতে সরোবর পর্য্যন্ত জলাশয়দিগের নব্যগঙ্গা-প্রবাহ যেরূপ জলবৃদ্ধি কারক; সেইরূপ তোমার বিরহ-রোগে ব্যথিত যাবতীয় গোষ্ঠস্থিত ব্যক্তিগণের আহা ? তোমার সঙ্গরূপ রসায়নও পরম আনন্দদায়ক ॥ ২৬১ ॥

অনন্তর ব্রজবাসী ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার আলিঙ্গন লাভ করিয়া প্রতিমার মত নিশ্চলভাবে অবস্থান করিলে, পূর্ব্বে অপ্রকাশ ভাবাপন্ন পৌর্ণমাসী, মধুমঙ্গলকে নিকটে লইয়া এবং সহচরীগণ পরিবেষ্টিত বৃন্দা তৎকালে

(ক) তত্তন্নিকায়ং তত্তন্নিকায়ং ইতি টীকাসম্মতঃ পাঠঃ।

কৃষ্ণং মধ্যগতং বিধায় পিতরৌ তদ্ভ্রাতরঃ স্ত্রীগণা-
স্তন্মিত্রাণি কুটুম্বসম্বলনয়া চান্যে চিরাৎ প্রাপিতঃ।
মুঞ্চন্তঃ স্ফুটমশ্রু তস্য সুখদঞ্চারূপচারং চিরং
বিস্মৃত্য স্থগিতক্রিয়াঃ সমভবন্মূকাশ্চ বৈ স্বর্য্যতঃ ॥ ২৬৩ ॥

ত্বন্তু তত্র স্ত্রীকুমারং পুত্রপৌত্রং কুব্জবামনং দাসীদাসমপি সর্ব্বং যথাযথং তোষয়িষ্যসি ॥ ২৬৪ ॥

দোষাবিষ্করণমসূয়া অভ্যসূয়য়া সহ বর্ত্তমানং যথাস্যাত্তদিব ক্রমাদ্বহির্বৃত্তিং বাহ্যচেষ্টাং যচ্ছন্তী তত্তন্নিকায়ং তত্তৎ সমূহং তত্তন্নিকায়ং তত্তদ্গৃহং উপবেশয়িষ্যতি তস্মিন্ স্থাপয়িষ্যতি ॥ ২৬২ ॥

তত্র লোকানাং কথনং বর্ণয়তি—কৃষ্ণং মধ্যগতমিত্যাদিপদ্যেন। তদ্ভ্রাতরঃ পিত্রো-র্ভ্রাতরঃ কুটুম্বসম্বলনয়া কুটুম্বানাং মেলনেন চ অশ্রু স্ফুটং মুঞ্চন্তঃ ক্ষরন্তঃ তস্য কৃষ্ণস্য চারূপচারং রম্যোপচারং সেবাং, স্থগিতক্রিয়াঃ সম্বৃতক্রিয়াঃ সমভবন্ বৈস্বর্য্যতঃ স্বরভঙ্গাৎ মূকাশ্চ সমভবন্ ॥ ২৬৩ ॥

তদাতু ত্বং যৎ করিষ্যতি—তচ্ছৃণ্বিত্যাহ—ত্বন্ত্বিত্যাদিগদ্যেন। স্ত্রীকুমারং স্ত্রিয়শ্চ কুমারাশ্চ এষাং সমাহারস্তৎ, এবং পরপরত্র যথাযথং যথাযোগ্যম্ ॥ ২৬৪ ॥

একসঙ্গে প্রকাশিত হইয়া, সুখসংযোগে মূর্চ্ছা প্রাপ্তের ন্যায় ঐ সকল ব্রজবাসী ব্যক্তিদিগকে যেন গুণে দোষারোপ পূর্ব্বক, ক্রমে বাহ্যচেষ্টা দান করিবে এবং সেই সমস্ত ব্যক্তিদিগকে উপবেশন করাইবে। তৎকালে লোকেও এইরূপ বলিবে ॥ ২৬২ ॥

পিতা মাতা তদীয় ভ্রাতৃগণ, নারীগণ, তাঁহাদের বন্ধুগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ, বহুকালের পর কৃষ্ণকে পাইয়া কুটুম্বগণের সমভিব্যাহারে তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া স্পষ্টই অশ্রুজল মোচন করিতে থাকিবে, এবং তাঁহার সুখজনক মনোহর ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া স্বরভঙ্গবশতঃ সকলেই মৌনী হইয়াছিল ॥ ২৬৩ ॥

আর তুমি কিন্তু তথায় স্ত্রী, বালক, পুত্র, পৌত্র, কুব্জ, বামন, এবং দাসদাসী সকলকেই যথাযোগ্য সন্তুষ্ট করিবে ॥ ২৬৪ ॥

দারুকস্তু দারুদেব দূরস্থিতস্তৎপ্রেমবশ্যতয়া কৌতুকমিব দ্রক্ষ্যতি ॥ ২৬৫ ॥

ততশ্চ তত্রাসীনা পৌর্ণমাসী কুপিতেবালপিষ্যতি ॥২৬৬॥

অহহ! কিমিদমবিদন্ত ইব কুর্ব্বন্তঃ স্থ। পথি পরিশ্রান্তমিমং কথমিব ন বিশ্রান্তং কুরুথ ॥ ২৬৭ ॥

তদেবং জাতচমৎকারাভ্যাং তৎপরিশ্রমকাতরাভ্যাং মাতরপিতরাভ্যামুভয়তঃ স্বস্বভজনা কৃতালিঙ্গনময়প্রণয়চেষ্টিতঃ সর্ব্বৈরেব চ পরিতো বেষ্টিতঃ স্বগোষ্ঠপ্রকোষ্ঠমধ্যগশকটঘটাঘটিতবাটমবাপ্স্যসি ॥ ২৬৮ ॥

তদানীন্তনং দারুকবৃত্তান্তং শৃণ্বিত্যাহ—দারুকস্ত্বিতিগদ্যেন। দারুবদেব শুষ্ককাষ্ঠমিব তৎপ্রেমবশ্যতয়া গোপানাং যৎ প্রেমবশ্যং তত্তয়া কৌতুকমিব তৎ দ্রক্ষ্যতি ॥ ২৬৫ ॥

তদানু পৌর্ণমাসীবাৎসল্যং বর্ণয়তি—তত্রাসীনেত্যাদিগদ্যেন। ক্রুদ্ধা ইব আলপিষ্যতি সম্ভাষণং করিষ্যতি ॥ ২৬৬ ॥

তদ্বর্ণয়তি—অহহেত্যাদিনা। অহহেতি খেদে। ইদং শ্রমনিবর্ত্তকং অবিদন্তঃ অজানন্ত ইব কিং কুর্ব্বন্তঃ স্থ বর্ত্তধ্বং ইমং কৃষ্ণং বিশ্রান্তং ভাবে ক্তঃ বিগতঃ শ্রমো যস্য তম্ ॥ ২৬৭ ॥

ততো যদ্বৃত্তং ভবিষ্যতি তৎ সূচয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। জাতচমৎকারাভ্যাং অস্মৎপুত্রস্য কথমীদৃশমৈশ্বর্য্যং জাতমিতি, জাতশ্চমৎকারো যয়োস্তাভ্যাং, কৃষ্ণস্য পরিশ্রমে কাতরাভ্যাং উভয়তঃ স্বভজনেতি। স্বস্যাঃ স্বস্য চ ভজনেন প্রণামাদিসেবায়াং ন কৃতং আলিঙ্গনং প্রচুরপ্রণয়চেষ্টিতং যত্র সঃ, পরিতঃ সর্ব্বতঃ বেষ্টিত আবৃতঃ সন্। স্বগোষ্ঠেতি স্বগোষ্ঠস্য

কিন্তু দারুক শুষ্ক কাষ্ঠের মত দূরে থাকিয়া গোপদিগের প্রেমাধীনতা হেতু যেন কৌতুক দর্শন করিবে ॥ ২৬৫ ॥

তথায় পৌর্ণমাসী উপবেশন করিয়া যেন কুপিতভাবে সম্ভাষণ করিবেন। আহা! তোমরা যেন কিছুই জান না, না জানিয়া তোমরা একি করিতেছ। পথশ্রান্ত ইহাঁকে কেন তোমরা বিশ্রান্ত করিতেছ না ॥ ২৬৬ ॥ ২৬৭ ॥

এইরূপ ঘটিলে মাতা পিতা পুত্রের এইরূপ ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন। পরে উভয়েই কৃষ্ণের পরিশ্রমে কাতর হইবেন। এই জনক জননীর উভয় পার্শ্বে উভয়কেই প্রণামাদিরূপ সেবা করিয়া প্রচুর আলিঙ্গনজন্য চেষ্টা

ততশ্চ তে সর্ব্বে ভবৎপরিচর্য্যাময়পরিসর্য্যাকৃতঃ সম্ভ্রমমেবাচরিষ্যন্তি ন তু কার্য্যক্রমম্ ॥ ২৬৯ ॥

তথাহি ;—

যর্হ্যাগন্তাস্যঘহর! চিরাদ্দ্বারকাতস্তদা তে
সর্ব্বেঽপ্যেতে ব্রজজনিজনা শ্রেষ্ঠমধ্যস্থনিঘ্নাঃ।
ধাবন্তোঽপি প্রতিদিশমহো! তত্তদেকৈককার্য্যং
কুর্ব্বন্তোঽপি স্থগিতকৃতিতামেব যাস্যন্তি হন্ত! ॥ ২৭০ ॥

যৎ প্রকোষ্ঠং একদেশ স্তস্য মধ্যগা যা শকটঘটা শকটশ্রেণী তয়া ঘটিতবাটমাবৃতস্থানং প্রাপ্স্যসি ॥ ২৬৮ ॥

তদনন্তরং তে সর্ব্বে জনাঃ, ভবদিতি ভবতঃ পরিচর্য্যাময়ী পরিচর্য্যাবয়বঃ পরিসর্য্যা সমন্ততঃ সরলাং তাং কুর্ব্বন্তীতি কর্ত্তরি ক্বিপ্। তে সম্ভ্রমং আবেগমেবাচরিষ্যন্তি নতু কার্য্যক্রমং কার্য্যপরিপাটীম্ ॥ ২৬৯ ॥

তদ্বর্ণয়তি—যর্হ্যেত্যাদিপদ্যেন। হে অঘহর! যর্হি যদা দ্বারকাতস্ত্বমাগন্তাসি তদা শ্রেষ্ঠমধ্যস্থনিঘ্না উত্তমমধ্যমায়ত্তাঃ জনাঃ প্রতিদিশং ধাবন্তোঽপি তত্তদেকৈককার্য্যং উত্তমমধ্যমাধীনাং যদ্যদুচিতমেকৈক-কার্য্যং কুর্ব্বন্তোঽপি স্থগিতকৃতিতাং আচ্ছন্নকৃতিতাং যাস্যন্তি নতু সাধয়িষ্যন্তি ॥ ২৭০ ॥

করেন নাই। সকলেই চারিদিকে তোমাকে বেষ্টন করিলে, তুমি স্বকীয় গোষ্ঠের একদেশস্থিত শকটশ্রেণী দ্বারা আবৃত স্থানে গমন করিবে ॥ ২৬৮ ॥

তাহার পর সেই সকল লোক, তোমার সেবারূপ সর্ব্বত্র গমন কার্য্য করিয়া ত্বরা প্রকাশ করিবে, কিন্তু কার্য্যপরিপাটী দেখাইতে পারিবে না ॥ ২৬৯ ॥

হে অঘাসুরনাশক! একবার দেখ, তুমি যৎকালে বহুকালের পর দ্বারকা হইতে আগমন করিবে, তৎকালে উত্তম, মধ্যম এবং অধম ব্রজবাসী সমস্ত ব্যক্তিই আহা! চারিদিক ধাবমান হইয়াও, প্রত্যেকের উচিতকার্য্য করিয়াও হায়! নিশ্চলভাব অবলম্বন করিবে ॥ ২৭০ ॥

যদ্যপি গোপাঃ সম্যক্, পরিচরিতুং ত্বাং ন তর্হি শক্ষ্যন্তি।
তদপি চ তৎপ্রমদামৃত, ভোগাস্ত্বামী সদৈব পোক্ষ্যন্তি ॥২৭১॥

তদারভ্য চ;—

কিং ভোক্তব্যং ক্বাসিতব্যং স্বপনীয়ং ক্ব বামুনা।
ইতি মাত্রাদিধীযাত্রা নাত্রায়াস্যতি তৃপ্ততাম্ ॥ ২৭২ ॥
সখায়স্তে সুখাধীনা বিস্মারিষ্যন্তি সর্ব্বকম্।
স্মরিষ্যন্তি তু তাং ত্বৎকাং পুনঃ সংশ্লেষনব্যতাম্ ॥২৭৩॥

যদ্যপি তে তত্রাসমর্থা স্তথাপি তাং সন্তোষয়িষ্যন্তীতি বর্ণয়তি—যদ্যপীত্যাদিপদ্যেন। যদ্যপি তদা গোপাঃ সম্যক্ পরিচর্য্যাং কর্ত্তুং ন শক্ষ্যন্তি তদপি তথাপি তৎপ্রমদামৃতভোগাঃ তস্যাং পরিচর্য্যায়াং যঃ প্রমদো হর্ষঃ সঃ এব অমৃতং ভোগঃ যেষাং অমী ত্বাং সদৈব পোক্ষ্যন্তি পুষ্টং করিষ্যন্তি ॥ ২৭১ ॥

তদেব বর্ণয়তি—তদেত্যাদিপদ্যেন। তদারভ্য আগমনকালমারভ্য অমুনা কৃষ্ণেন কিং ভোক্তব্যং ক্ব আসিতব্যং উপবেষ্টুং ক্ব বা স্বপনীয়ং শয়নং কারয়িতব্যং ইতি মাত্রাদিধীযাত্রা মাত্রাদীনাং বুদ্ধিগতি স্তৃপ্ততাং ন আয়াস্যতি ॥ ২৭২ ॥

সখীনাং ভাবিবৃত্তং বর্ণয়তি—সখায় ইত্যাদিপদ্যেন। তে শ্রীদামাদয়ঃ তে সুখাধীনা স্তব সুখায়ত্তাঃ সর্ব্বং স্বদুঃখং তু পুনঃ ত্বৎকাং ত্বদীয়াং সংশ্লেষনব্যতাং সংশ্লেষস্য সংযোগস্য নব্যতাম্ ॥ ২৭৩ ॥

যদ্যপি তৎকালে গোপগণ সম্যক্‌রূপে পরিচর্য্যা করিতে সমর্থ হইবে না, তথাপি তাহারা সেই পরিচর্য্যা বিষয়ে আনন্দামৃত ভোগ করিয়া তোমাকে পুষ্ট করিবে ॥ ২৭১ ॥

আগমন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া, কৃষ্ণ কি খাইবে, কোথায় উপবেশন করিবে, এবং কোথায়ই বা শয়ন করিবে; এইরূপ চিন্তাকরতঃ মাতা পিতা প্রভৃতির বুদ্ধি বৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না ॥ ২৭২ ॥

শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি সেই সকল সহচরগণ সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু কেবল তোমার নবীন সংযোগ স্মরণ করিতে থাকিবে ॥ ২৭৩ ॥

দাসাশ্চ তব দাশার্হ ! পুনরাশাং স্বমূর্ত্তিযু।
ধাস্যন্তি সেবাসুধয়া বিধাস্যন্তি যদাপ্লবম্ ॥২৭৪॥
গাবঃ প্রাগ্‌ভবৎস্ফূর্ত্তিপ্রভাবস্থিততদ্দশাঃ।
তদ্বদেব সদৈবামূর্ধাস্যন্তি প্রমদং ত্বয়ি ॥২৭৫॥
শিশবঃ পশবশ্চৈবং বয়াংসি চ পয়াংসি চ।
যেঽন্যে হৃদ্যা জনা হৃদ্যা স্তব তেষাং তু কা কথা ॥২৭৬॥

দাসানাং ভাবিবৃত্তং বর্ণয়তি—দাসাশ্চেতিপদ্যেন। হে দাশার্হ! তব দাসা রক্তকাদয়ঃ স্বমূর্ত্তিযু স্বচেষ্টাসু যদা আপ্লবং স্নানং বিধাস্যন্তি তদা সেবাসুধয়া পুনরাশাং বাঞ্ছাং ধাস্যন্তি পোক্ষ্যন্তি ॥ ২৭৪ ॥

গবাং ভাবিবৃত্তং বর্ণয়তি—গাবইত্যাদিপদ্যেন। প্রাগ্বদিত্যাদি পূর্ব্বেব ভবতঃ স্ফূর্ত্তি-প্রভাবেণ স্থিতা সা দশা যাসাং তত্তদবস্থয়া বর্ত্তমানা ইত্যর্থঃ অমুগাবঃ। তদ্বদেব পূর্ব্বেব ত্বয়ি সদৈব প্রণয়ং ধাস্যন্তি ॥ ২৭৫ ॥

শিশুপ্রভৃতীনাং ভাবিবৃত্তং বর্ণয়তি—শিশব ইতিপদ্যেন। বয়াংসি পক্ষিণঃ পয়াংসি যমুনাদিজলানি যে অন্যে ভাণ্ডীরাদয়ঃ হৃদ্যাঃ প্রিয়াঃ তথা তব হৃদ্যা জনা যজ্ঞপত্ন্যাদিরূপাঃ তেষাং তু কা কথা ত্বয়ি প্রমদং ধাস্যন্তীতি ॥ ২৭৬ ॥

হে দাশার্হ যদুবংশাবতংস ! হে দেশপতে ! তোমার রক্তকপ্রভৃতি দাস-সকল, যৎকালে তোমার নিজ চেষ্টাতে স্নান করিবে ; তৎকালে তাহারা পুনরায় সেবারূপ সুধা দ্বারা ইচ্ছা পুষ্টি করিবে ॥ ২৭৪ ॥

ধেনুগণ পূর্ব্বে তোমার স্ফূর্ত্তি হইলে যেরূপ দশা প্রাপ্ত হইত, পূর্ব্বের মত তোমার স্ফূর্ত্তিপ্রভাবে সেই দশা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই উহারা তোমার উপরে প্রেম পুষ্টি করিবে ॥ ২৭৫ ॥

যখন শিশু, পশু, পক্ষী যমুনাজল, ভাণ্ডীরাদি অন্য প্রিয় বিষয় সকল, তোমার উপরে প্রেম পুষ্টি করিয়াছিল, তখন যজ্ঞপত্নীপ্রভৃতি তোমার প্রিয় পদার্থ প্রেম প্রকাশ করিবে, তাহাদের কথা আর কি বলিব ॥ ২৭৬ ॥

কূর্ম্মস্যেব স্মরণানুভাবেন তব তেন ত্বদীয়াঃ পূর্ব্ববদেব হি তে স্থাতারঃ। তথৈব ব্রজাদ্বলদেবঃ কুশস্থলীমাসাদ্য ত্বয়ি নিবেদয়িষ্যতি ॥২৭৭ ॥

যথা শ্রীহরিবংশে ;—

"তথৈবাধ্বগবেশেন সোপশ্লিষ্টো জনার্দ্দনম্।
প্রত্যগ্রবনমালেন বক্ষসাভিবিরাজতা ॥
উপবিষ্টং তদা রামং পপ্রচ্ছ কুশলং ব্রজে।
বান্ধবেষু চ সর্ব্বেষু গোষু চৈব জনার্দ্দনঃ ॥

ননু তে মম বহুকালবিরহে কথং জীবিষ্যন্তি তত্রাহ—কূর্ম্মস্যেবেতিগদ্যেন। যথা কূর্ম্মস্য ডিম্বাঃ তস্য স্মরণানুভাবেন জীবন্তি তথা ত্বদীয়াস্তেন স্মরণানুভাবেন পূর্ব্ববদেব তে স্থাতারঃ স্থাস্যন্তি। তথৈব পূর্ব্বাবস্থতাং কুশস্থলীং দ্বারকাং আসাদ্য প্রাপ্য ॥ ২৭৭ ॥

তন্নিবেদনং হরিবংশপদ্যেন ব্যঞ্জয়তি—তথৈবেত্যাদিনা। অধ্বগবেষেণ পথিকজন-বেষেণ স বলদেবঃ কৃষ্ণমুপশ্লিষ্টঃ আলিঙ্গিতবান্ স কিম্ভূতঃ প্রত্যগ্রা নবা বনমালা যত্র অভিবিরাজতা বক্ষসা উপলক্ষিতঃ, তদা জনার্দ্দনঃ উপবিষ্টং রামং ব্রজে বিষয়ে কুশলং

যেরূপ কচ্ছপের বালকগণ তাহার স্মরণানুভাব বশতঃ জীবিত থাকে (ক) সেইরূপ তোমার আত্মীয় লোকগণ স্মরণানুভাব হেতু পূর্ব্বের মতই অবস্থান করিয়া থাকিবে। ঐরূপেই বলরাম ব্রজ হইতে দ্বারকায় আসিয়া তোমার কাছে নিবেদন করিবেন ॥ ২৭৭ ॥

যথা হরিবংশে—ঐরূপে বলরাম পথিক জনের বেশ ধারণ করিয়া এবং নূতন মনোহর বনমালা বিরাজিত বিশাল বক্ষঃস্থল ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম আসনে উপবেশন করিলে, ব্রজসম্বন্ধে এবং সমস্ত বন্ধু ও ধেনুগণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎকালে

(ক) কচ্ছপ নদ্যাদি জলাশয়ের উপরি স্থলভাগে ডিম্ব প্রসব করিয়া দূরে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বদা তাহার চিন্তায় আসক্ত থাকে, এই চিন্তার প্রভাবেই উক্ত ডিম্বগুলি সচেতন থাকে ও প্রস্ফুটিত হয়। ইহা একটী মনোরাজ্যের ঘটনা। যোগশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। সূক্ষ্মদেহের ক্রিয়ার সঙ্গে বাহ্য জড়দেহের যে কিরূপ সম্পর্ক তাহা পাতঞ্জল যোগদর্শনে বিবৃত আছে।

প্রত্যুবাচ তদা রামো ভ্রাতরং সাধুভাষিণম্।
সর্ব্বেষাং কুশলং কৃষ্ণ! যেষাং কুশলমিচ্ছসি" ॥

ইতি ॥২৭৮॥

তদেবং স্থিতেঽপি তদা তব সদা ব্রজাবস্থিতিপ্রতীতিস্তু তেষাং নাতিজনিষ্যতে। স্যন্দনং তদত্র তদবস্থমেব স্থাপিতমস্তীত্যনাস্থাভাবনয়া ॥২৭৯॥

কিঞ্চ;—

তব সবয়সঃ প্রবয়সঃ প্রতীদং প্রতীপমাবেদয়িষ্যন্তি। প্রিয়বয়স্যস্য নাতিসৌমনস্যং মনস্যভ্যস্যতে। যতো(ক)নিজতানু-

পপ্রচ্ছ এবং বান্ধবাদিষু প্রত্যুবাচ প্রত্যুত্তরং দদৌ তদ্বর্ণয়তি হে কৃষ্ণ! যেষাং কুশলমিচ্ছসি তেষাং সর্ব্বেষাং কুশলম্ ॥ ২৭৮ ॥

ততঃ কিং বৃত্তং ভবিষ্যতীত্যপেক্ষয়াং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। ব্রজাবস্থানজ্ঞানস্তু তেষাং ব্রজবাসিনাং নাতিজনিষ্যতে ন নিশ্চিতা জনিতা, তত্র হেতুঃ স্যন্দনং রথঃ তদবস্থং সজ্জিতমেব স্থাপিতমস্তি ইতি অনাস্থাভাবনয়া সদাবাসাভাবচিন্তনেন ॥ ২৭৯ ॥

তত্র বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—তবেত্যাদিগদ্যেন। তব সবয়সঃ সখায়ঃ প্রবয়সো বৃদ্ধান্ ইদং প্রতীপং প্রতিকূলং আবেদনং নির্দ্দিশন্তি কৃষ্ণস্য মনসি নাতি সৌমনস্যমতিস্বস্থতা ন অভ্যস্যতে নাভিগম্যতে যতঃ নিজেতি নিজত্বেন অনুরাগো যাসু এবম্ভূতা যা জনতা জন-

বলরাম মধুরভাষী সেই ভ্রাতাকে প্রত্যুত্তর দিলেন, কৃষ্ণ! তুমি যাহাদের কুশল কামনা করিতেছ, তাহাদের সকলেরই কুশল ॥ ২৭৮ ॥

এইরূপ ঘটিলে, তৎকালে তোমার সর্ব্বদা ব্রজবাসজ্ঞান কিন্তু তাহাদের নিশ্চিত বলিয়া বোধ হইবে না। সেই রথ এই স্থানে সেই অবস্থাতেই স্থাপিত আছে, এইরূপে সর্ব্বদা বাস না হওয়াতে চিন্তা করিবে ॥ ২৭৯ ॥

অপিচ, তোমার বয়স্যগণ বৃদ্ধদিগের প্রতি এইরূপ প্রতিকূল বিষয় নিবেদন করিবে। প্রিয় বয়স্য শ্রীকৃষ্ণের মনে সুস্থতার লেশমাত্রও বিদ্যমান নাই। কারণ আত্মীয় বোধে যাহাদের উপর অনুরাগ জন্মিয়াছিল, সেই সকল জনবৃন্দের

(ক) জনিতেতি গৌরবৃন্দাবন পাঠঃ।

রাগজনতাসু তাসু প্রাগিব নানুরাগং জাগরমাগময়তি। তাশ্চ তথা দৃষ্ট্বা লগিতদুঃখস্থগিততয়া শুষ্কা ইব তিষ্ঠন্তি ॥২৮০॥

তদেতদাকর্ণয়ন্তঃ প্রাপ্তকদনান্তরতয়া বিবর্ণবদনাস্তে ত্বন্মাতরপিতরাদয়ঃ কাতরতামবাপ্স্যন্তি ॥২৮১॥

ত্বন্তু জন্তুমাত্রচিত্তজ্ঞস্তদ্বিজ্ঞায় স্বয়মেব তান্ বিজ্ঞাপয়িষ্যসি ॥

কথং ভবন্তো নাদ্যাপ্যানন্দাদুদ্ভবন্তো দৃশ্যন্তে। সর্ব্বে তু

বৃন্দানি তাসু অনুরাগং জাগরমুদ্বুদ্ধং নাগময়তি। তাশ্চ জনতাঃ তথা দৃষ্ট্বা অনুরাগানুদ্রেকং দৃষ্ট্বা লগিতদুঃখস্থগিততয়া লগিতং সংসক্তং যৎ দুঃখং তেন যা স্থগিততা চেষ্টারাহিত্যং তেন ॥ ২৮০ ॥

তাদৃশং সখীনাং বচনং শ্রুত্বা প্রবয়সো যথা বর্ত্তিষ্যন্তে তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিত্যাদিগদ্যেন। প্রাপ্তকদনান্তরতয়া প্রাপ্তং কদনং কষ্টং যত্র এবম্ভূতমবকাশো যেষাং তত্তয়া বিবর্ণবদনা মলিনমুখা স্তব মাতাপিত্রাদয়ঃ কারতাং ব্যাকুলতাং প্রাপ্সন্তি ॥ ২৮১ ॥

তদা ভবান্ যৎ করিষ্যতি তৎ শৃণোত্বিত্যাহ—ত্বন্তিত্যাদিগদ্যেন। তদ্বিজ্ঞায় তেষাং কাতরতাকারণং বিজ্ঞায়। অদ্যাপি ভবন্তঃ কথং আনন্দাৎ আনন্দাদ্ধেতোরুদ্ভবন্তো বর্ত্তমানা ন দৃশ্যন্তে ॥

অত্রোভয়ো র্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি অস্মাকমিত্যাদিগদ্যেন। ত্বদবধারণপদবীং তব নির্ণয়-

উপর পূর্ব্বের মত অনুরাগ জাগরূক নহে। সেই সমস্ত জনতা, অনুরাগের উদ্রেক না দেখিয়া হৃদয়লগ্ন দুঃখে স্থগিতভাবে যেন শুষ্ক হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥২৮০॥

এই সকল শ্রবণ করিয়া, অন্তঃকরণে কষ্ট পাইয়া সেই সকল তোমার পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ, মলিনমুখে ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮১ ॥

তুমি জীবমাত্রেরই চিত্ত অবগত আছ। এই কারণে তাহাদের ব্যাকুলতার কারণ অবগত হইয়া স্বয়ং বিজ্ঞাপন করিবে। অদ্যাপি কেন তোমাদিগকে আনন্দিত দেখিতেছি না। তাঁহারা সকলে গদ্‌গদ স্বরে নিবেদন করিবেন ॥

আমাদের যাহাতে আনন্দ হয়, নিশ্চয়ই তুমি তাহার সিদ্ধান্ত পথ অবগত আছ। অনন্তর তুমি বলিবে, যথার্থ কিন্তু যে হেতু আপনারা সন্দেহ করিতেছেন,

সগদ্গদং গদিষ্যন্তি। অস্মাকমানন্দকারণং ত্বদবধারণপদবীং বিন্দত এব। অথ ত্বং বক্ষ্যসি—বাঢ়ং; কিন্তু যেন ভবদ্ভিঃ সন্দিহ্যতে সোঽয়ং শতাঙ্গঃ সাঙ্গভবৎকার্য্যসঙ্গমনায় সঙ্গে রক্ষিততয়া লক্ষ্যতে। যথা বান্যথা জ্ঞাপয়থ তথা প্রথয়িষ্যামি॥ এতদেব প্রাগেব নিবেদিতং ময়া॥

"যাত যূয়ং ব্রজং তাত! বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্" ॥ ইতি

জ্ঞাতীনিতি যুষ্মন্মধ্যত এবাসৌ বাসঃ সম্ভবিষ্যতি দ্রষ্টুমিতি তত্র চ যুষ্মদ্দর্শনমেবাস্মাকং পুরুষার্থ ইত্যর্থঃ। যদ্বা দ্রষ্টুমিতি দর্শনবিষয়ীভবিতুমিত্যর্থঃ॥

"অথাপি ভূমন্! মহিমা গুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।"

মার্গং বিন্দত এব লভত এব বাঢ়ং যথার্থং, যেন হেতুনা শতাঙ্গো রথঃ, সাঙ্গেতি অঙ্গেন সহ বর্ত্তমানং সাঙ্গঞ্চ তৎ ভবৎকার্য্যঞ্চেতি তস্য সঙ্গমনায় সাধনায় যথা বা যৎ প্রকারং অন্যথা মদভিপ্রেতাদন্যৎ আজ্ঞাপয়ত তথা প্রথয়িষ্যামি বিস্তারয়িষ্যামি। প্রাগেব মথুরায়াং ভবতাং ব্রজাগমনকালে। অসৌ মম বাসঃ জ্ঞাতিমধ্য এব বাসস্যৌচিত্যাৎ। দ্রষ্টুমিত্যাদি স্পষ্টং। এতৎ দর্শনবিষয়ীভবনং সমুদ্বুদ্ধং জাগরিতং চক্রে প্রতীপং দ্বেষিণং বো যুষ্মাকং সম্বন্ধে যৎ অবদৎ সত্যং যথার্থং করোতি।

এই সেই রথ সম্পূর্ণভাবে আপনাদের কার্য্য সাধনের জন্য, সঙ্গে সঙ্গে রক্ষিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা বেশ লক্ষ্য হইতেছে। অথবা যে প্রকারে আমার অভিপ্রেত হইতে অন্য বিষয় আজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা আমি বিস্তার করিয়া বলিব। ইহাও আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। হে পিতঃ! আপনারা ব্রজে গমন করুন। "আমরা বন্ধুগণের সুখোৎপাদন জন্য স্নেহ বশতঃ কাতর জ্ঞাতিদিগকে (তোমাদিগকে) দেখিতে যাইব।" আপনাদের মধ্যেই আমার বাস করা উচিত বলিয়া 'জ্ঞাতিদিগকে' এই কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে আপনাদের দর্শনই আমাদের পুরুষার্থ, এই হেতু 'দেখিতে' এই কথা বলা হইয়াছে। অথবা আমিই দৃষ্টিগোচর হইব, তাহার নিমিত্ত 'দেখিতে' এই কথা বলা হইয়াছে। হে সর্ব্ব-

ইত্যত্র বোধবিষয়ীভবিতুমিতিবৎ এতদুদ্ধবেন চ ভবৎস্থ সমুদ্বুদ্ধং চক্রে

"আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥
হত্বা কংসং রঙ্গ-মধ্যে প্রতীপং সর্ব্বসাত্বতাম্।
যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ"॥ ইতি।

সাত্বতাং পতিরপি পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যসম্পান্তিরপি পিত্রোর্যুবয়োর্ব্রজেশিত্রোঃ পরমসুখশ্রিয়ং সদা স্বলালনারূপং প্রিয়ং বিধাস্যতে। (ক)তত্রাপ্যুত ত্বয়াবস্থাস্যতে, যতস্তত্তো হেতোরদ্যাপি সত্যং শপথং করোতি কুর্ব্বন্নেব বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। তদনেনৈব নয়েন ভবতাং প্রণয়র্ণং বিনয়েয়। ন তু মনাগপি গমনানাগস্ত্বেন॥ ২৮২—২৮৩॥

সাত্বতাং মহাবৈভববিশিষ্টানাং উগ্রসেনাদীনাং পতিঃ পালকোঽপি পিত্রোঃ প্রিয়মিতি। উত ভো ত্বয়াবস্থাস্যতে অবস্থিতি র্ভবিষ্যতি। যতোঽবস্থিতেঃ প্রণয়র্ণং প্রীতি ঋণং বিনয়েয় শোধয়ামি। নতু মনাক্ ঈষদপি গমনেন যৎ অনাগস্ত্বং অপরাধাভাব স্তেন॥ ২৮২—২৮৩॥

ব্যাপক! আপনার গুণের মহিমা নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে। এই শ্লোকে যেমন "বিবোদ্ধুং" ইহার অর্থ, বোধগম্য হওয়া, উক্ত শ্লোকে সেইরূপ 'দ্রষ্টুম্' শব্দের অর্থ, দর্শনের বিষয় হওয়া। উদ্ধবও এই বিষয়, আপনাদের নিকটে জাগরূক করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দীর্ঘকালের পর ব্রজে আসিবেন, মহা বৈভব বিশিষ্ট উগ্রসেনাদির পালন কর্ত্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; পিতা মাতার প্রিয় কার্য্য করিবেন। কৃষ্ণ সমস্ত যাদবগণের দ্বেষকর্ত্তা কংসকে রঙ্গমধ্যে বধ করিয়া, তোমাদের সম্বন্ধে যাহা তিনি বলিয়াছিলেন, সেই সত্যই পালন করিবেন। তিনি যাদবগণের পতি এবং সম্পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন হইলেও ব্রজেশ্বর এবং ব্রজেশ্বরীর (তোমাদের দুই জনের) পরম সুখসম্পত্তি বা সর্ব্বদা স্বকীয় লালনরূপ প্রিয় কার্য্য করিবেন। হে কৃষ্ণ! সেই স্থানেই তোমার অবস্থিতি

(ক) তত্রাপ্যচ্যুত এবাবস্থাস্যতে ইতি গৌরবৃন্দাবন-পাঠঃ।

তথাহি ;—

পিত্রাদিপ্রতিরূপরূপবসুদেবাদিপ্রতীঘাতজা-
দ্দুঃখাৎ কংসবিনাশনার্থমগমং শীঘ্রাং নিবৃত্তিং বিদন্।
তত্রাসীৎ সুহৃদাং মনোরথ-ততির্যুদ্ধায়তির্দুর্হৃদাং
চৈবং তদ্ব্যসনং সমাপ্য যদি চ প্রাগাং ক্ব বা যাম্যহম্ ॥
ইতি ॥ ২৮৪ ॥

ততঃ শ্রীব্রজেশ্বরানুগত্যা প্রত্যাসন্নাঃ সর্ব্বেঽপি প্রার্থয়ি-

তৎ কৈমুত্যেন বর্ণয়তি পিত্রাদীত্যাদিপদ্যেন। পিত্রাদয়ো ব্রজরাজাদয় স্তেষাং প্রতিরূপং সদৃশং রূপং স্বরূপং যেষাং এবম্ভূতা যে বসুদেবাদয় স্তেষাং প্রতিঘাতজাৎ কংসকৃতাদিপীড়নাৎ হেতোঃ শীঘ্রাং নিবৃত্তিং বিদন্ জানন্ কংসবিনাশনার্থং অগমং অগচ্ছং। তত্র মথুরায়াং সুহৃদাং বসুদেবাদীনাং মনোরথততিঃ কামনাসমূহ আসীৎ এবং দুর্হৃদাং কংসাদীনাং, যুদ্ধায়তি যুদ্ধে আগতিরাসীৎ তদ্ব্যসনং তদনিষ্টং সমাপ্য যদিচ প্রাগাম্ ইনধাতোরূপং প্রকর্ষেণাগচ্ছং তদাহং ক্ববা কুত্র স্থানে যামি ন কুত্রাপি অত্রৈব তিষ্ঠামীতি ধ্বনিঃ ॥ ২৮৪ ॥

তদেবং শ্রুত্বা সাস্থিতচিত্তো ব্রজরাজো যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি—তত ইত্যাদিগদ্যেন। প্রত্যাসন্না

হইবে। কারণ. অবস্থিতি হেতু অদ্যাপি তিনি সত্য শপথ করিতেছেন, অধিক কি যেন শপথ করিয়াই বিদ্যমান আছেন। অতএব আমি এইরূপেই, আপনাদের প্রেম ঋণ শোধন করিব কিন্তু তিনি গমন বিষয়ে অল্পাপরাধী হইয়াছেন এরূপ-ভাবে নহে ॥ ২৮২—২৮৩ ॥

দেখুন ব্রজরাজাদির তুল্য রূপধারী বসুদেবাদির কংসকৃত পীড়ন বশতঃ সত্বর তাহার নিবৃত্তি করাও হইবে, এরূপ ভাবিয়া কংসকে বধ করিবার জন্য গমন করিয়াছিলাম। সেই মথুরায় বসুদেবাদি সুহৃদ্‌বর্গের যেমন কামনা-সমূহ হইয়াছিল কংসাদি শত্রুগণের যুদ্ধে আগমনও সেইরূপই হইয়াছিল। সেই অনিষ্টকর বিষয় সমাপন করিয়া যদি আমি নিরাপদে ফিরিয়া আসি, তাহা হইলে আর কোথায় থাকিব, অর্থাৎ এই স্থানেই থাকিব ॥ ২৮৪ ॥

তাহার পর শ্রীমান্ ব্রজরাজের অনুমতি ক্রমে নিকটস্থ সকল লোকেই

স্যন্তে। এবঞ্চেদিহ চ তব দ্বারকাবদেব বহলগৃহবৃংহণায় স্পৃহয়ামঃ। অন্যথাকরণন্তু যদস্মাকমধন্যতাং বহতীতি ॥২৮৫॥

তদেতদাকর্ণ্য ভূমিং নির্ব্বর্ণ্য ত্বন্তু তস্মিন্নসন্তুষ্ট ইব চেতসি চিন্তয়িতাসি। গৃহশব্দঃ খল্বেভির্গৃহিণীপর্যায়তয়া পর্য্যবসায়িতঃ! তত্র চ হন্ত! মম স্বান্তং কীদৃশং কীদৃশং বামী বিধাস্যন্তীতি।

নিকটস্থাঃ সর্ব্বেঽপি ত্বাং প্রার্থয়িষ্যন্তে। তৎপ্রার্থনং ব্যনক্তি—এবঞ্চেদিতি। যদ্যত্রৈব স্থাস্যসি তদা দ্বারকাবৎ ইহচ ব্রজে বহলগৃহবৃংহণায় "গৃহিণীগৃহ"মুচ্যতে ইতিন্যায়াৎ তব বহুতরপত্নী সমৃদ্ধয়ে বয়ং স্পৃহয়ামঃ আকাঙ্ক্ষামহে। অন্যথাকরণং বিবাহাকরণন্তু যদ্যস্মাদস্মাকং অধন্যতাং অকৃতার্থতাং বহতি প্রাপয়তীতি ॥ ২৮৫ ॥

ততো যদ্বৃত্তং ভবিষ্যতি তদবধারয়েতি বদতি—তদেতদিত্যাদিগদ্যেন। আকর্ণ্য শ্রুত্বা নির্ব্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা ভূমিদর্শনন্তু চিন্তাকার্য্যমিতি শাব্দিকাঃ ত্বন্তু তস্মিন্ প্রার্থনে অতুষ্টে ইব চেতসি চিন্তাং করিষ্যসি। সা চিন্তা যথা, এভির্গোপৈঃ পর্য্যবসায়িতঃ সমাপ্ততাং গমিতঃ। স্বান্তং চিত্তং অমী গোপাঃ। অথ পুনশ্চিন্তাং করিষ্যসি পূর্ণজ্ঞানতূর্ণবিধানা সমগ্রজ্ঞানেন তূর্ণং শীঘ্রং বিধানং যয়া সা অত্র প্রার্থনে শশ্ম সুখং। অন্যথাকর্ম্মতাং মম এতেষাঞ্চ অহিততাং ধাস্যতি পোক্ষতি ইতি হেতো বক্তব্যং যোগ্যং। তর্হীতি যদি মম বিবাহোঽত্র প্রার্থিতঃ রোহিণীরূপা মাতা তস্যাঃ পুত্রো ভ্রাতা চ দ্বারকাগারাৎ দ্বারকালয়াৎ আকারণীয়ৌ আহ্বাতব্যৌ অর্ব্বাগ্‌ভাব্যং পরত্র ভাবনায়ং প্রকাশয়িষ্যতঃ।

প্রার্থনা করিবে। যদি তুমি এই স্থানেই অবস্থান কর, তাহা হইলে দ্বারকার মত এই ব্রজে বহুতর পত্নী সম্পত্তির জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। তুমি যদি বিবাহ না কর, তাহা হইলে আমাদের পরম অভাগ্য বলিতে হইবে ॥ ২৮৫ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং ভূমি দর্শন করিয়া তুমি যেন অসন্তুষ্ট চিত্তে চিন্তা করিবে। ইহাঁরা নিশ্চয়ই গৃহ শব্দে গৃহিণীরূপ * অর্থ মনে করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। গোপগণ তদ্‌বিষয়ে আমার মনকেই বা কি কি রূপ বিবেচনা করিবে।

* ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।

অথ পুনর্ব্বিভাবয়িতাসি। ভবতু পূর্ণজ্ঞানতূর্ণবিধানা চ পৌর্ণমাস্যত্র সর্ব্বং শর্ম্ম নির্ম্মাস্যতি ন ত্বন্যথাকর্ম্মতাং ধাস্যতীতি। বক্তব্যন্তু বক্ষ্যসি। তর্হি রোহিণীমাতা রৌহিণেয়-ভ্রাতা চ দ্বারকাগারাদাকারণীয়ৌ। তাবেব সর্ব্বমর্ব্বাগ্‌ভাব্যং নিবেদয়িষ্যতঃ। অথ পুনর্দ্দারুকসারথিং প্রতি প্রথয়িষ্যসি। ভো! সারথে! সরথঃ প্রথমানয়াত্যন্তীনতয়া।

ভবান্ যদুভবনমাসাদ্য সদ্যঃ শ্রীমদ্‌ভ্রাতরং তন্মাতরঞ্চ প্রাপয়েতি পুনর্ব্বিচার্য্য বক্ষ্যসি। হন্ত! তমুদ্ধবমপ্যানয়-ইতি॥ ২৮৬—২৮৭ ॥

ততস্তদ্বন্দারুকে দারুকে পবনমনুহরমাণেন যানেন

তেষাং প্রার্থনং স্বাভীষ্টং মন্বানঃ স্বয়ং যৎ করিষ্যতি তৎ সূচয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। দারুকনামসারথিং আত্যন্তীনোঽতিশয়গমনশীল স্তত্তয়া যদুভবনং দ্বারকাং আসাদ্য প্রাপ্য সদ্য-স্তৎক্ষণাৎ শ্রীমদ্‌ভ্রাতরং শ্রীরামং। হন্ত হর্ষে। তং ব্রজানুরাগিণম্॥ ২৮৬—২৮৭ ॥

ততো যদ্বৃত্তং ভবিষ্যতি তদ্বর্ণয়তি—তত ইত্যাদিগদ্যেন। তদ্বন্দারুকে তস্য সারথৌ

অনন্তর পুনর্ব্বার তুমি চিন্তা করিবে, আচ্ছা, তাহাই হৌক। সম্পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা যিনি সত্বর কার্য্য সমাধা করিতে পারেন, সেই পৌর্ণমাসীই এই প্রার্থনা বিষয়ে সকল সুখ নির্ম্মাণ করিবেন। যখন তিনি আমার এবং ইহাদের অহিতা-চরণ করিবেন না। তখন তুমি যোগ্য বিষয় উল্লেখ করিবে, মাতা রোহিণী এবং নন্দন ভ্রাতা বলরামকে দ্বারকা গৃহ হইতে ডাকিয়া পাঠাইতে হইবে। তাঁহারা দুইজনেই পরবর্ত্তী ভাবী সকল বিষয় প্রকাশ করিবেন। অনন্তর পুনরায় দ্বারুক নামক সারথির প্রতি তুমি এইরূপ আদেশ করিবে। হে সারথে! তোমার গমন শক্তি বিখ্যাত সুতরাং তুমি রথে আরোহণ করিয়া যদুগৃহে গমন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ শ্রীমান্ বলরাম ভ্রাতা, এবং তদীয় জননী রোহিণীকেও লইয়া আইস। পুনর্ব্বার বিচার করিয়া বলিবে, সারথে! সেই উদ্ধবকেও আনয়ন করিও॥ ২৮৬—২৮৭ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনাকারী সেই সারথি, পবনগতিবিজয়ী রথ দ্বারা

মুহূর্ত্তমাত্রোর্দ্ধিতস্তৈঃ সার্দ্ধমাগতে তস্মিন্ বিস্মিতমনসঃ শ্রীমন্নন্দাদয়ঃ পরমানন্দাশয়তয়া সহসা ভবদাগমনবদেব সহসা মহসা তোদ্যমানাতোদ্যব্রজং তান্নিজালয়মানেষ্যন্তি ॥২৮৮॥

গতেষু চ দিনেষু ত্রিচতুরেষু পরমচতুরা রামাদয়স্তে ব্রজস্থাভিরুচিতমেব তুভ্যং রোচয়িষ্যন্তি ॥২৮৯॥

যেষাং প্রেম-গুণৈর্যস্ত্বং বদ্ধঃ সুষ্ঠু তয়া হরিঃ।
তস্য তৈর্ব্বিনিরুদ্ধা যে কুর্য্যুস্তে কথমন্যথা ॥২৯০ ॥

পবনমণ্ডহরমাণেন পবনগতিজয়িনা যানেন রথেন মুহূর্ত্তমাত্রোর্দ্ধিতঃ মুহূর্ত্তমাত্রকালোপরি তৈঃ রোহিণীরামোদ্ধবৈঃ সহ আগতে তস্মিন্ দারুকে সতি পরমানন্দাশয়তয়া পরমানন্দযুক্ত আশয়শ্চিত্তং যেষাং তত্তয়া সহসা ঝটিতি যথা ভবদাগমনে তথা মহসা উৎসবেন সহসা বলেন তোদ্যমানাতোদ্যব্রজং পীড্যমানং হন্যমানমাতোদ্যং বাদ্যাদিকং যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ তথা, তান্ নিজালয়ং প্রাপয়িষ্যন্তি ॥ ২৮৮ ॥

তদনন্তরং ভাবিবৃত্তং বর্ণয়তি—গতেষু চেত্যাদিগদ্যেন। ব্রজস্থাভী রমণীভিঃ সহ উচিতং বিবাহং তুভ্যং ত্বাং রোচয়িষ্যন্তি তর্পয়িষ্যন্তি ॥ ২৮৯ ॥

তত্র হেতুং বর্ণয়িষ্যন্তি—যেষামিতিপদ্যেন। যেষামিতি সামান্যান্নপুংসকত্বং। যেষাং প্রেমগুণৈঃ প্রীতিরজ্জুভি র্হরিঃ সংসারবন্ধনং হরতীতি স ত্বং সুষ্ঠু তয়া বদ্ধঃ তস্য তবতৈঃ প্রেমগুণৈর্যে বিনিরুদ্ধা দৃঢ়বদ্ধা আসন্ তে কথমন্যথা কুর্য্যুরথচ ন্যায্যমেব কুর্য্যুঃ ॥ ২৯০ ॥

মুহূর্ত্ত কালমধ্যে তাহাদের সহিত আগমন করিলে শ্রীমান্ নন্দপ্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিস্মিত মনে এবং পরমানন্দিত হৃদয়ে সহসা তোমার আগমনের মত উৎসবে, বলপূর্ব্বক বাদ্যাদি বাদন পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে নিজালয়ে লইয়া যাইবেন ॥ ২৮৮ ॥

এইরূপে তিন-চারি দিন গত হইলে, পরম চতুর সেই সকল বলরামপ্রভৃতি ব্যক্তিগণ, ব্রজবাসিনী রমণীগণের সহিত উচিত বিবাহ কার্য্যে তোমাকে সন্তুষ্ট করিবেন ॥ ২৮৯ ॥

তুমি সংসার বন্ধন হরণ কর বলিয়া তোমার নাম হরি। অথচ সেই হরি যাহাদের প্রেম রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়াছেন, সেই হরির (তোমার) এই সকল প্রেমরজ্জু দ্বারা যাহারা বদ্ধ হইয়াছে তাহারা কিরূপে ইহার অন্যথা করিতে পারিবে ॥ ২৯০ ॥

সর্ব্বে চ মিলিত্বা নির্ণেষ্যন্তি মান্যাঃ কন্যাবিচারং। কাত্যায়ন্যারাধিকাস্তাঃ কন্যা ধন্যাদয়ঃ সন্যায়তামর্হন্তীতি ॥২৯১॥

রামোদ্ধবৌ তু পরমনিষ্ণাতৌ কৃষ্ণবজ্জ্ঞাত্বা তূষ্ণীমেবাবস্থাস্যতঃ ॥২৯২॥

ততস্তদর্থমারম্ভে লব্ধসম্ভেদে ব্রজপতিজম্পতী পূর্ণমনোগতী পূর্ণিমাভ্যর্ণমাসাদ্য সদ্যস্তস্যাং বরিবস্যাপূর্ব্বকং সর্ব্বং নিবেদয়িষ্যতঃ ॥ ২৯৩ ॥

সাপি বক্ষ্যতি। তদপি ভদ্রমেব। কিন্তু বর্য্যাঃ পরমবর্য্যা রাধাদয়ঃ কথং বা ন স্বীকার্য্যাঃ।

অতএব যোগ্যমিত্যাহ—সর্ব্বে চেতি সর্ব্বে মান্যাঃ কন্যাবিচারং নির্ণয়ং করিষ্যন্তি।

তং বিচারং বর্ণয়তি—কাত্যায়ন্যেত্যাদিনা ধন্যা আদিযাসাং তাঃ সন্যায়তাং তত্র যোগ্যতামর্হন্তীতি। পরমনিষ্ণাতৌ পরমবিজ্ঞৌ কৃষ্ণবৎ ত্বমিব সর্ব্বং জ্ঞাত্বা তূষ্ণীমেব মৌনতাম্ ॥ ২৯১—২৯২ ॥

ততো যদ্বৃত্তং ভবিষ্যতি তদ্বর্ণয়তি—তত ইত্যাদিগদ্যেন। তদর্থং কন্যানির্ণয়ার্থং লব্ধসংভেদে লব্ধঃ সম্ভেদো মিলনং যত্র তস্মিন্ আরম্ভে জম্পতী জায়াপতী পূর্ণিমাভ্যর্ণং পূর্ণিমানিকটং আসাদ্য প্রাপ্য তস্যাং পূর্ণিমায়াং বরিবস্যা পূজা সা পূর্ব্বে যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ নিবেদনং করিষ্যতঃ ॥ ২৯৩ ॥

ততো বাকোবাক্যং যদ্ভবিষ্যতি তদ্বর্ণয়তি—সাপীতি। সা পৌর্ণমাসী তদপি ধন্যাদানাং

সমস্ত মান্য ব্যক্তিগণ একত্র মিলিত হইয়া কন্যার বিচার নির্ণয় করিবেন। কাত্যায়নীর আরাধনাকারিণী সেই সকল ধন্যা প্রভৃতি কন্যাগণ যোগ্যতা পাইবার উপযুক্ত। ইহা বিবেচনা করিয়া পরম দক্ষ বলরাম এবং উদ্ধব, কৃষ্ণের মত সকল বিষয় জানিতে পারিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন ॥ ২৯১ - ২৯২ ॥

অনন্তর একত্র মিলিত হইয়া কন্যা নির্ণয়ের জন্য উপক্রম করিলে, ব্রজেশ্বর এবং ব্রজেশ্বরী পূর্ণমনোরথ হইয়া পৌর্ণমাসীর নিকটে গমন করিয়া পূজা পূর্ব্বক সমস্ত বিষয় নিবেদন করিবেন ॥ ২৯৩ ॥

পৌর্ণমাসী ও বলিবেন, ধন্যাদিগের যদি কন্যা যোগ্যতা থাকে তাহাও মঙ্গল।

তৌ তু সবৈলক্ষ্যং বক্ষ্যতঃ—কাঃ খলু রাধিকাদ্যভিধাঃ। সা বক্ষ্যতি—ধন্যানাং বৃষভান্বাদীনাং কন্যা এব। পুনস্তৌ বক্ষ্যতঃ। (ক) সুধ্যাদি গুরো! ন বুধ্যামহে। নিঃশোধ্যং তু বোধ্যতাং। সা তু সহাসং বক্ষ্যতি। যথা কাত্যায়ন্যা-রাধিকানাং কন্যাত্বমেবমন্যাসাং রাধিকাদিকানামপি। তৌ পুনরুৎফুল্লনয়নং বক্ষ্যতঃ। বিস্পষ্টং কথ্যতাং, যদি বিষয়ময়েহপ্যস্মাদৃশি কৃপাবিষয়তাচর্য্যতে। সা বক্ষ্যতি—ভবন্তঃ খল্বিদং নানুভবন্ত ইব সন্তি। যৎপুনরদ্যাপি কন্যা

কন্যাযোগত্বং ভদ্রং শুভমেব বর্য্যা বরণীয়াঃ পরমশ্রেষ্ঠাশ্চ। তৌ ব্রজপতিজম্পতী সবৈলক্ষ্যং সাশ্চর্য্যং। সা ধন্যানাং শ্রেষ্ঠানাং। তৌ বক্ষ্যতঃ সুধ্যাপি সুষ্ঠু বুদ্ধ্যাপি নাবগচ্ছামঃ। নিঃশোধ্যং "নির্ণিক্তং শোধিতং মৃষ্টং নিঃশোধ্য"মিত্যমরাৎ নির্ম্মলং যথাস্যাৎ তথা জ্ঞাপ্যতাং। সা বক্ষ্যতি যথেতি সুগমং। তৌ বক্ষ্যত উৎফুল্লনয়নং বিস্ময়েন উৎফুল্লে নয়নে যত্র তদ্‌যথাস্যাৎ বিষয়ময়ে বিষয়ো-হব্যক্তং অজ্ঞাতং তস্য প্রাচুর্য্যং যত্র তস্মিন্ অস্মাদৃশ্যপি কৃপাবিষয়তা কৃপাকার্য্যতা আচর্য্যতে আচরণীয়তা স্যাৎ। সা বক্ষ্যতি ইদং তাসাং স্বরূপং তা রাধাদয়ো ধন্যাঃ কন্যা এব সন্তি। ননু তা

কিন্তু বরণীয় এবং পরমশ্রেষ্ঠ রাধিকাপ্রভৃতি কেন স্বীকৃত হইবে না? নন্দ এবং যশোদা আশ্চর্য্যভাবে বলিবেন, রাধিকা প্রভৃতি যে সকল কন্যা আছে তাহারা কে? পৌর্ণমাসী বলিবেন, প্রশংসনীয় বৃষভানু প্রভৃতির কন্যা প্রভৃতি। পুনরায় তাঁহারা দুই জনে বলিবেন, আমরা ভাল করিয়া চিন্তাপূর্ব্বক বুদ্ধিদ্বারাও বুঝিতে পারিলাম না, আপনি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিন। তখন পৌর্ণমাসী সহাস্যে বলিবেন, যেরূপ যে সকল কন্যা কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়া কন্যাত্ব লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ রাধিকাপ্রভৃতি অন্যান্য কন্যাদিগেরও কন্যাত্ব আছে। পুনরায় নন্দ এবং যশোদা প্রফুল্ল নেত্রে বলিবেন, যদি অত্যন্ত বিষয়ী বলিয়া আমরা আপনার কৃপা পাইবার উপযুক্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে আপনি স্পষ্ট করিয়া বলুন, পুনরায় অদ্যাপি যে সেই সকল ধন্যা কন্যা আছে, ইহা তোমরা নিশ্চয়ই অনুভব করিতে পার নাই। মায়াদ্বারা কল্পিত প্রতিবিম্ব তুল্য হইয়া

(ক) সুধ্যাপি টীকানুসারেণৈতাদৃশঃ পাঠঃ।

এব তা ধন্যাঃ। মায়াকল্পিতচ্ছায়াপ্রায়া এবান্যত্র পরিণায়িতাঃ। তচ্চ স্বপ্নবদেব। যস্মান্মর্য্যাদালঙ্ঘনপর্য্যায়তয়া তা এব চ শয্যাদৌ পর্য্যবসায্যন্তে ইতি। কিঞ্চ তদিদং কিঞ্চন ভবন্তাবনু সবেদনং নিবেদয়ামি। তাস্তদেকানুরক্তা মাদৃশসান্ত্বনয়া পরমদ্যাবধি ধৈর্য্যসম্পৃক্তাঃ সম্প্রতি তু ত্যক্তমাত্রাতিরিক্তপ্রাণগাত্রা ভবিষ্যন্তি। তাসাং তদিদং ন কেবলমহমেব বিদত্যস্মি, কিন্তু সর্ব্বাপি ব্রজজনতা। তচ্চ পূর্ব্বমপি কিঞ্চিৎকিঞ্চিদ্বিশেষতস্তু কৃষ্ণকৃতবৃষ্ণি-স্থানপ্রস্থানগততদবস্থাবস্থায়াং যত ইদং মুনয়োঽপি বর্ণয়িষ্যন্তি।

বিবাহিতা এব শ্রূয়ন্তে তত্রাহ—মায়েতি মায়য়া কল্পিতাঃ ছায়াপ্রায়াঃ প্রতিবিম্বপ্রায়া এব প্রায়া ইতি তত্রাপ্রাকৃতগুণাদীনামভাবাৎ তা এব অন্যত্র অভিসন্ধ্যাদিষু পরিণায়িতা উদ্বাহিতাঃ তচ্চ পরিণয়নং স্বপ্নবদেব মিথ্যা। যস্মাৎ মায়াকল্পিতচ্ছায়াপ্রায়ত্বাৎ,মর্য্যাদালঙ্ঘনপর্য্যায়তয়া মর্য্যাদা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীনাং পরশয্যাস্পর্শাভাবঃ তস্যা লঙ্ঘনে পর্য্যায়ঃ ক্রমো যাসাং তত্তয়া, তা মায়া কল্পিতা এব শয্যাদৌ পর্য্যবসায্যন্তে সংগচ্ছন্তে। অন্যৎ শৃণুতমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। ভবন্তাবনু লক্ষীকৃত্য সবেদনং সানুভবং সব্যথং বা নিবেদয়ামি বিজ্ঞাপয়ামি। তাঃ স্বরূপসিদ্ধা রাধাদয় স্তদেকানুরক্তা

তাহাদের অন্য স্থানে পরিণয় হইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু সেই উদ্বাহ কার্য্য, স্বপ্নের তুল্য মিথ্যা। তাহারা মায়াকৃত প্রতিবিম্ব তুল্য বলিয়া (শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীদিগের পরশয্যাস্পর্শ হইতে পারে না) এইরূপে মর্য্যাদার লঙ্ঘন ক্রমে মায়া কল্পিত সেই সকল কন্যাগণ, শয্যাদি বিষয়ে সঙ্গত হইয়া থাকে।

অপিচ আরও কোন বিষয়, আমি তোমাদের দুইজনকে ব্যথার সহিত নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই সকল স্বরূপসিদ্ধ রাধিকা প্রভৃতি কন্যাগণ, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের উপর আসক্ত আছে। কেবল আমাদের সান্ত্বনাবাক্যে অদ্যাপি তাহারা ধৈর্য্য ধরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আগমনে তাহাদের দেহ এবং প্রাণ, ত্যক্তমাত্র হইতেও অতিরিক্ত হইবে অর্থাৎ প্রাণ বহির্গত হইলে দেহের যে অবস্থা হয়, ইহারা যেন তদপেক্ষাকৃত হইতেও যদি কিন্তু অন্য অবস্থা থাকে সেই দশা প্রাপ্তব্য হইবে। তাহাদের এইরূপভাব যে

তত্র পূর্ব্বং যথা ;—

"কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ,
কশ্মলেন কবরং বসনং বা"

ইত্যাদিনা। উত্তরন্তু—

"নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং
কিন্নোহকরিষ্যন্ কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ"

ইত্যুক্ত্বা "বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং
গোবিন্দ! দামোদর! মাধব"

ইত্যাদিনা। "কৃষ্ণদূতে ব্রজায়াতে উদ্ধবে ত্যক্তলৌকিকাঃ"
ইত্যাদিনা।

তস্মিন্ কৃষ্ণে অনুরক্তাঃ মাদৃশসান্ত্বনয়া অস্মাকং সান্ত্বনয়া ধৈর্য্যসংপৃক্তা ধৈর্য্যমিলিতা আসন্। সংপ্রতি কৃষ্ণাগমনজাতে তু ত্যক্তমাত্রাতিরিক্তপ্রাণগাত্রাঃ ত্যক্তমাত্রাৎ অতিরিক্তে প্রাণগাত্রে যাসাং তথা ভবিষ্যন্তি বিদত্যস্মি জানতী অস্মি। ব্রজজনতা ব্রজজনততিঃ পূর্ব্বং মথুরাগমনাৎ পুরাপি, কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেন কৃতে বৃষ্ণিস্থানং মথুরা তত্র প্রস্থানে, গতা প্রাপ্তা যা তাসামবস্থা কালকৃতবিশেষঃ তস্যাং অবস্থায়াং অবস্থানে। মুনয়োঽপি শ্রীশুকাদয়ঃ। পূর্ব্বমপীতি যদুক্তং তদ্‌যথা কুজগতি-

কেবল আমিই জানিতে পারিতেছি, ইহা নহে ; কিন্তু সমস্ত ব্রজবাসী জনমাত্রই জানিতে পারিয়াছে। তাহাও মথুরাগমনের পূর্ব্বে কিছু কিছু লোকে জানিতে পারিয়াছিল। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করিলে তাহাদের যেরূপ দশা ঘটিয়াছিল, তাহাতে সকলেই জানিতে পারিয়াছে। কারণ, শুকদেবাদি মুনিগণও এইরূপ বর্ণনা করিবেন। তাহার মধ্যে পূর্ব্বাবস্থা যথা :—আমাদের মঙ্গলের দশা উপস্থিত। এই কারণে আমরা সেই পাপে কবরী এবং বসন জানিতে পারি না, ইত্যাদি। শেষাবস্থা, যথা আমাদের কুলবৃদ্ধ বন্ধুগণ কি করিবেন, এই কারণে আমরা কৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়া নিবারণ করিব। এইরূপ বলিয়া, তাহারা লজ্জা ত্যাগ করিয়া. হে দামোদর? হে গোবিন্দ? হে মাধব? এইরূপে সুন্দর স্বরে রোদন করিয়াছিল ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের দূত উদ্ধব ব্রজে আগমন করিয়াছিল, ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের দূত উদ্ধব ব্রজে আগমন করিলে তাহারা

"গর্তাত্রয়ঃ" ইত্যাদিনা।

"মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ পতীন্ পুত্রান্ স্বসৄরপি।
যদর্থে জহিম দাশার্হ ! দুস্ত্যজান্ স্বজনান্ প্রভো"
ইত্যাদিনা।

"যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা" ইত্যাদিনা চ ॥২৯৪॥

অত্র পতীন্ পুত্রানিতি যদুক্তং তৎ খলু গৌণীমেব বৃত্তি-মনুক্রম্য ন তু মুখ্যামিতি ভবৎপ্রশ্নানুক্রমেণ প্রখ্যাস্যামি। তত্র যদ্যন্যথা মন্যধ্বে তর্হ্যেবমাচক্ষ্মহি। নরকাদানীতগুরুকুমারতয়া

মিত্যাদি বিশেষত ইত্যস্যার্থং বর্ণয়তি—উত্তরস্মিত্যাদি। নিবারয়াম ইত্যাদিনা যা দুস্ত্যজং স্বজন-মার্য্যপথঞ্চ হিত্বেত্যাদিনাচ ॥ ২৯৪ ॥

নমু তাসামন্যশয্যাসংসর্গোঽপি পরিজ্ঞাত স্তৎ কথং পতীন্ পুত্রানিত্যুক্তং তাং শঙ্কাং পরিহরন্তী-ত্যাহ অত্রেত্যাদিগদ্যেন। গৌণীমেব বৃত্তিং গৌণীমপ্রধানাং নতু স্বার্থাং মুখ্যামিতি তাস্ত ভবতোঃ প্রশ্নানুক্রমেণ প্রখ্যাস্যামি। তত্র রাধাদিষু যদি অন্যথা পতিম্মন্যসঙ্গাদি মন্যধ্বে তর্হি অধুনৈ বমাচক্ষ্মহি বদামঃ। নরকাদানীতো গুরুকুমারো যেন তত্তয়া জিতো ধর্ম্মরাজস্য যমস্য ধাম

লৌকিক কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইত্যাদি। তাহারা লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়াছিল, ইত্যাদি। হে দাশার্হ! হে প্রভো! যাহার নিমিত্ত আমরা মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্র, ভাগিনী, এবং অপরিত্যাজ্য আত্মীয়দিগকেও পরিত্যাগ করিয়াছি, ইত্যাদি। যাহারা দুঃখে পরিত্যাজ্য আত্মীয় এবং সাধুসেবিত পথও পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইত্যাদি ॥ ২৯৪ ॥

উক্ত শ্লোকে যে পতি পুত্র ইত্যাদির বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই অপ্রধান বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, কিন্তু মুখ্যবৃত্তি আশ্রয় করিয়া নহে। ইহাও তোমার প্রশ্নানুসারে আমি ব্যাখ্যা করিয়া বলিব। সেই রাধিকাদির মধ্যে যদি তোমরা অন্য প্রকার বিবেচনা কর, তাহা হইলে আমরা এখনই বলিতে পারি। নরক হইতে গুরুকুমারকে আনয়ন করাতে যিনি ধর্ম্মরাজ যমের প্রভাব জয় করিয়াছেন, এবং যাঁহার অঘজিৎ নাম স্পষ্টাক্ষরে বিরাজিত হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের উপর যে ব্যক্তি অনুরক্ত, অবশ্যই অধর্ম্মলেশ তাহাকে স্পৃষ্ট হইতে

জিতধর্ম্মরাজধামা রাজদঘজিন্নামা সোঽয়মেতদনুরক্তজনোঽপ্যধর্ম্মস্য কলয়াপি স্প্রষ্টুং দ্রষ্টুঞ্চ ন শক্যত এব। কিন্তু লজ্জামাত্রং তস্য তস্য চ মর্য্যাদাপর্য্যাপকমিতি বস্তুতস্তু (ক) ন কেবলং রাগত এব তাস্তাদৃশীং গতিমাগতাঃ কিন্ত্বনাদিসিদ্ধস্বভাবতয়া তদ্বধূভাবতশ্চেতি মন্ত্র-দ্রষ্টারোঽপি নিষ্টঙ্কয়ন্তি তদেতদ্বলরামোদ্ধবৌ চ সুষ্ঠু জানীত ইতি তাবপি প্রষ্টব্যৌ। অন্যথা তাসু তৎসন্দেশহরতা তয়ো র্ন দেশরূপতামাসীদেৎ ॥২৯৫॥

প্রভাবো যেন সঃ তথা রাজদঘজিন্নাম যস্য সঃ, সোঽয়ং কৃষ্ণঃ এতস্মিন্ অনুরক্ত আসক্তঃ জনোঽপি অধর্ম্মস্য কলয়া অতিসূক্ষ্মাংশেনাপি স্প্রষ্টুং দ্রষ্টুং চ ন শক্যতে ন যুজ্যত এব, তস্য কৃষ্ণস্য তস্য এতদনুরক্তজনস্য চ মর্য্যাদাপর্য্যাপকং মর্য্যাদা ন্যায়পথস্থিতি স্তস্যাঃ পর্য্যাপকং সাধকং। বস্তুতো যথার্থতস্তু তা রাধাদ্যা স্তাদৃশীং গতিং তদেকনিষ্ঠতামাগতাঃ অনাদিস্বভাবতয়া নিত্যসিদ্ধদাম্পত্যেন তস্য কৃষ্ণস্য বধূভাবশ্চেতি মন্ত্রদ্রষ্টারো গোতমাদয়োঽপি নিষ্টঙ্কয়ন্তি অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বেত্যাদিনা। তদেতদনাদিসিদ্ধবধূভাবং। অন্যথেতি নিত্যদাম্পত্যাভাবে তাসু রাধাদিষু তৎসন্দেশহরতা কৃষ্ণস্য দূতত্তা তয়োর্বলরামোদ্ধবয়ো র্দেশরূপতাং যোগ্যতাং ন আসীদেৎ ন প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯৫ ॥

হয় না; এবং অধর্ম্মকণা তাহাকে দর্শন করিতেও পারে না; কিন্তু কৃষ্ণের অনুরক্ত জনের কেবল মাত্র লজ্জাই ন্যায়পথাবলম্বনের সাধনকর্ত্তা। বাস্তবিক কিন্তু কেবল যে তাহারা অনুরাগ বশতই ঐরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু অনাদি প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের বধূভাব বশতই তাহারা ঐ দশা পাইয়াছে। ইহা মন্ত্রদ্রষ্টা গৌতমাদি মুনিগণও উল্লেখ করিয়া থাকেন। বলরাম এবং উদ্ধব, ইহারাও এই বিষয় ভাল করিয়া জানেন, তাহাদের দুই জনকেও এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে। ইহার অন্যথা হইলে রাধিকাদির নিকটে কৃষ্ণের দৌত্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দূত হইয়া শ্রীরাধাদির নিকটে যাওয়া বলরাম এবং উদ্ধবের যোগ্য হইতে পারে না ॥ ২৯৫ ॥

(ক) "বস্তুতস্তু" ইতি পাঠো গৌরবৃন্দাবনপুস্তকে নাস্তি

পুনস্তৌ বক্ষ্যতঃ ;—বৎসঃ কিমিদমনুসন্দধাতি ? সা বক্ষ্যতি। স চ পূর্ব্বং কিঞ্চিদনুসংহিতবানাসীৎ। উত্তরতস্তু (ক) সম্যগ্বিদন্নেবাস্তে কিন্তু সম্প্রতি লজ্জয়া নাবধানং সজ্জয়তি, তৌ বক্ষ্যতঃ। তাসাং তদর্থপ্রাণজিহাসাং কিমসৌ জানাতি ? সা বক্ষ্যতি। উক্তমেব সম্যগ্বিদন্নাস্তে ইতি।

যতঃ পূর্ব্বমপ্যুদ্ধবে তথা সমুদ্বুদ্ধং কৃতবান্ যথা চ তদ্বচনং সত্যবচসশ্চ গাস্যন্তি !

"গচ্ছোদ্ধব ! ব্রজং সৌম্য ! পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্ব্বিমোচয় ॥"

(ভা ১০।৪৬।৩)

পুনস্তৌ বক্ষ্যত ইদং নিত্যদাম্পত্যং কিমনুসন্ধত্তে, সা বক্ষ্যতি সচ কৃষ্ণ অনুসংহিতবান্ অনুসন্ধানং কৃতবান্ উত্তরতো মথুরাগমনসময়াবধি সম্যক্ জানন্নেব আস্তে। নাবধানং সজ্জয়তি তাদৃশভাবে অবধানং ন করোতি। তৌ বক্ষ্যতঃ তাসাং রাধাদীনাং তদর্থপ্রাণজিহাসাং দাম্পত্যেন স্বপ্রাপ্ত্যর্থং প্রাণহানেচ্ছাং অসৌ বৎসঃ। সা বক্ষ্যতি উক্তমেবেত্যাদি। যতঃ পূর্ব্বং পুনর্ব্রজাগমনাৎ পূর্ব্বং

পুনর্ব্বার নন্দ এবং যশোদা বলিবেন, বৎস কৃষ্ণ কি ইহা অনুসন্ধান করিয়া থাকেন ? পৌর্ণমাসী বলিবেন, তিনি পূর্ব্বে কিছু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, শেষে তিনি সম্যকরূপে অবগত হইয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে লজ্জায় অবধান করেন না। তাঁহারা দুই জনে বলিবেন, তবে কি কৃষ্ণ রাধিকা প্রভৃতি কন্যাগণের কৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য প্রাণ পরিত্যাগের ইচ্ছা জানিতে পারিয়াছেন ? তিনি বলিবেন, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তিনি এক্ষণে সম্যকরূপে জানিতে পারিয়াছেন। কারণ, পূর্ব্বেই উদ্ধবকে সম্যকরূপে জানাইয়াছেন। সত্যবাদী কৃষ্ণের সেই বাক্যও মুনি-গণ এইরূপে গান করিবেন। যথা :—হে সৌম্য ? উদ্ধব ? তুমি ব্রজে গমন কর, আমার পিতা মাতার প্রীতি উৎপাদন কর। এবং আমার সংবাদ দিয়া গোপীদিগের সেই বিরহপীড়া মোচন কর। আমার উপরেই গোপীদিগের মন আছে, আমিই তাহাদের প্রাণ, আমার জন্য তাহারা লৌকিক বিষয় সকল ত্যাগ

(ক) উত্তরতস্তু ইত্যত্র উত্তরস্তু ইতি গৌরবৃন্দাবন পাঠঃ।

"তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ ॥
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তাং বিভর্ম্ম্যহম্ ।
ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ ॥
স্মরন্তোঽঙ্গ ! বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ ।
ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন ॥"
"প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্ব্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ" ॥ ইতি ॥ ২৯৬ ॥

অত্র ;—

"মৎসন্দেশৈরিতি"
"ময্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ"

তথাসমুদ্বুদ্ধং সম্যগ্বিজ্ঞাপনং । সত্যবচসঃ কৃষ্ণস্য গায়ন্তি মুনয় ইতি শেষঃ । তদ্‌যথা গচ্ছোদ্ধবেত্যাদি মদাত্মিকা ইত্যন্তং ॥ ২৯৬ ॥

স্বয়ং পদ্যানি ব্যাখ্যাতি অত্রেত্যাদিগদ্যেন । বিশেষো দয়িতবল্লবীপদপ্রয়োগঃ । তস্মাৎ তাদৃশবচনাৎ তদেক ব্রজজীবনব্রতানাং তস্মিন্ কৃষ্ণে যদেকব্রতং পাতিব্রত্যং তস্য জীবনং রক্ষণং ব্রতং যাসাং যদ্বা তদেকব্রতমেব জীবনে ব্রতং যাসাং তাসাং অন্যাগতিঃ পরগৃহে বাসো নোচিতা ॥ ২৯৭ ॥

করিয়াছে ; এবং তাহারা মনে মনে আমাকেই প্রিয়তম আত্মপতি লাভ করিয়াছে। যাহারা আমার জন্য লোকধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছে, আমি তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকি ? হায় ! প্রিয়তমের প্রিয়তম আমি দূরে থাকাতে গোপীগণ আমাকে স্মরণ করিয়া এবং বিরহজন্য উৎকণ্ঠায় কাতর হইয়া মুগ্ধ হইতেছে। মৎস্বরূপা সেই সকল গোপীগণ, আমার প্রত্যাগমন সংবাদে প্রায়ই অতিকষ্টে এবং কোনও রূপে জীবন ধারণ করিতেছে ॥ ২৯৬ ॥

এই স্থানে আমার সংবাদ শব্দের অর্থ এই রূপ। আমি কৃষ্ণ, আমাতে মন সমর্পণ করিয়া, অশেষ মানসিক বৃত্তি যুক্ত হইলে আমাকে নিত্যই স্মরণ করিতে করিতে অচিরাৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমাকেই প্রিয়পতি প্রাপ্ত হইবে, এবং আমার গোপী, ইত্যাদি বিষয়েও কিছু বিশেষ আছে। অতএব কৃষ্ণের

ইতি পর্য্যবসানৈরিত্যর্থঃ। "মামেব দয়িত" মিতি "মে বল্লব্য" ইত্যত্র তু বিশেষোঽপ্যস্তি তস্মাত্তদেকব্রতজীবন-ব্রতানাং তদ্ভার্য্যাণাং নান্যা গতির্ন্যায্যা॥ ২৯৭ ॥

কৃষ্ণ উবাচ—ততস্ততঃ ? ॥

ঋষিরুবাচ ;—ততস্তৌ ভাবয়িষ্যতঃ। সত্যমস্মাকং প্রকটতরেঽপি লোকধর্ম্মঘটনানর্হপ্রতিকারেঽপি তাসাং বিঘটনদুঃখে যদদ্যাপি স্নুষাকরণস্পৃহা নাপয়াতি। প্রত্যুত সাতত্যত এব তাসু স্নুষাভানং বিভাতি। ধর্ম্মান্যথাভাবে তু নাস্মাকং ভাবে তদুদয়েৎ ॥ ইতি ॥ ২৯৮ ॥

অথ তৌ স্পষ্টং বক্ষ্যতঃ। রহস্যমিদং লোকাঃ কথং মংস্যন্তে।

কৃষ্ণঃ ঋষিং প্রক্ষ্যতি ততস্তত ইতি। ঋষিরুবাচ তৌ ব্রজরাজদম্পতী চিন্তয়িষ্যতঃ লোকধর্ম্মঘটনানর্হপ্রতীকারে লোকধর্ম্ময়োর্ঘটনায়া যোজনায়া অনর্হোঽযোগ্যঃ প্রতীকারো যস্য তাসাং বিঘটনদুঃখে অপরৈঃ সহ বিবাহজনিতে দুঃখে প্রকটতরেঽপি অদ্যাপি যৎ তাসাং স্নুষাকরণস্পৃহা পুত্রবধূবিধানলালসা নাপগচ্ছতি সাতত্যতঃ নৈরন্তর্য্যেণৈব তাসু রাধাদিষু স্নুষাভানং পুত্রবধূভানং বিভাতি ধর্ম্মান্যথাভাবে দাম্পত্যভাবেন কেবলরাগজনিতে তু অস্মাকং ভাবে বাৎসল্যে তৎ স্নুষাভানং ন উদয়েৎ ॥ ২৯৮ ॥

অথ তয়োঃ স্পষ্টবাক্যং বর্ণয়তি—অথ তাবিত্যাদিগদ্যেন। রহস্যং মায়াকল্পিত-

উপর অনুরাগই যাহাদের একমাত্র জীবন ব্রত, সেই সকল কৃষ্ণভার্য্যাদিগের অন্যরূপ গতি কখনও প্রশস্ত নহে ॥ ২৯৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর, তারপর। ঋষি বলিলেন, তারপর ব্রজরাজ এবং যশোদা চিন্তা করিবেন, লোক ধর্ম্মের যোজনা দ্বারা যাহার প্রতীকার হইতে পারে না, রাধিকা প্রভৃতির সেই বিরহ দুঃখ সত্যই প্রকটিত হইলে অদ্যাপি তাহাদের উপরে আমাদের বধূকরণের (বৌ করিবার) ইচ্ছা অপসৃত হয় নাই। বরং অবিরত তাহাদের উপরে পুত্রবধূভান প্রকাশ করিতেছে। দাম্পত্যধর্ম্মের অভাবে কেবল আমাদিগের বাৎসল্যে সেই বধূভাণ উদিত হইতে পারে না ॥ ২৯৮ ॥

অনন্তর তাঁহারা দুই জনে স্পষ্টাক্ষরে বলিবেন, লোক সকল মায়াকল্পিত

সা বক্ষ্যতি ;—

মায়ায়াঃ স্বভাবব্যাপ্তিরিয়মব্যভিচারিতয়া লক্ষ্যতে।

যদবশ্যমায়ত্যাং বিদিতরহস্যতামায়াতীতি ॥ ২৯৯ ॥

তদপি প্রাপ্তকালতাং কলয়তি স্ম। যতঃ ;—সর্ব্বেষামপি সৎসঙ্কল্পানামুপরি প্রভবতোর্ভবতোর্নিগূঢ়া যা তদর্থমুৎকণ্ঠা, সা হ্যধুনা পরাং কোটিমারূঢ়া ঝটিতি রূঢ়কার্য্যা ভবেদেব। তৌ বক্ষ্যতঃ ;—স্বীয়ামনন্যসম্বন্ধিতাং তাঃ কথং বিদন্তি।

সা বক্ষ্যতি ;—"পূর্ব্বং স বো হি স্বামী ভবতী"তি দুর্ব্বাসসো বচনেনাপি সম্যগ্‌নাবিদুঃ। কিন্তু পশ্চাদ্বিদুঃ।

বিবাহাদিকং। সা পৌর্ণমাসী বক্ষ্যতি মায়ায়াঃ স্বভাবব্যাপ্তিঃ স্বভাবাচ্ছাদনং অব্যভিচারিতয়া নিত্যতয়া লক্ষ্যতে। যৎ অবশ্যং আয়ত্যাং উত্তরকালে বিদিতরহস্যতাং বিদিতং জ্ঞাতং রহস্যং যস্যা স্তত্তামায়াতি আগচ্ছতীতি, তদপি বিদিতরহস্যমপি, প্রাপ্তকালতাং প্রাপ্তঃ কালো যত্র তত্তাং কলয়তি স্ম অপেক্ষতে স্ম তত্তৎ কালাপেক্ষমিতি ॥

স কালস্তু আগতপ্রায় এবেতি বর্ণয়তি—যত ইত্যাদিগদ্যেন। প্রভবতোঃ সমর্থয়ো স্তদর্থং কৃষ্ণস্য তাভিঃ সহ পরিণয়ার্থং যা নিগূঢ়া উৎকণ্ঠা অধুনা সাহি পরাং কোটিমমিতসংখ্যামারূঢ়া সতী ঝটিতি শীঘ্রং রূঢ়কার্য্যা প্রকটকার্য্যা ভবেদেব। তৌ বক্ষ্যতঃ—তাঃ

এইরূপ রহস্য বিবাহাদি কার্য্য কি প্রকারে বিবেচনা করিবে। পৌর্ণমাসী বলিবেন মায়ার এইরূপ স্বাভাবিক আবরণশক্তি, নিত্যই লক্ষিত হইয়া থাকে। অবশ্যই উত্তরকালে যাহার রহস্য বিদিত হইয়া থাকে সেই জ্ঞাত রহস্যও কালসাপেক্ষ হইয়া থাকে ॥ ২৯৯ ॥

কারণ ইহ সংসারে যত প্রকারের সত্যসঙ্কল্প মানব আছে, তোমরা দুই জন তাহাদিগের সকলেরই উপরে বিদ্যমান আছ। অতএব গোপীদিগের সহিত বিবাহের জন্য তোমাদের দুই জনের যে নিগূঢ় উৎকণ্ঠা আছে, তাহা এক্ষণে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে। নন্দ এবং যশোদা বলিবেন, ঐ গোপকন্যা কিরূপে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ জানিতে পারিবে। তিনি বলিবেন, "পূর্ব্বে কন্যাবস্থায় তিনিই তোমাদের স্বামী হইবেন, ইত্যাদি।" দুর্ব্বাসা মুনির বাক্যেও তাহারা সেই কথা সম্যক্ রূপে জানিতে পারে নাই, কিন্তু পরে

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—কথমিব ?।

সা বক্ষ্যতি ;—উদ্ধবেন শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়মনুব্যক্তীকরণাৎ। অতএবোক্তং ;—

"অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্ত্রোঽধুনাস্তে" ইতি।

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—তাসাং শ্বশুরম্মন্যাদীনাং যেঽনুগতাস্তে প্রায়েণানুতাপং প্রাপ্স্যন্তি। অথ সা তু পরুষমিব বক্ষ্যতি ;—তৎকিমাসাং পরমসাধ্বীনাং মাধ্বীকবন্মধুরস্নিগ্ধতাবলিনাং দুষ্করতরণদুঃখভাস্করপুষ্কলতাপশুষ্কতাসোঢব্যা। তথা সর্ব্বধুরীণতাপ্রবীণস্য নিজকুলধুরন্ধরস্য গোবর্দ্ধনধরস্য দুর্ধরলজ্জাভারসজ্জনমনুমোদনীয়ং। বস্তুতস্তু তেষামপি ন সুখসঙ্গপ্রসঙ্গঃ।

রাধাদ্যাঃ স্বীয়ামনন্যসম্বন্ধিতাং অর্থাৎ স্বীয়ং কৃষ্ণসম্বন্ধিত্বং কথং বিদন্তি জানন্তি! সা বক্ষ্যতি পূর্ব্বং কন্যাবস্থায়াং সম্যক্ না বিজ্ঞনজ্ঞাতবত্যঃ কিন্তু পশ্চাৎ মথুরাগমনানন্তরং। তৌ বক্ষ্যতঃ কথমিব কেন প্রকারেণ। সা বক্ষ্যতি উদ্ধবেন শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়মনু সহ ব্যক্তীকরণাৎ অতএব শ্রীরাধয়োক্তং অপি বতেতি! তৌ বক্ষ্যতঃ তাসাং শ্বশুরম্মন্যাদীনাং যে অনুগতা আত্মীয়াঃ অনুতাপং শোকং॥ অথ সা তু পূর্ণিমাতু পরুষং কঠিনমিব। তৎ কিমাসাং সা সোঢব্যেত্যন্বয়ঃ। মাধ্বীকবৎ মাধ্বীকং মধু তদিব মধুরাস্নিগ্ধতাবলিতানাং মধুর

মথুরা গমনের অনন্তর তাহারা তাহা জানিতে পারিয়াছে। তাঁহারা দুই জনে বলিবেন ঐ সকল রমণীদিগের যে সকল শ্বশুরাদি আছে, এবং তাহাদের অনুগত ব্যক্তিগণ, প্রায়ই অনুতাপ প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর পৌর্ণমাসী যেন একটী কঠিন বাক্যই উচ্চারণ করিবেন। এই সকল পরম পতিব্রতা রমণীগণ, মধুর ন্যায় মাধুর্য্য এবং স্নিগ্ধতাগুণে সংযুক্ত ; অতএব ইহারা কিরূপে দুস্তর দুঃখরূপ সূর্য্যের সম্পূর্ণ তাপদ্বারা শোষণকার্য্য সহ্য করিতে পারিবে ?। এইরূপ যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিপুণ, এবং যিনি এই বংশের ধুরন্ধর, সেই গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের দুর্লঙ্ঘ্য লজ্জারাশির সংসর্গই বা কিরূপে তাহারা অনুমোদন করিবে? বাস্তবিক কিন্তু যাহারা আপনাদিগকে উহাদের শ্বশুর বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা যদি রাধিকা প্রভৃতি কন্যাদিগকে বধূ-নির্ব্বাচন

"যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে" ইতি শ্রীব্রহ্মবচনাৎ।

"কৃষ্ণেহর্পিতাত্ম-সুহৃদর্থকলত্রকামাঃ"

ইতি শ্রীশুকবচনাদপি। তথা চ ন বচনমস্মাভিরাচরণীয়ং যথা সর্ব্বসুখসচনমেব স্যাৎ। তদেতন্নিরূপ্য সা পুনঃ সহাসং বক্ষ্যতি;—সাম্প্রতং প্রততং কুতুকান্তরং ভবদ্ভ্যাং কিল নাবকলিতম্।

যৎ খলু যুষ্মন্নন্দন আনন্দদ্যূতে তাসাং পতিম্মন্যাংস্তৎ

স্নিগ্ধতাযুক্তানাং। দুষ্করেতি দুষ্করং তরণং যস্য এবম্ভূতো যো দুঃখভাস্করঃ সূর্য্য স্তেন যঃ পুষ্কলতাপঃ সম্পূর্ণতাপ স্তেন শুষ্কতা। তথেতি সর্ব্বধুরীণতাপ্রবীণস্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠতয়া নিপুণস্য নিজকুলশ্রেষ্ঠস্য দুর্দ্ধরলজ্জাভারসজ্জনং দুর্দ্ধরো দুর্লঙ্ঘ্যো যো লজ্জাভারঃ লজ্জাসমূহ স্তস্য সজ্জনং সংসর্গঃ অতঃ স তত্র স্তব্ধ আসীৎ। তেষাং শ্বশুরম্মন্যাদ্যনুগতানাং রাধাদীনাং সুষাকরণে ন সুখহানিপ্রসঙ্গঃ তত্র ব্রহ্মশুকবচনং সাধকমস্তীত্যাহ যদ্ধামেত্যাদি। তথা চ ন বচনং তৎপ্রকারেণ খ্যাতং বচনং সর্ব্বসুখসচনং সমগ্রসুখসঙ্গ এব। তস্যাঃ বচনান্তরং তদেতদিত্যাদি। প্রততং বিস্তৃতং কৌতুকভেদং নাবকলিতং নাবধারিতং।

করে, তাহা হইলে সুখ-হানির সম্ভাবনা নাই। এই সম্বন্ধে ব্রহ্মা এবং শুকদেবেরও বাক্য হইয়াছিল যে, "তোমার জন্য তাহারা গৃহ, অর্থ, সুহৃৎ, আত্মীয়, আত্মা, তনয়, প্রাণ এবং সমস্ত আশয় করিয়া থাকে। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের উপর আত্মা, সুহৃৎ, অর্থ, স্ত্রী, এবং কাম সকল সমর্পণ করিয়াছিল।" ইহা শুকদেবের বাক্য। যেরূপে বলিলে সকল প্রকার সুখের প্রতি আসক্তি হইতে পারে, আমরাও সেই প্রকারের বিখ্যাত বাক্য বলিব। ইহা নিশ্চয় করিয়া তিনি পুনরায় সহাস্যে বলিবেন। সম্প্রতি সত্যই তোমারা দুই জনে বিস্তারিত কৌতুকবিশেষ অবধারণ করিতে পার নাই। যে হেতু তোমাদের পুত্র, সুখক্রীড়ায়, ঐ সকল নারীদিগের পত্যভিমানী (ক) অভিমন্যু প্রভৃতি

(১) যাহার সহিত শ্রীরাধার মায়িক বিবাহ হয় তাহার নাম অভিমন্যু। ইহাকে চলিত ভাষায় রায়াণ বা আয়ান ঘোষ কহে।

পিত্রাদিপর্য্যন্তং সর্ব্বং জিতবান্ (ক)। লজ্জামেব সজ্জন্ন তদ্‌গৃহমানীতবানিতি ॥ ৩০০ ॥

তদিদং গুপ্তমপি কৃতমাদিবরাহনামা ভগবানপি স্বপুরাণে সাক্ষিতয়া লক্ষয়তীতি সর্ব্বথাত্র নান্যথা মন্তব্যম্ ॥ ৩০১ ॥

যথা ;—

দ্যূতক্রীড়া ভগবতা কৃতা গোপজনৈঃ সহ।
(খ) পণাবহাররূপেণ জিতা গোপ্যো ধনানি চ ॥ ইতি ॥

আনন্দদ্যূতে সুখক্রীড়ায়াং তাসাং পতিম্মন্যান্ অভিমন্ব্যাদীন্। সজ্জন্ সংগচ্ছন্ ত্বদগৃহং ভবতো গৃহং ॥ ২৯৯—৩০০ ॥

নন্বেতদসঙ্গতং প্রমাণাভাবাৎ তত্রাহ—তদিদমিত্যাদিগদ্যেন। অন্যথা মিথ্যা। তত্র তদ্বাক্যং নির্দ্দিশতি—দ্যূতেত্যাদিপদ্যেন। পণাবহাররূপেণ পণে অবহারো নেতব্যবস্তুনি গ্রাহ বস্তুরূপেণ অত্র গোপ্য ইতি অপ্রাপ্ত-যৌবনাঃ জ্ঞেয়াঃ ॥ ৩০১ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ। কো ব্যবসায়ঃ কা চেষ্টা। সা বক্ষ্যতি। তেহপি ময়োপদিষ্টং কংসবঞ্চনার্থং

ব্যক্তিদিগকে, এবং তাহাদের পিতা প্রভৃতি যাবতীয় আত্মীয় পর্য্যন্ত সকলকেই জয় করিয়াছেন ; এবং লজ্জাপ্রাপ্ত হইয়া তোমার গৃহেও আনয়ন করেন নাই ॥ ৩০০ ॥

অতএব এই সমস্ত বিষয় গুপ্ত হইলেও আদিবরাহ নামক ভগবান্, নিজ পুরাণে (বরাহপুরাণে) সাক্ষিরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বপ্রকারে এই বিষয়ে তোমরা কিছুই মিথ্যা মনে করিও না ॥ ৩০১ ॥

যথা :—শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগের সহিত পাশকক্রীড়া করিয়াছিলেন, এবং সেই পণে প্রাপ্তব্য বস্তুরূপে অপ্রাপ্তযৌবনা গোপী সকল এবং ধন সকল জয় করিয়াছিলেন। নন্দ এবং যশোদা বলিবেন, তাহাদের জনক প্রভৃতি, অথবা

(ক) "পিত্রাদি" ইতিগৌরবৃন্দাবনে নাস্তি।

(খ) ধনানিচ ইত্যনন্তরং এতৎপদ্যার্দ্ধং গৌরবৃন্দাবনপুস্তকে দৃশ্যতে যথা :—
গোপৈরানীয় তত্রৈব কৃষ্ণায় বিনিবেদিতাঃ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ । তৎপিত্রাদীনাং তন্মিত্রাদীনাং বা কো ব্যবসায়ঃ ।

সা বক্ষ্যতি ;—তেঽপি ময়োপদিষ্টং তত্ত্বীকৃত্য পৃষ্টকৃত্যাস্তদিদমুদ্দিষ্টবন্তঃ ॥ ৩০২ ॥

অহো ! পরস্পর্শসুভীরু যদ্বপু-
র্যৎকৃষ্ণসারপ্রণয়ৈকশর্ম্ম চ ।
তাসাং মৃগীণামিব তৎপরং প্রতি
প্রাদিৎসবো ব্যাধমনাংসি বিভ্রতি ॥ ৩০৩ ॥

মায়াকল্পিতত্বং তাসাং এতৎ তত্ত্বীকৃত্য যথার্থীকৃত্য পৃষ্টকৃত্যাঃ পৃষ্টং কৃত্যং যৈ স্তে তদিদং বক্তব্যং উদ্দিষ্টবন্তঃ উংাঙ্গিতবন্তঃ ॥ ৩০২ ॥

তৎ বর্ণয়তি—অহো ইত্যাদিপদ্যেন। যদ্বপুঃ যাসাং শরীরং পরস্পর্শসুভীরু পরঃ কৃষ্ণাদন্য স্তস্য স্পর্শঃ মৃগীপক্ষে পরো ব্যালঃ, যদিতি কৃষ্ণে সারঃ শ্রেষ্ঠাংশো যস্য এবম্ভূতো যঃ স এব একশর্ম্ম একসুখং যত্র তৎ। পক্ষে—কৃষ্ণসারো মৃগবিশেষঃ অস্মিন্ প্রণয়েন একশর্ম্ম যত্র তৎ। তৎপরং কৃষ্ণাৎ পরং পক্ষে কৃষ্ণসারপরঞ্চ প্রতি প্রদিৎসবঃ প্রতিদাতুমিচ্ছবঃ তাৎপর্য্যেণ রক্ষকাঃ ব্যাধমনাংসি বিভ্রতি ধারয়ন্তি তদ্বৎ ব্যাধমনাংসীতি ব্যাধস্যেব মনাংসি যেষাং তে ক্রূরচিত্তাঃ ॥ ৩০৩ ॥

বন্ধু প্রভৃতির কি ব্যবসায় ? পৌর্ণমাসী বলিবেন, কংসকে বঞ্চনা করিবার জন্য আমি যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহারা সেই বিষয় যথার্থ করিয়া, এবং কর্ত্তব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া এই বক্তব্য বিষয় বলিয়াছিল ॥ ৩০২ ॥

আহা ? হরিণীগণ যেরূপ ব্যাল (সর্প) অথবা হিংস্র জন্তুর স্পর্শে অত্যন্ত ভয় পাইয়া থাকে, এবং কৃষ্ণসার হরিণের উপর যেমন তাহাদের প্রেম সুখ জন্মিয়া থাকে ; রক্ষকেরা যদি তাহাদিগকে কৃষ্ণসার হরিণ ভিন্ন অপর হরিণকে দান করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে দানকর্ত্তা রক্ষকদিগের মন, ব্যাধের হৃদয় তুল্য কঠিন। ঐরূপ রাধিকাদির শরীর, কৃষ্ণব্যতীত অপর পুরুষের স্পর্শে অত্যন্ত ভীত হইয়া থাকে, এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের উপরেই সারাৎসার প্রেমসুখে ঐ শরীর নিমগ্ন। যাহারা ঐ শরীরকে কৃষ্ণ ভিন্ন অপরকে দান করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের হৃদয়, ব্যাধের হৃদয়ের মত কঠিন ॥ ৩০৩ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—রাধিকাদ্যারাধিকানাং কা বার্ত্তা ? ॥

সা বক্ষ্যতি ;—মৎপৃষ্টাভিস্তাভিরপ্যেবমাদিষ্টম্ ;—॥৩০৪॥

যথা সীতাদেব্যা দশমুখকৃতার্ত্তিবিপদভূদ্
যথা বা রুক্মিণ্যা বিবহনবিধিশ্চেদিপকৃতে।
তথা রাধাদীনাং পরগৃহগতির্যা বত বিপৎ
কথং তস্যা নিত্যা স্থিতিরভিমতা হন্ত ! সুহৃদাম্ ॥৩০৫॥

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—

অথ রাধিকাদানামার্ত্তানাং কা বার্ত্তা।

তৌ বক্ষ্যতঃ। রাধিকাদ্যারাধিকানাং রাধিকাদীনাং যা আরাধিকা সখীপ্রভৃতয় স্তাসাং ॥ সা বক্ষ্যতি। মৎপৃষ্টাভির্ময়া পৃষ্টাভি স্তাভিরেবং আদিষ্টং কথিতং ॥ ৩০৪ ॥

এবমর্থং বর্ণয়তি—যথা সীতাদেব্যা ইতি দশমুখো রাবণ স্তেন কৃতা যা আর্ত্তিঃ পীড়া সৈব বিপৎ। রুক্মিণ্যা ভীষ্মককন্যায়া শ্চেদিপকৃতে শিশুপালনিমিত্তায় বিবাহবিধানং বিপৎ। বতেতি খেদে তস্যা বিপদঃ নিত্যা স্থিতিঃ সুহৃদাং কথমভিমতা ॥ ৩০৫ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ। আর্ত্তানামসুস্থানাং। সা বক্ষ্যতি—দেয়মিত্যাদিপদ্যেন। কৃষ্ণে স্বং দেয়ং রচয়িত্বা অধীনং কৃত্বা কার্ৎস্ন্যেন সামগ্র্যেণ অভিব্যাপ্ত্যা চ তদ্রূপং রচয়িত্বেত্যন্বয়ঃ। তথাচ

নন্দ যশোদা বলিবেন যাহারা রাধিকা প্রভৃতির আরাধনা করে, তাহাদের সম্বাদ কি ? পৌর্ণমাসী বলিবেন, আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, ঐ সকল সখীগণ, এইরূপ বলিয়াছিল ॥ ৩০৪ ॥

যথা যেরূপ সীতাদেবীর রাবণকৃত পীড়ারূপ বিপদ্ ঘটিয়াছিল, এবং যেরূপ চেদিপতি শিশুপালের নিমিত্ত, রুক্মিণীর বিবাহবিধিরূপ বিপদ্ ঘটিয়াছিল ; হায়, সেইরূপ রাধিকা প্রভৃতির পরগৃহে অবস্থানরূপ বিপদ ঘটিয়াছে। হায় ? বন্ধুগণ, কিরূপে সেই বিপদের নিত্যত্ব ইচ্ছা করিবে ? ॥ ৩০৫ ॥

নন্দ এবং যশোদা বলিবেন, অনন্তর অসুস্থ রাধিকা প্রভৃতির সম্বাদ কি ? পৌর্ণমাসী বলিবেন—যেরূপ পাণিনির সূত্রানুসারে সমগ্র রূপার্থে, অভিব্যাপ্তি

সা বক্ষ্যতি ;—

দেয়মধীনং কার্ৎস্ন্যেনাভিব্যাপ্ত্যা চ তত্র কৃষ্ণে স্বম্ ।
তদ্রূপং রচয়িত্বা, সাতিপ্রত্যয়পদানি তা দধিরে ॥ ৩০৬ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—তাঃ কিং সাক্ষাদনুযুক্তাঃ ? ।

সা বক্ষ্যতি ;—অথ কিং ! যতস্তাসাং মর্ম্মপ্রকটনকর্ম্মঠতয়া ময়া পৃষ্টং । ভো ! বিপশ্চিতঃ কাশ্চিদেবং বদন্তি। তাঃ খলু কৃষ্ণে প্রেমমাত্রার্থর্ব্বসর্ব্বস্বাঃ প্রেমা চ বলবদ্বিরোধি-

পাণিনিসূত্রাণি। দেয়েত্রাচ। যথা—"বিপ্রসাদকৃত ভূয়সী ভূর্বঃ" তদধীনবচনে যথা—"রাগসাৎ-করোত্যাত্মানং।" বিভাষা সাতিঃ কার্ৎস্ন্যে যথা কাষ্ঠং ভস্মসাৎ করোতি কার্ৎস্ন্যেন ভস্মরূপং করোতীত্যর্থঃ অভিবিধৌ সম্পদা চ। যথা লবণমুদকসাৎ করোতি অভিব্যাপ্ত্যা সর্ব্বতো ভাবেন লবণমুদকং করোতীত্যর্থঃ। সাতিপ্রত্যয়পদানি পূর্ব্বপূর্ব্বার্থদর্শিতসাতিপ্রত্যয়পদানি "পদং ব্যবসিতিত্রাণস্থানলক্ষ্মাঙ্ঘ্রিবস্তুষু" ইত্যমরঃ তা রাধিকাদয় স্তানি দধিরে ধৃতবত্যঃ ॥ ৩০৬ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ। সাক্ষাৎ অনুযুক্তা আক্ষেপিতাঃ কিং। সা বক্ষ্যতি। অথ কিং, অথ কিং স্বীকারে তত্র হেতুং দর্শয়তি যত ইত্যাদি তাসাং রাধাদীনাং মর্ম্মপ্রকটনকর্ম্মঠতয়া মর্ম্মপ্রকটনে যা কর্ম্মঠতা নৈপুণ্যং তয়া ময়া পৃষ্টং জিজ্ঞাসিতং। ভো বিপশ্চিতঃ সুবিজ্ঞাঃ কাশ্চিৎ স্ত্রিয় এবং বদন্তি

অর্থে, দেয়ার্থে এবং অধীনার্থে সাৎ প্রত্যয় হয়, সেই রূপ রাধিকাপ্রভৃতি রমণী, শ্রীকৃষ্ণের উপরে আত্মসাৎ (ক) অর্থাৎ আত্মদান বা আত্মাকে তাঁহার অধীন করিয়া ইত্যাদি ক্রমে সাৎ প্রত্যয়ের পদ সকল, ধারণ করিয়াছিল ॥ ৩০৬ ॥

তাঁহারা দুই জনে বলিবেন, ঐ সকল রমণীগণ কি সাক্ষাৎ তিরস্কৃত হইয়াছে! পৌর্ণমাসী বলিবেন, হাঁ তাহাই বটে,। যে হেতু আমি তাহাদের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন বিষয়ে নিপুণতার সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে সুবিজ্ঞাগণ! কতিপয় রমণী এইরূপ বলিয়া থাকেন। তাহারা কিন্তু সত্যই বিপক্ষ।

(ক) কৃ, ভূ, অস্ ধাতু পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তি শব্দের পর ১ সাকল্য, ২ অধীনতা, ৩ ব্যাপ্তি, ও ৪ দেয় অর্থে সাৎ প্রত্যয় হয়। ১ লবনং জলসাৎ ভবতি (সকলং লবণং জলং ভবতি)। ২ রাজসাৎ ভবতি ভূমিঃ (রাজাধীনা ভবতি)। ৩ ভস্মসাৎ ভবতি কাষ্ঠং (যাবৎ কাষ্ঠং তাবৎ ব্যাপ্য ভস্ম)। ৪ দেবসাৎ করোতি পুষ্পং (দেবায় দেয়ং করোতীত্যর্থঃ)। এইরূপ শ্রীরাধাদি শ্রীকৃষ্ণের উপরি উক্ত চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ আত্মদান করিয়াছেন। ইহাই পাণিনি সূত্রের সাৎ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তের সাফল্য।

সদ্ভাবমিলদ্ভয়প্রয়াসপ্রচ্ছাদনবিচ্ছদতয়া যথা বর্দ্ধতে ন তথা-ন্যথা।

তর্হি কথং তাসামপ্যন্যাসামিব পতিভয়াত্তৎসম্পত্তিকামনা-নিকামমন্তরনুবর্ত্তত ইতি ॥ ৩০৭ ॥

তদেতদাকর্ণ্য পাটলপটলসবর্ণবর্ণিন্যস্তা বরবর্ণিন্যস্তদিদ মবর্ণয়ন্ত ॥ ৩০৮ ॥

হন্ত! তাসামেব সবিরোধস্তদবরোধঃ সম্ভবতাদৃতীয়মান দ্বিতীয়পতিভাবনা চ। ন পুনরন্যস্যাঃ কস্যাশ্চিদপি। যা

তাঃ বিপক্ষাঃ স্ত্রিয়ঃ খলু নিশ্চিতং প্রেমমাত্রাখর্ব্বসর্ব্বস্বাঃ প্রেমমাত্রয়া খর্ব্বমসম্পূর্ণং সর্ব্বস্বং যাসাং তাঃ। বলবদিতি বলবদ্বিরোধিনো যঃ সদ্ভাব স্তেন মিলন্তি ভয়প্রয়াসপ্রচ্ছাদনানি যস্য তত্তয়া স প্রেমা চ যথা বর্দ্ধতে অন্যথা ভয়াদ্যভাবেন তথা ন বর্দ্ধতে। তর্হি কথং তাসাং রাধাদী-নামপি অন্যাসাং স্ত্রীণামিব পতিভয়াৎ তৎসম্পত্তিকামনানিকামং প্রেমসম্পত্তীচ্ছানিকামং অন্তশ্চিত্তে অনুবর্ত্ততে ॥ ৩০৭ ॥

তদেতৎ শ্রুত্বা তা ইদমবর্ণয়ন্ত। কিম্ভূতাঃ ক্রোধেন পাটলেতি পারুলপুষ্পসমূহসমানবর্ণ বিশিষ্টাঃ বরবর্ণিন্যঃ উত্তমাঃ ॥ ৩০৮ ॥

তাসাং বর্ণনং প্রকাশয়তি—হন্তেত্যাদিগদ্যেন। সবিরোধ স্তদবরোধশ্চ সম্ভবতাৎ অভ্যনুজ্ঞায়াং লোট্। ঋতীয়মানেতি ঋতাদ্ঘৃণায়ামিত্যায়ঃ ঋতীয়মানা চাসৌ দ্বিতীয়পতিভাবনা চেতি তুচ্ছা

ঐ সকল নারী, নিশ্চয়ই কৃষ্ণের উপর প্রেমের লেশ মাত্রেই যথাসর্ব্বস্ব বিষয় খর্ব্ব করিয়াছে। প্রবল বিরোধীর সদ্ভাবে ভয়, প্রয়াস এবং আচ্ছাদনের পরিচয় লইয়া ঐ প্রেমও যেরূপ করিয়া থাকে; ভয় প্রভৃতির অভাবে কিন্তু সেরূপ প্রেম বৃদ্ধি পায় না। তবে কিরূপে তাহাদের ও অন্যান্য রমণীর মত, পতিভয়ে সম্পূর্ণ রূপে প্রেমসম্পত্তির ইচ্ছা, অন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইবে? ॥ ৩০৭ ॥

এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত বরবর্ণিনী রমণীগণ ক্রোধে রাশীকৃত পারুলপুষ্পের মত রক্তবর্ণ হইয়া এই রূপ বর্ণনা করিতে লাগিল ॥৩০৮॥

হায়! তাহাদিগের তাদৃশ বিরোধই কৃষ্ণকে যথাসময়ে পাইবার উপায় হৌক। অতএব পুনরায় অন্য কোনও নারীরই ঘৃণাজনক দ্বিতীয় পতি

খলু তদবরোধবিরোধবাঞ্ছা সা বা কথং প্রেমপ্রথময়ী স্যাদিতি ন বুদ্ধ্যামহে।

অস্মাকং—

"যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহোগতস্তথাপি তস্যাঙ্ঘ্রিযুগং নবং নব" ইত্যেব বোধবিষয়ো ভবতি ॥ ৩০৯ ॥

কিন্তু ;—বুধিতাঃ পৈতৃকজনতা, বুদ্ধাঃ শ্বশুরাভিমানিনো লোকাঃ।
মানিতাঃ সর্ব্বেঽপ্যস্মাভির্ন মতো ধর্ম্মস্তু কেনাপি ॥৩১০

দ্বিতীয়পতিভাবনেত্যর্থঃ। আসাং কা কথা ন পুনঃ কস্যাশ্চিদপি। যা খল্বিতি যা অস্যা তদবরোধবিরোধবাঞ্ছা সা বা প্রেম্নঃ প্রথনময়ী হেতৌ তৎ প্রকৃতবচনে বা ময়ট্ প্রেমপ্রথনং প্রকৃতমস্যাং সা স্যাৎ ন বুদ্ধ্যামহে ন জানীমঃ। সা তথাস্তু অস্মাকং যদ্যপ্যসৌ ইতি শ্রীরুক্মিণ্যাদীনাং অববোধকং বাক্যং ইত্যেব বোধস্য বিষয়ো ভবতি ॥ ৩০৯ ॥

তং বর্ণয়ন্তি—কিন্তু বুধিতা ইতিপদ্যেন। পৈতৃকজনতাঃ পিত্রাদিজনসমূহাঃ বুধিতাঃ। বুধবিজ্ঞাপনে ভ্বাদিধাতোঃ প্রয়োগঃ। আত্মানং শ্বশুরমভিমন্যন্তে যে তে বুদ্ধাঃ, বুধ অবগমে ইতি দিবাদিধাতো রূপং। তে সর্ব্বে স্বাভিরস্মাভির্মানিতাঃ যতো ধর্ম্মস্তু কেনাপি ন মতঃ সর্ব্বেণাপি মানিত এব ॥ ৩১০ ॥

ভাবনাই হইতে পারে না। আর যে তাঁহার সহিত বিরোধ করিয়া পাইবার ইচ্ছা, তাহাই বা কিরূপে প্রেম বিস্তার করিতে পারে, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। যদ্যপি তিনি আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী এবং নির্জ্জন-স্থিত, তথাপি তাঁহার চরণযুগল সর্ব্বদাই নব নব বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ইহাই আমরা জানিতে পারিয়া থাকি ॥ ৩০৯ ॥

আমরা পৈতৃক লোকসমূহকে তাহা জানাইয়াছি, শ্বশুরাভিমানী ব্যক্তিগণকেও জানাইয়াছিল এবং আমরা সকলে, সকলকেই সম্মান করিয়াছি; কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মকে অনাদর করে নাই ॥ ৩১০ ॥

যদস্মাকং বাল্যাদেব তস্মিন্ নিজরমণতাভাবনাং দূরীকর্ত্তু-মাগ্রহমুরীকুর্ব্বন্তি। তস্মাদস্মান্মা স্নেহপেষং পিণ্ঢি, কিন্তু স্বাভীষ্টমেব বিশিণ্ঢি ॥ ৩১১ ॥

অথ তৌ বক্ষ্যতঃ ;—ভবত্যা কিমুদ্ভাবিতং ? ॥

সা বক্ষ্যতি ;—ততো ময়া হসিত্বা শ্বসিত্বা চ তাভ্যঃ প্রত্যাশামাত্রং প্রত্যাসাদিতমস্তি। যদি ভবতোরিচ্ছা সমৃচ্ছতে। তাস্তু দৈবতস্তাবন্নিজপ্রাণবল্লভস্য বল্লভত্বেনালাভাৎ লব্ধমহাদুঃখাস্তত্র চ স্বস্যান্যহস্তপতিতয়া জুগুপ্সিতম্মন্যতা

তস্মাত্তেষাং বৃত্তং বর্ণয়তি—যদিতিগদ্যেন। যদ্‌যস্মাৎ অস্মাকং মান্যত্বাৎ অস্মাকং বাল্যাৎ বাল্যাবস্থামারভ্যৈব তস্মিন্ কৃষ্ণে নিজরমণতাভাবতাং নিজস্য রমণঃ পতি স্তস্মাৎ স্বরূপে তাপ্রত্যয়ঃ। তস্য ভাবতাং বিদ্যমানতাং দূরীকর্ত্তুং নিবারয়িতুং উরীকুর্ব্বন্তি স্বীকারং বিদধতি। তস্মাত্তেষাং তাদৃশাগ্রহাৎ ত্বমস্মান্ স্নেহপেষং স্নেহেন পিষ্ট্বা পিণ্ঢি পেষণং ন কুরু স্বাভীষ্টং বিশিণ্ঢি বিশেষং কুরু ॥ ৩১১ ॥

অথ তৌ বক্ষ্যতঃ কিমুদ্ভাবিতং কিং সমর্থিতং। শ্বসিত্বা চেষ্টামবলম্ব্য প্রত্যাসাদিতং প্রাপিতমস্তি সমৃচ্ছতে সঙ্গচ্ছতে। ইচ্ছাতু সঙ্গতৈব যতঃ তাস্ত্বিত্যাদি নিজপ্রাণবল্লভস্য ভবন্নন্দনস্য বল্লভত্বেন পতিত্বেন অলাভাৎ তত্র চ তত্ত্বাবতয়া অলাভেঽপি অন্যহস্তপতিতয়া অন্যেষাং অভিমন্ব্যাদীনাং

যে হেতু আমাদিগের বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণের উপর নিজ নিজ পত্নীর ভাব দূর করিবার জন্য তাহারা আগ্রহ স্বীকার করিয়া থাকেন, এই হেতু আপনি আমাদিগকে স্নেহদ্বারা পেষণ করিবেন না, এবং স্বীয় অভীষ্ট বিষয় বিশেষ করিয়া দেন ॥ ৩১১ ॥

অনন্তর নন্দ এবং যশোদা বলিবেন, আপনি কি সমর্থন করিয়াছেন পৌর্ণমাসী বলিবেন, তাহার পর আমি হাসিয়া এবং নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাদিগকে কেবল মাত্র আশা দিয়াছিলাম। যদি তোমাদের দুই জনের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহারা দৈবাৎ নিজপ্রাণ-বল্লভ কৃষ্ণকে পতিত্বে লাভ না করিলে মহা দুঃখিত হইবে। তাহার মধ্যে তাহারা আপনার অন্য হস্তে পতন হওয়াতে সেই বিষয় ঘৃণিত ভাবিয়া শুষ্ক হইয়া যাইবে। তন্মধ্যে প্রিয় এবং অপ্রিয়

শুষ্কাস্তত্র চ প্রিয়াপ্রিয়বিপ্রকর্ষসন্নিকর্ষতঃ প্রাপ্তমনোধর্ষাস্তত্র চ নিরন্তরং শঙ্কমানৈঃ পতিমন্মন্যাদিভির্ম্মঙ্ক্ষু মঙ্ক্ষু কৃতনিবারণ-ভর্ৎসনাদিনিকর্ষাস্ততস্তত এব চ "দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপে" ত্যাদ্যুক্ততাদৃগবস্থাভ্যোঽপি মহানুরাগতঃ পীড়নাদ্বহুলদহনা-কারকারাগারবসতিম্মন্যতয়া নিগীর্ণসর্ব্বক্ষণং ক্ষণমপি কল্পং মন্বানাঃ সম্প্রতি তদীয়মহাবিরহবহসময়মতীত্য চাত্মানং তদুপেক্ষ্যতামপ্যুৎপ্রেক্ষ্য লজ্জামাত্রপর্য্যবসানমাসজ্য চ ধিক্কৃতম্মন্যা দশমীমপি দশাং তন্বানাঃ। কিং বহুনা?

অধীনতয়া তত্রচ তস্যামবস্থায়াং চ প্রিয়াপ্রিয়বিপ্রকর্ষসন্নিকর্ষতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ ক্রমেণ বিপ্রকর্ষ-সন্নিকর্ষতঃ প্রাপ্তমনোধর্ষা মনোগ্লানয়ঃ মঙ্ক্ষু শীঘ্রং। মঙ্ক্ষু কৃতেতি মঙ্ক্ষু অতিশয়েন কৃতা নিবারণ ভর্ৎসনাদীনাং নিকর্ষঃ পর্য্যাবসানং যাসাং তাঃ দুঃসহেতি রাসলীলামপ্রাপ্তানাং গোপীনাম-বস্থাবর্ণনং ইত্যাদ্যুক্ততাদৃগবস্থাভ্যোঽপি বহুলেতি প্রচুরানলমূর্ত্তিরেব কারাগারবসতিং কারাগারো বসতি যস্যাস্তামাত্মানং মন্যতে তত্তয়া নিগীর্ণসর্ব্বক্ষণং নিগীর্ণো গিলিতঃ সর্ব্বঃ ক্ষণ উৎসবো যত্র তদ্‌যথাস্যাৎ, ক্ষণমপি কালং কল্পং ব্রহ্মদিনং মন্বানাঃ। তদীয়েতি কৃষ্ণসম্বন্ধিনং মহাবিরহং বহতীতি যঃ সময়ঃ কালঃ তমতীত্য যাপয়িত্বা তদুপেক্ষ্যতাং কৃষ্ণস্যৌদাস্যং উৎপ্রেক্ষ্য সম্ভাব্য লজ্জামাত্রস্য যৎপর্য্যবসানং শেষমাসজ্য প্রাপ্য ধিক্কৃতম্মন্যা আত্মানং ধিক্কৃতং মন্যন্তে তা দশমীমপি মৃত্যুরূপামপি দশাং তন্বানাঃ দ্যোতয়ন্ত্যঃ কিং বহুনা অধিকবর্ণনেন কিং ব্যাধেতি ব্যাধৈর্হিংসকৈরস্ত-

বিষয়ের নৈকট্য হেতু তাহার মনের গ্লানি প্রাপ্ত হইবে। তখন যাহরা আপনা-দিগকে পতি বলিয়া বিবেচনা করে, তাঁহারা নিরন্তর আশঙ্কা করিয়া শীঘ্র নিরতিশয় নিবারণ এবং তিরস্কার প্রভৃতি নিকৃষ্ট কার্য্য করিবে। তৎপরে তাহারা প্রিয়তমের অসহ্য বিরহরূপ প্রচণ্ডতাপে ব্যথিত হইয়াছিল। যে সকল গোপী রাসলীলা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের এই রূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। তাহারা ঐরূপ দুরবস্থায় পতিত হইলেও অত্যন্ত অনুরাগ বশতঃ তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা প্রচুর অনলমূর্ত্তিকেই কারাগারে বসতি বোধ করাতে সমস্ত উৎসবের ভক্ষণকারী মুহূর্ত্তকাল প্রলয়কাল বিবেচনা করিত। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মহাবিরহপূর্ণ সময় অতিক্রম করিয়া এবং নিজের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্য উৎপ্রেক্ষা করিয়া, শেষে কেবল মাত্র লজ্জাপ্রাপ্ত হইয়া

বহিরন্তঃসুকুমারতায়ামপি কৌমারত এব ব্যাধানুবিদ্ধস্নিগ্ধ-কাননপ্রত্যাসত্ত্যপরিত্যাগিমৃগীবৎ প্রখরদরাপারপরপারবশ্য-লব্ধবিচিত্রদুর্গতিসংপ্লুততয়া পশ্যতাং শৃণ্বতামপি হৃদয়ং ধুন্বানা রসোঽয়মিতি মন্যমানেন নিষ্করুণকৌতুকেন কেনচিদেবো-পেক্ষিতুং শক্যন্তে ন পুনরন্যেন ॥ ৩১২ ॥

তৌ সাস্রং বক্ষ্যতঃ ;—সম্প্রতি তাঃ কাং গতিং মতিঞ্চাসা-দয়ন্তি ? ।

বিদ্ধঃ সংসক্তং যৎস্নিগ্ধকাননং তস্য প্রত্যাসত্তিং নৈকট্যং অপরিত্যক্তুং শীলমস্যাঃ সা চাসৌ মৃগী-চেতি সেব। প্রখরেতি প্রখরেণ প্রচণ্ডেন দরেণ ভয়েন যৎ অপারং পরং শ্রেষ্ঠং পারবশ্যং তেন লব্ধা যা বিচিত্রদুর্গতিস্তয়া সংপ্লুততয়া ব্যাপ্ততয়া পশ্যতাং শৃণ্বতামপি জনানাং হৃদয়ং ধুন্বানাঃ কম্পয়মানাঃ সত্যঃ কেনচিদেব জনেন উপেক্ষিতুং শক্যন্তে। কিন্তু তেন দুঃখপরাকাষ্ঠাপ্রাপকেণ পরকীয়াত্বেন কৃষ্ণভজনং রসোঽয়মিতি মন্যমানেন অতো নিষ্করুণকৌতুকেন করুণারহিতং কৌতুকং যস্য ন পুনরন্যেন সকরুণেন উপেক্ষিতুং শক্যতে অতো ময়ৈব মুচ্যতে ইতি ধ্বনিঃ ॥ ৩১২ ॥

তৌ সাস্রং বক্ষ্যতঃ—মতিং বুদ্ধিঞ্চ আসাদয়ন্তি সঙ্গচ্ছন্তে ॥ ৩১৩ ॥

ছিল। তাহারা আত্মতিরস্কারক মৃত্যুরূপ দশম দশা বিস্তার করিতেছে। অধিক বলিয়া কি হইবে, বাহিরে এবং অন্তরে কোমলতা থাকিলেও, কৌমার দশা বশতঃ ব্যাধকর্ত্তৃক বিদ্ধ ও স্নিগ্ধ কাননের নিকট স্থানের অপরিত্যাগিনী হরিণীর মত, প্রবল ভয়ে অপার এবং প্রধান অধীনতা দ্বারা বিবিধ দুরবস্থা লাভ করিয়াছিল। সেই দুরবস্থায় অভিভূত হইয়া, কি দর্শক এবং কি শ্রোতা সকলেরই হৃদয় কম্পিত করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারে না। পরকীয়া নারী হইয়া কৃষ্ণসেবা করিলে দুঃখের সীমা থাকে না ; এবং তাহাতেই এইরূপ রস ঘটিয়া থাকে, যাহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারাও তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে অক্ষম। কারণ, ঐরূপ ব্যক্তির অকারণ কৌতুক জন্মে। আর দয়ালু কোন ব্যক্তিই উপেক্ষা করিতে পারেন না। এই হেতু আমি এইরূপ বলিতেছি ॥ ৩১২ ॥

নন্দ এবং যশোদা সাশ্রু-নেত্রে বলিবেন, সম্প্রতি তাহারা কিরূপ বুদ্ধি এবং

সা বক্ষ্যতি ;—

কুর্ব্বন্তি মৌনং ক্রন্দং বা শূন্যং পশ্যতি বর্ত্ম বা ।

কৃষ্ণং বাঞ্ছন্তি মৃত্যুং বা তাসামেবম্বিধা গতিঃ ॥ ৩১৩—৩১৪ ॥

পুনস্তৌ সাস্রং বক্ষ্যতঃ ;—

সম্প্রতি তাঃ প্রতি বৎসস্য কা বিধিৎসা ? ॥ ৩১৫ ॥

সা বক্ষ্যতি ;—

তদেতৎ পশ্চাদপি নিশ্চীয়তাং । যৎখলু প্রেয়সাং প্রেমা ক্ষেমং তদ্ভাবনাময়প্রেমানুরূপমেব স্থেমানং লভতে ন তু স্বাগ্রহগ্রহিলতামিতি ॥ ৩১৬ ॥

সা বক্ষ্যতি কুর্ব্বন্তীতিপদ্যেন । তাঃ মৌনং মৌনতাং ক্রন্দনং রোদনং বা কুর্ব্বন্তি, কদা সর্ব্বং শূন্যং পশ্যন্তি বর্ত্ম বা অনেন পথা কৃষ্ণ আগচ্ছতি কিমিতি মার্গং পশ্যন্তি, তথা কৃষ্ণং বাঞ্ছন্তি তদলাভে মৃত্যুং বা বাঞ্ছন্তি তাসাং গতিরেবম্বিধা জাতা ॥ ৩১৪ ॥

পুনস্তৌ সাস্রং বক্ষ্যতঃ—তাঃ রাধাদ্যাঃ প্রতি বৎসস্য কৃষ্ণস্য কা বিধিৎসা বিধানেচ্ছা ॥ ৩১৫ ॥

সা বক্ষ্যতি—নিশ্চীয়তাং নিশ্চয়ঃ ক্রিয়তাং । যদ্‌যস্মাৎ প্রেয়সাং প্রেমা খলু তদ্ভাবনাময়প্রেমানুরূপং তস্য ভাবনায়াঃ প্রচুরমবয়বো বা যঃ প্রেমা তদনুরূপমেব ক্ষেমং কুশলং স্থেমানং । স্থপূর্ব্বাৎ স্থিরশব্দাৎ ইমন্ প্রত্যয়ঃ । স্বস্মিন্ স্থিরতরং লভতে । নতু সাগ্রহগ্রহিলতাং আগ্রহেণ সহ গ্রাহকতাং ॥ ৩১৬ ॥

দশা প্রাপ্ত হইতেছে । পৌর্ণমাসী বলিবেন সম্প্রতি তাহারা মৌনাবলম্বন এবং ক্রন্দন করিতেছে । কখন সমস্ত শূন্য, কখন বা পথ দেখিতেছে । "এই পথ দিয়া কৃষ্ণ আসিতেছেন" বলিয়া পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে । কখন বা কৃষ্ণকে ইচ্ছা করিতেছে, এবং কখন বা আপনাদের মৃত্যু বাঞ্ছা করিতেছে । তাহাদের এখন এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে ॥ ৩১৩ ॥ ৩১৪ ॥

পুনরায় নন্দ এবং যশোদা সজল নয়নে জিজ্ঞাসা করিবেন । সম্প্রতি তাহাদের প্রতি বৎস শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ বিধানেচ্ছা ॥ ৩১৫ ॥

পৌর্ণমাসী বলিবেন, পশ্চাৎ এইরূপে নিশ্চয় করুন । যে হেতু প্রিয়তমদিগের প্রেম নিশ্চয়ই সেই ভাবনাপূর্ণ প্রেমের অনুরূপ কুশলই আপনার স্থির বস্তু বলিয়া লাভ করে । কিন্তু আগ্রহের সহিত গ্রাহকত্ব লাভ করে না ॥ ৩১৬ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—মন্যামহে তথাপ্যস্মত্তঃ সঙ্কোচং রোচয়িষ্যতি ॥ ৩১৭ ॥

সা বক্ষ্যতি ;—ভবতাং হৃদি সদা বিদ্যোতমানঃ সোঽয়ং তদপি বেত্তি তস্মান্নিতান্তং নান্যথা করিষ্যতি। কিং বহুনা ? ভবদাশয়মনু (ভবদাশ্রবমনু) সর্ব্বেষামেব সংশ্রবঃ প্রতিভাতি কিমুত তস্য ॥ ৩১৮ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—তর্হি গর্গনিষেধবেধস্য কা চিকিৎসা ?॥৩১৯

সা সহাসং বক্ষ্যতি ;—স খলু লীলানৈয়ত্যমেব তত্রত্যদোষতয়াধ্যস্তবান্। স্ব-যজমানহিত-সমীহিতসহিততয়া ন তু

তৌ বক্ষ্যতঃ—সঙ্কোচং রোচয়িষ্যতি প্রকাশয়িষ্যতি ॥ ৩১৭ ॥

সা বক্ষ্যতি—সোঽয়ং কৃষ্ণঃ তদপি তদভিলষিতমপি বেত্তি জানাতি, তদভিলষিতং নিতান্তমেকান্তং ন অন্যথাকরিষ্যতি ভবদাশয়ং ভবতোরভিপ্রেতমনু লক্ষীকৃত্য সংশ্রবোঽঙ্গীকারঃ প্রতিভাতি কিমুত তস্য কৃষ্ণস্য ॥ ৩১৮ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ গর্গনিষেধবেধস্য গর্গস্য নিষেধো বেধঃ ক্লেশকরত্বাৎ রোগ স্তস্য কা চিকিৎসা কিং নিবর্ত্তকং ॥ ৩১৯ ॥

সা সহাসং বক্ষ্যতি স গর্গঃ স্বযজমানেতি স্বস্য যজমানো যো বসুদেব স্তস্য হিতে যৎ সমীহিতং তৎসহিততা সাহিত্যং যত্র তত্তয়া তত্রত্যদোষতয়া তত্র ভবো দোষ উপনয়নাদিঃ যস্য তত্তয়া লীলা-

তাঁহারা দুইজনে বলিবেন, আমাদের সেইরূপই বিবেচনা হইতেছে: তথাপি আমাদিগের কাছে সঙ্কোচ প্রকাশ করিবে ॥ ৩১৭ ॥

পৌর্ণমাসী বলিবেন, ঐ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরূক আছেন। সুতরাং তিনি সেই অভিলষিত বিষয় অবগত আছেন। তিনি সেই অভীষ্ট বিষয় অন্যথা করিবেন না। অধিক কি, তোমাদের দুইজনের অভিপ্রায়ানুসারে যখন সকলেরই অঙ্গীকার প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন সেই কৃষ্ণের যে প্রকাশ পাইবে, তাহাতে আর কি বলিব ॥ ৩১৮ ॥

নন্দ এবং যশোদা বলিবেন, তবে যে গর্গমুনি নিষেধ করিয়াছেন, সেই নিষেধরূপ রোগের কি চিকিৎসা ? ॥ ৩১৯ ॥

পৌর্ণমাসী সহাস্যে বলিবেন যে, গর্গমুনি নিশ্চয়ই নিয়ত লীলাকেই তদ্বিষয়ে

·পরম-শুভ-নিবেশবেশরূপামাসাং ক্লেশ-লেশ-প্রবেশদা সদেশতা সম্ভবতি ॥ ৩২০ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—সম্প্রত্যস্মাভিঃ কিমিব সোপানমুপেয়ং ॥ ৩২১ ॥

সা বক্ষ্যতি ;—সোপানং ময়াচোপেয়ং, (মমাচেয়ং) ভবদ্ভিস্তু সর্ব্ব এব ব্রজজনা ভোজনায় প্রণয়েন নিমন্ত্র্য নিমন্ত্র্যন্তাং। তর্হ্যন্তঃপটীক্ষেপান্নটীনামাকার ইব তৎ প্রকটীভবিষ্যতি ॥৩২২॥

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—যথাজ্ঞাপয়ন্তি বিজ্ঞানাচার্য্যবর্য্যাঃ ॥ ৩২৩॥

নৈয়ত্যং ক্রোচিতোপনয়নবিবাহবৈশিষ্ট্যমধ্যস্তবান্ নতু পরমেতি পরমশুভনিবেশে বেশরূপে যাসাং তাসামাসাং ক্লেশলেশস্য প্রবেশঃ সংসর্গস্তং দদাতি সা সদেশতা ঔচিত্যং সম্ভবতি সর্ব্বজ্ঞস্য তস্য নিত্যপ্রেয়সীসংসর্গঃ কথং নিবারিত ইতি ভাবঃ ॥ ৩২০ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ—সোপানং তৎসাধনমুপায়ং উপেয়ং উপগন্তব্য° ॥ ৩২১ ॥

সা বক্ষ্যতি—ময়া চোপেয়ং আশ্রয়ণীয়ং তদ্‌যথা প্রণয়েন সর্ব্ব এব ব্রজজনা ভোজনায় নিমন্ত্র্য নিমন্ত্রণ° কৃত্বা নিমন্ত্র্যন্তাং বিচার্য্যন্তাং। তর্হি অন্তঃপটীক্ষেপাৎ কাণ্ডারিণ্যা দূরীকরণাৎ নটীনামাকার আহ্বান° প্রকটীভবিষ্যতি তু সর্ব্বং সমাধাস্যন্তীতি শেষঃ ॥ ৩২২ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ—বিজ্ঞানামাচার্য্যবর্য্যাঃ আচার্য্যশ্রেষ্ঠা ভবন্ত্যো যথা জ্ঞাপয়ন্তি তথাস্মাভি র্বিধেয়মিতি চ শেষঃ ॥ ৩২৩ ॥

দোষ দেখাইয়া অধ্যাস করিয়াছেন। নিজের যজমান বসুদেবের হিতাণ্স্থানে বাঞ্ছিত বিষয়ের সহযোগে ঐ স্থানে দোষ দেখিয়া ঐরূপ বিষয় বলিয়াছেন, কিন্তু পরম-শুভ-নিবেশের বেশরূপ নারীদিগের কণামাত্রও ক্লেশপ্রদ ঔচিত্যের সম্ভাবনা নাই ॥ ৩২০ ॥

তাঁহারা দুই জনে বলিবেন, এক্ষণে আমরা গোপনে কিরূপ ভাব অবলম্বন করিব ॥ ৩২১ ॥

পৌর্ণমাসী বলিবেন, আমিও গোপনে অবলম্বন করিব। তোমরা সমস্ত ব্রজবাসী ব্যক্তিদিগকে প্রণয়ের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া বিচার কর। তাহা হইলে যবনিকা (পরদা) ক্ষেপণ হইলে নটীদিগের আকার প্রকটিত হইবে ॥ ৩২২ ॥

নন্দ এবং যশোদা বলিবেন, আপনারা বিজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য্য, আপনারা যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমরাও সেইরূপ করিব ॥ ৩২৩॥

কৃষ্ণ উবাচ ;—ততস্ততঃ ?।

ঋষিরুবাচ ;—ততঃ সা প্রত্যক্ষত এব তাবভি বহুলমভি-বদন্তী গৃহায় প্রহাপয়িষ্যতি ॥ ৩২৪ ॥

অথ কথকস্য মনঃকথা ;—ততশ্চ পূর্ণিমা মনসি বিবিবেচ। শ্রীকৃষ্ণলীলায়ামনাদিসিদ্ধং শ্রীমদ্ভাগবতমেব মুখ্যং প্রমাণং (ক)।

তত্র যা খলু রাসযোগে "যোগমায়ামুপাশ্রিত" ইত্যনেন নিত্যব্যক্তিস্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষকা যা যোগমায়া তন্নির্ব্বাহকতয়া

ততো যদ্বৃত্তং ভূতং তদ্বর্ণয়িতুং শ্রীকৃষ্ণনারদয়োর্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—তত্র কৃষ্ণ উবাচ। ততস্তত ইতি। ঋষিরুবাচ। সা পূর্ণিমা তৌ ব্রজরাজদম্পতী অভি লক্ষীকৃত্য বহুলং যথাস্যাত্তথা-ভিবদন্তী সতী প্রহাপয়িষ্যতি প্রেষয়িষ্যতি ॥ ৩২৪ ॥

অথৈতৎপ্রসঙ্গস্য নির্দ্দোষতাং প্রসঞ্জয়িতুং স্বয়ং কবিঃ কথকস্য মনঃকথাং বর্ণয়তি—অথেতি গদ্যেন। তাং কথাং ব্যনক্তি—ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। বিবিবেচ বিচারং কৃতবতী। রাসযোগে রাসোল্লেখে। নিত্যেতি নিত্যা ব্যক্তিঃ প্রকাশো যস্যা এবম্ভুতা যা স্বরূপশক্তি স্তস্যা বৃত্তিবিশেষো যস্যাঃ সা। যদ্বা তস্যা বৃত্তিং কায়তি শব্দয়তি আবিষ্করোতীতি যা তন্নির্ব্বাহকতয়া রাসপ্রয়োগস্য নির্ব্বাহকতয়া বাদরায়ণিনা শুকেন সম্যক্ কথিতা সা যোগমায়া অহমেব, তেন শুকেন রাসং প্রকাশং যথা স্যাৎ। পরিষদি সভায়াং তত্র প্রাপ্তং অবর্ণত্রিতয়ং "অবর্ণাক্ষেপনিব্বাদপরীবাদাপবাদবৎ"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন তারপর, তারপর। দেবর্ষি বলিলেন, তাহারপর সেই পৌর্ণমাসী, ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরীকে প্রত্যক্ষভাবে এইরূপ অনেক কথা বলিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিবেন ॥ ৩২৪ ॥

অনন্তর কথকের এইরূপ মনের কথা হইয়াছিল যথা :—তাহার পর পৌর্ণমাসী মনে মনে বিচার করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে অনাদিকাল হইতে প্রসিদ্ধ, শ্রীমদ্‌ভাগবতই প্রধান প্রমাণ। তাহার মধ্যে রাসের উল্লেখকালে "শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া অবলম্বন করিয়াছিলেন" ভাগবত। (১০। ২৯। ১) এই বচন দ্বারা

(ক) এতত্ত্ শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষাগ্রন্থে স্ফুটীকৃতমস্তি যথা আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥" ইতি।

বাদরায়ণিনা সমুদীরিতা সা পুনরহমেব। তত্র তেন রাসং প্রকাশং পরীক্ষিৎ-পরিষদি বর্ণয়িত্বা তত্র (ক) প্রাপ্তমবর্ণত্রিতয়ং নিরস্য রস্যতয়া সমাহিতং। তথা সম্প্রতি ব্রজেঽপি তৎ-প্রসক্তমিতি জ্ঞাত্বা ময়াপি সমাধেয়ং। তত্র "তেজীয়সাং ন দোষায়ে"তিবদত্রাপি যদ্যপি নরকাদানীতেত্যাদিনা তল্লেপ-সম্ভাবনাপযাপিতৈব ॥ ৩২৫ ॥

ইত্যমরাৎ। "সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ। অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ।" "স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরৎ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনং। আপ্ত-কামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতং কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ইতি পদ্যত্রয়েণ আক্ষেপত্রয়ং স শুকো নিরস্য পরিহৃত্য রস্যতয়া সভ্যানামাস্বাদ্যতয়া। তৎ আক্ষেপত্রয়ং প্রসক্তং যথা শুকঃ সমাহিতবান্ তথা ময়াপি সমাধেয়ং। তস্য নিরসনপ্রকারং বিবৃণোতি তত্রেত্যাদিনা। অত্রাপি যদ্যপি নরকাদানীতগুরুকুমারতয়া জিতধর্ম্মরাজধামা রাজদঘজিন্নামা সোঽয়মেতদনুরক্তজনোঽপ্যধর্ম্মস্য কলয়াপি স্প্রষ্টুং দ্রষ্টুং চ ন শক্যত এব কিন্তু লজ্জামাত্রং তস্য তস্য চ মর্য্যাদাপর্য্যাপকমিত্যনেন তল্লেপসম্ভাবনা প্রতীপলেপসম্ভাবনা অপযাপিতৈব নিরাসি-তৈব ॥ ৩২৫ ॥

নিত্য প্রকাশিত স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ যে যোগমায়া, ব্যাস-পুত্র শুকদেব, তাহাকেই রাসসম্পাদিকারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। আর আমিই (পৌর্ণমাসীই) সেই যোগমায়া। শুকদেব সেই পরীক্ষিতের সভায় প্রকাশ্যে রাসলীলা বর্ণনা করিয়া, তথায় উপস্থিত তিনটি তিরস্কার পরিহার করিয়া, সভাগণের যাহাতে আস্বাদন হইতে পারে, এইরূপ সমাধান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ব্রজেও সেই বিষয়ের সম্ভাবনা হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া আমিও সাবধান করিব। তন্মধ্যে যেরূপ "তেজীয়সাং ন দোষায়" অর্থাৎ তেজীয়ান্ ব্যক্তিদিগের কোন বিষয় দোষ-জনক নহে" সেইরূপ এই স্থানেও যদ্যপি "তিনি নরক হইতে গুরুপুত্রকে আনয়ন করিয়াছিলেন?" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা প্রতিকূল বিষয়ের লোপ সম্ভাবনা নিরাসিতই হইয়াছে ॥ ৩২৫ ॥

(ক) অবর্ণঃ গর্হায়াং। অবর্ণক্ষেপনির্ব্বাদপরীবাদাপবাদবৎ ইত্যমরঃ।

ভাগবতে ১০।৩৩।২৬। শ্রীপরীক্ষিৎসন্দেহে শ্রীশুকোত্তরং আলোচনীয়মত্র।

অথ পরদারবারসমাহারকারণানাচারশ্চ যথা "গোপীনাং তৎপতীনাং চে"ত্যনেন যং পরিহারমাপিতস্তথাত্রাপি তাশ্চ ন কেবলং রাগত এব তাদৃশীং গতিমাগতা ইত্যাদিনা তাসু তদীয়নিত্যাঙ্গনাভাবব্যঙ্গতঃ স চ সাঙ্গীকৃতঃ॥ ৩২৬॥

তথাপি "নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়ে"তিবদসূয়াভাসবত্তয়া সম্ভাবিতাস্তৎপতিম্মন্যাঃ সমাধাতব্যাঃ। তচ্চ তদ্রহস্যং পূর্ব্বং গুপ্তমাসীদিতি মায়াদ্বারা যথাগুপ্তং সমাহিতং সাম্প্রতং তু

অথ দ্বিতীয়াক্ষেপং পরিহর্ত্তুং প্রক্রমতে—অথেত্যাদিগদ্যেন। পরদারাণাং বারঃ সমূহ স্তস্য যঃ সমাহর একত্র মিলনং স এব কারণং যস্য এবম্ভূতো যোঽনাচারঃ প্রতিষিদ্ধাচরণং। "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহিনাং। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্" ইত্যনেন যঃ তাদৃশানাচারং পরিহারমাপিতঃ প্রাপিত তথাত্রাপি ময়া তাশ্চ ন কেবলং রাগত এব তা স্তাদৃশীং গতিমাগতাঃ কিন্ত্বনাদিস্বভাবতয়া তদ্বধূভাবতশ্চেতি মন্ত্রদ্রষ্টারোঽপি নিষ্টঙ্ক য়ন্তীত্যনেন তাসু তদীয়নিত্যাঙ্গনাভাবব্যঙ্গতঃ কৃষ্ণসম্বন্ধী যো নিত্যরমণীভাব স্তস্য ব্যঙ্গতঃ গূঢ়তাৎপর্য্যকবাক্যতঃ স চ তদীয়নিত্যরমণীভাবঃ সাঙ্গীকৃতঃ সমর্থীকৃতঃ॥ ৩২৬॥

যদ্যপি পূর্ব্বোক্তাবিচারেণ প্রতীপঃ পরিহৃত স্তথাপি অসূয়াভাসবত্তয়া অসূয়াভাসোঽস্মিন্ তত্তয়া সংভাবিতা তৎপতিম্মন্যাস্তাসাং রাধাদীনাং অহং পতিরিতি মন্যন্তে যেতে। তদ্রহস্যং তাসাং কৃষ্ণস্য নিত্যরমণীত্বং মায়াদ্বারা যথা সমাহিতমাসীৎ সাম্প্রতং তত্তদ্রহস্যং ব্যক্তমভূদিতি

অনন্তর পরদার সমূহের একত্র মিলন যাহার কারণ, এইরূপ নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। 'যিনি গোপীদিগের, তাহাদের পতিদিগের এবং সমস্ত প্রাণিদিগের অন্তরে বিচরণ করেন' ইত্যাদি বচন দ্বারা যে অনাচার পরিহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই স্থানেও তাহারা কেবল অনুরাগবশতঃ নহে, 'ঐরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল' ইত্যাদি বচন দ্বারা গোপীদিগের উপরে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সিদ্ধ নারীভাব-বিষয়ক গূঢ় তাৎপর্য্যপূর্ণ বাক্যে, ঐ নারীভাব সমর্থিত হইয়াছে॥ ৩২৬॥

তাহা হইলেও, শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া নিশ্চয়ই তাহারা কৃষ্ণের উপরে অসূয়া প্রকাশ করে নাই। এই বাক্যের মত, যাহারা মনে মনে আপনাদিগকে রাধিকা প্রভৃতি রমণীর পতি বলিয়া বিবেচনা করিত, তাহাদিগকে অসূয়ার আভাস-

ব্যক্তমভূদিতি তথা তদ্দ্বারা ব্যক্তমেব সমাধেয়ং। যেন চ সর্ব্বেষামপি সর্ব্বসমাধানমাধেয়ং ভবিতা। অন্যথা তত্তৎকরণং বৃথাপরং স্যাদিতি ॥ ৩২৭ ॥

অথ স্পষ্টমাচষ্ট। ঋষিরুবাচ ;—দিনান্তরে তু সর্ব্বনিমন্ত্রণায়াং যথাবৃত্তান্তে বর্ত্তিতে সর্ব্বাঃ সাধারণমহোদয়াঃ

হেতো স্তথা তদ্দ্বারা মায়াদ্বারা ব্যক্তং স্পষ্টমেব সমাধেয়ং যেন চ স্পষ্টসমাধানেন সর্ব্বসমাধানং তাসাং মায়ামূর্ত্তীনামন্যৈঃ সহ বিবহনং স্বরূপাণাং কৃষ্ণপ্রেয়সীত্বং আধেয়ং অর্পয়িতব্যং ভবিতা। অন্যথা তত্তৎকরণং তাসাং মায়াকলিতত্বাদিকং বৃথাপরং নিরর্থকমেব স্যাদিতি ॥ ৩২৭ ॥

এবং মনঃকথাং নিধায্য স্পষ্টং যথাহ তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিনা। তত্র ঋষিবাক্যং দিনান্তরেত্যাদি। সাধারণমহোদয়াঃ সাধারণেন সামান্যেন মহস্য উৎসবস্য উদয়ো

রূপে সম্ভাবিত বলিয়া সমাধান করিতে হইবে। ঐ সকল রমণীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ রমণী বলিয়া প্রসিদ্ধ, এইরূপ রহস্য পূর্ব্বে গুপ্ত ছিল। উহা গুপ্ত থাকিলেও যেরূপ মায়া দ্বারা সমাহিত হইয়াছিল এবং সম্প্রতি কিন্তু ব্যক্ত হইয়াছিল, এই হেতু স্পষ্টই মায়াদ্বারা সমাধান করিবে। ঐরূপ স্পষ্ট সমাধান দ্বারা সকলেরই সকল প্রকার সমাধান অর্থাৎ মায়া মূর্ত্তিধারিণীদিগের অন্যের সহিত বিহার, (ক) এবং স্বরূপ শক্তিদিগের কৃষ্ণের সহিত প্রেয়সীরূপে বিহার, সমর্থন করিতে হইবে। এইরূপ স্বীকার না করিলে, তাহারা যে মায়াকল্পিত, ইত্যাদি বিষয় নিরর্থক হইয়া যায় ॥ ৩২৭ ॥

অনন্তর এইরূপ মনের কথা স্থির করিয়া কথক স্পষ্টরূপে বলিতে লাগিলেন।

(ক) প্রপঞ্চ অর্থাৎ প্রাকৃত জগতে দৃশ্যমান লীলাই মায়িক। কিন্তু এই মায়া সাধারণ জাগতিক বস্তুরচয়িত্রী মায়া নহে, উহাকে ভগবানের অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়া বা লীলাশক্তি বলে। নচেৎ ভগবানের অবতার ও পরিবার সাধারণ জীবের তুল্য হইয়া পড়ে, সুতরাং সেই যোগমায়াঘটিত রূপধারিণী রাধিকাদির সঙ্গেই সাধারণ পতিসম্পর্ক, সে মায়িক সম্পর্কও আবার কার্য্যকর নহে, কেবল মায়িক বিবাহ মাত্রই, প্রকৃতপক্ষে তাহারা কৃষ্ণগতপ্রাণ। ইহা পরকীয়া-রসপুষ্টির জন্য এবং ইহা প্রপঞ্চের মীমাংসা। কিন্তু প্রপঞ্চাতীত যে নিত্য লীলা যাহা গোলোকে বিরাজমান তাহা মায়ার পার, এই খানে যোগমায়া কোন অঘটন ঘটান না। তবে লীলায় কোন কোন সাহায্য করেন। ইহা স্বকীয়া লীলা।

শ্রীরাধাদয়শ্চ তত্রাগমিষ্যন্তি। কিন্তু পূর্ব্বত এব জনসঙ্গীত-ব্রজেশনির্ম্মিতানঙ্গীকারতামাত্মনো (ক) দুঃখভঙ্গীসঙ্গিতাং মংস্যন্ত এব। তব চ রূক্ষতাবীক্ষণেন তাঃ সূক্ষ্মাঙ্গতাং গমিষ্যন্তি। তত্র সাম্প্রতমন্যাসাং স্বসমানকন্যানামঙ্গীকারেণ হৃৎকমলেঽপি ভঙ্গিতামাপৎস্যন্তে ॥ ৩২৮ ॥

যেষাং তে তত্রাগামিষ্যন্তি শ্রীরাধাদয়শ্চ কিন্তু পূর্ব্বতঃ পূর্ব্বকালমারভ্য এব জনসংগীতো ব্রজেশ-নির্ম্মিতানঙ্গীকারো যাসাং তত্তাং আত্মনো দুঃখভঙ্গীসঙ্গিতাং দুঃখভঙ্গ্যা মিলিতাং। তাঃ শ্রীরাধাদয়ঃ সূক্ষ্মাঙ্গতাং অতিকৃশতাং গমিষ্যন্তি। কিঞ্চ তত্রেতি অন্যাসাং স্বসমানকন্যানাং ধন্যাদীনামঙ্গীকারেণ হৃৎকমলে চিত্তপদ্মেঽপি ভঙ্গিতাং কৌটিল্যবিশেষতামাপৎস্যন্তে সংগং-স্যন্তে ॥ ৩২৮ ॥

প্রথমে দেবর্ষি বলিলেন, অন্য দিবসে সকলের নিমন্ত্রণ হইলে, যথাবিধি সমস্ত বৃত্তান্ত সমাপ্ত হইলে, সামান্য রূপে যাহাদের উৎসব প্রকাশিত হইয়াছে, সেই রাধিকা প্রভৃতি সকল রমণী, তথায় আগমন করিবেন। কিন্তু পূর্ব্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রজরাজ যে সর্ব্বজনের সমক্ষে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাকেই তাহারা আপনাদের দুঃখভঙ্গীর সঙ্গী বলিয়া বিবেচনা করিবেন। আর তোমার এইরূপ কর্কশভাব দর্শন করিয়া তাহারা কৃশতা প্রাপ্ত হইবে। তন্মধ্যে সম্প্রতি নিজের সমান অন্যান্য ধন্যাপ্রভৃতি কন্যাদিগকে অঙ্গীকার করাতে তাহারা হৃদয়-কমলেও কুটিলতা বিশেষ প্রাপ্ত হইবে, তথায় এইরূপ ভাবী শ্লোকও আছে ॥৩২৮॥

(ক)—কারাণামাত্মনাং। ইতি গৌরবৃন্দাবন পাঠঃ

তথা চ ভাবী শ্লোকঃ ;—

দাবত্রস্তা মৃগ-দুহিতরশ্চন্দ্রহীনাশ্চকোর্য্যঃ
স্রস্তা বৃক্ষান্নবকলতিকা নীররিক্তাঃ শফর্য্য।
ঊর্জ্জাপ্রান্তাদ্বহিরপগতা হন্ত! নব্যাব্জনাল্যো
যদ্বদ্দৃষ্টা হরিবিরহিতা রাধিকাদ্যাশ্চ তদ্বৎ ॥ ৩২৯ ॥

তদেবং তাসাং কৃচ্ছ্রায়মাণানামমিতাভ্যমিততাদৃশ্বরী শ্রীব্রজেশ্বরী তু বাষ্পপূর্ণনয়না পৌর্ণমাসীং নির্ব্বর্ণয়িষ্যতি। সা তু বদিষ্যতি ;—সর্ব্বে সর্ব্বতোঽপ্যন্বিচ্ছন্তু। যথাদ্যতন-নিমন্ত্রণতঃ কশ্চিদপি ন পশ্চিমতামঞ্চতি ॥ ৩৩০ ॥

তচ্চ ভাবিশ্লোকেন বর্ণয়তি—দাবত্রস্তা ইত্যনেন। দাবত্রস্তা দাবো বনাগ্নি স্তেন ত্রস্তাঃ মৃগদুহিতরো মৃগবালিকাঃ বৃক্ষাৎ স্রস্তাঃ স্খলিতা নবকলতিকাঃ স্বার্থে কঃ। নবলতাঃ নীরং জলং তেন রিক্তাঃ ত্যক্তাঃ শফর্য্যো মৎস্যভেদাঃ ঊর্জ্জাপ্রান্তাৎ অতিশীতলপঙ্কাৎ বহিরপগতা বা নির্গতা নব্যাব্জনাল্যঃ নবীনপদ্মদণ্ডা যদ্বৎ যথা দৃষ্টা হরিবিরহিতা রাধিকাদ্যা স্তদ্বৎ তথা দৃষ্টাঃ ॥ ৩২৯ ॥

ততো যদ্বৃত্তং ভবিষ্যতি তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। কৃচ্ছ্রায়মাণানাং আত্মনঃ কৃচ্ছ্রমনুভবন্তি যাস্তাসাং অমিতাভামিততাদৃশ্বরী অমিতা মানরহিতা যা অভ্যমিততা অস্বাস্থ্যতা তাং দ্রষ্টুং শীলমস্যাঃ সা, ব্রজেশ্বরী তু বাষ্পেণ নেত্রজলেন পূর্ণে নয়নে যস্যাঃ সা নির্ব্বর্ণয়িষ্যতি সুষ্ঠু প্রেরয়িষ্যতি। সা পৌর্ণমাসী সর্ব্বতোঽপি সর্ব্বতোভাবেঽপি অন্বিচ্ছন্তু অনু সহ একদা ইচ্ছন্তু। ন পশ্চিমতাং বিমুখতাং নাঞ্চতি ॥ ৩৩০ ॥

যথা :—দাবানলের ভয় পাইলে মৃগবালিকা সকল যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, চন্দ্র-বিহীন চকোরীদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা, বৃক্ষ হইতে স্খলিত হইলে অভিনব লতিকাদিগের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে, নীরশূন্য শফরী (পুঁটি) মৎস্যদিগের যেমন দশা হয় ; হায়! পঙ্কপ্রান্ত হইতে বাহিরে আসিলে নবীন পদ্মদণ্ডদিগের যেরূপ অবস্থা দেখা যায় : সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধিকা প্রভৃতি রমণীদিগেরও অবস্থা দেখা গিয়াছে ॥ ৩২৯ ॥

অতএব এইরূপে ঐ সকল নারী যখন আপনাদের কষ্ট অনুভব করিবেন, তখন শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী, তাহাদের অপরিমিত অসুস্থতা দর্শন করিয়া বাষ্পপূর্ণ নয়নে পৌর্ণমাসীকে প্রেরণ করিবেন। এবং তিনিও বলিবেন। সকলেই

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ !—ততস্ততঃ ? ॥

ঋষিরুবাচ !—ততস্তদাকর্ণনমাত্রতঃ সর্ব্বে সর্ব্বতো নির্বর্ণনায় সঙ্গত্য সত্বরমেব চাগত্য যথাবৎ কথয়িষ্যন্তি। তেষু কাশ্চিন্মহিলাস্তু কিঞ্চিদপ্যপ্রস্তুত্য শ্রীরাধিকাদিকাঃ প্রত্যপূর্ব্বতাপূর্ব্বং দ্রক্ষ্যন্তি। ততঃ পৌর্ণমাসী বক্ষ্যতি ॥ ৩৩১ ॥

কিমিব পশ্যথ। কিমিব চ কিঞ্চিন্ন কথয়থ ?

তা বক্ষ্যন্তি ;—কিমিব বক্ষ্যামঃ। যতঃ সর্ব্বৈরাহতং মন্যেত ॥

পৌর্ণমাসী বক্ষ্যতি ;—তথ্যঞ্চেৎ কথ্যতাং ? ময়ি কৃষ্ণমাতরি চ। তাস্তু নীচৈর্ব্বক্ষ্যন্তি। তত্রাপ্যেতাসাং রাধি-

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ— ততস্ততঃ। ঋষিঃ উবাচ তদাকর্ণনমাত্রতঃ নিমন্ত্রণশ্রবণমাত্রতঃ নির্ব্বর্ণনায় দর্শনায় সত্বরং শীঘ্রমেব যথাবৎ যথাযোগ্যং। মহিলাঃ স্ত্রিয়স্তু অপ্রস্তুত্য প্রস্তাবমকৃত্বা প্রত্যপূর্ব্বং পূর্ব্বং প্রতি প্রত্যেকং অপূর্ব্বতাপূর্ব্বং যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা শ্রীরাধিকাদিকাঃ দ্রক্ষ্যন্তি ॥ ৩৩১ ॥

ততঃ পৌর্ণমাসীবাক্যং বর্ণয়তি—কিমিব পশ্যথেত্যাদি গদ্যেন। ইব বাক্যালঙ্কারে। তাঃ মহিলাঃ। কিং বক্ষ্যামঃ আহতং মিথ্যাং মন্যেত। পৌর্ণমাসী বক্ষ্যতি—তথ্যং সত্যং চেৎ ময়ি কৃষ্ণজনন্যাঞ্চ কথ্যতাং। তা মহিলাঃ বক্ষ্যন্তি। তত্রাপি অপূর্ব্বদর্শনেঽপি ধৃততুল্যতাপূর্ত্তীর্ধৃতা

সর্ব্বতোভাবে এক সঙ্গে ইচ্ছা করুন। অদ্যকার নিমন্ত্রণে কেহ যেন বিমুখতা প্রাপ্ত না হন ॥ ৩৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন তারপর, তারপর। দেবর্ষি কহিলেন, তাহার পর, তাহা শ্রবণ করিবামাত্র, সকলেই সর্ব্বতোভাবে দর্শন করিতে মিলিত হইবেন, এবং সত্বর আগমন করিয়া যথাযোগ্য বলিতে থাকিবেন। তাহাদের মধ্যে কতিপয় মহিলা. কোন বিষয়ের প্রস্তাব না করিয়া, শ্রীমতী রাধিকাদিগের প্রতি অপূর্ব্ব ভাবের সহিত দর্শন করিবেন। তাহার পর পৌর্ণমাসী বলিবেন ॥ ৩৩১ ॥

তোমরা কি দেখিতেছ, এবং কেনই বা কোন কথা বলিতেছ না। তাহারা বলিবে,আমরা কিই বা বলিব, যেহেতু সকলেই আমাদিগের কথাকে মিথ্যা বলিয়া ভাবিয়া থাকে। পৌর্ণমাসী বলিবেন, যদি সত্য হয়, তবে আমার কাছে এবং কৃষ্ণ জননীর কাছে নিবেদন কর। তাহারা ধীরে ধীরে বলিবেন, পূর্ব্বে দর্শন

কাদিকানাং ধৃততুল্যতাপূর্ত্তীর্মূর্ত্তীরপশ্যাম। পৌর্ণমাসী স্পষ্টং বক্ষ্যতি ;—অন্যাশ্চ পুনরচ্ছং গচ্ছন্তু ॥ ৩৩২ ॥

কৃষ্ণ উবাচ !—ততস্ততঃ ? ॥

ঋষিরুবাচ !—ততো বহলকুতূহলবহা বহুলা মহিলা স্তত্র তত্র গত্বা জ্ঞাততাদৃশতত্ত্বতে। পূর্ব্বিতস্যন্তে লব্ধসত্ত্বাস্তদ্বদেবা বর্ত্তয়িষ্যন্তি। বার্ত্তেয়ং চ ব্রজরাজসভাপর্য্যন্তং পর্য্যবসিষ্যতি। ব্রজরাজশ্চ পৌর্ণমাসীমনু তূর্ণমাসাদ্য প্রসাদ্য চ বক্ষ্যতি। ভগবতি ! পরমবিস্মাপনমিদমস্মান্ বোধয়।

পৌর্ণমাসী বক্ষ্যতি ;—ভবৎকন্যাভাবাভিমানন্যামার্য্যায়ামিদ-

তুল্যতায়াঃ পূর্ত্তিঃ পূর্ণতা যাসাং তা মূর্ত্তিস্তনূরপশ্যাম। পৌর্ণমাসী বক্ষ্যতি। অন্যা মহিলাঃ অচ্ছং স্পষ্টং গচ্ছন্তু ॥ ৩৩২ ॥

কৃষ্ণ উবাচ ! ততস্ততঃ। ঋষিরুবাচ ! বহলং প্রচুরং কুতূহলং বহন্তি যা বহুলা অনেকাঃ মহিলাঃ তত্র তত্রচ রাধাদিনিকটে জ্ঞাততাদৃশতত্ত্বাঃ জ্ঞাতং তাদৃশতত্ত্বং স্বরূপং যাভি স্তাঃ পৌর্ণমাস্যন্তে তে তস্যাঃ সমীপে লব্ধসত্ত্বা লব্ধং সত্ত্বং ধৈর্য্যং যাসাং তাঃ আবর্ত্তয়িষ্যন্তি যথা দৃষ্টং তৎ কথয়িষ্যন্তি। এষা বার্ত্তা আশ্চয্যবোধিকা পয্যবসিষ্যতি পয্যবসানং প্রাপ্স্যতি। অনুলক্ষীকৃত্য তূর্ণং শীঘ্রমাসাদ্য প্রাপ্য প্রসাদ্য চ বক্ষ্যতি। পরম বিস্মাপনং পরমবিস্ময়প্রাপকমিদং বোধয় জ্ঞাপয়। পৌর্ণমাসী বক্ষ্যতি। তব কন্যাভাবমভিমস্তং

না হইলেও, এই সমস্ত রাধিকা প্রভৃতি রমণীদিগের মূর্ত্তিদিগকে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্য ধারণ করিতে দেখিয়াছি। পৌর্ণমাসী স্পষ্টাক্ষরে বলিবেন, আর অন্যান্য মহিলাগণ, স্পষ্টরূপে গমন করুক ॥ ৩৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর, তারপর। ঋষি বলিলেন, তাহার পর সেই সমস্ত বহুতর রমণী, প্রচুর কৌতূহল ধারণপূর্ব্বক, তত্তৎ স্থলে (রাধিকাদির নিকটে) গমন করত তাদৃশ স্বরূপ অবগত হইয়া, পুনরায় পৌর্ণমাসীর নিকটে ধৈর্য্যলাভ করিল। যেরূপ দেখিয়াছিল, সেইরূপ কথাই নিবেদন করিবে। এই বার্ত্তার শেষে ব্রজরাজের সভাপর্য্যন্ত গমন করিয়া সমাপ্ত হইবে। ব্রজরাজও পৌর্ণমাসীকে লক্ষ্য করিয়া সত্বর আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বলিবেন।

মাশ্চর্য্যং পর্য্যবস্যতি। ভবাংস্তু সর্ব্বব্রজস্থং স্ত্রীপুংসব্রজমেক-সভানুগতং করোতু ॥ ৩৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ!—ততস্ততঃ? ॥

ঋষিরুবাচ,—জ্ঞাতকার্য্যগতিনা ব্রজভূপতিনা তদভিহিতে তথা বা বক্ষ্যতি ॥ ৩৩৪ পৌর্ণমাসী মহিতায়াং তস্যামেব সভায়ামাহিতব্রহ্মাসন আসীনা কিমপি প্রণিহিতবতী ভবিতা। তদাব্যবহিতমেব চ সিংহপৃষ্ঠাহিতমহিতবিগ্রহা মহায়ুধাষ্টকবেষ্টিতা দেবীগণসেবিতা দেবী নভসঃ সরভসমব-

শীলমস্যা স্তস্যামার্য্যায়াং শ্রেষ্ঠায়াং অর্থাদেকানংশায়াং পর্য্যবস্যতি সমাপ্তিং যাস্যতি স্ত্রীপুংসব্রজং স্ত্রীপুংসমূহং একসভায়ামনুগতং মিলিতং ॥ ৩৩৩ ॥

কৃষ্ণ উবাচ ততস্ততঃ। ঋষিরুবাচ—জ্ঞাতকার্য্যগতিনা জ্ঞাতা কার্য্যস্য গতিরভ্যুপায়ো যেন তেন তদভিবিহিতে সর্ব্বেষাং তস্মিন্ নিমন্ত্রণে অভি সর্ব্বভাবেন বিহিতে কৃতে সতি মহিতায়াং শ্রেষ্ঠায়াং সভায়াং আহিতব্রহ্মাসনং আহিতং অর্পিতং যৎ ব্রহ্মাসনং সমাধ্যুপযুক্তমাসনং তস্মিন্ আসীনা সতী কিমপি সপ্রণিধানবিশিষ্টা [illegible]তা ভবিষ্যতি। তদব্যবহিতং তস্মিন্ প্রণিধানে অব্যবহিতং ব্যবধানরহিতং যথা স্যাৎ তথা দেবী নভস আকাশাৎ সরভসং শীঘ্রং অবতরিষ্যতি কিং [illegible] সিংহেতি সিংহপৃষ্ঠে আহিতঃ স্থাপিতো মহিতঃ পূজিতো বিগ্রহো যস্যাঃ সা

ভগবতি? আপনি এই পরম বিস্ময়-জনক ব্যাপার, আমাদিগকে জ্ঞাপন করুন। পৌর্ণমাসী বলিবেন, তোমার কন্যা ভাবাভিমানিনী আর্য্যাতে এই আশ্চর্য্য সমাপ্ত হইবে। তুমি কিন্তু সমস্ত ব্রজবাসী স্ত্রী পুরুষদিগকে এক সভাতে সমবেত কর ॥ ৩৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর, তারপর। দেবর্ষি বলিলেন, ইহা অবধারণ করিয়া, কার্য্যের সমস্ত উপায় জানিতে পারিয়া ব্রজরাজ, সকলের নিমন্ত্রণ কার্য্য, সর্ব্বতো-ভাবে সম্পাদন করিলে, তোমার হিতকারী পৌর্ণমাসী সেই প্রশস্ত সভাস্থলে সমাধির উপযুক্ত সমর্পিত ব্রহ্মাসনে আসীন হইয়া কোন বিষয়ে প্রণিধান করিবেন। এই প্রণিধানের অব্যবহিত পরক্ষণেই, নিজের শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য শরীরটীকে সিংহপৃষ্ঠে সমর্পণ করিয়া এবং শূল প্রভৃতি অষ্ট মহাস্ত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেন, দেবীগণ

তরিষ্যতি। অবতীর্ণমাত্রা চ পৌর্ণমাস্যা ব্রজেশ্বরয়োঃ কৃষ্ণ-কৃষ্ণাগ্রজয়োরন্যেষামপি ভূমিস্পৃশামভূমিস্পৃগ্‌মানিনী যথান্যায়-মভিবাদনাদিকমাকাশত এব প্রকাশয়িষ্যতি॥ ৩৩৪॥

ততঃ সাশ্চর্য্যং পর্য্যবলোকমানেষু তেষু দেবী বক্ষ্যতি,—কথম্বেহ সন্দেহঃ ক্রিয়তে। পূর্ব্বত এব তাবদুভয়বিধা এতা নাপূর্ব্বতয়া মন্তব্যাঃ। পূর্ব্বাসাং সজাতীয়া দ্বিতীয়া হি

মহেতি। মহায়ুধানাং শূলাদীনামষ্টকেন বেষ্টিতা দেবীগণৈঃ সেবিতা চ। অবতীর্ণমাত্রা অবতীর্ণৈব ভূত্বা পৌর্ণমাস্যাদিপঞ্চানাং অন্যেষামপি ভূমিস্পৃশাং ভূমিস্থিতানাং স্বয়ং অভূমি-স্পৃগ্‌মানিনী আত্মানং দেবত্বাৎ ভূমিস্পৃশং মন্যতে অভূমিস্পৃগ্‌মানিনী সতী যথান্যায়ং যথা-যোগ্যং অভিবাদনাদিকং প্রণত্যাদিকং আকাশত আকাশমাশ্রিত্য প্রকাশয়িষ্যতি॥ ৩৩৪॥

ততো যদ্বৃত্তং ভবিতা তদ্বর্ণয়তি—তত ইত্যাদিগদ্যেন। সাশ্চর্য্যং যথাস্যাৎ তথা স্বং পর্য্য-বলোকমানেষু তেষু সভাস্থেষু। দেবীবচনং বর্ণয়তি—কথমিত্যাদিনা। ইহ দ্বিরূপপ্রতীতৌ পূর্ব্বতো বিবাহকালারম্ভে এতা উভয়বিধা দ্বিরূপা বভূবুরতোঽপূর্ব্বতয়া ন মন্তব্যাঃ। তত্র পূর্ব্বাসাং নিত্যকৃষ্ণপ্রেয়সীনাং সজাতীয়া স্তুল্যাকারা দ্বিতীয়া হি যোগমায়া, যা আদেশেন গর্গ-বিঘ্নং গর্গকৃতনিষেধরূপং বিঘ্নং নিঘ্নত্যা প্রনষ্টং কুর্ব্বন্ত্যা ময়া একানংশাখ্যয়া নির্ম্মিতাঃ।

তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। এই ভাবেই দেবী সত্বর আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি অবতীর্ণ হইবামাত্র পৌর্ণমাসী, ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণ, এবং কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম এবং অপরাপর ভূতলবাসী লোক তাঁহাকে প্রণামাদি পূজাকার্য্য সম্পাদন করিবেন। তিনি দেবী, সুতরাং ভূতলস্থিত না হইলেও যথাযোগ্য প্রণামাদি কার্য্য, আকাশ হইতেই স্বয়ং গ্রহণ করিবেন॥ ৩৩৪॥

অনন্তর সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিগণ আশ্চর্য্যের সহিত তাঁহাকে অবলোকন করিলে, দেবী বলিতে থাকিবেন। কেনই বা তোমরা এই বিষয়ে সন্দেহ করিতেছ? পূর্ব্বেই বিবাহের প্রারম্ভে এই সকল নারী দ্বিরূপা হইয়াছিল। অতএব তোমরা ইহা অপূর্ব্ব (আশ্চর্য্য) বলিয়া বিবেচনা করিও না। তাহার মধ্যে যাহারা নিত্য কৃষ্ণপ্রেয়সী তাহাদিগের তুল্যাকৃতি দ্বিতীয় মূর্ত্তি, যোগমায়ার আজ্ঞানুসারে গর্গ-মুনির বিঘ্ন করিয়া, আমিই মায়াদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। তাহার দৃষ্টান্ত

যোগমায়াজ্ঞয়া গর্গবিম্বং নিম্নত্যা মায়য়া ময়া নির্ম্মিতাঃ।
সংজ্ঞায়াশ্ছায়াবৎ রত্যাস্তন্মায়াকল্পিতাবচ্চ ॥ ৩৩৫ ॥

তাশ্চেমা গৃহগৃহাৎ সঙ্গৃহ্লামীতি তথাহ্নায় সাপহ্নবং কুলবধূ-মধ্যে বিধায় পুনর্ব্বক্ষ্যতি—লক্ষ্যতাং কুলপালিকাভিরুভয়-বিলক্ষণতা। যৎ পরমলক্ষ্মীলক্ষ্মাণি প্রাগাগতানামেব লক্ষ্যন্তে নার্ব্বাগাগতানাং। তথা মণিতত্ত্বদৃশামিব তাদৃশাং দৃষ্টিভিরেব নেত্রানন্দক-সৌন্দর্য্যবিশেষবৃষ্টিস্তাভ্য এব লভ্যা ন ত্বন্যাসাং। ন চ পুনরাভ্যশ্চাকৃচিক্যচিক্কণকাচতুল্যাভ্যঃ ॥ ৩৩৬ ॥

"বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ। আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতী"তি ক্ষীরোদশায়িবাক্যাৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ সংজ্ঞায়াঃ সূর্য্যপত্ন্যা শ্ছায়ামূর্ত্তিবৎ। রত্যাঃ কামপত্ন্যা স্তন্মায়াকল্পিতাবৎ যা শম্বরগৃহে প্রকটস্থিতা তদ্বৎ ॥ ৩৩৫ ॥

অতো ময়া তাঃ পৃথক্ ক্রিয়ন্তে ইত্যাহ তাশ্চেমা ইত্যাদিগদ্যেন। গৃহগৃহাৎ প্রতিগৃহাৎ অহ্নায় ঝটিতি সাপহ্নবং গোপনেন সহ যথাস্যা স্তথা কুলবধূনাং মধ্যে নিধায়। কুলপালি-কাভি র্মহিলাভিরুভয়বিলক্ষণতা ভিন্নতা লক্ষ্যতাং। বৈলক্ষণ্যং নির্দ্দিশতি যদিতি। পরমলক্ষ্মীণাং লক্ষ্মাণি চিহ্নানি প্রাক অগ্রে আগতানাং বিম্বরূপাণামেব লক্ষ্যন্তে ন অর্ব্বাগ্‌গতানাং মায়া-কল্পিতানাং। তথা মণয়ো হীরকাদয় স্তেষাং যথার্থং পশ্যন্তি যে তেষামিব পরীক্ষকাণাং দৃষ্টিভি-রেব নেত্রানন্দকাদিবৃষ্টি স্তাভ্যঃ প্রাগাগতাভ্য এব লভ্যা নতু অন্যাসাং অপরীক্ষকাণাং নচ পুনঃ চাক্‌চিক্যচিক্কণকাচতুল্যাভ্য আভ্যঃ মায়াকল্পিতাভ্যঃ ॥ ৩৩৬ ॥

এই, সূর্য্য পত্নী সংজ্ঞার যেরূপ ছায়ামূর্ত্তি হইয়াছিল, এবং কামপত্নী রতিদেবীর শম্বর গৃহে যেরূপ মায়া-কল্পিত মূর্ত্তি স্পষ্টই বিদ্যমান ছিল; এই স্থানেও সেইরূপ জানিবে ॥ ৩৩৫ ॥

এবং "সেই সকল নারীদিগকে আমি প্রত্যেক গৃহ হইতে গ্রহণ করিব।" এই-রূপে তিনি শীঘ্র গোপন পূর্ব্বক কুলবধূদিগের মধ্যে রাখিয়া পুনর্ব্বার বলিবেন। কুলপালিকা মহিলাগণ উভয়বিধ অভিন্নতা লক্ষ্য করুন। কারণ, যাহারা পূর্ব্বে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই মহালক্ষ্মীর চিহ্ন সকল লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু যাহারা পরে আসিয়াছে, ঐ মায়া-কল্পিত রমণীদিগের মহালক্ষ্মীর চিহ্ন দেখা যায় না। দেখ, যাহারা হীরকাদি মণির তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা তাহা দেখিবামাত্রই

কৃষ্ণ উবাচ—ততস্ততঃ ? ॥

ঋষিরুবাচ—অথ সর্ব্বাভিস্তথা তদাশ্চর্য্যং সাক্ষাৎকার্য্যমাণমবধার্য্য তদার্য্যাণাং সমজ্যায়াং নিবেদয়িষ্যতে। হন্ত! যথাবদেব দেবী বদতীতি। ততঃ শ্রীব্রজরাজ-বচনং—তহ্যধুনা কিং বিধেয়ম্ ? ॥ ৩৩৭ ॥

দেবী বক্ষ্যতি ;—ভোজনে নির্ব্বৃত্তে মন্নির্ব্বর্ত্তিতাঃ স্বস্বপতিগৃহমনুবর্ত্তন্তাম্। পরাস্তু কৃষ্ণমাত্রপতিসম্মতিপরায়ণাঃ স্বস্ব

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—ততস্ততঃ। ঋষিরুবাচ। ততো যদ্বৃত্তং ভবিষ্যতি তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। তথা তদ্রূপেণ সাক্ষাৎ কার্য্যমাণং সাক্ষাৎ প্রতীয়মানং অবধার্য্য নিরীক্ষ্য সমজ্যায়াং সভায়াং আর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠানাং সম্বন্ধে তদাশ্চর্য্যং নিবেদয়িষ্যতে হন্ত হর্ষে যথাবদেব সত্যমেবেয়ং বদতীতি ॥ ৩৩৭ ॥

তত আশ্চর্য্যরূপাদিশ্রবণানন্তরং। তর্হি এবঞ্চেৎ সংপ্রতি কিং কর্ত্তব্যং। ততো দেবীবাক্যং বর্ণয়তি—ভোজনে নির্ব্বৃত্তে সমাহিতে সতি মায়াকল্পিতাঃ মন্নির্ব্বর্ত্তিতাঃ ময়া সং

তাহার আনন্দপ্রদ সৌন্দর্য্য অবগত হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের নেত্রে যেমন সেই দর্শনজনিত আনন্দ বৃষ্টি হইতে থাকে সেইরূপ হীরকতুল্য প্রকৃত রাধিকাদিগকে দেখিলেই তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায় এবং চক্ষে আনন্দধারা বর্ষিত হইতে থাকে। কিন্তু অন্যান্য অকুলপালিকা নারীদিগকে দেখিলে সেরূপ হইতেই পারে না, যেমন চাকচিক্যশালী চিক্কণকাচে দেখিলে তাহা পরীক্ষকের নিকট সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া নেত্রানন্দ প্রদান করিতে পারে না। সেইরূপ কাচতুল্য মায়া-কল্পিত নারীদিগের নিকট হইতে নেত্রানন্দদায়ক সৌন্দর্য্য বৃষ্টি, লাভ হইতে পারে না ॥ ৩৩৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর, তারপর। দেবর্ষি বলিলেন, তাহারপর সমস্ত রমণী, ঐরূপে সেই আশ্চর্য্যরূপে প্রত্যক্ষভাবে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া সভাস্থলে আর্য্য ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে নিবেদন করিবেন, আহা ? ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। ইনি যাহা বলিতেছেন, তৎসমুদয়ই সত্য। তাহার পর শ্রীব্রজরাজ বলিবেন, তাহা হইলে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৩৭ ॥

দেবী: বলিবেন, ভোজনকার্য্য সমাপ্ত হইলে, মায়াকল্পিত রমণীগণ, আমা-

পিতৃগৃহং। ময়া তু যমুনাতটেঽভীষ্টপ্রশস্তালয়ে (ক) স্থাস্যতে যদা যদা মাতৃচরণৈরাজ্ঞাপ্যতে তথা তদা ব্যবহর্ত্তব্যম্ ॥ ৩৩৮ ॥

কৃষ্ণ উবাচ—ততস্ততঃ ? ॥

ঋষিরুবাচ—তদেবমাপ্রচ্ছনপূর্ব্বকমাপৃচ্ছ্য প্রচ্ছন্নায়াং দেব্যাং সর্ব্বেষু বল্লববলয়েষু প্রচ্ছন্নেষু বর্ণানাং বরবর্ণিনীভির্ব্বর্ণ্যমানং তদাকর্ণ্য ভবৎপতিব্রতাস্তু তৎক্ষণাদেব জূর্ত্তিপরিত্যক্তমূর্ত্তিকা ব্যক্তনিজকান্তিস্ফূর্ত্তিকাশ্চ ভবিষ্যন্তি ॥ ৩৩৯ ॥

প্রেরিতাঃ অনুবর্ত্তন্তাং তত্র তিষ্ঠন্তু পরাঃ স্বরূপভূতাস্তু কৃষ্ণমাত্রসম্মতিপরায়ণাঃ কৃষ্ণ এব পতিঃ কৃষ্ণপতি স্তদর্থে মাত্রট্প্রত্যয়ঃ। তস্মিন্ যা সম্মতিস্তত্র নিপুণাঃ স্ব-স্ব-পিতৃগৃহমনুর্ত্তন্তাং ময়াতু যমুনাতটে ইষ্টো যঃ প্রশস্তালয়ো রম্যগৃহং তত্র স্থাস্যতে ভাবে প্রত্যয়ঃ। যদা যথেতি পাঠঃ ব্যবহর্ত্তব্যমাচরণীয়ং ॥ ৩৩৮ ॥

কৃষ্ণ উবাচ—তত স্ততঃ। ঋষিরুবাচ। তত এবং ভবিষ্যতি নিশাময়েত্যাহ তদেবমিত্যাদিগদোন আপ্রচ্ছন্নপূর্ব্বকং দ্বে আনন্দনসভাজনে আপ্রচ্ছন্নমিত্যমরাৎ সভাজনপূর্ব্বকং যথাস্যাত্তথা আপৃচ্ছ্য আজ্ঞাপ্য প্রচ্ছন্নায়াং অন্তর্হিতায়াং দেব্যাং সত্যাং বল্লববলয়েষু গোপসমূহেষু প্রচ্ছন্নেষু পরমসুখিতেষু বর্ণানাং বরবর্ণিনীভিঃ ব্রাহ্মণরমণীভির্ব্বর্ণ্যমানং তৎ আকর্ণ্য শ্রুত্বা তৎক্ষণাৎ সদ্য এব জূর্ত্তিপরিত্যক্তমূর্ত্তিকা জরারহিততনুকা ব্যক্তনিজকান্তিস্ফূর্ত্তিকা ব্যক্তা প্রকাশিতা নিজকান্তীনাং শোভানাং স্ফূর্ত্তির্দীপ্তির্যাসাং তাশ্চ ভবিষ্যন্তি ॥ ৩৩৯ ॥

কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্ব স্ব পতির অনুসরণ করুক। আর যাহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি-তুল্য এবং একমাত্র কৃষ্ণকেই যাহারা সুচারুরূপে পতি বলিয়া বিবেচনা করে; তাহারা পিত্রালয়েই অবস্থান করুক। আর আমিও যমুনাতটে অভীষ্ট ও প্রশস্ত আলয়ে অবস্থান করিয়া থাকিব। পূজ্যপাদ জননী যখন যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তখনই সেইরূপ কার্য্য করা যাইবে ॥ ৩৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর, তারপর। দেবর্ষি বলিলেন আনন্দের সহিত এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তদীয় আজ্ঞানুসারে দেবী অন্তর্হিত হইলেন। সমস্ত গোপসমূহ পরম আহ্লাদিত হইল। ব্রাহ্মণপত্নীদিগের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া,

(ক) যমুনাতটে দৃষ্টহস্তালয়ে। ইতি গৌরবৃন্দাবন পুস্তকপাঠঃ।

তথা হি ;—

রাহুগ্রাসাদিব শশিকলা বারিদাদৃক্ষমালা
বর্ষাধর্ষাৎ পুলিনরুচয়ঃ স্পর্শনাদ্দীপলক্ষ্ম্যঃ ।
নিষ্ক্রম্যামূঃ পরপরিভবাত্তৎক্ষণং বিন্দমানাঃ
কান্তিং স্বীয়াং নয়নকদনং মোচয়েয়ুর্জনানাম্ ॥ ৩৪০ ॥

তত্র চ ;—

তারাসু চন্দ্রবলয়স্য কলাঃ কলাসু
তস্যাতিচারু দয়তে স্ফুরণং যথা শ্রীঃ ।
গোপাঙ্গনাহ্বয়রমাসু বিশাখিকাদি-
সখ্যঃ সখীষু চ তথা বৃষভানুপুত্রী ॥ ৩৪১ ॥

তৎ স্তাসাং সদৃষ্টান্তং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—তথাহি—রাহুগ্রাসাদিবেতিপদ্যেন। যথা রাহুগ্রাসাৎ শশিকলা চন্দ্রাংশঃ নিষ্ক্রামতি, যথা বারিদান্মেঘাৎ ঋক্ষমালা নক্ষত্রশ্রেণী, যথা বর্ষাধর্ষাৎ বর্ষানাশাৎ পুলিনস্য রুচয়ঃ শোভাঃ স্পর্শনাৎ তৃণাদিনা উদ্দীপনাৎ দীপশোভাঃ পুলিনরুচয়োঽস্পর্শনাদিতি পাঠে বায়ুস্পর্শভাবাৎ তথা অমূঃ শ্রীরাধাদ্যাঃ পরপরিভবাৎ পতিম্মন্যাদিকৃতপরিভবাৎ তৎক্ষণং স্বীয়াং কান্তিং বিন্দমানা লভমানাঃ জনানাং অনুরাগিণাং নয়নয়োঃ কদনং বিকলত্বাং যদ্বা পাপজদুর্দৃষ্টিং মোচয়েয়ুঃ খণ্ডনং কুর্য্যুঃ ॥ ৩৪০ ॥

তত্রাপি শ্রীরাধায়া বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—তত্রচ তারাসু চেতিপদ্যেন। যথা চন্দ্রবলয়স্য চন্দ্রমণ্ডলস্য কলাঃ তারাসু স্ফুরণং দধতে। অত্র ধাঞ্ ধাতোরন্তে রূপং। তস্য চন্দ্রবলয়স্য শ্রীঃ

তোমার পতিব্রতা রমণীগণ. তৎক্ষণাৎ জরাবিরহিত দেহ ধারণ করিলে, তাহাদের শোভাসমূহের দীপ্তি প্রকাশিত হইবে ॥ ৩৩৯ ॥

দেখ রাহুগ্রাস হইতে চন্দ্রকলা যেরূপ নিষ্ক্রান্ত হয়, মেঘ হইতে নক্ষত্রমালা যেরূপ নির্গত হয় ; বর্ষার নাশ হইলে পুলিনের যেরূপ শোভা বৃদ্ধি হয় ; এবং তৃণাদির উদ্দীপনে দীপশোভা যেরূপ পরিবর্দ্ধিত হয় , সেইরূপ ঐ সকল রাধিকা প্রভৃতি রমণীগণ, পতিত্বাভিমানী পরপুরুষগণের অভিভব হইতে নির্গত হইয়া এবং তদ্দণ্ডে স্বকীয় শোভা লাভ করিয়া, জনগণের নয়নদ্বয়ের কষ্ট মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪০ ॥

তন্মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলের কলাসমূহ যেরূপ তারকাপুঞ্জে বেষ্টিত হইয়া স্ফূর্ত্তি

কৃষ্ণ উবাচ ;—ততস্ততঃ ? ॥

ঋষিরুবাচ—ততো দেব্যাদেশবেশবশা যথাযথং তে বিহিতবন্ত এব। তথাপি বিধিং বিনা ন সংগ্রাহ্যাস্তা ইতি শ্রীব্রজরাজাদিভির্বিহিতে চ তস্মিন্ বিবাহবিচারে ভবাংস্ত্বগ্রজস্য বিবাহার্থমাগৃহ্য তং তদর্থরক্ষিতকৌমারা দ্বারকাত আগত্য কদাচিত্তেন প্রসাদীকৃতস্ববিহারাঃ। কাশ্চিন্নিত্যকিশোরিকা বিধিনা চ বিবাহ্য নৈরপেক্ষ্যমিবাবগাহ্য বিগতপূর্ব্বাশঙ্কঃ পরম-ললিত-মাধবসময়মালম্ব্যালঙ্কৃতপূর্ণমনোরথাঙ্কঃ শ্রীব্রজরাজ গৃহিণী

শোভা কলাসু অতিচারু রম্যং স্ফুরণং দধতে। অত্র দধধাতো স্তেরূপং। তথা গোপাঙ্গনাহ্বয়রমাসু গোপী নাম-লক্ষ্মীষু বিশাখিকাদিসখ্যঃ স্ফুরণং দধতে তাসু সখীষু চ। বৃষভানুপুত্রী শ্রীরাধা ॥ ৩৪১ ॥

কৃষ্ণ উবাচ ততস্ততঃ। ঋষিরুবাচ—ততো দেব্যা একানংশায়া আদেশবেশবশা আদেশে যো বেশ প্রবেশস্তস্য বশ ইচ্ছা যেষাং তে যথাযথং বিহিতবন্ত এব। বিধিং বিনা তা রাধাদ্যা ন সংগ্রাহ্যা ইতি বিবাহবিচারে বিহিতে ভবাংস্তু অগ্রজস্য শ্রীরামস্য বিবাহার্থং তং আগৃহ্য আগ্রহং কৃত্বা তদর্থরক্ষিতকৌমারাঃ রামার্থং রক্ষিতং যৌবনং যাভি স্তাঃ দ্বারকাতঃ আগত্য তেন রামেণ কদাচিৎ প্রসাদীকৃতস্ববিহারাঃ প্রসাদীকৃতঃ স্ববিহারো যাসু তাঃ কাশ্চিন্নিত্যকিশোরিকা নিত্যকৈশোরা বিধিনা চ পূর্ব্বং গান্ধর্ব্বেণ তদাতু বিধিনাচ বিবাহ্য বিবাহং কারয়িত্বা নৈরপেক্ষ্যমিবাবগাহ্য সমাশ্রিত্য বিগতপূর্ব্বাশঙ্কঃ বিগতা পূর্ব্বাশঙ্কা পরদারা-

পাইয়া থাকে, এবং সেই চন্দ্রমণ্ডলের শোভা, কলাসমূহে অতিশয় রমণীয় স্ফূর্ত্তি ধারণ করে, সেইরূপ গোপীনায়ক শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্মীতে (শোভাতে) বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ স্ফূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল, এবং সেই সকল সখীতে বৃষভানু-নন্দিনী অধিকরূপে স্ফূর্ত্তি ধারণ করিলেন ॥ ৩৪১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর, তারপর। দেবর্ষি বলিলেন, তাহার পর তাহারা সকলেই দেবীর আদেশে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া যথাযোগ্য বিধান করিয়াছিল। "তথাপি বিধি ব্যতীত তাহারা কথনও গ্রাহ্য নহে" এইরূপে ব্রজরাজ প্রভৃতি সকলেই বিবাহ সম্বন্ধে বিচার করিলে পর, তুমি জ্যেষ্ঠ বলরামের বিবাহের জন্য আগ্রহ করিবে। যাহারা বলরামের জন্য যৌবন রাখিয়াছিল, দ্বারকা হইতে আগমন করিয়া বলরাম কদাচিৎ যাহাদিগের সহিত স্বকীয় বিহারকার্য্য সম্পন্ন

মুহুরাগ্রহগৃহীততয়া শনৈরেব স্ববিবাহমঙ্গীকারসঙ্গিনং করিষ্যতি ॥ ৩৪২ ॥

তত্র বহুলমহসা শ্রীরামবিবহনে জাতে তং জাতং সমাসতঃ সমাসাং সমমেব ত্বৎকৃতবিবাহমেবং বর্ণয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪৩ ॥

ইমা ইতি আশঙ্কা যস্য সঃ। পরমললিতমাধবস্য সময়ং নির্ণয়ং আলক্ষ্য বিবিচ্য অলঙ্কৃতপূর্ণমনোরথাঙ্কঃ অলঙ্কৃতঃ পূর্ণমনোরথস্য অঙ্কো গতির্যত্র সঃ শ্রীব্রজরাজগৃহিণী মুহুরাগ্রহগৃহীততয়া ভবজ্জনন্যামুহু য আগ্রহ স্তেন গৃহীততয়া শনৈঃ কালবিলম্বেনৈব স্ববিবাহং অঙ্গীকারেণ স্বীকারেণ সঙ্গিনং করিষ্যতি ॥ ৩৪২ ॥

ততো বিবাহমপি সম্পাদয়িষ্যতীত্যাহ তত্রেত্যাদিগদ্যেন। বহুলমহসা মহোৎসবেন রামস্য বিবহনে জাতে সতি সমাসাং সর্ব্বাসাং সমমেকদা ত্বৎকৃতবিবাহং সমাসতঃ সংক্ষেপতো বিজ্ঞা এবং বর্ণয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪৩ ॥

করিয়াছিলেন (ক) এবং যাহারা নিত্য নবকিশোরী, এইরূপ রমণীদিগকে গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে বলরামের বিবাহ সম্পাদন করিয়া যেন ঔদাসীন্য অবলম্বন পূর্ব্বক 'ইহারা পরদার' তোমার এইরূপ আশঙ্কা নিবৃত্তি হইবে। পরে পরম সুললিত বসন্তকাল লক্ষ্য করিয়া পূর্ণমনোরথের গতি অলঙ্কৃত করিবে, অবশেষে তোমার জননীর আগ্রহে নিপতিত হওয়াতে, ক্রমে কাল বিলম্বে নিজের বিবাহ অঙ্গীকার করাই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে ॥ ৩৪২ ॥

তন্মধ্যে মহোৎসব সহকারে রমণীগণের সঙ্গে রামের বিবাহ সংক্ষেপে সম্পন্ন হইলে, তোমার অনুষ্ঠিত বিবাহ সম্বন্ধে বিজ্ঞগণ এইরূপে বর্ণনা করিবেন ॥ ৩৪৩ ॥

(ক) "দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেবচ।
রামঃ ক্ষপাসু বিহরন্ গোপীনাং প্রীতিমাবহন্ ॥"

ইত্যাদি ভাগবতীয়কথাত্র অনুসন্ধেয়া।

গোধুঙ্ন্যর্ব্বুদগেহগেহবলবদ্বাদ্যানবদ্যধ্বনি-
প্রোল্লাসিব্রজমণ্ডলে দিবিষদাং বাদিত্রচিত্রে মহে।
আদানপ্রতিদানদানবচনোদারৈঃ সদারৈর্নরৈ- (জনৈঃ)
নির্ব্ব্যূঢ়া মুরজিদ্বিবাহপটলী জ্ঞাতা ন তদ্ভিদা ॥ ৩৪৪ ॥

তদেবমঙ্গীকারেণেবচ।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমি"তি ভবতঃ সমাধিঃ সমাধায়েত ॥ ৩৪৫ ॥

তত্ত্ গোধুঙ্ন্যর্ব্বুদেত্যাদিপদ্যেন নির্দ্দিশতি। মুরজিদ্বিবাহপটলী কৃষ্ণবিবাহসমূহঃ সদারৈঃ সপত্নীকৈর্জনৈ নির্ব্যূঢ়া সাধিতা, তৈঃ কিম্ভূতৈঃ আদানেতি আদানং গ্রহণং প্রতিদানং পরিবর্ত্তঃ, দানং স্বস্বত্বত্যাগঃ বচনং বিনয়বাক্যং এতৈরুদারৈর্মহদ্ভিঃ। কুত্র গোধুগিতি গোপানাং ন্যর্ব্বুদগেহেষু বলবদ্বাদ্যানাং যোহনবদ্যো রম্যো ধ্বনি স্তেন প্রোল্লাসি সমৃদ্ধঞ্চ তদ্ব্রজ-মণ্ডলং চেতি তস্মিন্ তত্রাপি দিবিষদাং দেবানাং বাদিত্রাচিত্রে মহে উৎসবে। সা নির্ব্যূঢ়া ন তদ্ভিদা তস্যা বিশেষঃ ন জ্ঞাতা ॥ ৩৪৪ ॥

তচ্চ বিবহনং সম্যুচিতমেবেতি সযুক্তিকং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। ভবতঃ সমাধিঃ প্রতিজ্ঞা সমাধীয়েত সমাহিতা স্যাৎ ॥ ৩৪৫ ॥

গোপদিগের অর্ব্বুদ সংখ্যক প্রত্যেক গৃহে বলবৎ বাদ্যের মধুর ধ্বনি সহকারে বিরাজিত ব্রজমণ্ডলে এবং স্বর্গবাসী দেবতাগণের বাদ্যদ্বারা বিচিত্র উৎসবে, আদান, পরিবর্ত্ত, স্বত্বত্যাগ এবং বিনয় বাক্যদ্বারা মহত্ত্ব-সম্পন্না নারীগণের সহিত মুরারির বিবাহকার্য্য লোকসমূহদ্বারা সাধিত হইয়াছিল। তাহার বিশেষ অবস্থা কেহই জানিতে পারে নাই ॥ ৩৪৪ ॥

"যে সকল ব্যক্তি যে প্রকারে আমাকে প্রপন্ন হইয়া থাকে, আমি সেইরূপ ভাবে অর্থাৎ তাহাদিগের তদনুগত ফলদান করিয়াই তাহাদিগকে সেবা করিয়া থাকি।" এইরূপ স্বীকার বাক্য দ্বারাই তোমার প্রতিজ্ঞা সমাহিত হইতে পারে ॥ ৩৪৫ ॥

অত্র যে যথেতি যে (ক) যদিচ্ছয়েত্যেবমেব বিবক্ষিতম্।

যতশ্চ সাধারণজনমন্বনুরাগলঙ্ঘিতলোকধর্ম্মমর্য্যাদাসঙ্ঘানামঙ্গনান্তরাণামপ্যন্তর্বৃত্তিস্তত্তদ্গৃহিণীপদস্পৃহিণী দৃশ্যতে। কিমুত ভবন্তমনু সন্ততপ্রিয়াণাং মায়াময়াত্যয়াদেব লব্ধান্যথাভাবপ্রায়াণাং।

"গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।"

ভুঙ্‌ক্তে ইতি তদ্বাক্য-ব্যক্ত-তাদৃশাভিপ্রায়াণাং স্বতস্তাদৃশাভি-

প্রতিজ্ঞাবাক্যস্য তাৎপর্য্যং বর্ণয়তি—অত্রেত্যাদিগদ্যেন। যে যৎ ইচ্ছন্তি এবমেব তাৎপর্য্যং। তত্র হেতু যতশ্চেত্যাদি। সাধরণজনমনু লক্ষীকৃত্য অনুরাগেণ লঙ্ঘিতা লোকধর্ম্মমর্য্যাদানাং সংঘাঃ সমূহা যাভিস্তাসাং অঙ্গনান্তরাণাং নায়িকাভেদানামপি অন্তর্বৃত্তিশ্চিত্তবৃত্তি স্তত্তদগৃহিণীপদস্পৃহিণী অনুরাগবিষয়াণাং তেষাং তেষাং গৃহিণীস্বরূপং স্পৃহয়িতুং শীলমস্যাঃ সা, দৃশ্যতে কিমুত ভবন্তমনু লক্ষীকৃত্য সন্ততপ্রিয়াণাং নিত্যপ্রিয়াণাং মায়াময়াত্যয়াৎ মায়ৈব আময়ো রোগ স্তস্যাত্যয়াদতিক্রমাৎ,মায়াময়াময়াত্যয়াদিতি পাঠে মায়াময়ো মায়াবিকারো যো রোগঃ পরকীয়া

এই স্থানে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি যে প্রকারে আমার প্রপন্ন হয় অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি যাহা ইচ্ছা করে, এইরূপ অর্থই অভিপ্রেত বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। কারণ, সাধারণ জনকে লক্ষ্য করিয়া অনুরাগদ্বারা যাহাদের লোক এবং ধর্ম্মমর্য্যাদা সকল অতীত হইয়াছে, এইরূপ বিশিষ্ট নায়িকাদিগেরও চিত্তবৃত্তিকে তত্তৎ অনুরক্ত ব্যক্তিদিগের গৃহিণীপদ ইচ্ছা করিতে দেখা যায়। অতএব যাহারা তোমার নিত্য সিদ্ধ প্রেয়সী, এবং যাহারা মায়ারূপ রোগ অতিক্রম করিয়া তোমার স্বীয় পত্নীভাবের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে; তাহাদের চিত্তবৃত্তি যে তোমাকে লক্ষ্য করিয়া তোমার গৃহিণীপদ ইচ্ছা করিবে; এই সম্বন্ধে আর কি বলিব।

হে গোপীগণ? এই বেণু কিরূপ শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে। যে

(ক) যদিচ্ছন্ত্যেবমেব ইতি মাগুপাঠঃ।

প্রায়ত্বে সত্যপি ভ্রমরগীতায়া“মপি বত ! মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রো-হধুনাস্তে” ইত্যাদৌ ভুজমগুরুসুগন্ধং “মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদান্বি”ত্যনেন তদীয়ং প্রকটং তথা স্বীকারং প্রার্থয়মানানাং ভবদ্গৃহিণীভাবস্পৃহাবৃংহণমিতি স্থিতে তথৈব তদ্ যোজয়িতুং শক্যত ইতি। সর্ব্বেষামস্মাকং ধৈর্য্যপর্য্যাপণমেবমেব ভবতাচরিষ্যতে ॥ ৩৪৬—৩৪৭ ॥

ভাবস্তস্যাত্যয়াৎ লব্ধান্যথাভাবপ্রায়াণাং লব্ধং অন্যথাভাবস্য স্বীয়াভাবস্য প্রায়ং তুল্যত্বং বাহুল্যং বা যাসাং গোপ্য ইত্যাদি তাসাং বাক্যেন ব্যক্ত স্তাদৃশাভিপ্রায়ো যাসাং তাসাং স্বত স্তাদৃশাভিপ্রায়ত্বে গৃহিণীভাবাভিপ্রায়ত্বে তথা স্বীকারং পত্নীত্বভাবোচিতং মূর্দ্ধ্নি ভুজধারণং প্রার্থয়মানানাং তাসাং ভবদ্গৃহিণীভাবস্পৃহায়া বৃংহণং বৃদ্ধিঃ স্যাদিতি স্থিতে তথৈব প্রার্থনা-প্রকারেণৈব তৎ গৃহিণীভাবত্বং যোজয়িতুং শক্যতে ইতি ॥

অধুনা স্বাভীষ্টমপি নিবেদয়তি—সর্ব্বেষামিত্যাদিগদ্যেন। ধৈর্য্যপর্য্যাপণং ধৈর্য্যস্য তৃপ্তিমেব ভবতা আচরিষ্যতে ॥ ৩৪৬—৩৪৭ ॥

হেতু এই বেণু শ্রীকৃষ্ণেরও অধর সুধা পান করিতেছে। গোপীদিগের এইরূপ বাক্যদ্বারা তাদৃশ অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপে স্বতই গৃহিণীভাবের অভিপ্রায় বিদ্যমান থাকিলেও, ভ্রমরগীতায়, “হায় ? অধুনা আর্য্যপুত্র মথুরায় আছেন” ইত্যাদি স্থলে, “আহা ? কবে তিনি অগুরু-চন্দন-চর্চ্চিত বাহু, মস্তকে অর্পণ করিবেন।” ইহা দ্বারা প্রকাশ্যে তাহারা পত্নীভাবের সমুচিত স্বীকার প্রার্থনা করিয়াছিল। এইরূপে তাহাদিগের তোমার গৃহিণীপদের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরূপ ঘটিলে প্রার্থনাপ্রকারেই সেই গৃহিণীপদ সংযোজন করিতে পারা যাইবে ॥ ৩৪৬ ॥

তুমিও আমাদের সকলেরই ধৈর্য্যের তৃপ্তি সাধন করিবে ॥ ৩৪৭ ॥

যতঃ ;—

গতানামুৎপত্ত্যা ত্বয়ি রতিমপি ত্বদ্বিরহনা-
ন্নিরস্তানাং ত্বৎপ্রাপ্ত্যভিলষিতসংন্যস্তজগতাম্।
অমূষামুৎকণ্ঠা যদি হতফলা তর্হি বলতাং
কথম্বা বিশ্বাসস্ত্বয়ি মুরহরাস্মাকমভিতঃ ॥ ৩৪৮ ॥

তদেতদবধায় মধুকণ্ঠেনামুক্তকণ্ঠমনুসন্ধীয়তে স্ম। অহো! তদেতৎপর্য্যন্তং ফলমাগতায়া ভগবল্লীলালতায়া মাধুর্য্য-প্রসবিতা (প্রসারিতা) ॥ ৩৪৯ ॥

তত্র হেতুং নির্দ্দিশতি—যতঃ গতানামিতিপদ্যেন। উৎপত্ত্যা স্বজন্মনা ত্বয়ি রতিমপি গতানাং প্রাপ্তানাং তথাপি ত্বদ্বিরহনাৎ ত্বয়া সহ উদ্বাহান্নিরস্তানাং এবমপি ত্বৎপ্রাপ্ত্যভিলষিতসংন্যস্ত-জগতাং ত্বৎপ্রাপ্তৌ যদভিলষিতমভিলাষ স্তেন সংন্যস্তং সম্যক্ ত্যক্তং জগদ্যাভি স্তাসাং অমূষামুৎকণ্ঠা যদি হতফলা বিফলা স্যাত্তর্হি তদা হে মুরহর! অস্মাকং ত্বয়ি বিশ্বাসোঽভিতঃ কথম্বা বলতাং সঞ্চরতি ॥ ৩৪৮ ॥

ততো যদ্বৃত্তং ভবিষ্যতি তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিত্যাদিগদ্যেন। আমুক্তকণ্ঠং বদ্ধকণ্ঠং যথাস্যা ত্তথা অনুসন্ধীয়তে স্ম অনুসন্ধানং চক্রে। অহো মাধুর্য্যপ্রসারিতা মাধুর্য্যং প্রসারয়িতুং বিস্তারয়িতুং শীলমস্যা স্তত্তা ॥ ৩৪৯ ॥

হে কৃষ্ণ! নিজের উৎপত্তিদ্বারা যাহারা তোমার উপরে প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি তোমার বিরহে তোমার সহিত যাহারা বিবাহ হইতে নিরাকৃত হইয়াছে, এবং তোমাকে পাইবার জন্য অভিলাষ করিয়া যাহারা সম্যক্ রূপে সমস্ত জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছে; এইরূপ রমণীদিগের উৎকণ্ঠা যদি বিফল হয়; তাহা হইলে তোমার উপরে আমাদের বিশ্বাস কিরূপেই বা সম্যক্‌রূপে অবস্থিতি করিতে পারিবে ॥ ৩৪৮।

এইরূপ স্থির করিয়া মধুকণ্ঠ বদ্ধকণ্ঠ হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আহা! এই পর্য্যন্ত ফলপ্রাপ্ত, ভগবানের লীলারূপ লতার মাধুরী বিস্তার হইয়াছে ॥ ৩৪৯ ॥

তথাহি ;—

প্রাগ্ দূন (ক) প্রিয়তা ততো গুরুজনধ্বস্তপ্রযত্নাত্মতা
তৎপশ্চাচ্ছ্রুতিলোকলঙ্ঘিরভসাদ্‌গুপ্তা প্রিয়াঙ্গীকৃতিঃ।
তস্মাদ্‌দূরমহাবিয়োগচিরতা তৎপ্রান্তমুদ্বাহতঃ
প্রাপ্তঞ্চেন্মিথুনং মিথো হরিরমারূপং সুখং কিং পরম্‌॥
ইতি ॥ ৩৫০ ॥

অথ প্রকৃত-তৎকর্ত্তৃক-কথা ;—॥ ৩৫১ ॥

তাং বর্ণয়তি—প্রাগ্‌দূনেতিপদ্যেন। প্রাগ্‌দূনপ্রিয়তা প্রাক্ উপতাপযুক্তপ্রিয়তা পূর্ব্বরাগঃ ততঃ গুরুজনৈঃ শ্বশ্রূশ্মন্যাদিভিঃ ধ্বস্তঃ প্রযত্নো যত্র এবম্ভূত আত্মা যাসাং তত্তা। শ্রুতিলোকলঙ্ঘিরভসাৎ বেদলোকৌ লঙ্ঘিতুং অঙ্গীকর্ত্তুমাচরো যত্র তস্য রভসাদ্বলাৎ গুপ্তা আচ্ছন্না প্রিয়াঙ্গীকৃতিঃ কৃষ্ণস্যাঙ্গীকারঃ। তস্মাত্তদনন্তরং দূরমহাবিয়োগচিরতা দূরে মথুরাদিস্থে কৃষ্ণে মহাবিয়োগস্য চিরতা চিরকালবর্ত্তিতা তৎপ্রান্তং তত্তাদৃশবিরহানন্তরং যথাস্যাত্তথা চেদ্‌যদি মিথো হরিরমারূপং মিথুনং উদ্বাহতঃ বিবাহদ্বারা প্রাপ্তং তদা কিং পরং সুখমস্তি ততোঽধিকং কিঞ্চিদপি নাস্তি ॥ ৩৫০ ॥

ততো মধুকণ্ঠঃ প্রকৃতকথাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেত্যাদিগদ্যেন। প্রকৃতে ভাবিলীলা-বর্ণনে তৌ কৃষ্ণনারদৌ কর্ত্তারৌ যত্র সা চাসৌ কথা চেতি ॥ ৩৫১ ॥

দেখুন, পূর্ব্বে উপতাপযুক্ত প্রীতি বা পূর্ব্বানুরাগ, পরে শ্বশ্রূপ্রভৃতি গুরুজন দিগের তাড়নায় তাহাদের হৃদয়ের যত্ন নাশ. তৎপরে যাহার আচরণে বেদাচার এবং লোকাচার হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যায়, তাহার বলে প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গীকার হয়। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মথুরাদি দূর স্থানে অবস্থান করিলে, বিলম্বকারী মহা বিরহ। এবং তাদৃশ বিরহের পর যদি বিবাহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীরূপ মিথুন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে ইহার পর আর অধিক সুখ কি হইতে পারে! ॥ ৩৫০ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ প্রকৃত কথা বর্ণনা করিতে উপক্রম করিলেন ॥ ৩৫১ ॥

(ক) প্রাগ্‌দুরপ্রিয়তেতি গৌর-বৃন্দাবন পাঠঃ।

কৃষ্ণ উবাচ—ততস্ততঃ ?

ঋষিরুবাচ—ততশ্চ সর্ব্বেষাং গতয়ে দুহিতুঃ পতয়ে তুভ্যং কৌতুকাবহানি বহূনি যৌতুকানি পরমধন্যাং নিজনিজ-কন্যাং চ প্রস্থাপ্যতে। গোপাঃ সোপাধ্যায়াঃ সদা তদা ধ্যায়ং ধ্যায়ং দিবস্পৃথিব্যাবপি স্বানন্দসমুদ্রমুদ্রিতে করিষ্যন্তি ॥৩৫২॥

কৃষ্ণ উবাচ—ততস্ততঃ ? ॥—

ঋষিরুবাচ—তত্র চ কবিলোকানাং শ্লোকাবেতাবুদেষ্যতঃ ॥ ৩৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ তত স্ততঃ। ঋষিরুবাচ। দুহিতুঃ পতয়ে জামাত্রে কৌতুকাবহানি হর্ষপ্রাপকাণি যৌতুকানি বিবাহে দেয়ানি, প্রস্থাপয়িষ্যতে তথা সোপাধ্যায়াঃ পুরোহিতসহিতা গোপাশ্চ দিবস্পৃথিব্যাবপি স্বর্গভূমী অপি স্বানন্দসমুদ্রমুদ্রিতে স্বীয়ো য আনন্দঃ স এব সমুদ্রঃ ততঃ মুদিতে হর্ষযুক্তে (ক) করিষ্যন্তি ॥ ৩৫২ ॥

কৃষ্ণ উবাচ—ততস্ততঃ। ঋষিরুবাচ। তত্র তাদৃশোৎসবে। উদেষ্যতঃ উদয়ং প্রাপ্স্যতঃ ॥৩৫৩॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর, তারপর। দেবর্ষি কহিলেন, তাহার পর গোপগণ, পুরোহিতের সহিত সকলের পতি এবং দুহিতার পতি তোমাকে আনন্দদায়ক বহুতর যৌতুক, এবং পরম ধন্যা নিজ নিজ কন্যা পাঠাইয়া দিবেন। তৎকালে তাহারা সর্ব্বদাই ধ্যান করিয়া স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যকেও স্বকীয় আনন্দরূপ সমূহদ্বারা হর্ষযুক্ত করিবেন ॥ ৩৫২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর, তারপর। ঋষি বলিলেন, তাহার পর সেই উৎসবে কবিদিগের এইরূপ দুইটি শ্লোক উদিত হইবে ॥ ৩৫৩ ॥

(ক) স্বানন্দসমুদ্রমুদিতে ইতি টীকাসম্মতঃ পাঠঃ।

যর্হ্যায়াতা ব্রজ-নৃপ-গৃহং রাধিকাদ্যাস্তদাসাং
স্ব-জ্যোৎস্নাভিস্তদলমভবদ্ধেমধামপ্রকারম্।
গোলোকাখ্যং পদমুদয়িতা যত্তু তস্য প্রকাশ-
স্তাসাং শ্রীণামনুগত ইতি দ্যোতনং যত্র জাতম্॥ ৩৫৪॥

অসংখ্যগণনস্নুষাগণনিবাসমাকস্মিকং
কথং ব্রজপতী তদা বিদধতুস্তথা তচ্ছৃণু।
গৃহা ইব তরুব্রজা যদিহ ভান্তি যাবৎস্পৃহং
বনান্যুপবনপ্রভাণ্যতিসহস্রসংস্থান্যপি॥ ৩৫৫॥

তৌ বর্ণয়তি—যর্হ্যায়াতা ইতি যর্হি যদা রাধিকাদ্যা ব্রজনৃপগৃহং ব্রজেন্দ্রালয়ং আয়াতা আগতা স্তদা আসাং রাধিকাদ্যানাং স্বজ্যোৎস্নাভিরসাধারণপ্রভাভিঃ তৎ ব্রজরাজধাম অলমতিশয়ং হেমধামপ্রকারং স্বর্ণধামসদৃশমভবৎ। তদা গোলোকাখ্যাং পদং স্বরূপমুদয়িতা উদয়ং প্রাপ্স্যতি যত্তু পদং তস্য গোকুলস্য প্রকাশঃ একস্বরূপঃ যশ্চ প্রকাশ স্তাসাং রাধিকাদীনাং শ্রীণাং লক্ষ্মীণামনুগতোঽধীনঃ ইতি হেতোর্যত্র গোকুলে তস্য দ্যোতনং প্রকাশনং জাতং॥ ৩৫৪॥

অসংখ্যেতি অসংখ্যগণনস্নুষাগণনিবাসং অসংখ্যা সংখ্যাতীতা গণনা যস্য সা চাসৌ বধূগণশ্চেতি তস্য নিবাসং কথমাকস্মিকং হঠাৎ ব্রজপতী ব্রজরাজদম্পতী তদা বিদধতুঃ তদেতৎ শৃণু গৃহা ইব যৎ ইহ গোকুলে যাবৎস্পৃহং যাবদিচ্ছং ভান্তি প্রকাশন্তে তথা

যৎকালে রাধিকা প্রভৃতি রমণীগণ, ব্রজরাজের আলয়ে আগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে উঁহাদের অসাধারণ প্রভাপটলী দ্বারা ব্রজরাজের গৃহ স্বর্ণ-গৃহ তুল্য হইয়া অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়াছিল। তৎকালে গোলোক নামক স্বরূপ উদয় পাইবে। যে পদ বা স্বরূপ, গোকুলের প্রকাশ বা একস্বরূপ; এবং যে প্রকাশ রাধিকাদি লক্ষ্মীগণের অধীন ছিল; এই কারণে, গোকুলে উহার প্রকাশ ঘটিয়াছিল (ক)॥ ৩৫৪॥

তৎকালে ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরী কিরূপে সংখ্যাতীত গণনাযুক্ত অকস্মাৎ

(ক) যাহা গোকুল বৃন্দাবন, তাহাই গোলোক। তবে আমরা যে ইহার জাগতিক জড় বস্তুর ন্যায় আকার দেখি উহা সেই চিন্ময় গোলোকের বৈভব বিশেষ। ভগবান্ যখন প্রাকৃতবৎ লীলা করেন, তখন গোলোকধামও প্রাকৃতবৎ প্রতীত হন, আবার নিত্যলীলাতে অর্থাৎ গোলোকের স্বকীয়া লীলাতে প্রাকৃত আবরণ ভঙ্গ হইয়া চিন্ময়ভাব প্রকাশ পায়। পূর্ব্বচম্পূ প্রথমাদি কতিপয় পূরণে গোলোকবিলাস দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

তদেতদবধায় মধুকণ্ঠেনামুক্তকণ্ঠং পুনরনুসন্ধীয়তে স্ম।

বাঢ়ং বিবাহাদিভিরসঙ্কোচে বিরোচমান এব গোপজাতিভি-র্নারীভিঃ সহ গোপজাতিযোগ্যবেশধারিণস্তস্য লীলানৈরন্তর্য্য-মপি তদোচিততয়া পর্য্যালোচিতং পাদ্মোত্তরখণ্ডে দন্তবক্র-বধানন্তরতদ্ব্রজাগমনে, যথা ;—

কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমাচিতে।
গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস কেশবঃ ॥
রম্যকেলিসুখেনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ।
বহুপ্রেমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুবাস হ ॥ ইতি ॥ ৩৫৬ ॥

বনানি উপবনপ্রভাণি উপবনানামিব দীপ্তিযেষাং তানি অতিসহস্রসংস্থানি সহস্রমতিক্রান্তা সংস্থা আকৃতি যেষাং তানি। এষ প্রসঙ্গো মৎকৃতব্রজরমাপরিণয়নাটকে প্রকারান্তরেণ বিবৃত আসীৎ স তু কল্পান্তরগত ইতি জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৫৫ ॥

ততঃ স্বয়ং কবিস্তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—তদেতদিত্যাদিগদ্যেন। আমুক্তকণ্ঠং বদ্ধকণ্ঠং যথা স্যাৎ পুনঃ অনুসন্ধিতং কৃতং। অসঙ্কোচে স্বাচ্ছন্দ্যে বিরোচমানে সতি তস্য কৃষ্ণস্য লীলানৈরন্তর্য্যং লীলায়াঃ সাতত্যমপি তদোচিততয়া পতিপত্নীভাবোচিততয়া পর্য্যালোচিতং পাদ্মোত্তরখণ্ডে। কালিন্দ্যা ইত্যাদিনা সুগমং ॥ ৩৫৬ ॥

অসংখ্য বধূগণের অকস্মাৎ আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাই তুমি শ্রবণ কর। যে হেতু এই গোকুলে যেমন ইচ্ছা হইত, অমনি গৃহ সমূহের মত বৃক্ষশ্রেণী বিরাজ করিত এবং অসংখ্য আকৃতি ধারণ করিয়া বনরাজিও উপবন শ্রেণীর মত প্রকাশ পাইতে থাকিত ॥ ৩৫৫ ॥

এইরূপ অবধারণ করিয়া পুনরায় মধুকণ্ঠ বদ্ধকণ্ঠ হইয়া অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। হাঁ, বিবাহাদি দ্বারা অসঙ্কোচ প্রকাশ পাইলেই গোপগণ গোপীদিগের সহিত গোপজাতির উপযুক্ত বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের অবিরত লীলাও পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দন্তবক্রবধের পর তাঁহার আগমনে, তদীয় পত্নীভাবের সমুচিত রূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। যথাঃ—শ্রীকৃষ্ণ, পুণ্যতরুপরিবেষ্টিত রমণীয় যমুনা-পুলিনে গোপাঙ্গনাদিগের সহিত, সর্ব্বদা কেলি করিয়াছিলেন। প্রভু গোপবেশ

কিঞ্চ ;—"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ"
ইত্যাদ্যপ্যধিয়ন্ কয়াচিদুদিতং গোপালিকাগীরিতি।
ভাবোন্মাদজগাননৃত্যবিবশঃ শ্রীগুণ্ডিচাপর্ব্বসু
শ্রীচৈতন্যতনুর্ম্মতং স ভগবানঙ্গীকরিষ্যত্যদঃ ॥৩৫৭॥
তদীদৃগেব ভাবিনি বিদগ্ধমাধব-ললিতমাধবাহ্বয়ে (ক)

কিঞ্চ যঃ কৌমারেত্যাদি। কয়াচিৎ গোপালিকাগীরিতি উদিতমধিয়ন্ অধিগচ্ছন্ শ্রীচৈতন্যতনুঃ স ভগবান্ কৃষ্ণ অদো মতং যোগ্যমিত্যঙ্গীকরিষ্যতি। চৈতন্যতনুঃ কিম্ভূতঃ ভাবোন্মাদজগাননৃত্যবিবশঃ ভাবোন্মাদজে যে গাননৃত্যে তাভ্যাং বিবশঃ ॥ ৩৫৭ ॥

তস্যা শ্চানুসন্ধানং বর্ণয়তি—তদীদৃগেবেতিপদ্যেন। তদীদৃগেব তৎ দাম্পত্যং ঈদৃগেব

ধারণ করত রমণীয় বিহার সুখে, বহুতর প্রেমরসে তথায় দুইমাস বাস করিয়াছিলেন ॥ ৩৫৬ ॥

অপিচ, "যিনি কৌমার কাল হরণ করিয়াছেন, তিনিই বর, এবং এই সেই চৈত্র মাসের রাত্রি সকল" কোন রমণীর কথিত গোপালিকার এইরূপ গান জানিতে পারিয়া এবং প্রেম ও উন্মাদ-জনিত নৃত্য গীত দ্বারা অবশ হইয়া শ্রীচৈতন্য-শরীর-ধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগুণ্ডিচাপর্ব্বে? এইরূপ যোগ্য মত স্বীকার * করিবেন ॥ ৩৫৭ ॥

অতএব ভবিষ্যতে বিদগ্ধমাধব এবং ললিতমাধব নামক যে দুইখানি শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামীর নাটক হইবে, সেই পূর্ব্বনাটক এবং পর নাটকে, সমস্ত রচনার

(ক) শ্রীরূপগোস্বামিপাদেন প্রণীতং বিদগ্ধমাধবং ব্রজলীলাবর্ণনময়ং তেনৈব প্রণীতং ললিতমাধবং মথুরাদ্বারকাদিপুরলীলাবর্ণনময়ং নাটকদ্বয়ং ভক্তিশাস্ত্রেষু মনোরমং সর্ব্বাদৃতঞ্চ।

* শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশী হইতে বনপথে শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলে শ্রীরূপ গোস্বামি পাদ স্বকৃত নাটকদ্বয় লইয়া আসিয়া প্রভুকে শ্রবণ করান। এবং ইতঃপূর্ব্বে প্রভুর মনোগত ভাব জানিয়া একটী সুমধুর পদ্য শ্রবণ করান। সেই শ্লোকের ভাবার্থ এই—হে সহচরি! সেই প্রিয় কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন, আমি সেই রাধা, এবং উভয়ের মিলনও সেই, তথাপি মধুর মুরলীর পঞ্চম নাদ প্রতিধ্বনিত বৃন্দাবনীয় শ্রীযমুনাপুলিনের জন্যই চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে। ইহাতে দ্বারকালীলার পরও ব্রজলীলার সূচনা এবং গৌরব প্রকাশিত আছে। বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটক এবং শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ-কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দেখিলে সবিস্তর বুঝিতে পারিবেন।

ততশ্চ স্তম্ভসম্ভজনমতিগম্ভীরকম্পসম্পৎ-সম্পাতন-সাম্প্রততয়া-লুম্পন্ পতন্নিব পুনশ্চ নির্ণিমেষতানির্ম্মিতসুপর্ব্বতামাত্মনি পর্ব্বন্ পূর্ব্বাবস্থামবস্থাপয়ন্নিব সমনন্তরঞ্চ লব্ধপ্রপঞ্চনবনবদল-বলয়-বলিত-বল্গুপুট-শোভালোভাকর-কর-সম্পুটমনূনবাষ্পনব্য-দিব্যপ্রসূনপূর্ণং কুর্ব্বন্নুপসংহরন্নিব (ক) সস্নিগ্ধকণ্ঠঃ স মধুকণ্ঠঃ। পূর্ব্ববদেব পূর্ব্ববদেব-মাত্রা-রুচিকরং বরং বরয়ামাস ॥ ৩৮৮ ॥

পুলককুলং তেন সঙ্কুলং ব্যাপ্তং কলেবরং যস্য তস্য ভাব স্তস্তা বলেন পুনর্বর্জ্জনস্য অভিদর্শনস্য পুলককুলস্য বা বঞ্জনতাং নিষেধতাং অর্জ্জয়ন্নিব, স্তম্ভসম্ভজনং স্তম্ভস্য সম্ভজনং প্রাপ্তি স্তৎ, অতিগম্ভীরেতি অতিগম্ভীরা যা কম্পসম্পৎ তস্যাঃ সম্পাতনং তস্য সাম্প্রততয়া যোগ্যতয়া লুম্পন্ উচ্ছিন্দন্ পতন্নিব নির্ণিমেষতানির্ম্মিতসুপর্ব্বতা নিমেষরাহিত্যতয়া নির্ম্মিতা যা সুপর্ব্বতা দেবত্বং তামাত্মনি পর্ব্বন্ পূর্ব্বাবস্থাং স্থিরচিত্ততাং অবস্থাপয়ন্ প্রতিপাদয়ন্নিব সমনন্তরং তৎপরকালে। লব্ধেতি লব্ধঃ প্রপঞ্চো যস্য এবম্ভূতো নবনবদলানাং যো বলয়ঃ সমূহ স্তেন বলিতং মিলিতং যৎ বল্গু মনোহরং পুটকং পদ্মং তস্য যা শোভা তস্যা লোভস্য আকর উৎপত্তিস্থানং করসম্পুটং যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ। অনূনেতি অনূনং পূর্ণং যৎ বাষ্পমশ্রু তদেব নব্যদিব্যং প্রসূনং পুষ্পং তেন পূর্ণং কুর্ব্বন্ উপসংহরন্ উপসংহারং কুর্ব্বন্নিব সস্নিগ্ধকণ্ঠঃ স্নিগ্ধকণ্ঠেন সহ বর্ত্তমানঃ পূর্ব্ববদেব মাত্রা রুচিকরং মাত্রাণাং পরিজনানাং ইন্দ্রিয়বৃত্তীনাং বা রুচিকরং বরং বরয়ামাস প্রার্থিতবান্ ॥ ৩৮৮ ॥

হইল। ঐরূপ রোমাঞ্চিত শরীরপ্রভাবে পুনর্ব্বার দর্শনের অথবা রোমাঞ্চরাশির নিষেধ যেন অর্জ্জন করিতে লাগিল। অতি গম্ভীর কম্পসম্পত্তির আগমনে এবং তাহার যোগ্যতায় উভয়েই স্তম্ভপ্রাপ্তি লোপ করিয়া যেন পতিত হইতে লাগিল। পুনর্ব্বার নির্ণিমেষ ভাবে বিরচিত দেবভাব আপন দেহে প্রাপ্ত হইয়া উভয়েই যেন পূর্ব্বাবস্থা স্থাপন করিল। অনন্তর প্রপঞ্চ লাভ করিয়া নব নব দল-সমূহদ্বারা একত্র সমবেত মনোহর পদ্মশোভাবিষয়ক লোভের উৎপত্তি স্থান স্বরূপ করপুটকে পরিপূর্ণ বাষ্পরূপ নবীন ও মনোহর পুষ্পরাশিদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া যেন কথা উপসংহার করিবার জন্য, উভয়েই পূর্ব্বের মত পরিজনবর্গের তৃপ্তিকর বর প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩৮৮ ॥

(ক) কুর্ব্বন্নুপহরন্নিব ইতি বৃন্দাবনানন্দগোঁর পাঠঃ।

বাণী কংস-রিপো ! তবানুকথনং কর্ণৌ কথাকর্ণনং
হস্তৌ সন্ততসেবনং হৃদয়মপ্যুৎকণ্ঠয়া ধারণম্
শীর্ষং গোকুলবস্তুমাত্রনমনং দৃষ্টী সমস্তব্রজ-
প্রেষ্ঠানাং স্থিতিবীক্ষণঞ্চ ভজতাং নৌ নৈব তত্তদ্বহিঃ ॥৩৮৯

তদেবং লব্ধভক্তিপ্রপঞ্চং তঞ্চ তঞ্চ কুঞ্চন্মনসং ভূয়ো ভূয় আহূয় প্রমদব্রজবিরাজমানঃ শ্রীমান্ ব্রজরাজঃ সভাজন-ভাজনতয়া নিজসমীপমাপয়ামাস সমুপবেশয়ামাস চ তেন চ সর্ব্বমপি সমাজং শর্ম্মণা ভ্রাজয়ামাস ॥ ৩৯০ ॥

তং বরং বর্ণয়তি—বাণীত্যাদিপদ্যেন। হে কংসরিপো তব অনুকথনং প্রাপ্য বাণী বাক্ বর্ত্ততাং এবং কর্ণাদাবপি আকর্ণনং শ্রবণং, শীর্ষং মস্তকং স্থিতিবীক্ষণং স্থিত্যা সহ বীক্ষণং দর্শনং এবং ভজতাং নোঽস্মাকং তেষাং তেষাং বাল্যাদীনাং বহি স্তত্তদ্ভিন্নবিষয়েষু নৈব কিন্তু তাস্তু ত্বন্নিষ্ঠা ভবন্ত্বিতি প্রার্থনং ॥ ৩৮৯ ॥

এবং প্রার্থনানন্তরং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। লব্ধভক্তিপ্রপঞ্চং লব্ধো ভক্তেঃ প্রপঞ্চো ভক্তে বিস্তারো যেন তং স্নিগ্ধকণ্ঠং মধুকণ্ঠঞ্চ কুঞ্চন্মানসং কুণ্ঠিতচিত্তং প্রমোদসমূহেন সহ বিরাজমানঃ সভাজনভাজনতয়া সম্মানস্য পাত্রতয়া নিজসমীপং স্বনিকটং আপয়ামাস সঙ্গময়ামাস সম্যগ্ নিবেশয়ামাস চ। তেন তাদৃশসম্মানেন সমাজং সভাং শর্ম্মণা সুখেন সেবয়ামাস ॥ ৩৯০ ॥

হে কংসনাশন ? তোমার কথা লক্ষ্য করিয়া বাণী প্রবৃত্ত হোক, আমাদের দুই জনের কর্ণযুগল যেন হরিলীলাই শ্রবণ করে ; হস্তযুগল যেন সর্ব্বদাই হরি চরণ সেবা করে, হৃদয় যেন কৃষ্ণের কথায় উৎকণ্ঠিত হয় ; মস্তক যেন গোকুলের সকল বস্তু দেখিয়া নত হয় ; এবং আমাদের দুই জনের দৃষ্টি যেন মর্য্যাদার সহিত সমস্ত ব্রজবাসী প্রিয়তম পদার্থ দর্শন করে। কিন্তু ইহা ভিন্ন অন্য বিষয়ে আমাদের কথা, কর্ণ ও হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ সকল যেন পরিচালিত না হয় ; ইহাই আমাদের প্রার্থনা ॥ ৩৮৯ ॥

অতএব এইরূপে যিনি ভক্তির বিস্তার লাভ করিয়াছিলেন। সেই কুণ্ঠিত-চিত্ত মধুকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠকে বারংবার আহ্বান পূর্ব্বক শ্রীমান্ ব্রজরাজ, আনন্দ সমূহদ্বারা বিরাজিত ও সম্মানের পাত্র ভাবিয়া আপনার নিকটে আনাইলেন ;

ততশ্চ ;—

পুণ্ড্রং পূর্ব্বাঙ্গচর্চ্চা নিজমণিবলিতালঙ্কৃতির্দিব্যতাম্বূ-
লাগ্র্যং প্রাগ্র্য-স্ব-বস্ত্রব্রততিরিরিতি বহু-
স্বাত্মনৈবোপযুজ্য ।
গন্ত্র্যো বাহাঃ সমন্তাৎ পরিজনজনতাঃ
স্পৃহ্যগৃহ্যাদিবস্তূ-
ন্যেতান্যন্যৈঃ সমর্প্য দ্বয়মভিহিতবান্
শ্রীলগোলোকরাজঃ ॥ ৩৯১ ॥

অদ্যারভ্যানুপাল্যেত লাল্যেন ভবতোর্দ্বয়ম্ ।
অস্য মাত্রা তথা মাতা তদ্বৎ পিত্রা ময়া পিতা ॥ ৩৯২ ॥

তয়োঃ পুরস্কারপ্রকারং বর্ণয়তি—পুণ্ড্রমিত্যাদিপদ্যেন। পুণ্ড্রং তিলকং পূর্ব্বাঙ্গচর্চ্চা নাভেরূর্দ্ধভাগঃ পূর্ব্বাঙ্গং তস্য চর্চ্চা শোভনং, নিজমণিমিলিতালঙ্কৃতি নিজস্য মণিভিমিলিতা যা অলঙ্কৃতিঃ সা দিব্যতাম্বূলশ্রেষ্ঠং প্রাগ্র্যেতি প্রাগ্র্যাণাং শ্রেষ্ঠানাং স্ববস্ত্রাণাং সমূহো যত্র সা, বহু স্বাত্মনৈব উপযুজ্য সুসেব্য স্থিতাঃ সমর্প্য তথা গন্ত্র্যো বাহা গমনকুশলা অশ্বাঃ পরিজনজনতা ভৃত্যাদয়ঃ স্পৃহ্যগৃহ্যাদি বস্তূনি স্পৃহণীয়ানি গৃহোপকরণানি এতানি অন্যৈর্দ্রব্যৈঃ সহ সমর্প্য দ্বয়ং মধুকণ্ঠ-স্নিগ্ধকণ্ঠরূপং সুতযুগলং অভিহিতবান্ কথয়ামাস ॥ ৩৯১ ॥

তয়োরনুগ্রহপরিপাটীং বর্ণয়তি—অদ্যারভ্যেতি পদ্যেন। অদ্যারভ্য ভবতোর্দ্বয়ং লাল্যেন লালনরীত্যা ময়া অনুপাল্যেত তথা ভবতো মাতা অস্য কৃষ্ণস্য মাত্রা অনুপাল্যেত তদ্বৎ ভবতোঃ অস্য পিত্রা ময়া অনুপাল্যেত ॥ ৩৯২ ॥

এবং উপবেশন করাইলেন। ঐরূপ সম্মানদ্বারা সমস্ত সভা-সুখ বর্দ্ধিত করিলেন ॥ ৩৯০ ॥

তাহার পর, তিলক, নাভির ঊর্দ্ধভাগস্থিত সমস্ত শরীরের শোভা, আপনার মণি সংস্পৃষ্ট অলঙ্কার ; দিব্য এবং শ্রেষ্ঠ তাম্বূল ; শ্রেষ্ঠ স্বকীয় বস্ত্ররাশি ; এই সমস্ত বিষয় আপনিই দান করিয়া, এবং গমনশীল অশ্বাদি বাহন সকল, চারিদিকে পরিজনবর্গ ; এবং বাঞ্ছনীয় গৃহের উপকরণ সকল, অন্যান্য বস্তুর সহিত সমর্পণ করিয়া শ্রীমান্ গোলোকরাজ উভয়কেই বলিয়াছিলেন ॥ ৩৯১ ॥

অদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া আমি তোমাদের দুই জনকে লালনরীত্যনুসারে

জয়ধ্বনিযুতাস্তদা ববৃষুরুদ্ধতাঃ সদ্ধনং
যথা বত সদঃসদস্তদবগাহ্য বাহ্যং গৃহম্।
তথান্তরগতা যতশ্চপলমেব তৎ-পূরিতং
স্থলং কিল কৃতক্রিয়ং * ব্যসৃজদাত্মলব্ধান্ জনান্॥ ৩৯৩॥

তদেবং কথাসাতৌ দত্তসাতৌ মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠৌ সদৈব লব্ধকৃষ্ণোপকণ্ঠৌ চ তদ্বিনা সবিলোকনোৎকণ্ঠৌ প্রতিক্ষণ-মমন্দপরমানন্দমনুবিন্দমানাবেব বিরাজেতে॥ ৩৯৪॥

তদা তত্র মহোৎসবং বর্ণয়তি—জয়ধ্বনীত্যাদিপদ্যেন। সদঃসদঃ সভাংগতা জনাঃ। বতেতি হর্ষে। উদ্ধতা অনিবার্য্যাঃ সন্তঃ জয়ধ্বনিযুতা স্তদা বাহ্যং গৃহমবগাহ্য সমাশ্রিত্য সৎ প্রশস্তং ধনং যথা ববৃষু স্তথা সভামধ্যগতা যতো যদ্দানং বীক্ষ্য চপলং শীঘ্রমেব তৎপূরিতং ধনপূরিতং স্থলমবগাহ্য কৃতক্রিয়ং কৃতা ক্রিয়া হস্তাদিব্যাপারো যত্র তদ্‌যথাস্যা তথা, আত্মলব্ধান্ আত্মনা স্বয়ং লব্ধান্ জনান্ ব্যসৃজৎ প্রদদুঃ॥ ৩৯৩॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠৌ তত্র বিরাজেতে ইত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতৌ কথাসাতৌ কথানাং সাতমবসানং যাভ্যাং তৌ। দত্তং দত্তসাতৌ, দত্তং সাতং সর্ব্বেভ্যঃ সুখং যাভ্যাং তৌ লব্ধকৃষ্ণোপকণ্ঠৌ লব্ধঃ কৃষ্ণস্যোপকণ্ঠঃ সমীপং যাভ্যাং তৌ তদ্বিনা সমীপং বিনা সবিলোকনোৎকণ্ঠৌ বিলোকনেন দর্শনেন সহ উৎকণ্ঠা যয়োস্তৌ অমন্দপরমানন্দং অমন্দ উৎকৃষ্টো যঃ পরমানন্দস্তং প্রতিক্ষণমনুবিন্দমানৌ লভমানৌ॥ ৩৯৪॥

অনুপালন করিব, কৃষ্ণের মাতা তোমার মাতাকে এবং ঐরূপ কৃষ্ণের পিতা (অর্থাৎ আমি) তোমার পিতাকে পালন করিবেন॥ ৩৯২॥

আহা! কি আনন্দের বিষয়! সভাস্থ জনগণ উদ্ধত হইয়া তৎকালে জয়ধ্বনি করিতে করিতে বাহ্যগৃহ অবলম্বন করিয়া যেরূপ প্রশস্ত ধন বর্ষণ করিয়াছিল; সেইরূপ সভামধ্যস্থিত ব্যক্তিগণ, যে দান দেখিয়া শীঘ্রই ধনপূরিত স্থল অবলম্বন করিয়া হস্ত প্রভৃতির চালনাদিক্রিয়াপূর্ব্বক আত্মলব্ধ জনদিগকে দান করিয়াছিলেন॥ ৩৯৩॥

এইরূপে মধুকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ, সমস্ত কথার অবসান করত, সকলকে সুখদান পূর্ব্বক সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইলে, এবং সমীপব্যতিরেকে উভয়েই দর্শনের উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত হইয়াও প্রতিক্ষণ উৎকৃষ্ট পরমানন্দ লাভ করিয়া তথায় বিরাজ করিতে লাগিল॥ ৩৯৪॥

* অত্র টীকা মূলয়োরসঙ্গতিঃ। মূলে তু ব্যাকরণদুষ্টিরিব প্রতিভাতি। স্ত্রীলিঙ্গশ্চেৎ ন।

অত্র পূর্ব্বমাপাততঃ সুদুর্ব্বোধতাশঙ্কয়া যদ্যপি ন বর্ণিত-স্তথাপ্যস্যাং শ্রীগোলোককৃতপ্রভায়াং সভায়াং শান্তবেশতয়া পুরোধসাং মধ্যসম্বধ্যমানাসনঃ সুখাকৃতসর্ব্বস্বজনঃ সর্ব্বেষা-মগ্রণ্যঃ শ্রীমান্ পর্জ্জন্যঃ পর্জ্জন্য ইব সর্ব্বসুখং বর্ষন্নাসীৎ। বরীয়সী বরীয়সীচান্তঃ সভায়াং তথা লব্ধপ্রভা সমবর্ত্তত। শ্রীমানুদ্ধবশ্চ সর্ব্বেষামুদ্ধব এবাজনীতি সর্ব্বজনীনং সুখং কিয়দ্বর্ণনীয়ম্ ॥ ৩৯৫ ॥

রহস্যং পুনরিদং রস্যমানং বিধীয়তাম্ ॥ ৩৯৬ ॥

অথ ব্রজরাজস্য মাতাপিত্রোর্গোলোকে অবস্থানং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অত্রেত্যাদিগদ্যেন। পূর্ব্বং গ্রন্থারম্ভকালে শ্রীগোলোককৃতপ্রভায়াং শ্রীগোলোকে কৃতা প্রভা দীপ্তির্যস্যা স্তস্যাং সভায়াং পুরোধসাং পূজ্যানাং মধ্যে সম্বধ্যমানমাসনং যস্য সঃ, সুখাকৃতসর্ব্বস্বজনঃ সুখমনুকূলং কৃতং সুখাকৃতং সুখাকৃতাঃ সর্ব্বে স্বজনা যেন সঃ, অগ্রগণ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ পর্জ্জন্যো মেঘঃ। বরীয়সী পর্জ্জন্য পত্নী চ অন্তঃসভায়াং অন্তঃপুরসদসি তথা লব্ধপ্রভা শান্তবেশশোভা সমবর্ত্তত ॥

উদ্ধবস্য তথাবস্থানং বর্ণয়তি—শ্রীমানিত্যাদিগদ্যেন। সর্ব্বেষামুদ্ধবো হর্ষপ্রদোঽজনীতি সর্ব্বজনীনং সর্ব্বজনসম্বন্ধীয়ং সুখং কিয়দ্বর্ণনীয়ং তত্ত্ব, ন বর্ণনবিষয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৯৫ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রার্থয়তে রহস্যমিতিগদ্যেন ॥ ৩৯৬ ॥

এই স্থানে যদ্যপি পূর্ব্বে গ্রন্থারম্ভ কালে অপাততঃ অত্যন্ত দুর্ব্বোধভাব আশঙ্কা করিয়া পর্জ্জন্যের কথা বর্ণিত হয় নাই, তথাপি শ্রীগোলোকের শোভাকারিণী এই সভাতে শান্তবেশে অবস্থিত পূজ্যগণের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়া, সকল আত্মীয়দিগকে অনুকূল করিয়া, সকলের অগ্রগণ্য শ্রীমান্ পর্জন্য মেঘের মত যেন সর্ব্বসুখ বর্ষণ করিয়া বিদ্যমান ছিলেন। পর্জন্যের পত্নীও অন্তঃপুরের সভায় ঐরূপে শান্তবেশে প্রভা লাভ করিয়া বিদ্যমান ছিলেন। শ্রীমান্ উদ্ধবও সকলেরই উৎসব রূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। অতএব সকলের সুখ যে কত, তাহা কিরূপে বর্ণনা করা যাইবে? ॥ ৩৯৫ ॥

কিন্তু সকলেই এই রহস্য আস্বাদন করুন ॥ ৩৯৬ ॥

বৃন্দারণ্যাভিধানে সরসি সরসিজশ্রেণিলক্ষ্মীষু গোপী-
ষ্বেকা রাধাভিধা সা বিভবতি সততং দিব্যসৌগন্ধিকশ্রীঃ।
ভ্রাম্যন্ যামেব লব্ধ্বা ব্রজপতিতনয়শ্চার্ব্বমূর্ব্বর্ত্মবৃত্তীঃ।
সর্ব্বা নির্ম্মায় যস্যামলিরিব কলয়া
কেলিমুচ্চৈস্তনোতি ॥ ৩৯৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ! কৃষ্ণচৈতন্য ! সসনাতনরূপক ! ।
গোপাল ! রঘুনাথাপ্ত ! ব্রজবল্লভ ! পাহি মাম্ ॥ ৩৯৮ ॥

তদ্রহস্যং বিশদয়তি বৃন্দারণ্যেত্যাদিপদ্যেন। বৃন্দারণ্যনামধেয়ে সরসি সরোবরে সা রাধাভিধা সততং বিভবতি উৎকর্ষেণ জয়তি, সা কিম্ভূতা সরসিজশ্রেণিলক্ষ্মীষু পদ্মপঙ্ক্তিরূপাসু লক্ষ্মীষু ব্রজরমাসু গোপীষু ললিতাচন্দ্রাবল্যাদিষু মধ্যে একা মুখ্যা, তস্যা মুখ্যাত্বং রূপেণাপি সাধয়তি দিব্যসৌগন্ধিকশ্রীঃ দিব্যং যৎ সৌগন্ধিকমুৎপলং তদিব শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ। তত্তু বহীরক্তবর্ণং অন্তস্তু পীতবর্ণং জ্ঞেয়ং। দিব্যত্বাদপূর্ব্বত্বাৎ অত্র রক্তবর্ণপট্টাবৃতত্বেন রক্তবর্ণেব, স্বরূপেণ পীতবর্ণেব "মধ্যে মণীনাং হৈমানা" মিত্যুক্তেঃ এতদ্বিশেষণস্তু সামান্যপদ্মেভ্যো ভেদবিবক্ষয়েত্যনুসন্ধাতব্যং। ব্রজপতিতনয়ঃ শ্রীকৃষ্ণো ভ্রাম্যন্ সন্ যাং রাধামেব লব্ধ্বা চারু রম্যং যথা স্যাৎ অমূঃ সর্ব্বা গোপীঃ বর্ত্মবৃত্তীঃ মার্গবৃত্তিভূতাঃ সোপানানীব নির্ম্মায় যস্যাং রাধায়াং কলয়া চতুষষ্টিরূপয়া উপলক্ষিতঃ উচ্চৈঃ কেলিং বিহারং তনোতি। পদ্মিন্যামলি ভৃঙ্গ ইব ॥ ৩৯৭॥

গ্রন্থসমাপ্তৌ মঙ্গলমাচরতি শ্রীকৃষ্ণেতি। এতৎ পদ্যস্য নানার্থতয়া পরমকমনীয়ত্বাৎ প্রণবপুটিতমন্ত্রবৎ আদ্যান্তয়ো র্বিন্যসিতং পদ্যং পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমাসীৎ ॥ ৩৯৮ ॥

এই বৃন্দাবন সরোবরের তুল্য। ইহাতে ললিতা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজলক্ষ্মীগণ যেন বিকসিত পদ্মপঙ্ক্তির তুল্য ইহাদের মধ্যে একমাত্র রাধিকাই সকলের শ্রেষ্ঠ, এবং তিনিই উৎকর্ষের সহিত জয় লাভ করিতেছেন। কারণ, স্বর্গীয় উৎপলের মত রাধিকার দেহশোভা অতি মনোহর। অলি যেরূপ পদ্মিনীতে বিহার করে, সেইরূপ ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমণ করিতে করিতে যে রাধিকাকে প্রাপ্ত হইয়া রমণীয়ভাবে ঐ সমস্ত গোপীদিগকে পথের সোপানশ্রেণীর মত নির্ম্মাণ করিয়া, চতুঃষষ্টি কলা অবলম্বন পূর্ব্বক যে রাধিকাতে উচ্চ কেলি বিস্তার করিতেন ॥৩৯৭॥

গ্রন্থ সমাপন করিবার জন্য মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! হে চৈতন্য! হে সনাতন হে রূপ হে গোপাল! হে রঘুনাথ! হে আপ্ত ব্রজবল্লভ! তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ৩৯৮ ॥

সম্বৎপঞ্চকবেদষোড়শযুতং শাকং দশেষ্বেকভাগ্-
জাতং যর্হি তদাখিলং বিলিখিতা গোপালচম্পূরিয়ম্।
বৃন্দাকাননমাশ্রিতেন লঘুনা জীবেন কেনাপি তদ্-
বৃন্দাকাননমেব সম্ভৃতিকলাং ধত্তাং সমন্তাদিহ ॥ ৩৯৯ ॥
প্রায়ঃ সর্ব্বা হরেলীলাঃ ক্রমশঃ সূচিতা ময়া।
যথাস্বং লব্ধরুচিভিরুপাস্যন্তাং মহাত্মভিঃ ॥ ৪০০ ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু সর্ব্বমনোরথপূরণং
ত্রয়স্ত্রিংশপূরণম্ ॥ ৩৩ ॥
কৈশোরবিলাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥

গ্রন্থসমাপ্তৌ স্বয়ং গ্রন্থকারঃ কালং নিরূপয়তি সম্বদিত্যাদিপদ্যেন। দশেষ্বেকভাক্ ১৬৪৫ সম্বৎ ১৫১০ শাকঃ তত্র শালিবাহনসম্বন্ধি সম্বৎ। শাকং বিক্রমাদিত্যমতেন পঞ্চক-বেদষোড়শযুতং যদা জাতং ইত্যেবং ব্যাখ্যেয়ং। অন্যথা রসামৃতসিন্ধুশাকেন বিরোধঃ স্যাৎ তদা ইয়ং গোপালচম্পূরখিলং সমগ্রং যথাস্যা তথা ময়া বিলিখিতা। ময়া কিন্তুতেন বৃন্দাকানন-মাশ্রিতেন লঘুনেতি দৈন্যেনোক্তং। জীবেন জীবনাম্না কেনাপীতি গর্ব্বরাহিত্যার্থং, বস্তুতো জীবন-রূপেণ অন্যথা নির্জীবানামস্মাকং গতির্নস্যাৎ। ইহ গ্রন্থে তদ্বৃন্দাকাননমেব সমস্তাৎ সম্ভৃতি-কলাং পূর্ণতাং ধত্তাং পুষ্ণাতু ॥ ৩৯৯ ॥

গ্রন্থকরণস্য তাৎপর্য্যান্তরং বর্ণয়তি—প্রায় ইত্যাদিপদ্যেন। প্রায় ইতি বাহুল্যেন যথাস্বং যথাযোগ্যং দাস্যাদিভাবযুক্ত্যা এবমহাত্মান স্তৈরুপাস্যন্তাং ॥ ৪০০ ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পূঃ ত্রয়স্ত্রিশৎ পূরণং। কৈশোরবিলাসঃ সম্পূর্ণঃ। সম্পূরিতা চেয়ং গোপালপূর্ব্বচম্পূরিতি। ইতি শ্রীমদ্ভগবন্নিত্যানন্দবংশাবতংস-বিশ্ব-বিখ্যাত শ্রীকিশোরীমোহন গোস্বাম্যাত্মজ শ্রীবীরচন্দ্রগোস্বামিনা বিরচিতায়াং শব্দার্থবোধিকায়াং শ্রীগোপালচম্পূটীকায়াং ত্রয়স্ত্রিংশপূরণং সমাপ্তং ॥

গ্রন্থ সমাপন করিতে গিয়া গ্রন্থকার স্বয়ং কাল নিরূপণ করিতেছেন। যখন সম্বৎ ১৬৪৫, এবং শকাব্দা ১৫১০, তখন বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া অতি সামান্য একজন জীব (অর্থাৎ আমি গ্রন্থকার) সমগ্ররূপে এই গোপালচম্পূ লিখিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ সেই বৃন্দাবনেরই চারিদিকেই পরিপূর্ণতা লাভ করুক ॥৩৯৯

প্রায়ই আমি সমগ্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রকার লীলা ক্রমে ক্রমে সূচনা করিয়াছি। যাঁহাদের যেরূপ ইচ্ছা, সেই অনুসারে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যাদি ভাবে রুচি করিয়া মহাত্মগণ, এই সকল কৃষ্ণলীলা উপাসনা করুন ॥ ৪০০ ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পূ কাব্যে সর্ব্ব-মনোরথ-পূরণ নামক ত্রয়স্ত্রিংশ পূরণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ৩৩ ॥

ইতি কৈশোর লীলা সম্পূর্ণ ॥

গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্যেণ বেদবেদান্ত-ষড়্দর্শন-পুরাণ-
শব্দানুশাসন-জ্যোতিষ-কাব্যালঙ্কারচ্ছন্দঃশাস্ত্রাদিপার-
গামীনেন নিখিল-চতুর্থাশ্রমিক্সাধকবৃন্দৈঃ
সেবিতপাদযুগলেন বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-
রাজ্যরক্ষণৈকসেনাপতিনা
শ্রীমৎসনাতনরূপানুগতেন শ্রীবল্লভাত্মজেন
শ্রীমতা শ্রীজীবগোস্বামিপাদেন
নিখিলসিদ্ধান্তসারতয়া বিরচিতায়াং শ্রীগোপালচম্প্বাং
পূর্ব্বচম্পূঃ সম্পূরিতা।

টীকা বিধানে মম কাপি শক্তি র্নাস্ত্যেব সত্যং বত যত্তথাপি।
অকাম্যমন্তঃস্থহরের্নিয়োগো হেতুঃ পরং তত্র বিদন্তু বিজ্ঞাঃ।
অতোঽর্থয়েঽনেন পরিশ্রমেণ প্রীণাতু রাধাযুতমাধবঃ সঃ।
পরা গতির্মে স হি এব নান্যো লোকদ্বয়ে সম্মনি রাজমানঃ।
শাকে রসাকাশগজেন্দুমানে বৌধে রবৌ যাত ইয়ং মায়াস্যাঃ।
গোপালচম্প্বাঃ সমপূর্ব্বভাগসমস্তটীকা রচিতা যথাচিৎ।
উত্তরচম্প্বাঃ পূর্ব্বত্র ময়া টীকা সমর্থিতা। অধুনা পূর্ব্বচম্প্বাস্তু টীকা সংক্ষেপতঃ কৃতা।
টীকাদ্বয়বিধানেন শ্রীরাধামাধবঃ প্রভুঃ। প্রবেশ্য নিজধামা রাদবতাৎ মাং দয়ান্বিতঃ।
শ্রীশ্রীগুরুভ্যো নমঃ। শ্রীঃ। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়েতাং। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনায় নমঃ ॥•
শ্রীরস্তু। ॥•॥ ॥•॥ ॥•॥ ॥•॥ ॥•॥

শ্রীগোপালচম্পূ কাব্যের পূর্ব্বচম্পূর শ্রীবৈষ্ণবজন-দাস্যাভিলাষি শ্রীরাস-
বিহারি সাঙ্খ্যতীর্থ বিলিখিত বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ ॥ (১৩১৮। ২১শে শ্রাবণ)।